

৫৩০

অমর গ্রন্থাবলী ।

প্রথম খণ্ড ।



শ্রী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত ।

১। দুটি প্রাণ, ২। শ্রীকৃষ্ণ, ৩। মজা, ৪। থিয়েটার,
৫। কাজের খতম, ৬। চাবুক, ৭। মিস্ত্রীলা,
৮। দোল-লীলা, ৯। সীতারামের
গীতাবলী, ১০। দেবীচৌধু-
রাগীর গীতাবলী
প্রভৃতি।

বিশেষ সংস্করণ ।

কলিকাতা ।

১৩০৯ সাল ।

মূল্য ৩ টাকা ।

৫৩০

১৩০

অমর গ্রন্থাবলী ।

প্রথম খণ্ড ।



শ্রী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত ।

১। দুটি প্রাণ, ২। শ্রীকৃষ্ণ, ৩। মজা, ৪। থিয়েটার,
৫। কাজের খতম, ৬। চাবুক, ৭। মিস্ত্রীলা,
৮। দোল-লীলা, ৯। সীতারামের
গীতাবলী, ১০। দেবীচৌধু-
রাগীর গীতাবলী
প্রভৃতি।

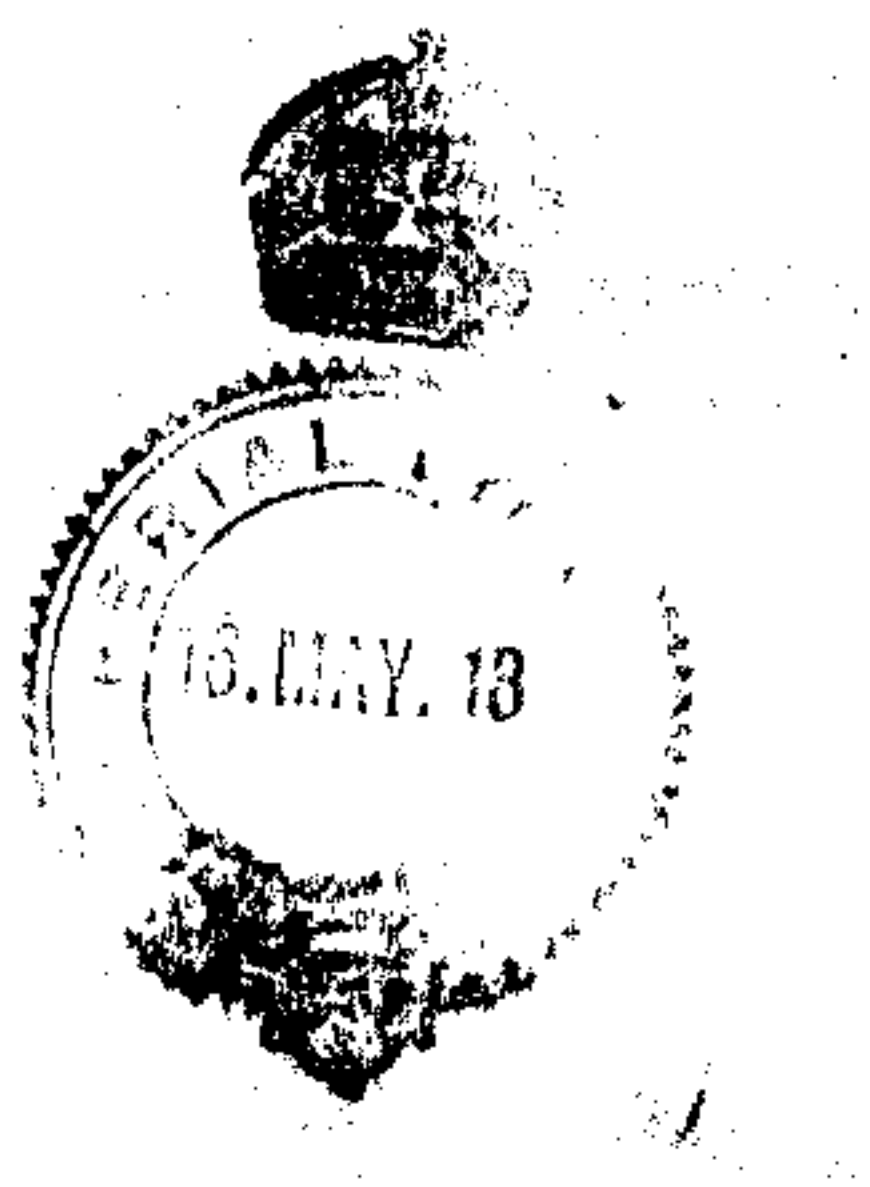
বিশেষ সংস্করণ ।

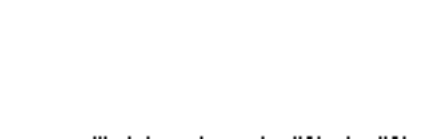
কলিকাতা ।

১৩০৯ সাল ।

মূল্য ৩ টাকা ।

১৩০





দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

রাজ পথ ।

কোটাল, কোটালপুত্র, ডুলিদার, ডুলিদার পত্নী, ডুলিদার কন্যা ও রাজপুত্রগণ ।

কো—পু। হ্যাঁ বাবা, এরা কারা বাবা ?
কোটাল। এঁরা বড় বড় রাজার—বড় বড়
পুত্র ।

কো—পু। বড় বড় রাজার—বড় বড় পুত্র
কি বাবা ?

কোটাল। কোথাকার হাকা ছেলেরে তুই ?
এঁরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজার ছেলে ।

কো—পু। আমি হাবা না আমার বাবা হাবা !
এঁরা যদি রাজার ছেলে, তবে এমন
হয়েছে কেন ?

কোটা। তা বুঝি জানিস্ নি ? এঁরা সব রাজ-
কন্তাকে বিচারে জিতে, তাঁকে বিয়ে করে,
রাজার জামাই হবেন বলে এসেছেন ;—
তার পর যেমন বরাবর হয়ে আসছে, তাই
হ'য়েছে । এক এক করে সব বিচারে
হেরেছেন । রাজকন্তার হুকুম মত কাউকে
হুম্মান সাজিয়ে, কাউকে ভানুক সাজিয়ে,
কারুর গৌফ মুড়িয়ে দিয়ে, কারুর গালে
চুনকালী দিয়ে,—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়ে
নিয়ে বেড়াতে হবে ।

কো—পু। আচ্ছা বাবা, রাজপুত্র বেটারা
তো ভারি বোকা ।—একটা মেয়ে মানুষের
জন্তে, আপনার দেশ ছেড়ে এসে, নিজের
ইজ্জাত খুইয়ে, একি হ'ল বাবা ?

কোটা। বোঝ্ ব্যাটা বোঝ্, এই বেলা থেকে
শেখ,—কখনও মেয়ে মানুষের লোভ
করিস্নি । তা হ'লে এই রকম প্যাতে
শ'ড়তে হবে ।

২য়, রাজপুত্র । ভাই কোটাল ! তোমার পারে
গড়ি, যথেষ্ট লাঞ্ছনা হয়েছে—আমাদের
ছেড়ে দাও ।

কোটা। এর মধ্যে ছাড়বো কি,—এখনও ঢে
বাকী,—ট্যাটরা পিটিয়ে তোমাদের শু
গান হোক ।—তারপর চারটে পাড়া এ
নও বাকী, সে পাড়াগুলো ঘুরিয়ে নি
আসি ।—তবেত' ছাড়বো ।

২য়, রাজপুত্র । যা কোরবে ভাই—চট্ পট্ ক
নাও ! আর পারি না, আমাদের ছে
দাও ।

কোটাল। ওহে ভল্লুকরাজ ! এ দিকে এস, চা
পা গেড়ে ঠিক করে বোস দিকি ? বাঃ ভা
বাঃ—ঠিক হয়েছে, হুম্মান সিং তুমি এ
পিঠে চড়,—এই ডুগ-ডুগী হাতে নাও
ওহে গৌফ মোড়ান ভায়া ! তুমি এ দিনে
এস, তুমি একটা আস্ত গাধা, গাধা
মতন হয়ে এইখানে বোস । ওহে চুন
কালী গালে নটবর,—এ গাধা ~~উপযুক্ত~~
মওয়ার তুমি ! নাও—এই দড়ী
লাগাম কর, গাধায় চড়ে তোফা
একবার হাঁকাও দিকি । দেরি ক'
দেরি ক'রনা, যত সময় যাবে তোমর
কাবু হবে । বাহবা কি বাহবা ! এই
বার ঠিক মানান্ হ'ল !! এ বে ঢুলিদ
বাজাও—বাজাও ভাই !

কো—পু। হ্যাঁ বাবা, মেয়ে মানুষ এমন বেয়
জিনিষ ? রাজপুত্রগুলোর এমন হ
হ'লো ! হ্যাঁ বাবা, মা ও তো মে
মানুষ—সে বেটীকে আজ বাড়ী গিয়ে
তাড়াবো ।

প্রস্থান

ছুটি-প্রাণ ।

কল্পা বড় কাটি-খোঁটা মেয়ে, পিরীত-ফিরিত
সে বোঝে না;—তার আবার একটা
পণ আছে শুনেছ ত' ? যে তাকে বিচারে
জিতে পারবে, সেই তার পতি হবে। কত
সোনার চাঁদ রাজপুত্রের এল, রাজকন্যা
তাদের বিচারে হারিয়ে দিয়ে, কারুর
গোঁফ মুড়িয়ে দিলে,—কারকে উল্টো
গাধায় চাপিয়ে—রাস্তায় রাস্তায় ট্যাটুরা
পিটিয়ে বার ক'লে। কারুর গালে চুণকালী
দিয়ে বেকুব বানিয়ে ছাড়লে। আমার
ভয় হয় মাছা,—কি হ'তে কি হয়?—
তোমারও হয়ত' তাদেরই হাল হবে!

হৃদয় । তুমি ভয় বাচ্ছ কেন? তোমায় মাসী
বলেছি, তোমার বোনপো কি ঠকবার?
আমি সন্মুখ বুদ্ধ কচ্ছিনি, গোপনে ব্যুহ
ভেদ কোরবো। তুমি যখন রাজকন্যার
কল্ল ফুল নিয়ে যাবে, আমি ছ'ছড়া মালা
গেঁথে দোব, তুমি রাজকন্যার হাতে দেবে—
তারপর হারি জিতি, আমার কপাল—
আর তোমার হাত যশ!

মালি । তবে চল, আর দেরি ক'রে কাজ নেই।
কম ভাল ফুল আমার মালকে ফোটে,
তোমায় তুলে দিচ্ছি। তুমি তোমার
মনের মতন মালা গেঁথে আমায় দাও,

আমি রাজকন্যাকে দিবে আসছি। সঙ্গে
সঙ্গে দুতীগিরি যেমন করে কতে হয়,
তাও ভুলব না।

সুন্দ । মাসী, আর কি বোলবো,—তোমার
কেনা গোলাম হয়ে গইছুম।

মালি । আর বাচ্ছা, মাসী বলে ফেলে,—তোমার
কেনা গোলাম করে আর কি কোরবো
বল? আলাপ-পরিচয় হবার দিন কতক
পরে যদি বোলতে, তবে যা হোক মনের
ভাল হ'ত! এ হ'ল কি জান?—মাসী
ব'লে—ফাঁসীও পরালে, দাসীও কলে—
প্রাণেও মালে!

মালিনীর গীত ।

মাসী ব'লে ফাঁসী গলে দিলি মনোচোর।
বড় সাধে বাস লেখে, মোর ভাল গি মুখের ঘোর।
ভেবেছিলাম দাসী হব,
চরণে মিশিয়ে রব,
মন প্রাণ তোরে দিব, ভাবে হব ভোর।
মাসী ব'লে আশার মূলে,
ছাই দিলি হার কি ভুল ভুলে,
মাচার তুলে, আছড়ে কোর, কি হ'ব হ'ল ভোর।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাক ।

বিদ্যার কক্ষ ।

বিদ্যা ও সখিগণ ।

১ম সখী । তোর কি কড়া প্রাণ ভাই ?—সব সোণার চাঁদ রাজ পুতুর এল,—ফিরেও দেখিনি ! কি এক ছাই পাঁশ বিচারের ছল করে, কারকে ভালুক মাজিয়ে, কারুর গালে চুনকালী দিয়ে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে—কোটালকে হুকুম দিলি ! আহা ! তাদের অবস্থা ভাবলে, আমাদের দুঃখ হয় । তুই কি মনে করিস, কখনও বাঁধা পড়'বিনি ? তোর প্রাণ কেউ নিতে পারবে না ? চিরকাল নিজের প্রাণের রাজ্যের রাণী, নিজে হ'য়ে থাক'বি ? ওলো দর্পীর দর্প ভগবান নিজের চূর্ণ ক'রবেন, তোর অনেক হাল হবে !

বিদ্যা । যদি যোগ্য পতি পাই, তবেই তাকে বরণ কোরবো । হ্যাঁ ! প্রাণটা কি ছেলে খেলার জিনিষ মনে করিস ? দিলেই হ'ল, নিলেই হ'ল ? আজন্ম যার দাসী হব,—চির জীবনের সুখ, চির জীবনের শান্তি, যার হাতে তুলে দোব, যাকে সর্বস্ব-সার কোরবো, তাকে দেখে শুনে মনের মতন করে নেব না ? যারা আমার প্রাণ আকিঞ্চন ক'রে আসে, তারা আমার রূপের ভিখারী মজি,—প্রাণের নয় । রূপের ভিখারীকে প্রাণ দোব ?—এমন প্রাণ জলে ফেলে দিই না কেন !

২য় সখী । তবে কি নিয়ে থাক'বি ? এত বড়টা হ'লি, যৌবন-জোয়ারেও বাণ ডেকেছে,—প্রাণে সাধের সমুদ্র জেগে উঠেছে,—এখন কি ধরে কাটা'বি ?

বিদ্যা । আমি আপ্নি নাগর, আপ্নি নাগরী হব । আপনার প্রাণ, আপনার বিনিময়ে নেব । আপনার পারে আপ্নি ধরে, আপ্নার মান ভাঙ্গবো । এত বড় পৃথিবী—এক পুরুষের দাসী হওয়া ভিন্ন, আর কিছু কি নিয়ে থাকবার নেই ? তোরের হাওয়া,—ফুলের সুবাস,—চাঁদের আলো,—প্রজাপতির পাখা, আর কত বলবো—মজ্বার জিনিষ চের আছে । যদি মজ্বতে হয়, এই সব নিয়ে মজ্ববো । যোগ্য জন না পেলে, পুরুষের দাসী হ'ব না ।

গীত ।

আমি আপ্নি ম'জে আপ্নি প্রাণে, প্রাণ সঁপে রব' ।
আপ্নি চিবুক আপ্নি ধ'রে এসে কথা ক'ব ।
আমি নাগর, আমিই নাগরী,
ভাঙ্গবো মান, ধ'রবো পারে কত ছল' করি ;
(আমি) হেলা ফেলা যা ক'রে সে—বুক পেতে ম'ব ।
ফুলের রেণু মাখবো গায়,
ক'রবো চুরি মলয় বার,
(আমি) চাঁদের হাসি ভালবাসি—তার দায়ী হ'ব ।

২য় সখী । হ্যাঁ ! তুই মেয়ে মানুষ হয়েছিস কেন ? কে জানে তাই তোর কেমন রীত !

সখিগণের গীত ।

বুঝিনাত' তোর রীতি কেমন ।
এমন ক'রে হতাদরে লুটালি বোবন ।
ছিছি লো একি জ্বাচরণ,
পারে ধ'রে প্রাণ দিতে চায়—ক'রিস জ্বাচরণ,
ডুবিয়ে জলে, দেমা কলে, অমন সোড়া মন ।
বাঁধতে গিয়ে পড়'বি বাঁধা, আলস হ'বে তোর বাঁধন ।

বিদ্যা। বা বা আর রজ করিস্নি,—তোরা খালি ঐ নিয়ে আছিস্ বইত না!—এখন ঘাই চল, শিব পূজার সময় হয়ে এল।

১ম, সখী। তোমার সখের আই মালিনী এখনও ফুল নিয়ে আসে নি। কি দিয়ে পূজা কোরবে?

বিদ্যা। এত বেলা হ'ল, এখনও মালিনী ফুল নিয়ে আসে নি? মাগীর বড় বাড় হয়েছে; যত বয়স হচ্ছে, রস যেন উথলে উঠছে।

২য়, সখী। তোমার মুখেই সর্বস্ব, এত রাগ, এত ঝাঁজ,—মালিনী আই একবার সামনে এলেই সব জল হ'য়ে যাবে।

বিদ্যা। না, তার ফুল—আজ থেকে আর আমি ছোঁব না। তোরা সবাই যা, বাগান থেকে ভাল ভাল ফুল তুলে দেবালয়ে নিয়ে আস,—আমি যাচ্ছি।

১ম, সখী। তা বেশ,—আমরা চলুম। কিন্তু আবার যদি তুমি সেই ছেনাল্ মাগীর কথায় ভুলে, তার সঙ্গে ভাব কর,—তা হ'লে আমরা সবাই মিলে, সে বেটীকে চা'ল কুমড়ী ক'রে গড়াব।

২য়, সখী। হ্যাঁ সখি, ফোটাফুল তুলে আনবো?—না কুঁড়ি তুলে আনবো? ফোটা ফুলেত' তোমার কোম দরকার নেই? তোমার কুঁড়িতেই ঘোঁল আনা কাজ;—তুমিত' আর ফুটবে না, মুকুলেই থাকবে।

সখীগণের গীত ।

(ওলো) মুকুলে রবে—ফুল ফুটিবে কবে?

ধীর সমীর এসে হেসে নাচাবে।

আবেশে প্রেমিক অলি, নব রসে ঢলি ঢলি,

চরণে লুটায় সেধে কেঁদে কাঁদাবে।

বদন সরোজে তোর, সে ভ্রমরা মনচোর,

চুমিতে আকুল চিতে প্রেম জানাবে।

উথলি উঠবে সবু, লুটিয়ে লইবে বঁধু,

সোহাগে হৃদয় চাঁদে প্রাণ বিলাবে।

সখীগণের প্রস্থান ।

বিদ্যা। হে শঙ্কর! হে সদাশিব!—নিভা তোমার পায়ে বিষদল, ফুলের রাশি ঢালি! শুধু ঢালি?—কিছু কি কামনা নাই? আছে,—অনেক আছে!—আমার মনের কথা তুমি জান,—আর কেউ জানে না। তোমার রূপায় যদি মনের মজদ পাই, তবেই আমার কুমারী-ব্রত ঘুচে,—তা' না হয়, রূপ-যৌবন,—অতৃপ্ত পিপাসা—সব চিত্তের ছাইয়ের সঙ্গে ছাই হ'য়ে যাবে।

গীত গাহিতে গাহিতে মালিনীর প্রবেশ ।

নূতন ধাঁজে, নূতন ছাঁদে গড়েছি মালা।

ছেলে বুড়ো সমান ভোলে, ছলে যায় যুবতী-বালা।

ফুল-শরের রেণু নিয়ে,

মিনি স্তোত্র গাঁথন দিয়ে,

ধরে ধরে সোহাগ ভরে, সাজান' বেলা।

মালি। কিগো রাজকুমারী, মুখ আজ এত ভারি কেন? কথা কইছ না, কিরে চাইছ না, আই বলে আদর করে ডাকচো না, একি বিড়ম্বনা? কি হ'য়েছে ছাই খুলে ব'লনা?

বিদ্যা। তুই এখনই আমার বাড়ী থেকে বেরো। তোর ভারি বাড় হয়েছে,—সকাল থেকে হাঁ করে বসে আছি, উনি এত বেলায় ফুল নিয়ে এলেন; এত খানি বয়েস হ'ল, এখনও তোর স্বভাব শোধরাল না? সমস্ত রাত রজরসে কাটিয়ে, দুপুর বেলায় শিব পূজার ফুল নিয়ে এলি। এখনই তোকে বাবার কাছে নিয়ে গিয়ে এর একটা হেস্ট নেস্ট করে তবে ছাড়বো।

মালি। তাইত গা, তাইত গা, এত রাগ কেন? হয়েছে কি? করিছি কি? এত নিদ্রা? ছিঃ ছিঃ! কথাটা তলিয়ে শোন, তারপর যত পার রাগ করো। কাকীপুরে গুণসিদ্ধ রাজার নাম শুনেছ? তার ছেলে সুন্দর দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল, আমার

সঙ্গে আজ ভোরে দেখা,—আহা! কি
চেহারা গো! যেমন মুখ, তেমনি চোখ,
তেমনি নাক, তেমনি কান, আর রঞ্জের
যটাই বা কি,—যেন হৃদে আলতায়
ফুলিয়েছে! লোকে তুলনা দেয়, যেন কাম-
দেব,—অমন মাতটা কামদেব এর পায়ে
লুটোপুটো খায়! আমার মাসী ব'লে ডাকলে
আমি গলে গেলুম,—আদর ক'রে আমার
বাড়ীতে ঠাই দিয়েছি। আমায় ব'লে,
'মাসী তুমি রাজকন্যাকে ফুল যোগাও,
আমি আজ দুগাছা মালা গাঁথে দিই,
রাজকন্যাকে নিয়ে গিয়ে দাঁও দেখি';—
তার পর বাছা মালা গাঁথতে বসলো,
কাজেই একটু দেরি হ'য়ে গেছে। এই
নাও মালা নাও, আর এই কোটার ভিতর
কি লেখা আছে দেখ। তোমার শিব-
পূজার ফুল সব আমি দেবালয়ে রেখে
এসেছি।

বিদ্যা। দেখি, দেখি, আহা! কি সুন্দর মালা,
এমন গাঁথনিত' কখনও দেখিনি! কি দিয়ে
গাঁথলে? কেমন ক'রে গাঁথলে? মালায়
মন চুরি করে, তাত' জানতুম না, এ আমি
কি হলুম? এ আমার কি হ'ল? মালার
দাসী হলুম,—যে গাঁথছে বিনামূল্যে তারও
দাসী হলুম। এ মালার নির্মাণ কৌশলের
কাছে বিশ্বকর্মা পরাজিত! এ মালা আমি
গলায় পরি। আই! স্বর্গের জিনিষ তুই
আজ আমায় এনে দিলি,—মর্ত্তের কামনা
আমার ছুটে যাচ্ছে,—আমি কেমন হ'য়ে
যাচ্ছি!—এত দিনে আমার রূপ-গর্ভ,—
দীপ্ত যৌবন তেজ, আজন্মের উচ্চ আশা
সব ভেসে চলো। দেখি দেখি কোটার
ভিতর কি লেখা আছে দেখি! (পাঠ
করিয়া) বুঝেছি,—বুঝেছি,—পরমপ্রেমিক,
প্রেমের আদর্শ, প্রেমের ঈশ্বর!—এ
পুরুষ, পুরুষ বটে:—আই! এ রাজ

শ্রমশানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম;—আজ নন্দন
কাননের আশ্রয়ে এসে পড়েছি। আই!—
কি মালা আজ তুই দিলি? ফুলশরের
পঞ্চশর, সহস্র শর হ'য়ে আমার প্রাণ
বিধলো,—নিখর যৌবন তরঙ্গ আজ
সহস্রমুখী হয়ে ধেরে চলো।

বিদ্যার গীত ।

জীবন যৌবন, ~~আমি উজ্জল~~

হৃদয় অঁসন টবিল রে।

চিত্ত বিচঞ্চল, ~~আলা উজ্জল~~

দীর বায়ে লতা কাঁপিল রে।

কেন হৃদিমাকো, ~~প্রেমবাণী বাজে~~

করণ লহরী উঠিল রে।

মরমের ডোর, ~~ছিঁড়েছে কে চোর~~

কাতর বাধন টুটিল রে।

মানস মোহিল, ~~সাধনা পুরিল~~

অনলে বাসনা দহিল রে।

সাধে অবসাদ, ~~হরিষে বিষাদ~~

সুখ স্মৃতি শুধু রহিল রে।

মালি। তবে রাজকুমারী, আমি এখন যাই?
আজ লকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম—
উপরি লাভ হ'লো—তোমার গাল মন্দ!
তা' তোমার দোষ নেই, কালের দোষ—
বলে "যার জন্তে চুরি করি সেই বলে
চোর"।

বিদ্যা। তা' হবেনা আই। আমি তোকে
ছাড়বোনা, তুই পোড়ারমুখী যথার্থই
নাশী, আমার মজিয়ে চলে যেতে চাস?

মালি। বালাই! বালাই!! ও কি কথা?
রাজকুমারী, আমি তোমার

বিদ্যা । আই ! আমার দেখা,—তোমার পায়ে পড়ি, রাজকুমার সুন্দরকে আমার একবার দেখা,—আমি চ'লে দেখা দেখে নিই,—সে কখন পাই কি না পাই, তা'তো স্থির নাই ? একবার দেখে নিই, প্রাণ ভ'রে একবার দেখে নিই ।

মালি । তা' আমি না হয় দেখা করিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কি ক'রে হবে ? তোমার বাপ মাকে না জানিয়ে একাজ হয় কি করে ?

বিদ্যা । তার উপায় আছে । আমার বালাখানার ~~কাজে~~ ~~রথ আছে~~ আজ সন্ধ্যার সময়, তুই তাঁকে সেইখানে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসিস্ ; আমি উপর থেকে বেশ দেখতে পাবো । যা আই ! আর দেরি করিস্ নি, তাঁকে খবর দিগে যা, আমি আশা পথ চেয়ে রইলুম ।

মালি । তা' যাচ্ছি,—কিন্তু একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি । তুমি তার মালা দেখেইত' ~~অধীর হ'য়েছ~~ তারপর চ'থে যখন সেই অপরূপ মূর্তি দেখবে, তখন যে কি হবে, তা'ত ব'লতে পারিনে । তারপর ধর, তোমার পণ আছে, যে তোমায় বিচারে জিততে পারবে, সেই তোমার পতি হবে । কত বড় বড় পণ্ডিত রাজপুত্র এসে বিচারে হেরে মাতা হেঁট ক'রে চ'লে গেল—রাজকুমার সুন্দরও যদি হেরে যায়, তখন কি কোরবে ?

বিদ্যা । কেন আই আমার ভুল বোঝাচ্চিস্ ? এ প্রেমিক পুরুষের কাছে আমি এখন হ'তে হার স্বীকার ক'চ্ছি । আমি হারবো, স্থির জানি—আমি হারবো । তুই যা দেরি করিস্ নি । আমি কি হয়েছি, তুই বুঝিস্ নি ?

বিদ্যা । হ্যা আই ! আমার মাথা খাস্ । মালি । বালাই ! বালাই !! তোমার মাথা খাব কেন ? তোমার হাতের গোলাও খাব । আমি চলুম ।

[মালিনীর প্রস্থান ।

বিদ্যা । এতদিনে কুমারী ব্রত ভঙ্গ হ'লো, সাধ-মার সাধ, প্রার্থের বাধ ভেঙ্গে ভেসে চ'লো । নিজের এত যত্নের পোকা মন, আজ পরের হ'ল । কে জানে, তাতে সুখ কি ? সুখ হোক, দুঃখ হোক, হাসি হোক, কান্না হোক, আমি এখন পরের দাসী হবার জন্ত লালসিত,—যখন পরের হয়েছি, তখন ভাল ক'রে হই—নিজের এক কণাও রাখবো না ।—যা কিছু সম্ভব, সব পরের হাতেই দোব ।

প্রথম সখীর প্রবেশ ।

১ম সখী । কিলো, তোমার রকম কি ? তোমার শিব পূজার ফুল তুলে, আমরা দেবালয়ে অপেক্ষা ক'চ্ছি, তোমারত' দেখা নেই—আজ কি শিবপূজা তুলুলি নাকি ?

বিদ্যা । আমার মাথা খাস্ ভাই, কাকেও বলিস্ নি,—আমার গর্ভ ভেঙ্গেচে,—আমি পরের দাসী হবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প ক'রেছি, দর্প-হারী ভগবান, আমার দর্প চূর্ণ ক'রেছেন ।

১ম সখী । সে কিলো—সে কি ? তুই যে হাসালি মো ; বল্ বল্, সব ফুল ফুল, মাথায় জল ঝরালে, এমন খড়িবাজ কে ?

বিদ্যা । সব ব'লবো, নিরিবিলা, এখানে নয় । এখন চ' ! একটা কথা আমার ব'লে দে,

১ম সখী । বড় সোজা কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রি
বটে, 'আমিত' আমি, স্বয়ং বেদব্যাস এলেও
এর উত্তর দিতে পারবে না । সুখ করে
নিলেই সুখ, দুঃখ মনে করলেই দুঃখ ;
'আমিত' ভাই এইটুকু সার বুঝেছি । যাকে
ভাল বাসবো, সে যদি পায়েই ঠেলে,
তাতে হয়েছে কি ? শেষ না হয় মরণ—
'আরিত' কিছু নয় । যখন ম'রবো—তার
সুখ-বুকে চেপে ধ'রে, চার চ'থে চাইতে
চাইতে ইহকালের খেলা সাস ক'রে
যাব—হ্যাঁলা ! ভালবেসে—এর বাড়ি সুখ
আর আছে কি ?

সখির গীত ।

সেবে পর হ'তে চার প্রাণলিনী প্রাণ ।
কে জানে কেন সে হৃদি করেছে অশ্রু-মাণ ।
পলকে-অশ্রু-হারি, চির সাধী অ'খি ধারা,
হত্যাশে হত্যাশে সারা, বিনা আত্মদ্বন্দ্বিতা
পেলে তার অযতন, চায়লো নিলাজ মন,
এ জীবন বিসর্জন, বুকে চেপে সে বসান ।

[উভয়ের প্রস্থান ।]

চতুর্থ গর্ভাক ।

—❦—

রাজ অন্তঃপুরস্থ প্রাসাদের পশ্চাৎ ।

পথি-পার্শ্বে রথ স্থাপিত ।

—❦—

সুন্দর ও মালিনীর প্রবেশ ।

মালি । কেমন বাছা ! তোমার মাসীর দূতী-
গির্জির বাহাহুরি আছে কিনা বল ? এক
ইসারায়, এত বড় ক'লসী শেষ ক'রে
আনলুম । “বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,”
বুকের পাঁজি কত বড় চাই—বল দেখি ?

সুন্দর । তা' মাসী বাহাহুরিত' তুমি একলা নিলে
চল্চে না, আমার গাঁধা মালা,—তোমার
হাতে অমোঘ ব্রহ্ম-অস্ত্র ক'রে দিয়েছিলুম,
তাই-না' তুমি এত পোনে বিধিয়ে কাহ্ন

মালি । কি ছাই তোমার ব্রহ্ম-অস্ত্র মালা !
আমার বচনের শক্তিশেল যদি না থাকত',
তা হ'লে তোমার মালা কি-এ তোমার মথল
কর ? বড় কড়া পাহারা, মদা মাছিটা
পর্যন্ত ঢুকতে পারত না । তা' বাছা যখন
মাসী ব'লেছ, তার আর চায় কি ? না
চাইব—তাত' আর পাহারা, মোট কথা,
আমার দূতীগির্জির বকশিশ্টি একটু ভেঁকে
চিলে কি ?

না খুশী ক'রে, এ দেশ থেকে যাচ্চিনি,
এতে যায় প্রাণ, থাকে মান। মাসী! রাজ-
কন্ডার কথা আর একবার বল, আমি
তুনি—আমার মল্লি হাতে নিয়ে রাজকুমারী
কি বলে ?

মালি। ওঁ বাছা! তুমি মেয়ে মানুষের মন
ভোলাতে জান বলে' গুমোর কর। এখনও
হামলানো স্বভাব ছাড়তে পারলে না? যাকে
গেঁথে ফেলেছ, তার কথা কি অত ক'রে
তুন্তে আছে? তার কাণে উঠলে—সেও
ভারী হ'য়ে বোসবে। মেয়ে মানুষের অন্তর
টিপুনি ~~আমার~~ রকম তুমি জান না। ধরা
দিয়েছ—কি দাগা পেয়েছ—পায়ের তলায়
রাখ—শালীর জাত ঠিক থাকবে। এতদূর
এগিয়ে এনে কাজটা কাঁচাতে চাও?

সুন্দর। মাসী! তুমি প্রেম-শাস্ত্রের হিড়িম্বা।
একাজ যদি শিখতে হয়, তোমার পাঠ-
শালের পোড়ো হওয়া চাইই চাই। —

মালি। কি ব'লবো বাছা! মাসী ব'লে ফেলেছ,
নইলে তোমায় দিয়ে পিরিতের রামায়ণ
লেখাতুম। সে কথা যাগ, মনের ছুখ
মনেই থাক। মোট কথা—তোমার মালা
ফুলের তীর হ'য় বিঁধেছে,—রাজকুমারীর
বুকখানি একেবারে চোচির হ'য়ে-
গেছে—আমার যতটুকু ক'রবার আমি
করেছি, এখন তোমার পালা, তুমি সুরু
কর।

সুন্দর। কই মাসী! রাজকন্ডা এখনও আসছে
না কেন? কাঁকা প্রাণ নিয়েত' বাসায়
ফিরতে হবেনা? তা' হ'লে বড় চোট
লাগবে মাসী!

মালি। একেবারে দিশেহারা হ'চ্চ যে? র'স'
আমি যাই, খবর দিই—তার মাথার
উপর বাপ মা রয়েছে, সবদিক রেখে ঢেকে
ক'রবেত? তুমি এমন কি নটবর বল, যে

সুন্দর। মাসী! কথাটা বড় বিঁধিয়ে ব'লে, তোমার
হাতে পড়েছি, কাজেই পায়ে মাখতে হ'ল।
তবে তুমি এখন যাও,—রাজকন্ডাকে খবর
দাও, আমরাও ত বড় নিরাপদ নই? কে
কোথায় দেখতে পাবে, ~~তোমারও~~ গদীনা
যাবে, আমারও বাপ নিঃসন্তান ~~কর~~।
ব'লবো কি মাসী, বাড়ীতে কাউকে বলে
আমিনি, ~~কাজেই~~ ~~হ'য়ে~~ ~~গেছে~~।

মালি। বাছা! পিরিতের গারিজী জানু? লজ্জা,
দুশা, ভয়, এ তিন থাকতে নয়। যদি
পিরিত চাও, ভয় ছাড়তে হবে। ~~আপটাকে~~
ঘোড় দৌড়ের মাঠ ক'রতে হবে! পিরিত
সোজা নয় বাছ! পিরিত সোজানয়।

মালিনীর গীত ।

সুপের কণীয়া হয় কি বাছ! পিরিত সোজা নয়।
জেনে শুনে বোকা ব'নে ছাড়ে লজ্জা ভয়।

প্রেম পশরা নিতে হ'লে

ডুব দিতে হয় সাগর জলে,

কালী ব'লে কুতূহলে, বাতাসে কাঁদ পাততে হয় ॥

আসতে যেতে সমান কাটে,

হুত্যাশে পরাণ কাটে

ধীরে ধীরে ধীরে ~~তোমার~~ ~~ঠিক~~ কথাটি কর।

সুন্দর। মাসী! ক্রমাগত জোৎস্নার সরবত,
সুধার বাতাসা ভাল লাগেনা,—মাঝে মাঝে
কাঁচা মিষ্টের টাকনা চাই। তোমার গান
টান এখন রাখ,—রাজকন্ডাকে দেখাও,
চার চক্ষের মিলনটা হ'য়ে যাগু,—বুকের
চেউটা একটু গামুক।

মালি। বড় বুলিদার বোনপো ~~পেজো~~ ~~হি~~ যা
হোগ, যেন বৈকুণ্ঠ ক'—পাখীরে! বুলি
কাটছে—আর যেন মধুর কলসী ঝরে
যাচ্ছে!—আচ্ছা বাছা আমি যাচ্ছি, চার
চক্ষের মিলন করিয়ে দিচ্ছি; তুমি একটু
ঠাণ্ডা হ'য়ে এইখানে বেড়াও।

সুন্দর । যা ভেবেছিলুম তাত' নয়, এ আর
একটা কিছু,—প্রাণের তারে যখন এমন
ক'রে যা দেয়, তখন কিছু না কিছু
আছেই । পিরিত কথাটা হেসে ওড়াবার
নয় । চ'খে দেখিনি, কাণে শুনিনি,
প্রাণে মজিনি, কিন্তু যে ছাবুটা দেগে
গেছে, সহজেত' ওঠবার নয়, যেন পাথরে
খুঁদেচে । বুকের উপর কে যেন হাজার
মণ ভার চাপিয়েছে ;—না পাই, যদি এ
রত্নে বঞ্চিত হই, তা' হ'লে কি হবে ?
হবে আর কি—একটা ঘা লাগবে, বড়
স্বস্তর যা, সামলে যে উঠতে পারি—
তাত' বোধ হয় না, অনেক দূর গিয়েছি—
ফেরবার পথ নেই । আমি কালীর বরপুত্র
ব'লে গর্ব করি, সে দর্পের সার্থকতা এই-
বার বুঝবো ।

(প্রাসাদোপরি, বিদ্যা, মালিনী ও সখীগণের প্রবেশ ।)

মালি । ও বিদেশী, ওপোর দিকে একবার চেয়ে
দেখ, তোমার মাসীর দুর্জীগিরির খতম
হ'ল ! এবার তোমার পালা । ভারিকে
স্বভাব ছেড়ে, একবার উপর দিকে
দেখ । টের পেয়ে তাকাম ক'চ্চ কেন ?
চার চো'খের গিলনটা করে নাও ।
(বিদ্যার প্রতি) রাজকন্যা তুমি কিছু
মনে কোরোনা, আমার কোন্‌পো একটু
লাজুক ।

সুন্দর । মাসী কি দেখলুম ? কি দেখালে ?
যান্নের ছবি, প্রাণে এঁকে গেল ; আহা
এমন যে কখনও দেখিনি । আর ফিরবো
না,—আর কোথাও যাব না,—ও মুখ
দেখতে দেখতে এই খানেই মরি । মরণের
সুখ যদি কিছু থাকে তা' এই মরণেই

কিনা । মরি মরি কি অপক্লপ মূর্তি !
কি চ'খে দেখিছ, দেখিয়া মজিছ
আঁকিছ মোহন ছবি ।
প্রভাত সমীরে, ধীরে ধীরে ধীরে
ফুটিয়া উঠিল রবি ॥
ছিঁড়ে গেল ডোর, গম ঘুমঘোর,
ভেঙ্গে দিল চিত চোর ।
উঠেছি জাগিয়া, নয়ন কাঁপিয়া
ঝরিছে নয়ন লোর ॥
বিনা মূলে দাসী পরিলাম কাঁসী
অভিনাবী মুখশশী ।
পাব কিনা পাব, অনিমিবে চাব
চরণে রহিব মিশি !

মালি । শুভ দৃষ্টিত' হয়ে গেল, এখন কুলশয্যা
কবে হবে,—বর ক'নে আপনা আপনি
ঠিক ক'রে নাও । আমরা বড় জোর দু'টো
পাপড়ির পিত্যশী । (সুন্দরের প্রতি)
ওগো ও বিদেশী ! নয়ন ফেরে না যে, রাজ-
কন্যাকে 'বেন গিলে ফেল' না ; কুলবধুর
কুল মজাতে বুঝি দেশ ছেড়ে এসেছ ?
(বিদ্যার প্রতি) রাজকুমারী ! তুমিও বাছা
বড় বেহায়া দেখছি, এতটা চট ধরা দিলে ।
অত ক'রে নয়না হেন না, পুরুষ বাছা
ওইখানে আছাড় খেয়ে প'ড়ে যাবে ।

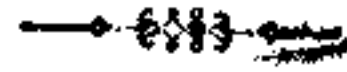
সখীগণের প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া
সুন্দরের গলায় মালা প্রদান ।

সখীগণের গীত ।

প্রাণে প্রাণে পড়ে ধরা, প্রাণের সোহাগ পেলে পরে ।
সাধের লহর খরে খরে, উথলে ওঠে অমোদ ভরে ॥
চকোরী উধাও প্রাণে,
চেয়ে থাকে চাঁদেকপানে,
প্রাণটি দিয়ে সযতনে, প্রেমের সুখা দেখার ভরে ॥
ভাইত' চাঁদ এমন ধারা,



প্রথম গর্ভাঙ্ক ।



বিদ্যার শয়ন গৃহ ।

বিদ্যা ও সখীগণ ।

১ম, সখী। হ্যাঁনা, তুই হ'লি কি ? একেবারে
এলিয়ে প'ড়লি দেখছি যে ? পিরিত করে-
ছিস্ করেছিস্, তার হয়েছে কি ? যতদিন
না ফুটতে পারিস্, প্রাণের খুব দুকোনো
যায়গায় চুপিচুপি রেখে দে, কারকে টের
পেতে দিস্নি ; তোম রকম সকম যে
দেখবে, সেই সন্দেহ করবে, শেষ কি
একটা কাণ্ড বাধাবি ?

২য়, সখী। হুকিয়ে পিরিতের বড় জালা সখি !
এই ত শুরু, এখনও ঢের কাকী ! বুকের
উপর দিয়ে, কত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চ'লে
যাবে। যদি তেমন তেমন রথী হও,
বেঁচে যাবে, আর তা' না হও, একটা
তীরও সহিতে পারবে না।

বিদ্যা। কি যন্ত্রণা সহ্য ! প্রাণ সঁপে কি যন্ত্রণা !
 যেন কর্তৃ অপরাধী, কার যেন কি চুরি
 করিছি,—কার প্রাণ ছিঁড়ে কি যেন কেড়ে
 নিয়েছি,—কার বুকে যেন বাজ ছুঁড়ে
 গেরেছি, তাই দিন রাত চুপি চুপি মনের
 আগুন নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরছি ; জোর
 ক'রে হুঁটো নিশ্বাস ফেলে, তার খানিকটা
 হালকা কোরবো, সে সাহসও নেই।
 নিজের মন চুরি গেল, আমি হলুম চোর !
 কি বিচার ভাই, বিধাতার কি পিচুর !

विमानों की ओर ।

সোহি পদপঙ্কজে ঢেলেছি পঁরাণ,
 মুখা মন অবত' তাহারি ।
 ভাব বিভোরা, আঁহা, সৌহি ছুঁহ' নরান,
 গলক হীন আঁখি হোয় হাঝরি ॥
 তিরসিত' মানস' না মিটে নিরসি,
 দু'গালক' হুতা সম বাড়ে জ্বের আশা,
 নিরঞ্জে বসি বিধি, গড়ল' সে কুহি নিধি,
 বিনল জোহনা মাঝে ~~নিরঞ্জে~~ ~~নিরঞ্জে~~ ~~নিরঞ্জে~~
 সবারিণী - তুলা দুখ মলিন, নেহারিল মলিন,
 নীরস সরল ফুল, নীরব শুক শারী ।

১ম, মথী। আচ্ছা ভাই একটা কাজ ক'লে হয়
না? তোর হ'য়ে আমরা কোন রাজা
রাণীকে গিয়ে সব কথা জানাই না? তুই
ত' আর একটা যার তার সঙ্গে পিরিত
করিস্ নি! কাঞ্চীপুরের রাবার হ'লে
আমরা একটা কাজ ক'লে হয়? রাজা
রাণী, রাজকুমারের কথা শুনে, এখনি
আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে তোদের মিলন
করিয়ে দেবে।

বিদ্যা। না ভাই! তুই বুঝচিস্ কি,—হীরে
মালিনীও আমায় ঐ সন্মোহন দিয়েছিল,
কিন্তু তাতে অনেক বধি আছে। তুই

কি মনে করিস্—কাঞ্চীপুরের রাজকুমার একজন সামান্য বিদেশীর বেশে, আমার প্রেম তিফা কত্তে এসেছেন, এ কথা শুনে আমার বাপ মা বিশ্বাস কোরবেন ? তাতে হিত্তে রিপন্নীত হ'বে, আমার সব আশায় ছাই প'ড়বে, জেনে শুনে এ সর্ব-নাশ কি ক'রে করি তাই ?

২য়, সখী । তা বটে ;—রাজকুমার এ দেশে এলে,—হাতী, ঘোড়া, লোকজন, সিপাই, পাহারা সব সঙ্গে আস্ত' । দাগামা, ঢাক, ঢোল, রত্ননচৌকি, সব বাজতে শুরু হ'ত, রাজাময় একটা হলুদুল প'ড়ে যেত' । এ—কোথাও কিছু নেই, চুপিচুপি দেখা, চুপিচুপি মজা, চুপি চুপি ভজা । যাই হোক সখী ! এখন একটু সম্ভজে চলতে হবে । বাতাসে ফাঁদ পা'ত্তে হয়, তাও ক'ত্তে হবে,—আস্মান থেকে পরী ধর্তে হয়, তাও ধ'ত্তে হবে, আর আকাশ থেকে তারা ছিঁড়তে হয়, তাও ছিঁড়তে হবে ।

বিদ্যা । সব পারবো সই ! বুক পেতে বাজ ধ'রবো, দামিনীর সঙ্গে খেলা কোরবো, সাগর তরঙ্গ স্নাত্তরে পার হ'ব, কিন্তু তাঁর অদর্শন সহ ক'ত্তে পারবো না—আজকের রাত যদি বিফলে যায়, তা' হ'লে আমি আত্মহত্যা কো'রবো ।

১ম, সখী ! অ্যা, সখী আমাদের খেপেছেরে খেপেছে । পিরীত ক'রে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে । বস', বস', ঠাণ্ডা হও, একটু গোলাপ জল মাণায় দি, একটু আতর মাখ, ছোট লবঙ্গ চিবোও দেখি, কালের চোটে, অনঙ্গদেব খানিকক্ষণ সরে থাকবেন ।

(সুড়ঙ্গ হইতে সুন্দরের উত্থান ।)

বিদ্যা । সখী ! সখী ! কি দেখছি ? কি

দেখ—দেখ—সামনে উদয় ! আমি কি স্বপ্ন দেখছি ? বোধ হয়—এ কোন কুহক ! আমার ঘরে একটা পিপুড়ে ঢোকবার ছিদ্র নেই,—রাজ অন্তঃপুর, সতর্ক প্রহরী বেষ্টিত ; তবে একে এল ? কেমন ক'রে এল ? দেব কি দানব ? গন্ধর্ব্ব কি কিন্নর ? এ কে ? মানুষের ক্ষমতা নাই, আমার গৃহে প্রবেশ করে !—তবে একে ? সখী ! সখী ! পরিচয় জিজ্ঞাসা কর । আমাতে আর আমি নাই, আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরবে না ।

১ম, সখী । তাইত' ভাই ! তাইত' ভাই', এ যে ভোজ বাজীর উপর বাজী দেখছি, এমন ব্যাপার ত' কখনও দেখিনি ; আমার মুখে কথা সরছে না, আমি আকাট মেরে গেছি ।

২য় সখী । (সুন্দরের প্রতি) মহাশয় ! আপনি কে ? কোথা থেকে এলেন ? অনুগ্রহ ক'রে পরিচয় দিন । আমাদের রাজবালা,—অবলা, সরলা, কুমারী,—আপনি একজন পরপুরুষ, এমন ক'রে হঠাৎ রাজকন্য়ার ঘরে ঢোকাটা ঠিক হয়েছে কি ? মাফ ক'রবেন, ব'লতে কি,—কমজটা চোরের মতন হ'য়েছে ।

সুন্দর । তা, ভাই, উপর চাপ দিলেত' আমি ভড়কাছি নি । তোমাদের রাজকন্যা আমার মনটী চুরি ক'রে এনে কোটার ভেতর পুরলেন ; আমি কেঁদে কেঁদে হারামন খুঁজে বেড়াছি,—এখন তোমাদের বিচারে আমি হলুম চোর ! তোমাদের দোষ দোষি কি বল ?—কালের দোষ । এখন তোমাদের রাজকুমারী চোরাই মাল্টি ভাল মানুষের মেয়ের মতন বা'র করে দিন ।—আমি যেখানকার লোক সেখানে ফিরে যাই ।

বিদ্যা । পুরুষ এমনি কপটই বটে,—কে

ছলনা শিখিলে কোথা বলনা নাগর ?
 ললনা ভূলাতে পটু রসের সাগর ।
 প্রাণ মন চুপি চুপি ক'রেছে যে চুরি,
 কভুত' রবেনা ছাপা তাহার চাতুরি ।
 সুন্দর । বচনের কুড়ি তুমি রসিকা নাগরী,
 বচনে নয়নে ওঠে ভাবের লহরী ।
 কত দিন চুরি বিত্তা শিখিয়াছ ধনী ?
 ফুলে কীট, চন্দ্রকলা, হায় চন্দ্রাননী !
 ১ম সখী । কথা কাটাকাটির ঢের সময় আছে ।
 আপনি যেই হ'ন, যখন অনুগ্রহ ক'রে এ
 স্থানে পদার্পণ ক'রেছেন, আমাদের কর্তব্য
 যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করা । আসুন,
 বসুন, আসন গ্রহণ করুন । তাম্বুল, চন্দন,
 চূয়া, যা আপনার ইচ্ছা গ্রহণ করুন ।
 সুন্দর । সুন্দরী ! তোমার বদান্ততায় বিশেষ
 বাধিত হ'লেম ! তবে এই কথা শুনে রাজ-
 কুমারীর মুখ দিয়ে শুন্লে, আরও বাধিত
 হ'তেম ।
 ২য় সখী । তাত' বটেই ! “ট'কো দৈ দিয়ে কি
 আর পায়েসের পিপাসা নেটে” ? ওজনে
 একটু ওপর নিচু হ'য়েছে বটে,—আচ্ছা
 আমি পাশাণ ভেঙ্গে দিচ্ছি । আপনি আগে
 বসুন দিকি । (সুন্দরের উপবেশন ।)
 (বিত্তার প্রতি ।) তুমি ভাই পাশে গিয়ে
 ব'সত', ছ'টী প্রাণ কেমন এক হয় দেখি ।
 কি রাজকুমারী লজ্জায় যে পা সরচে না,—
 প্রাণটা এখনি উড়ে গিয়ে, পাশে ব'সতে
 চাচ্ছে, কেমন ? পোড়া লজ্জা এসে
 বাধা দিচ্ছে,—না ? এত লজ্জা যদি তোর,
 বিচার ক'রবি কি ক'রে ? তুই ভয় খাচ্ছিস্
 কেন ? বিচারে তোকে না জিতে পারলে
 তো আর তুই পতিত্ব বরণ ক'র্তে যাচ্ছিস্
 নি । আয়, আয় পাশে ব'সবি আয় ।
 (সুন্দরের পার্শ্বে বিত্তাকে বসাইয়া দেওন ।)
 দেখ দিকি কেমন বাহার হ'ল !—যেন

সুন্দর । কিগো রাজকুমারী ! চুপ ক'রে গইলে
 যে ? তোমার পণ, যে তোমাকে বিচারে
 জিতে পারবে, তাকে তুমি পতিত্ব বরণ
 কোরবে । আমিও প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি,
 এইবার বিচার আরম্ভ হোক ।
 বিদ্যা । আপনি এত দূর কোথাকার ক'রে
 এলেন । একটু বিশ্রাম করুন । আমার
 পণ রক্ষা অবশ্যই কোরবো । বিচারে
 আমার না হারিয়ে পালিয়ে, আমি
 আপনার দাসী হবনা । এখন একটা
 কথার উত্তর দিন । আপনি কি ক'রে
 আমার ঘরে এলেন ? সতর্ক প্রহরী-
 বেষ্টিত রাজ অন্তঃপুর—কোন কুহক বলে
 আপনি সকলকে ভুলিয়ে এলেন ? আপনি
 কি যাহুবিদ্যা জানেন ?
 সুন্দ । না—কোন বিদ্যাই আমার জানা নেই,
 তবে বিদ্যালাতের আশায় এসেছি বটে !
 কালী করালবদনী আমার একমাত্র ভরসা ।
 জানিনা কি চ'খে তোমায় দেখেছি, কি
 মোহিনী তুমি জান—তুমিই জান । আমি
 বাঁধা প'ড়েছি, পুণ্যে রাখ বাঁচবো, পাশে
 ঠেল, ম'রবো । আমি কালীর বরপুত্র ।
 নিত্যক নির্যাস প্রাণে, তাঁর পূজা ক'চ্ছি-
 লুম ; কি ক'রে তোমায় পাব ? কোন
 উপায়ে আবার তোমায় দেখবো ? আকুল
 প্রাণে তাই ভাবছিলুম ! এমন সময়ে দেবী,
 শূন্য হ'তে একটা সিঁদকাটা ফেলে দিলেন ।
 আমার প্রতি আদেশ হ'ল,—“বৎস সুভদ্র
 প্রস্তুত কর, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ
 হবে ।” দেবীর বরে চক্ষের নিমিষে আমি
 সুভদ্র প্রস্তুত ক'রেছি । সেই সুভদ্র দিয়েই
 আমি তোমার ঘরে উপস্থিত হয়েছি ।
 তোমায় সব ব'ল্লুম, একটা মিনতি,
 মালিনী মাসীকে এসব কথা এখন কিছু
 বো'লনা । তোমার সখীদের বিশেষ ক'রে

বিদ্যা। কোন চিন্তা নাই, একথার বিন্দুও কেউ জানবেনা। প্রেমিক পুরুষ! যদি প্রেম শিক্ষা করতে হ'র, তোমার কাছেই শিখবো। তোমার ভালবাসা অনন্ত। সুড়ঙ্গ কেটে তুমি আমার ঘরে এলে। এমন টান না পেলে, প্রাণ দিতে ইচ্ছা হয়?

সুন্দর। এমন কি সুকৃতর কাজ ক'রেছি রাজকুমারী! যে এতটা বাহাদুরি দিচ্ছ? প্রাণের টান বড় টান। সাগর বেঁধে সীতা উদ্ধার হ'য়েছিল, জানত? তার তুলনার সুড়ঙ্গ কাটা অতি তুচ্ছ।

সম, সখী। তবে আর কি, খুবত' ঘনীভূত হ'রে এল, এইবার বিচার আরম্ভ হোক।

বিদ্যা। বিচার ক'রবো কি সখী! আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, এ'র সঙ্গে বিচারে আমিই হারবো, আমার বিচার একটা বিড়ম্বনা হবে।

সখীগণের গীত।

প্রেম ভরা প্রাণ তোর, ওলো প্রেম-পাগলিনী।

মনের মতন রতন এসে, ধরা দেছে হেসে হেসে,
রেখ' মোহাগভরে সে নাগরে, প্রাণে বেঁধে মোহাগিনী ॥

আবেশে বিভোর হ'য়ে,

প্রাণের নিধি বুকে নিয়ে,

ফুলের বুকে প্রাণ মিলায়ে, হ'রে ঐক' গরবিনী ॥

মালি। মাসী বলুক আর যাই বলুক, বাছা আমার এদিকে বেশ, তবে সম্পর্কটা কিছু দিন পরে পাতালে ক্ষতি ছিলনা। মাসী ব'লে প্রাণটা মুচড়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু মুটো মুটো টাকা ছেড়ে, মরা প্রাণ ভরা ক'রে রেখেছে। একবার মুখ কুটে হিসেবটা পর্যন্ত চায় না। এত গুণের বোনপো না হ'লে মাসী হ'য়ে সুখ হয়? এখন করি কি? বাছা আমার হামলে হামলে বেড়াচ্ছে। রাজকন্টার সঙ্গে মিলন ক'রে দিই কি ক'রে? কড়া পাহারা; কড়া

আমার আত্মা পুরুষ বাঁচা ছাড়া হয় কাণা ঘুষোর আমার দুতীপিরির কণা জানতে পারলে, আবাণের পুত আমা পিষে মেরে ফেলবে। থাকনা—এত তুচ্ছ তাড়িই বা কিসের? একটু র'য়ে ব'সে রেখে ঢেকে, সব দিক বজায় ক'রে, ক'র ভাল নয়? আজ কোথা গেল ক'রে দিলে, মাসীর সম্পর্ক,—বাছা, কানাই তুচ্ছ দেবে; “যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ”—শালার পুরুষ জাতকে আমি খুব জানি,—আপনার কাজটুকু বেশ জানা-কেননা।

সুন্দরের প্রবেশ।

সুন্দর। বলি মাসী এমনি করেই কি, ভালমানুষের ছেলের সর্বনাশ ক'তে হয়? গায়ে তুলেদিয়ে এখন মই কেড়ে নিচ্ছ? বন্ধ ক'রে রক্ত দেখিয়ে দিলে, আমিও মাঝ দরিয়া ঝাঁপ দিলুম।—এখন তোলে কে? অ'অ'কু পাখারেরত' কুল কিমারা দেখ'ছিনা হতাশে মারা গেলুম মাসী, আশার প'রে প্রাণ খোয়ালুম।

মালি। কি বলি বাছা তোমার, তুমি দিন দিন কচি' খোকাটা হ'চ্ছ। মার কোলে শুয়ে শুয়ে চাঁদ দেখলে, অমনি আবেদার ধ'রে মা আমি চাঁদ নেব,—মাও তখন ছুট কাটিয়ে চাঁদকে ডাকতে শুরু ক'লে,—“আই আই চাঁদ আই, আই আই আ-রে। চাঁদের কপালে মোর টিপু দিয়ে যা-রে ॥”

এ বয়সে বাছা অতটা ভাকাপনা ভাল দেখায় কি পিরীত করুম, আর বুকের বন, বুকে তুলে নিলুম—তা'হয়না—চ'থের জলে নদী তোয়েরি ক'তে হ'বে,—দীর্ঘনিশ্বাসে বরফ জমাতে হবে, হা' হতাশের হিমাল খাড়া ক'তে হবে, মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে, মাথা উপর শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'তে হবে

আমার পরামর্শ নিয়ে তুমি দিকি, তোমার
সুসজ্জিত বস্ত্র খাওবে ।

সুন্দর । মাসী আমি যে প্রাণে মারা যাই । আমার
জান্নাতো তুমি বুঝ'না ।

মালি । ভয়কি বাছা ! প্রলেপ দিয়ে তোমার
জান্নাতো তুমি দেব ।

সুন্দর । মাসী ! এতটা জন্মি সহিতে হবে জান্নালে
একালে, হাত-মিহ্ম না । বেশ ছিলুম,
কান্নর তোয়াকা রাখতুম না, কান্নর সাত
পাশে থাকতুম না, কোন যন্ত্রণা ছিল না ।
হাওয়ার প্রাণ, হাওয়ার উড়িয়ে নিয়ে
বেড়াতুম । এ আমার কি হ'ল ব'লবো
কি মালি ! এক একটা নিখাস পড়ে,—
মনে হয় যেন বুকখানা ভেঙ্গে গেল ।

মালি । জানিরে বাছা, জানি,—আমরাও তে
কাজের কাজী ছিলুম,—এখনও কোন
নেই । তোমার বুক ভেঙ্গে গেল ব'লে
মনে হয়,—আমার সর্কাজ মড় মড় ক'রে
ভেঙ্গে যেত,—মনে হ'ত,—বুঝি বা হাড়
মড় মড়ানির ব্যায়রাগ হ'ল । তেমন তেমন
মনের জোর না থাকলে,—এতদিনে ছাড়ু
প'য়ে মিশিয়ে যেতুম ।

সুন্দর । মালি কি ব'লবো মাসী ! তোমার
হাতেই সব, আমরাতো এখনও পোড়
খাইনি, কাজেই একটা ঘা'য়ে কাবু হ'য়ে
প'ড়েছি । মনের উপর জোর ক'তে
পাচ্ছিনি । মনটাও ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে,
আমিও কেন গোলায়ের মত তার পেছনে
পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি । তোমার হাতে
দড়ী, যদি বাঁধতে পার ভালই, নইলে
আমিও আসবুম, আমার মনও ভাসলো ।

মালি । হবে, হবে, সব হবে, দিনকতক সবুর কর,
আমি দুটা প্রাণ এক ক'রে দেবই । ভাল-
করা, হ্যাঁ বাছা, তোমার শোবার ঘরে,
একটা মস্ত গর্ত ক'রে রেখেছ কেন ? লুকিয়ে
টাকা কড়ি রেখেছ বঝি ? কেন মাসীর

সুন্দর । কোথাকার তাক। মাসীগা তুমি ?
টাকা কড়ি রেখেছি,—কি,—কি রেখেছি
একবার খুঁজে দেখলে না কেন ? একটা
হোমকুণ্ড ক'রেছি, রোজ রাত্তিরে দরজা
দিয়ে, চুপি চুপি আমি যোগ যাগ করি ।
সে যাহোগ এখন জলযোগে কিছু
আয়োজন ক'রে দাও, কিছু ক্ষুধার্ত হ'য়ে
প'ড়েছি ।

মালি । বাছারে ! বাট-বাট, মেটের বাছা,
ঘণ্টীর দাস,—আহা তাই মুখ খানি শুকিয়ে
গেছে ? আমি জলখাবার তোয়াকি ক'রে
রেখেছি । বেলের পানি ক'রেছি, তরমুজের
পানি ক'রেছি, মিহিদানা, সীতাভোগ, সব
ঠিক ক'রে রেখেছি, খালি এক গেলাম জল
গড়াতে বাকী, এইবার গিয়ে গড়াইগে,
তুমি এস বাছা এস ।

মালিনীর প্রস্থান ।

সুন্দর । মাসী খুব জাঁহাজ, নাকে চ'খে কথা-
কয় । যাহোক বিদ্যালাত ব্যাপারটা একে-
বারে চেপে যেতে হক্ক । মাসী আমার
কোন রকমে না টের পারি । রাজ-অস্ত্র-
পুরত' দেখলুম, একবার রাজসভা দেখা
কর্তব্য । মনেছি সব মহা মহা পণ্ডিত
রাজসভায় বিরাজ করেন ; একবার বিদ্যা
বুদ্ধির দোড়টা বুঝে নেব । ছদ্মবেশে যেতে-
ইবে । কি সাজা যায় ? বেশ,—বেশ
সন্ন্যাসী সাজা থাক,—মহারাজকে গিয়ে
বলি, তোমার কন্টার সহিত বিচার ক'তে
এসেছি, যদি পরাজয় কর্তে পারি, রাজ-
কন্যাকে বিবাহ ক'রে সন্ন্যাসী করিবো—
দেখিনা, সত্যবাদী মহারাজ কি উত্তর
দেন । আর কিছু হোক না হোক,
একটু মজাত' হবে বটে । এখন যাই,
সন্ন্যাসী সাজার কথাটা কিন্তু বিদ্যার কাছেও
লুকতে হবে ।

তৃতীয় গর্ভাক্ষ ।

—১৪১৪—

রাজ পথ ।

সীতাভোগ-ওয়ালী ও মিহিদানা-ওয়ালীর প্রবেশ ।

গীত ।

(সীতাভোগ ওয়ালী ।)

ছুটে আরলো কুল নারী ।

সীতেভোগের কদর ভারী ।

ক'রলে দেবী, রাখতে লো আর, পারি না পারি ॥

(মিহিদানা-ওয়ালী)

মিহি প্রাণে মিহিদানা,

টাকা ছেড়ে নিয়ে যান,

রসে ভরা নাগর মারা আজব কারখানা

(উভয়ে)

প্রেম জানে যে, নেবেত' সে, অরসিকের ধার কি ধারি

বহু পেলে রত্ন এনে, কোলে তুলে দিই তারি ॥

[প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাক্ষ ।

—১৪১৫—

কোটালের বাটীর সম্মুখ ।

কোটাল, কোটালপুত্র ও তাহার পত্নী ।

কোটাল । দেখিস্ ব্যাটা ! ঠিক পারবিত' ?
কো-পু । ঠিক পারব' বাবা—ঠিক পারব, চুরি
জুচ্চুরি, বাটপাড়ি, তোমার আশীর্বাদে
আমি হজমীগুলি ক'রে গিলিচি ।

কোটাল । আর যদি ধরা পড়িস্ ?

কো-পু । তা' হ'লে জান্‌বো, আমি ব্যাটা
বেজন্মা । বাপের কাজ ছেলে যদি দখল
ক'তে না পারে, সে ছেলেত' বাওয়া ডিম ।

কো-পত্নী । হ্যাঁগা, এ তোমার কি আক্কেল
ছেলেকে চুরি, জুচ্চুরি, শেখাচ্ছ ।

কো-পু । মা জননী ! কিছু ভেব'না, আমি
এখন বাবার বাবা হয়েছি ; বাবাত' এখন
ফোটাফুল,—পাপড়ি গুলো সব ঝরে ঝরে
পড়ছে, আমি এখন কুঁড়ি, বুদ্ধির গুঁড়ি
ঝুড়ি ঝুড়ি সার পেয়ে কোঁপে উঠছে ।

এক কালে ঠেকেছে, এখনও একটু ধর্ম
ভয় হ'ল না ।

কোটাল । ওরে খেপী ! আজকাল অধর্মই ধর্ম,
কোন শালা ধর্ম-পথে থেকে বড় লোক
হ'য়েছে আমায় দেখিয়ে দে দিকিন্ ।
“কাল প'ড়েছে কলি, কলির মত চলি” ।
আমার আজ পাঁটার কালিয়া খেতে ইচ্ছে
হয়েছে, রুই মাছের মুড়ো খাবার সাধ
হ'য়েছে—এই গরমের দিনে, পাঁচ রকম
ফল না খেলে, আমার মগজ সাফ হবে না ।
তুই কি ব'লতে চাস্, এসব আমি কিনে
আনিয়ে খাব ?

কো-পত্নী । তবে কি ক'রে খাবে ? কে
তোমার জন্তে পাঁটার কালিয়া এনে নজর
দিয়ে যাবে,—কার দায় পড়েছে, তোমায়
রুই মাছের মুড়ো, বাড়ী পৌছে দেবে ।
কোন হিঠৈষী সাত পুরুষ, পাঁচ রকম
কলের ডালি এনে, মাংসে ধ'রবে । কখন
ভুলে কারুর উপকার করেছ' কি ?
রাজ্যের লোককে হাড়ে নাড়ে জালিয়ে
রেখেছে, কেবল রাজার বাড়ীর কোটাল
ব'লে ভয়ে কিছু বলে না ।

কো-পু । দেখ কি না দেয়, মাজননী, তুমি
চুপ্ চাপ ব'সে দেখ । আস্ত কচি পাঁটা,
টাটকা রুই মাছ, আর এক বাজরা ফল
এখনি বাগিয়ে দিচ্ছি । যারা মনে ক'লে,
হাতে হাতকড়ী দিয়ে ফাঁড়িতে নিয়ে যেতে
পারে, তারা কখনও জিনিষ কিনে খায় ?

কোটাল । বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক,—তুই
আমার কুলের প্রদীপ ।

কো-পু । প্রদীপ নয় বাবা, প্রদীপ নয়, আমি
পঞ্চাশ ডেলে থাম্ গেলাম,—আমার গুণ
চের ।

কো-পত্নী । তাত' দেখতে পাচ্ছি, এখন কার
ঘাড় ভাজ'বার মতলব ক'চ্ছ ?

মাই দিচ্ছে, তোমরা বাড়ীর ভেতর যাও
দিকি-।

কোটাল । চল খেপী, বাড়ীর ভেতর সোঁদিয়ে
পড়ি চল । আমায় সব ব্যাটা চেনে,—বা—
কা—বেড়ে কচি পাঁটা আসচে, বুঝি
সর্বমঙ্গলার কাছে বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছে ।
কো-ত্নী । দেখ, এই সব পাপ কর্মের জন্তে
একদিন পস্তাতে হবে । দেখে নিও
আমার কথা মিছে হ'বে না ।

কোটাল ও কোটাল-পত্নীর

বাড়ীর মধ্যে গমন ।

কো-পু । ওরে আমার কি হ'লরে ?—সর্ব
মঙ্গলার কোপ দৃষ্টিতে আমার সব ছায়ে
থারে যাবেরে,—আমার কি সর্বনাশ
হ'লরে ?

জনৈক লোকের একটা ছাগল

লইয়া প্রবেশ ।

লোক । কি হয়েছে গো ?—তোমার কি হ'য়েছে ?
অমন ক'চ্ছ কেন ?

কো-পু । ওগো, আমার সর্বনাশ হয়েছে গো,—
সর্বনাশ হ'য়েছে,—সর্বমঙ্গলার কাছে
মানত ক'রে একটা পাঁটা আমি বলি
দেবার জন্ত নিয়ে যাচ্ছিলুম,—চোরে চুরি
ক'রে নিয়ে গেল গো,—চোরে চুরি ক'রে
নিয়ে গেল । মা'র কোপে, আমায়
নির্বংশ হ'তে হবে ।

লোক । সে কি ?—সে কি ?—চোরে জ্যান্ত
পাঁটা চুরি ক'রে নিয়ে গেল ? তারি
আশ্চর্য্য ত' ? তোমার হাত ছিনিয়ে কি
ক'রে নিয়ে গেল ?

কো-পু । ওগো, আর কি ব'লবো গো,—কি

সময়ে ঠিক তোমারই চেহারার মতন
একটা লোক, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে,
আমায় ব'লে,—‘ভাই. আমায় এক গেলাস
জল দিতে পার, আমার বড় তেষ্টা
পেয়েছে’। বাটপাড়ের, বাটপাড়ী কি
বুঝবো বল? আমি বল্লুম,—তুমি ভাই
আমার পাঁটাটা ধর।—কাছেই আমার
এক ঘর কুটুম আছে, সেইখান থেকে
জল এনে দিচ্ছি। তারপর কি ব'লবো
গো,—কি ব'লবো?—সে চোর ব্যাটা
এমনি ক'রে আমার পাঁটাটা ধ'লে—আমি
জল আনতে গেলুম,—তারপর পাঁটাটা
নিয়ে এমনি ক'রে টেনে ছুট মাল্লে।

[ছাগল লইয়া কোটালপুত্রের

[বেগে প্রস্থান ।

লোক । কোথায় যাও হে?—কোথায় যাও
হে?—ও কি?—দেখতে দেখতে কোথায়
চ'লে গেল? ওরে শালা জোচ্চোর,—
আমার সঙ্গে দাগাবাজী।

[বেগে প্রস্থান ।

কোটালও কোটালপুত্রের

পুনঃ প্রবেশ ।

কোটাল । দেখলি খেপী! দেখলি,—ছেলে বেটার
বুদ্ধির দোড় দেখলি,—ও বেটা যদি রাজা
হ'ত, সমাগরী পৃথিবী এক ক'তো। তুই
যথার্থ রত্নগর্ভ।

কো-পুত্রী । এখনও যুগু ওন্টাবার বোধ হয় দিন
কতক দেবী আছে, তাই আমাদের রত্নটি

কোটাল পুত্রের বাটার ভিতর

হইতে পুনঃ প্রবেশ ।

কো-পু। মা, জননী! ততক্ষণ তুমি গিয়ে
পাঁটার কালিয়াটা চড়াও, আমি কই মাছের
চেষ্টা দেখি। গোয়াল ঘরে পাঁটাটাকে
বেঁধে রেখে এসেছি।

কোটাল । সে লোকটা কোথায় গেল?

কো-পু। বৌ বৌ ক'রে ছুটেছে, আমি থিড়কীর
দরজা দিয়ে, বাড়ীর ভেতর ঢুকলুম। বোধ-
হয় কাঁড়িতে ধবর দিতে গেছে।

কোটাল । বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক, তুই
রাজা হ'।

কো-পু। বাবা! বাবা! মা জননীকে নিয়ে, আর
একবার বাড়ীর ভেতর সঁধোও, এক বেটা
মেছুনী আসছে। এইবার একটা কই মাছ
বাগাচ্ছি, মুড়োটা একলা খেয়োনা,—ঘি টা
তুমি খেও, হাড় গোড় গুলো আমায় দিও।

কোটাল । বেশ, বেশ, তুই দিন কতক বেঁচে
থাক বাবা, আর কিছু চাইনা। আয়রে
ক্ষেপী আয়।

কো-পুত্রী । এই ভাতার, আর এই ছেলে নিয়ে
এতদিন যখন ঘর ক'চ্ছি, আমার মতন
মতী কোন বেটা নেই, আমি জোরি গলা
ক'রে বলতে পারি।

কো-পু। এ যে সেই খুঁড়ী মেছুনী বেটা
দেখছি,—শালী ভারি পাজী,—দেখি বাবা,
কতদূর কি হয়, আমি এই গাছেক
আড়ালটায় দাঁড়াই।

মেছুনীর প্রবেশ ।

মেছুনী । আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম,
বাজরা খালি ক'রে বাজার থেকে আসিতে
পাল্লুম না। এখনও ছটো কই মাছ বিক্রী
হ'ল না, উঃ কি কাট কাটা রোদদূর,—
প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, একটু যে পা চালিয়ে

কোটাল পুত্রের প্রবেশ ।

কো-পু। ওরে বাপু—মলুমরে—প্রাণ
গেলরে । (পতন)

মেছুনী। আহা ক'র বাছারে? এমন ক'রে
এখানে এসে পড়লো, কে তুমি গা বাছা?
ওমা গোঁ গোঁ ক'ছে যে ।

কো-পু। জল,—জল,—একটু জল ।

মেছুনী। কি হ'য়েছে বাছা তোমার?

কো-পু। আমার মৃগী রোগ আছে গো,—
বুঝি তাই হ'লো । একটু জল এনে
আমার চ'খে মুখে ঝাপটা দাও ।

মেছুনী। আহা!—হা,—মরি মরি,—কার
সোণার চাঁদরে? এই যে ক'ছেই পুকুর,
আমি জল এনে দিচ্ছি ।

কো-পু। তুমি এমন দরদী গা;—ভগবান
তোমায় খুঁড়ী ক'রেছেন,—কি অবিচার ।
আচ্ছা আমি বৈঁচে উঠি, তোমার পা
চেটে চেটে ভাঙ্গা হাড় জুড়ে দোব ।

মেছুনি। আমার এই বাজুরটা রইল', আমি
জল নিয়ে আসছি । (মেছুনির বাজুরা
রাখিয়া প্রস্থান ।)

কো-পু। বোম ভোলানাথ! জয় মা সর্ক-
মঙ্গলা,—এই যে তোফা টাটকা রুই মাছ,
জোড়াকে জোড়া পার ক'রবো নাকি?
তার আর কথা আছে, বাজুরটা আর
হজম ক'রব না, অধর্ম হবে । টেনে বাড়ীর
ভেতর পাড়ী দিই, বেটা আবার এসে
প'ড়বে ।

কোটাল পুত্রের বেগে বাড়ীর

মধ্যে পমন ।

মেছুনির পুনঃ প্রবেশ ।

মেছুনি। আঃ পোড়াকপাল,—পুকুর ঘাটে,
কাক একটা ঘটা কি কলসী পেলুম না ।
আঁচল ভিজিয়ে জল আনতে হ'ল । কই
কোথায় গেল? এইখানে প'ড়ছিল যে,—

একি আমার বাজুরা উন্টোনো কেন?
কি সর্কনাশ, ছ'ছোটো রুই মাছ কোথায়
গেল? ওরে হতছাড়া, সর্কনেশে ছোঁড়া,
তোমার বাড়ীতে জোড়া মড়া মরবে, ছটা
চক্ষু অন্ধ হবে, সর্কান্নে কুড়ি কিষ্টি হবে,—
আমার মাছ তোমার হজম হ'বে? এক একটা
কাঁটা, শূলের মতন বিধবে,—সর্কনাশ হবে,
সর্কনাশ হবে,—ভিটের ঘুঘু চ'রবে,—
কোথায় যাই,—কোথায় যাই,—কোথায়
গেলে সে সর্কনেশে ছোঁড়াকে দেখতে
পাব? এই বাজুরা তার মাথায় ভাঙ্গ'বো,
তবে আমার নাম । ওরে চো'খ খাগীর
ব্যাটা, ওরে পাড়া কুঁহুলির পো, ওরে
আঁটকুড়ীর পুত—

[মেছুনির প্রস্থান ।

কোটাল, কোটাল-পত্নী ও কোটাল-
পুত্রের পুনঃ প্রবেশ ।

কো-পত্নী। হতছাড়া মিন্‌সে, তোমার জন্তে
এই গালটা আমায় ধেতে হ'ল । আর
আমি তোমার ঘর ক'রবো না, আমি
এখনি বেরিয়ে চল্লুম ।

কোটাল। বলি জেতেত' মুসলমান নও বিধু-
মুখি? যে বেরিয়ে গিয়ে আবার নিকে
ক'রবে? আর ঘাটের মড়া ছাড়া, এ
চেহারায় যে ভোম্মর অঙ্কলক্ষী ক'রবে,—
এমন পাষণ্ডত' দেখতে পাই না ।

কো-পু। অমন কাজটী ক'রনা মা জননি!
অমন কাজটী ক'র না । আজ তুমি
বেরিয়ে যাবে, কাল আর একটা মা
আসবে,—যাকে তাকে আমি মা র'লতে
পারবো না ।

কো-পত্নী। হাড়ে নাড়ে জালালে গা,—হাড়ে
নাড়ে জালালে,—এ পাপ কি সইবে?
রাজ্যের লোককে ঠকাচ্ছে ।

কোটাল। ওরে থেপী ঠকাচ্ছি কেন জানিস্ ?
স্বর্গের সিঁড়ি তোমেরি কচ্ছি ; আজকাল
না ঠকালে পুণ্য হয় না, রাজা রাজড়াই
বল, আর তুমি আমিই বল, সব ঠগ্বাজ,
ভবে কেউ চাপায় খুসী ক'রে—কেউ
চেপে রাখতে পারে না ।

কো-পু। বাবা ! আর এখানে দাঁড়িয়ে কাজ
নেই, বাড়ীর ভেতর চল, কি জানি যদি
মেছুনী বেটা ফিরে এই দিকে আসে,
চ'খো চ'খী হলেই ভারি চোঁচামেচি

কর'বে। এখন পাঁটার কালিয়া, আর
কই মাছের মুড়ো খাও। বিকেল বেলা
যখন জল খাবার খাবে, আমার উপর
ভার রইল', এক বাজা ফল এনে দোব।
কোটাল। বেঁচে থাক, তোর হাজার বৎসর
প্রমাই হোক ।

কো-পত্নী। মর মুখ পোড়া মর,—তুই এখনই
মর,—এই খানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মর ।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম গভাক্ষ ।

—•••••

বিদ্যার শয়ন-কক্ষ ।

বিছা, সুন্দর ও সখীগণ ।

সখীগণের গীত ।

দুটী প্রাণ এক হ'ল আজ, তবু ভাল—তবু ভাল।
সারা রাত্তি, প্রেমে মাত্তি, রসের বাতি এবার জ্বল' ॥

(তবু ভাল,—তবু ভাল,)

প্রেম পশরা মাথায় নিয়ে,

লজ্জা মান লুটিয়ে দিয়ে,

খেয়ে গিয়ে সুখাধারা আগর হারা হ'য়ে ঢাল' ॥

(তবু ভাল,—তবু ভাল) ।

১ম সখী। বলি ওঁগো নাগর ! আমরা কেবল
নেচে গেয়েই মরবো নাকি ? মাথার ঘাম
পায়ে প'ড়চে, সর্বাঙ্গ টন্ টন্ কচ্ছে, কিছু
বক্শিস্ টক্শিসের হুকুম হবে ?

সুন্দর। তা' ভাই ! বক্শিস দেবার দিন
আসুক, পাবে বৈকি । লুকিয়ে পিরিতের

কত জ্বালা তাত' জান ! সদাই ভয় !
যেন চোরটী হ'য়ে আছি। যা হোক
একটা এম্পার ওম্পার হ'য়ে যাক, তোমা-
দের সকলকে এক এক ছড়া মুক্তার মালা
দোব ।

২য় সখী। সে দিন ক'বে আসবে ভাই ?
তোমরা দুজনেও নিশিচিন্দ হও, আমরাও
নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। দিন রাত যেন
বুকের ভেতর একটা নোকা নিয়ে বেড়াচ্ছি
কখন রাজা রানী টের পাবে, একটা হলু-
সুল বাধবে ।

বিছা। যখন ডুবিচি সখী, ভাল ক'রেই ডুবি !
এখন ভেবে আর ক'রব কি ! ভাবনার
সময় গেছে। যখন ভাবা উচিত ছিল, তখন
ভাবিনি, নাগরে ঝাঁপ দিয়েছি, রক্ত-তুলবো

ব'লে, এখন শুধু হাতে উঠি কি ক'রে ভাই ?

২য় সখী । কে তোমায় উঠতে বলছে ভাই !

যদি রক্ত তুলতে পার তবেই ওঠ, নইলে ডুববে শর, আমরা একটা কথাও কইব না ।

১ম সখী । কথা কইব না বটে ! তবে যখন ডুববে, আমাদের ফেলে ডুব'না, আমরা তোমার জীবনে মরণে সহচরী, সুখে দুঃখে সমান সঙ্গিনী, এই টুকু মনে রেখ' ।

সুন্দর । রাজকুমারী, শুনেছ কি ? এবার আমার কপাল ভেঙ্গেছে । এক মহা পণ্ডিত সন্ন্যাসী নিত্য রাজ সভায় আনাগোনা ক'চ্ছে,—তোমায় বিচারে পরাস্ত ক'রে বিবাহ ক'তে চায় । তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী,—দীর্ঘজটা, দীর্ঘ শ্মশ্রু, সর্বাঙ্গে ভষ্ম মাথা,—সভাস্থ সকলকেই পরাজিত ক'রেছে, এখন বাকী কেবল তুমি । তোমার পিতা বিশেষ বিপদে প'ড়েছেন । তিনি বেশ বুঝেছেন, এ সন্ন্যাসীর নিকট বিচারে তুমি নিশ্চিত হারবে । কোন রকমে এতদিন টাল দিয়ে রেখেছিল, কিন্তু সন্ন্যাসী আর অপেক্ষা ক'তে চায়না ; কাল বিচারের দিন স্থির হ'য়েছে । তাই বলছি, আমার সুখের দিন ফুরিয়ে এসেছে । সে পরম পণ্ডিত সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিচারে, নিশ্চয়ই তুমি পরাজিত হবে । তার পর কি হবে বুঝছো ? তোমার হাতে চিমুটে দিয়ে, অমন সোণার অঙ্গে ছাই মাখিয়ে এই মিশ্‌মিশে কাল চুল গুলি জটা ক'রে দিয়ে, তোমায় সন্ন্যাসিনী সাজিয়ে, কে জানে কোথায় নিয়ে যাবে । আমার দশা তখন কি হবে ! শূণ্য প্রাণ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বুকে বাজ চেপে ধ'রে যেখানকার মানুষ সেইখানে ফিরে যাব । যতদিন বাঁচবো, ঐ সুন্দর চোখ দুটো, আমার চ'খে বসিয়ে রেখে, ধ্যান চ'ক্ষে দেখবো । তুমি সুখী হও, এই আমার কামনা ।

২য় সখী । সত্যি নাকি ? সত্যি নাকি ? তবে আর কি, রাজকুমারী, এইবার তোমার যোগ্য বর জুটেছে, তুমি যেমন কাট খোটা মেয়ে, অনেকের প্রাণে দাগা দিয়েছ, এই বার কাট খোটা সন্ন্যাসীর হাতে প'ড়ে জব্দ হও ; এই বেলা থেকে ভৈরবী সাজা অভ্যাস ক'রে নাও । সন্ন্যাসী ঠাকুরের জটা ধুয়ে দিতে হবে, লম্বা লম্বা দাড়ী, গেরী মাটি দিয়ে রং ক'তে হবে । গাঁজার বুটা চিনে নাও সখী, গাঁজাও সাজতে হবে ।

১ম সখী । তা' বেশ হ'ল, আমি রাজকুমারের হ'য়ে একটা কথা বলি । ঔর দশা এখন কি হবে ? ভাল মানুষের ছেলে, বেঘোরে মারা যাবে যে ।

সুন্দর । এই বোঝ ভাই ! বাপু ছেড়ে, মা ছেড়ে, রাজ্য ছেড়ে, প্রেম ক'তে এলুম, তা' যা হবার খুব হ'ল ;—লুকিয়ে প্রেম শুকিয়ে গেল । আর মায়া বাড়িয়ে কাজ কি ;—ভালয় ভালয় আলোয় আলোয় চ'লে যাই । আমার দু-ফোঁটা চ'খের জল, তোমার পায়ে রেখে যাচ্ছি,—এই আমার শেষ স্মৃতি । পার যদি তোমার দু-ফোঁটা চ'খের জল আমার বিনিময় দাও ;—আমি বুকের ভেতর খুব লুক'নো যায়গায় ধরে রেখে দোব ;—প্রাণ যখন বড় কাতর হবে, তিল, তিল, ক'রে ওই জল মেখে কতকটা ঠাণ্ডা কোরবো ।

বিদ্যা । এতটা চাতুরি ক'চ্ছ কেন ? প্রাণের যেখানে যতটুকু জায়গা আছে,—প্রতি কোণে, প্রতি স্থানে, তোমার মূর্তি বসিয়েছি—আমি কি আর আমার আছি ? আমি এখন—তুমি । তুমি ছল ক'রে আমার কাছ থেকে উড়ে যাবে ? সে সন্ন্যাসীকে তা' আমি জানি ! সে ভণ্ডযোগী, আর কেউ নয়,—তুমি ; সন্ন্যাসী সাজা তোমারই খেলা,—আমি সরলা, আমার সঙ্গে এতটা ছলনা কেন ?

সুন্দর । যদি তাই বুঝে থাক, আমি আর কি ক'রব বল ? বিচারের দিন ত' কাল—কাল সকালেই সব টের পাবে । যখন হাতটা ধ'রে, জুটা শুকু একমুখ দাড়ী নিয়ে মুখে মুখ দিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর আদর ক'রে টেনে নিয়ে যাবেন, তখন তুমিই বা কোথায় থাকবে, আর আমিই বা কোথায় থাকবো ।

বিজা । আমি যেখানে আছি, সেইখানে থাকবো, তুমিও যেখানে আছ সেইখানে থাকবে, এক চুলও কেউ হটাতে পারবে না ।

১ম সখী । তুই এক কাজ কর ভাই ! এক খনি গেরুয়া কাপড়, এক ধোঁড়া মিন্দুর, একটা ত্রিশূল, খানিকটা উষ্মনের ছাই ঠিক ক'রে রাখ—যেই সন্ন্যাসী ঠাকুর তোকে বিচারে হারাবে, আমরা অমনি উলু দিয়ে, তাঁর সন্ন্যাসিনী সাজিয়ে দোব ।

২য় সখী । আর ছোটো গাঁদা ফুল সঙ্গে রাখতে ভুলিস্ নি, সন্ন্যাসী ঠাকুরের দাড়ীতে বেঁধে দিস্ । হাওয়ার সঙ্গে দাড়ীও উড়বে, ফুলও নড়বে ।

সখীগণের গীত ।

যেমন খাপা তেমনি খেপি, জুটলো লো তোর বর ।

সদেব সাগর গুণের নাগর, ভাবে ভোলা দিগন্তর ॥

চিমটে দিয়ে চিমটে ধ'রে,

ছাই মাখাবে আদর ক'রে,

চাপার কলি আজুল দিয়ে, সাজবি গাঁজা নিরন্তর ।

নাগার প্রেমে, বিষম দাগা, ছাই হবে তোর পাতাঘর ॥

সুন্দর । দেখ রাজকুমারী ! তোমার সখী ক'টা যেন সরস্বতীর বরপুত্রী, মুখে মুখে ছড়া, মুখে মুখে গান । যেই সন্ন্যাসীর কথা উঠলো, অমনি সঙ্গে সঙ্গে গান তোয়েরি হয়ে গেল ! এঁরা যদি ছাড়া পান, বোধ হয় তিন দিনে যুগ উল্টে দেন ।

১ম সখী । তা' পারি নৈকি, তবে সন্ন্যাসীটা সঙ্গে সঙ্গে চাই, চের দেখেছি ভাই, কিন্তু রাজ পুত্র যে মিথেন্ চোর হয়, এই প্রথম দেখছি ।

২য় সখী । কেঁটালের হাতে শিগুগিরই প'ড়বেন, তার আর দেরি নেই, এত বড় চুরি যদি না ধরা প'ড়ে, তা'হলে রাজার রাজ্য থাকবে কি ক'রে ?

সুন্দর । রাজকুমারী ! আমার শুক পাখীর সঙ্গে, তোমার শারীর যে বে দেবার কথা হয়েছিল, তার কি হল ?

বিজা । তোমার 'সঙ্গত' কথা আছে, আজ তুমি আমার সঙ্গে করে সুড়ঙ্গ দিয়ে মালিনীর বাড়ী নিয়ে যাবে, সেই খানে শুক শারীর বিয়ে দেওয়া হবে ।

সুন্দর । তবে চল আর দেরি ক'রে কাজ কি ! এখনি ফিরতে হবেত' ?

বিজা । মালিনী আই টের পাবেনাত' ?

সুন্দর । তোমার চেয়ে সে ভয় আমার বেশী । আমি যে ঘরে শুই, সেই ঘর দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটেছি । আমার ঘরের দরজা সব সময়ে বন্ধ থাকে । এত কাণ্ড হচ্ছে, মাসী আমার ঘুণাকরেও তার কিছু জানেনা ।

বিজা । তবে চল, আমার শারীটিকে সঙ্গে নিই । সুড়ঙ্গের পথ বেশ সাফত' ? যেতে কোন ক্রেশ হবেনা ?

সুন্দর । তোমার আমার মনের পথ যেমন সাফ, সুড়ঙ্গের পথ তেমনি সাফ ;—কোন ভয় নেই, তুমি চল ।

১ম সখী । দেখ সখী, দেরি ক'র'না যেন ?

বিজা । তুই খেপলি নাকি ? ঘাব আর আসবো

২য় সখী । দেখ'হে নাগর ! আমাদের সবে ধন নীলমণিকে যেন সাপ—খোপের মুখে দিওনা ।

সুন্দর । তার অযুধ আমার কাছে আছে, আমি সঙ্গে সঙ্গে ইসেবুগল রাখি । (বিজার প্রতি) এস আমার সঙ্গে এস ।

বিদ্যা ও স্নানরের ছড়নের

ভিতর গমন ।

১ম, সখী । হালা, কি বুঝিস্ বল দেখি ?
রকম বড় স্নবিধে নয়,—আমাদের মাথা
বাবার যোগাড় হ'চ্ছে ; নিজের মেয়েকে
রাজা রানী কাঁড়িতেও পারবে না, ফেলতেও
পারবে না, মাঝে থেকে আমরা ছুঁক
হ'য়ে যাব। পাপকর্ম আর কত দিন
ছাপা থাকবে, ভাবতে গেলে বুক শুকিয়ে
মায়, রাজার বুক ব'সে দাড়ী ওপড়ান'
হচ্ছে ।

১ম, সখী । আর বড় বেশী দিন নয়, ধর্মের
চাক বাজলো ব'লে,—রাজকুমারীর কি
হ'য়েছে জানতে পেরেছিস্ ? সদাই আলস
ভাব, খাওয়া দাওয়ায় অকুচি, মুখে কিছু
রোচেনা, যতটুকু একলা থাকে শুয়ে শুয়ে
কাটায়,—রকম খানা বুঝিস্ কি ? সখীর

গর্জের লক্ষণ হ'য়েছে । পেটও একটু
উঁচু হ'য়েছে নাকর ক'রেছিস্ ।

১ম সখী । সব বুঝছি ভাই ! সব বুঝছি
আর কতদিন এসব ক্রথা চেপে রাখলে,—
রাজরানী নীচ কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে
আমাদের পুতে কেনবে । মা থাকে
অদৃষ্টে,—আমরা বাণীর কাছে ঠিক নর
কথা খুলে বলিগে চল, আমাদের বাচবার
পথ রাখতে হবেত ।

২য় সখী । তার আর, কথা আছে, এখনি,—
রাজকুমারীর গর্ত হ'য়েছে তার আর কোন
সন্দেহ নেই । ছ'জনে আয়োদ্য আহ্লাদ
ক'লে ভাই,—আমাদের একি জালা ?

১ম সখী । আর ভেবে কি হবে ? অকুল
পাথার,—ভাববার কিছু নেই,—জটা ওটা
রানীর কাছে চল, রেখে ঢেকে যত দূর
হয়,—সব খুলে বলা যাগু । তার পর
কপালে যা আছে, তাই হবে ।

[সকলের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্ভাক ।

—১০৫৩৭—

রাজবাণীর অপূর কক্ষ ।

রাজা ও রানী ।

রাজ । আমি কি ক'ব বল ? আমার কি সাধ
অমন স্নন্দরী কন্যা, সন্ন্যাসীর হাতে সঁপে
দিই ? কত ধনবান, রূপবান,—বংশবান
রাজপুত্র এসে, বিদ্যার পাণিগ্রহণের জন্তে
সাধা সাধি ক'লে, কিন্তু কালামখী মেয়ে,
তাদের অমরোধ পাতে । কে ঠেলে,—সে

মর্মান্তক রাজপুত্রদের অভিলাষ বিফল যাবে
না । কোথাকার এক সন্ন্যাসী, এতখানি
দাড়ী, এতখানি জটা,—বিদ্যাকে বিচারে
পরাজয় ক'রে বিবাহ করবার জন্ত, প্রত্যহ
রাজসভায় আনাগোনা ক'ছে । সভাস্থ
সমস্ত পণ্ডিতকে ইতি পূর্বেই বিচারে

হটিয়েছে,—স্বাক্ষর করব না। আমি কত দিন কান ধরিয়ে, টাল দিয়ে রেখেছিলুম, কিন্তু আর কত দিন রাখবো? শেষে গভীর কল্যাণ প্রতিজ্ঞা করেছি, কাল প্রাতেই রাজসভায় বিদ্যাকে বিচারের জন্ত উপস্থিত করবো, আর ভেবে কি করবো? অমৃতের দাস সকলেই।

রানী। কি বলছেন? সন্ন্যাসী ঠাকুরের জটার কাদা ধোয়াবার জন্ত কি বিদ্যাকে সঁপে দোব? তা' আমি প্রাণ থাকতে পারবো না।

রাজা। তোমার মেয়েটাত' আর কচি খুকিটা নয়? যখন কল ক'রে পণ ক'রেছিল, তখন মানা ক'তে পার'নি? এখন তোমরও হাত নেই, আমারও হাত নেই! এখন একজন সামান্য লোকেও বিচারে বিদ্যাকে পরাজিত ক'তে পারে, ত্রায়তঃ ধর্মতঃ তাকে পতিত্ব বরণ ক'তে বিদ্যা বাধ্য।

রানী। তাকি হয়? একটা গাঁজাখোর সন্ন্যাসীকে, বিদ্যা, পতিত্ব বরণ ক'রবে? তোমার প্রাণে কি একটু মমতা নেই? অমন সোনার কলি হাতীর পায়ে দলতে দিতে চাচ্ছ?

রাজা। বানরের গলায় মুক্তার মালা তুলে দিচ্ছি, তা' আমি প্রাণে প্রাণে বুঝিছি; কিন্তু উপায় কি? আমি রাজা, মিথ্যাবাদী নই।

রানী। জ্ঞা' বেশ, তুমি যখন এতদূর দূত পণ ক'রেছ, আমিও যা ভাল বুঝবো করবো।

রাজা। কি ক'রবে?

রানী। যখন দেখবো, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ বিদ্যাকে, একটা সন্ন্যাসীর অকলঙ্গী ক'রে দিলে, তখন আমি আত্মঘাতিনী হ'ব।

রাজা। তুমিও বালিকা হচ্ছ? এ অবস্থায় আমার কি ক'রে বদ? নির্মল রাজবংশ,

কখন কেউ কলকের দাগ থাকতে পারে নি। আজ যদি আত্ম-সিদ্ধি হয় ক'রে, সন্ন্যাসীকে ফিরিয়ে দিই,—প্রতিরোধ, প্রতিগ্রামে, প্রতি লোকের মুখে, আমি ঘোর মিথ্যাবাদী বলে অভিযো হ'বে। রাজমুকুটে কলক বহন অপেক্ষা, মুকুটই অধিকার:। আমার মস্তিষ্ক বড় চঞ্চল হয়েছে, আমি বিশ্রাম মন্দিরে চলেম, তুমি সংসারিক কাজ কর্ম সেরে আমার কাছে এস, পরামর্শ ক'রে যা শ্রেয়: হয়, করা যাবে।

[রাজার প্রস্থান ।

রানী। কি সর্বনাশ! দেব দেব মহাদেব, এ কি ক'লে? সব আশা, সব আকাঙ্ক্ষা, সব সাধ, দামোদরের জলে ডুবিয়ে দিলে, কি করি? কোথায় যাই? এ প্রাণের জ্বালা কোথায় গিয়ে জুড়াই? আঁধার শরের দীপ একটা মেয়ে, ঘর আঁধার ক'রে একটা সন্ন্যাসীর হাতে তুলে দোব! তার আগে আমার মরণ হ'লনা কেন? এখন বুঝছি রাজরানী কত সুখ। যদি কুটীরে জন্ম।

শাক, তাক খেতুম, সুখ ছিল, এ জ্বালা ফোটবার নয়, কারকে বলবার নয়,—মনের আগুণ নিয়ে মনে মনে পুড়ে মরি।

সখীগণের প্রবেশ ।

ওলো তোরা এসেছিস, বড় ভাল হ'য়েছে। বিদ্যা কোথায়? তোদের একজন গিয়ে তাকে এইখানে ডেকে নিয়ে আর। তোদের সামনে আমি তাকে গোটা-কতক কথা বলবো। ওমা আমার সোণার পুতলি, সন্ন্যাসীর হাতে দোব কি করে?

১ম সখী। মহারানী! যদি অমৃত পাই,—যদি অমৃত পাই,—যদি আশাস পাই, তা'

হ'লে একটা কথা আমায় নিবেদন করি।

রাণী। অত আশ্চর্য ক'রিস্ কেন? কি বলবি বলনা?

২য় সখী। মহারানী! সর্কনাশ হ'য়েছে! কলতে মাথা কাটা যায়,—নিষ্কল কুলে কালী প'ড়েছে, বিদ্যার গর্ভের লক্ষণ দেখছি।

রাণী। বলিস্ কি? ওরে কালামুখীরা বলিস্ কি?

২য় সখী। মহারানী! না ব'লে নয়, তাই বলছি, আমরা সঙ্গে সাথে থাকি, রাজ-কন্টার পরিচর্যা নিযুক্ত আছি, এর পর দোষের ভাগী আমরা হ'ব! তাই বলছি, কোথা দিয়ে কি হ'ল, কিছু বুঝতে পাচ্ছি-নি,—রাজ অস্ত্রপুত্র কড়া পাহারা দিয়ে ঘেরা, একটা মদা মাছী সৈন্যবাহিনী পথ নেই! একাজ এর ভেতর থেকে কি ক'রে হ'ল, কিছু বুঝে উঠতে পাচ্ছি।

১ম সখী। মহারানী! আমরা নিজের চ'খে ক'কে ও দেখে আসতে দেখিনি। অথচ কলমের লক্ষণ

তা ধারণা ক'তে পারি নি। দোহাই

মহারানী! আমরা কিছু জানি না, আমরা নির্দোষী।

রাণী। দেব দেব মহাদেব! এত দিনে তোমার মনকামনা পূর্ণ হ'ল! উজ্জল রাজ বংশে এত দিনে কলঙ্কের কালী প'ড়লো। বংশ অজ্ঞান, রাজ-মর্যাদা,—প্রবল প্রতাপ, এত দিনে ধূলি ধূসরিত হ'ল! হায় হায়! অমর মেয়েকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলিনি কেন? (সখীগণের প্রতি) আমি সব বুঝছি, এর সঙ্গে তোরাও রজিনী আছিস্। পাপের শাঁক বেজে উঠেছে আর চাপতে না পেরে, এখন আমার কাছে ব'লতে এসেছিস্। দেখ তোদের কি করি! আমার খেলি, আমার পবলি, আমার যত্নে এত বড়টা হ'লি, শেষে আগারি সর্কনাশ

ক'রলি? আমার উচু মাথা হেঁট ক'রে দিলি? কলঙ্কের আল্পনা আমার কুলে কালি দিয়ে আঁকলি? কালামুখীরা! সর্কনাশীরা! তোদের সুখের দিন ফুরিয়ে এসেছে, আমি এখনি মহারাজের কাছে চুমু। তাঁর আদরের মেয়েকে কলমের সব বলিগে, আর তোদেরও আচরণের কথা জানাইগে। দেখি তিনি কি বলেন। মহারাজ! মহারাজ! (প্রস্থানোদ্যত।)

১ম সখী। মহারানী! মহারানী! আমাদের সর্কনাশ ক'রবেন না, আমাদের উপর বিরূপ হবেন না, আমাদের কোন দোষ নেই।

২য় সখী। মহারানী! মহারানী! একটু বিবেচনা করুন, সব দিক বুঝে উঠে যাওয়া

রাণী। আজ তোদের শেষ দিন, আর বুঝবো কি? মহারাজ! মহারাজ!

[রাণীর প্রস্থান।]

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ সখীগণের প্রস্থান।]

(অপর দিক দিয়া বিদ্যা ও মালিনীর প্রবেশ।)

মালিনী। বেশ হ'য়েছে, যেমন ক'র তেমন ফল অত অহঙ্কার কি সয়? অমর রাজকুমার এনে দিলুম, সাত জন্ম শিব পূজা ক'র যাকে পাওয়া যায়না, তাকে সামলেই আনলে না! এখন সন্ন্যাসীর সঙ্গে সন্ন্যাসিনী হও। বিচার বিচার এই ব'ল "দ" পড়লো। সে সন্ন্যাসী মহা পণ্ডিত, সভা-গুরু লোক হেরেচে, এইবার তোমার পালা। হু কথায় 'থ'ক'রে তোমায় বিচারে হারাবে, তারপর খুঁটি ধ'রে, চিমটে হাতে দিয়ে, গেরুয়া প'রিয়ে, ছাই মাখিয়ে আগনার আস্তানায় নিয়ে যাবে। এত জন্মের কি সয় না? প'ড়তে একদিন হয়ই।

বিগা। তা' আমি। সন্ন্যাসিনী হওয়ায় মুখ বই
অমুখ কি? ছেলে বেলা থেকে কীর গর
ননী থাকি, ঐখ্যের সাগরে ডুবে রয়েছি,
বিলাস লালসা আর আমার নেই; এখন
যড় সাধ হ'য়েছে, দিন কতক বাঘছালে
শৌব, বনের ফল খাব, চন্দনের বদলে
ছাই মাখবো। ঐখ্য থাকলেই লোকের
দঙ হয়। দান্তিক রাজ পুরুষের আলিঙ্গনে
আর আমার লালসা নেই।

মালি। আচ্ছা বোঝা যাবে, যৌবনের ডব্‌ডবানি
কদিন থাকে, ম'রবো না—দেখতে পাব।
আমি আর তোকে যৌতুক কি দোব,
একটা ভাল দেখে পাথরের গাঁজার কলুকে
এনে দোব। সন্ন্যাসী ঠাকুর যখন গাঁজা
টানতে চাইবে, নিজের হাতে ঐ কলুকে
সেজে দিস। আহা! নাতনীর আমার
এতদিনে যোগ্য বর ছুটলো।

পায়ের নখে, চাঁদ খরে তার—সাগর নাগর দিখু ধরে।
হতভরে ফেলি দূরে, রাখলি না ত' যত্ন ক'রে ॥

সার হবে তোর নাগর জটা,
গাঁজা সাজায় বাড়বে ঘটা,
মতির হার খার হবে হার, গাঁদার মালা গলায় পরে।
খুলে নে লো কানের চুল,
ছলিয়ে দেনা ধুতরো ফুল,
হুদিন পরে, নাগর ঘরে, মুখ পুড়িয়ে যাবি স'রে ॥

বিদ্যা। আমি তুই এখন যা,—বাড়ী যা—বাঁবা
এই দিকে আসছেন, মাও সঙ্গে সঙ্গে আস-
ছেন। মুখ চোখের ভাবে বড় ভাল বোধ
হ'চ্ছো না! তুই এখন এখান থেকে যা।

মানি। আচ্ছা চন্দ্রম, একটা কথা বলে যাই,
সন্ন্যাসিনী সাজবার সময়টায় আমায় এক-
বার খবর দিও।

[মালিনীর প্রস্থান ।

রাজা। বল কি স্বপ্ন ব'লে মনে হয়, বিশ্বাস হয়
না, ধারণা হয় না, কল্পনার আসে না!
বিদ্যার গর্ভ হ'য়েছে? এ সংবাদ শোনবার
আগে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন? এই যে
বিদ্যা,—হ্যারে কালামুখী তোর এই কাজ;
এই জন্তেই বুঝি এত দিন বিবাহ ক'তে
চামনি? কুল-কলকিনী আমার সর্বনাশ
ক'রলি? নিফলক কুলে কালী দিলি?

বিদ্যা। কি হ'য়েছে বাবা?

রানী। কি সর্বনাশী মেয়ে! আমার ভাকা
পাণা ক'রে কথা ক'ছিস? তোর লজ্জা
হ'চ্ছে না? মুখ খ'সে যা'চ্ছে না? তুই
যাহু বিদ্যা জানিস! এর ভেতর থেকে
এই কাণ্ডটা কলি, সত্যি বল, ধর্ম সাকী
ক'রে বল, এ পাপ কাজ ক'রলি কেন
বল?

বিদ্যা। মা! যখন জেনেছ, তোমায় মিছে ব'লব
না,—কি ক'রে কি হ'ল, আমি কিছু ব'লতে
পারি না। রাজে ঘুমিয়ে থাকি, মনে
হয় কে যেন আসে, আমার কাছে বসে,
আমার সঙ্গে কথা কয়, আমায় ভালবাসা
জানায়,—আবার চলে যায়। দেব কি
দানব—গন্ধর্ব কি মানব—আমি কিছুই
বুঝতে পারিনে। মা, আমি কোন অপ-
রাধে অপরাধী নই। দেবতার বিড়ম্বনা,
আমার কোন দোষ নাই।

রাজা। ক্ষুদ্র বালিকা! এ বরসে এত তোর
ছল? কোন ছায়ারে? ধূমকেতু কোটাল-
কো পাকাড়কে লে আও, জলদি লেমাও!
ছিঃ ছিঃ কোথায় যাব? এ লজ্জা কোথায়
গিয়ে ঢাকবো? গর্দ, মান, অহঙ্কার, এক
কালামুখী মেয়ের জন্তে, সব জলাঞ্জলি গেল,
মহারানী! আর ব'লবো কি? এখন
পথের ভিখারী ও যা, আমিও তা; আর
কোন রাজা, আমার গৃহে এসে জল গ্রহণ
ক'রবে না। আমার ছায়াও কেউ স্পর্শ
ক'রবে না, আমার রাজ্যের, শত যোজন

তফাতে সব থাকবে । কি কুসংস্কারে রাক্ষসী
মেয়ে আমার কুলে জন্ম গ্রহণ করছিল ।
রাণী । মহারাজ ! যা ক'তে হয়, পরে ক'রবেন,
বিবেচনার দের সময় আছে । এ দুকর্ণের
জন্ত নগর-রক্ষক কোটাল প্রধান দায়ী ।
তাকে বলুন, তিন দিনের মধ্যে যদি চোর
ধ'রে দিতে পারে, তবেই রক্ষা, নচেৎ তার
প্রাণ দণ্ড হবে ।

রাজা । কোন্ হারিয়ে ? আবি তক্ কোটালকে
পাকড়ায়কে লেগায় নেই ? হাম্‌সব্ কইকো
জানসে মারেগা ।

(কোটালকে লইয়া দুইজন প্রহরীর
প্রবেশ ।)

১ম, প্রহরী । মহারাজ ! কোটালকে হারির
ক'রেছি ।

রাজা । নেমক্ হারাম্, হারামজাদ, তোর যান্
যাবে, তোর যে যেখানে আছে, সবাইকে
আমি নিজের হাতে কাটবো । আমার
নেমক্ খেয়ে, আমার সর্বনাশ করা ।

কোটাল । দোহাই মহারাজ ! আমি কিছু
জানি নি, আমার অপরাধ কি বলুন ?

রাজা । রাজকুমারীর ঘরে গোপনে কে আনা
গোণা করে, ঠিক করে বল ? নইলে
এখনি মাথা দোফাঁক বুরবো ।

কোটাল । দোহাই মহারাজ ! আমি কিছুই
জানিনি ।

রাজা । রাজকুমারী অবিবাহিতা, তার গর্ভ
হ'য়েছে । সতর্ক প্রহরী বেষ্টিত, রাজ—
অস্ত্রপুরে,—কে এল ? কার দ্বারা এ কাজ
হ'ল ? তুই যদি জানিস্ না, তবে নগর
রক্ষক হ'য়েছিস্ কি ক'তে ? আমি কোন
কথা শুন্তে চাইনা । তিন দিন সময়
দিলুম, যদি চোর ধ'রে দিতে পারিস্, জানে
বাঁচবি, পুত্র পরিবার রক্ষা পাবে, নচেৎ
সপুত্রী এক গাড় ক'রবো । উত্তর শুন্তে

চাইনি, তোর মুখ দেখতে চাইনি, চোর
ধরা চাই, যেমন ক'রে হোক, চোর ধরা
চাই ।

কোটাল । (স্বগতঃ) হা অদৃষ্ট ! দু'জনে আমোদ
ক'রলে, তাল প'ড়লো আমারি বাড়ি,
রাজা রাজ্‌ডার চাকরী এই জগতই বটে ।
বুড়ো বুড়ো মেয়ে ক্ষীরের মিশ্রিত খাইয়ে,
শরীর তাতিয়ে আইবুড় ক'রে ঘরে
রাখবেন, তারপর তাল মাথলাতে হ'বে
গরীব চাকরদের । (প্রকাশ্যে) মহা-
রাজ ! আপনার অনুমতি শিরোধার্য ।
তিন দিনের মধ্যেই চোর ধ'রে দোব, ধুম-
কেতুর অসাধ্য কিছুই নেই,—তবে একটা
প্রার্থনা, রাজকুমারী যেন তার শয়ন-কক্ষে
এ তিন দিন না যায় । আমার বিশ্বাস
হয়, এর ভেতর ভৌতিক কাণ্ড কিছু
আছে, রাজকুমারীর ঘরে, ভূত প্রেতের,
আনা গোনা হ'চ্ছে । তবে ধুমকেতু
রোজার কাছে, ভূত প্রেত পার পাচ্ছে
না ।

রাজা । উত্তম ! তোমার আবেদন গ্রাহ্য
ক'রলুম । (রাণীর প্রতি) রাণী ! তোমার
কুলধ্বজ কক্ষকে ব'লে দাও, যেন তিনদিন
তার শয়ন কক্ষে না যায় । আমি আর
দাঁড়াতে পাচ্ছি নি, বিশ্রাম মন্দিরে চলেম ।
প্রাণ পুড়ে যাচ্ছে, মনে হ'চ্ছে পৃথিবী বিধা
হউক, আমি প্রবেশ করি ।

রাণী । (বিদ্যার প্রতি) তিন দিন তোমার
শয়ন কক্ষে, তুমি যেও না,—যদি কথা
ঠেল, অনর্থ ঘটবে, এই টুকু মনে রেখ ।
ছিছি, পেটের মধ্যে, দুঃখ দেখতেও লজ্জা
ক'চ্ছে ।

[রাজা ও রাণীর প্রস্থান ।

কোটাল । আমি আর দাঁড়িয়ে থাকি কি
ক'রতে ? দলবল ঘোঁট পাঁট করিগে ।

বাহাদুরি বটে, বাধের মধ্যে যোগের
মালা ।

[কোটালের প্রস্থান ।

বিদ্যা । এই প্রেম ! প্রেমের এই পরিণাম ! প্রথমে
স্বপ্ন, শেষে এত দুঃখ । কলঙ্ক, লাজনা,
গর্জনা, আর বাকী রইল কি ? বাপ মার
চ'থের দানী হ'লুম, নিছকের সার রত্ন,
খোঁসলুম, পেলুম কি ? কেবল জ্বালা,
বজ্রনা, বুক ভরা হা হতাশ, এই শেষ নয়,
আরও আছে, আরও দেখতে হবে, আরও
সইতে হবে । আমার আশার, রোজ যেমন
তিনি আসেন, স্নান-মাজেও তেমনি
আনবেন । কোটাল আমার ঘরে অপেক্ষা
ক'রবে, তিনি এলেই ধ'রে ফেলবে । তার-
পর, তাঁরও শেষ, আমারও শেষ ! মাঝে
ক'টা দিন কিসের একটা খেলা খেলুম,

যেন স্বপ্ন ব'লে মনে হয়, কি হল ? কেন
হ'ল ? কি ক'রে হ'ল ? কিছুই বুঝতে
পারব না, দু দিনের সুখের অস্তে, চির
জীবন দুঃখ ভোগ,—মলেই ত' সব কুরোর,
আরত' কোন জ্বালা থাকুক না, । ম'রবো,
আর একবার দেখে, চার চ'থে আর এক-
বার চাওয়াচারি ক'রে তবে ম'রবো ।
হা রে নারীর জীবন, সেধে কেঁদেই দিন
গেল !

সখীগণের প্রবেশ ও

গীত ।

প্রাণের ব্যথা মুছে যাবে, ওকাবে তোর আঁখিজল ।
ফুল প্রাণে ফুটবে ওলো ছিন্ন ছিন্ন শতদল ।
নাগরে আদর ভ'রে,
রেখ'লো সোহাগ ক'রে,
গলক হারা হওনাক, চ'খে রেখ' অনিরল ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গভাক্ষ ।

বিদ্যার শয়ন-কক্ষ ।

রমণবেশে কোটাল ও তদীয় অনুচরগণ ।

১ম অঙ্ক । ওস্তাদ ! কেমন দেখাচ্ছে আদায় ?
কোটাল । যেন গুজরুটী হাতীটী । আর একটু
ঢেঙ্গা হ'লে—ঠাটখানা মন্দ দেখাত' না !
তুই বেটা অত বেঁটে কেন ?
২য় অঙ্ক । তা'বুঝি জাননা ওস্তাদ ? হারাম-

খোর লোক হ'লেই বেঁটে হয় । বেঁটের
পেটে পেটে ছুরি ।
১ম অঙ্ক । থান্ বাটা থান্,—আর কাদানি
ঝাড়িসনে, শালা যেন আমার ধর্মপুত্র
বুধিভির ।

২য় অহু । গুজরুটী চটেছে, গুজরুটী চটেছে,
তা চটলি চটলি গাল দিতে চাম্ দে, হয়,
ব্যাটা ব'ল, নয় শালাবল, ছ' রকম সম্পর্কে
আমি রাজী নই ।

কোটা । (৩য় অহুচরের প্রতি) ওরে পদা ।

৩য় অহু । পদী বল ওস্তাদ, পদী বল !—ছাঁচ্ বদ্-
লিচি, এখন আর পদা নেই ।

কোটাল । আচ্ছা পদী, পদীই সই, তোর নোলক
কোথায় ? তুচ্ছ ক'রে রয়েছিস কেন ?

৩য় অহু । মুটোর ভেতর নোলক পুরে রেখেছি
ওস্তাদ, ঠিক সময়ে প'রবো, নাকটা ভারী
শুড়, শুড়, কচ্ছিল, তাই খুলে রেখেছি ।

৪র্থ । ওস্তাদ, আমার পুরুষ জন্ম হ'লেও,
আমি পাকা মেয়ে মানুষ,—মাসের মধ্যে
২৯ দিন আমার মেয়ে মানুষ সাজতে হয় ।
দেখ'না আমার একটা নথ দিয়েছে, আমার
কাঁকা কাঁকা ঠেকছে,—নাকের ছ'দিকে
ছ'টো হ'লে ঠিক হ'ত ।

৫ম অহু । ওস্তাদ ! আমার নাকের এই
জগদ্বল্লভ খুলে দিয়ে, একটা ছোট খাট
মোলক দাও । বিষম ভারী ঠেকছে যেন
নাকের উপর তিরিশ ডেলে ঝাড়, কে
ঝুলিয়ে দিয়েছে ।

কোটা । অত সুখের প্রাণ ক'রে চলবে কেন
বাবা, আমার যে এই বুড়' বয়সে নাগরী
সাজতে হ'ল, তার কচ্ছি কি বল ? পরের
চাকরী ক'তে গেলে, ঝকুমারী আছে ।

৬ম অহু । তা বটেত' তা'বটেত—এখন ওস্তাদ,
তোমার কাজ উদ্ধার হ'লে হয় । ব্যাপার
বড় সাজিন্ । আশমান দিয়ে এসে, আশ-
মানে আশমানে কাল সেয়ে চ'লে গেল ।
চোর চোর দেখেছি বাবা, এমন ওস্তাদ
চোর কখন দেখিনি । রাজ কন্ডার ঘরে
চুরি,—গয়না গাঁটা নিলেনা, টাকা কড়ি
নিলেনা, রাজ কুমারীর বুকের ভেতর
আচ্ছা ক'রে সিঁদু কেটে, সাফ বেরিয়ে
গেল ।

কোটা । এখন যর শালা তোরা,—কিন দিনে
মধ্যে চোর ধ'রে দিতে না পারে, নন্দুর
এক খড়ি হবে । এ শালা যে কোন দেশের
চোর, তাতো কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি ।
আমি ব্যাটা এমন ছদ্মে বদমাইস্, আমার
তাজব্ বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ।

২য় অহু । ওস্তাদ কি ঠাণ্ডামুখী তুমি ?
এ মানুষ চোর নয়, রাকস্ থোকস্ যা হয়
একটা হবে,—ধর আমরা চোর ধ'তে সব
এক জোটে হয়েছি, এমন লম্বা মুলোর মতন
দাঁত বের ক'রে, বাঁকা বাঁকা পা নিয়ে
লম্বা লম্বা হাত দিয়ে আমাদের কজনকে
টিপে ধরে, তা হ'লেইত' গেছি,—চাকরীর
জন্তে জানুটা খোয়াব' ওস্তাদ ?

৩য় অহু । তো বেটার কোন কুটি-পিপুড়ের
মতন চেহারা,—আমির বয়সে তেমনি
পুঁটা মাছের মতন । হ'লই বা রাজস্
থোকস্—আমরা এতগুলো মধ্যমার্ক
রয়েছি, পাথর পাথর জাত খাই,—কামুড়ে
কামুড়ে মাংস তুলে নেব ।

৪র্থ অহু । আমার বোধ হয় ওস্তাদ,—এ কোন
নাগ লোকের লোক, পাঁচালি দিয়ে আনা
গোনা করে । আমরা চোর নই, আমরা
আমাদের চ'রে বুলা দিয়ে আনা এক
কাজ ক'রেছে,—সে প্রলম্বা হরণ ক'রে
পারে ।

কোটা । ঘরটার এমিক্ ওমিক্ বেশ ক'রে
খুঁজে দেখ দিকিন্,—কোন জায়গায় গর্ত
উঠ আছে কি না ? যত্ন,—যত্ন আমি
মানিনি,—নাগলোক, গজরুলোক, ও যুর
আমি বুঝিনি । এ কোন মহা-
প্রবুর আচ্ছা, তার আর কোন সন্দেহ
নেই । চোর ধ'রে দেবই,—নইলে খুড়ি
থাক ধুমকেতুর নামে ।

৫ম অহু । ওস্তাদ । ওস্তাদ । পেয়েছি, গর্ত
পেয়েছি, মসলন্দ ঢাকা বৃহৎ প্রবুর,—চোর
মহাশয় এই খান দিয়েই আনা গোনা

করেন বেশ বোঝা যাচ্ছে । বাবা “সাত
গোঁয়ের কাছে মামদো বাজী, আমরা সাত
হাটের কাণাকড়ী, আমাদের সঙ্গে ফুকুড়ী ।
কোটাল । চুপ্ ! আর কথা ক’মনি, মার দিয়া
কেলা,— আজ চোর ধ’রব’ই, এমন মধুর
রাতির, ফুর ফুরে হাওয়া ব’ইচে, রাজকন্ঠের
লোভে চোর গুণাকর আসবেনই, অমনি
পাকড়াও কর’, রদা দিতে দিতে রাজ-
সভায় নিয়ে চল ।

১ম অঙ্ক । এখন এক কাজ করা যাগু ওস্তাদ,
রাজকন্ঠে যেমন সখীদের নিয়ে নাচ গান
করে, আমরাও ত’ আজ রসিকা নাগরী,
এস সেই রকম নাচ গান শুরু করি ।
বাঁশি বাজিয়ে যেমন গন্ত থেকে সাপু বের
করে, আমাদের কণ্ঠস্বর শুনে চোর
মহাপ্রভুও গন্ত থেকে মাথা ঝাড়া
দেবেন ।

২য় অঙ্ক । রাজী আছি, রাজী আছি, বড়
খান্না মতলব ।

৩য় অঙ্ক । আমাদের ভেতর রাজকন্ঠে হবে
কে ? এক জনকে রাজ-কন্ঠে হ’য়ে সিংহা-
সনে ব’সতে হবেত’ ?

৪র্থ অঙ্ক । গুজরুটী ! তুমি দাদা রাজকন্ঠে হ’য়ে
ব’স’, ঘোমটাটা একটু টেনে দাও ।

১ম অঙ্ক । নী ওস্তাদ ! আমার রাজ কন্ঠে
ক’র’ না, তোমাদের নাচ দেখলিই, আমার
নাচ পাবে । শেষ রাজ কন্ঠে আবার ধেই
ধেই ক’রে নাচবে, সেটা ভাল দেখাবে
না ।

কোটাল । ওরে পদা ! তুই তবে রাজ কন্ঠে হ’ ।

৩য় অঙ্ক । আবার পদা, পদী বল ওস্তাদ, পদী
বল । এত বড় নোলোক কুলিয়েও তোমার
মাগী মদ ভাব যাচ্ছেনা । তা’ বেশ আমি
রাজ-কন্ঠে হ’তে রাজী আছি, পূর্ক জনের
স্বকৃতি, তাই এমন সিংহাসনে ব’সতে
পেলুম, বাবার জন্মেত’ আর কখন হবে
না,—তবে ওস্তাদ সিংহাসনে চেপে বসি ।

কোটাল । তার আর কথা আছে ।

৩য় অঙ্ক । (সিংহাসনে বসিয়া) বুড়ো প্রাণসখী !
প্রাণ বঁধুন বিরহে, আমার হৃদয়ের ভেতর
ঢেঁকী পাড়ছে, তোমরা একটা বিবাহ
সঙ্গীত গাও । মরুভূমে কোঁটা কতক জন
পড়ুক ।

কোটাল । যথা অমুমতি গো রাজকন্ঠে !

সকলের গীত ।

এমন চানিনী রাতি বিকলে যে ধারেরে ।
অন্তর চলন চুরা মাখান’ কার মাগিরে ।
কি চ’খে দেখেছি তারে,
দেখে যে সাধ মেটে না রে,
মোহিত এ চিত কেন তার পানে ধারেরে ।
কে আছে ব্যাখার ব্যাখী জানাব কাহার রে ।

সুড়ঙ্গ হইতে সুন্দরের উত্থান ।

সুন্দর । ইশ্ ! আজ যে মানের পালা দেখছি ।
লখা লখা ঘোমটা টেনে, মাথা নিচু ক’রে
সব ব’সে কেন ? লোক সমাজে আর মুখ
দেখাবে না নাকি ? একি, কথা নেই যে ?
এই এতক্ষণ তোড়ে নাচ গান চ’লছিল,
আমি কি আর শুন্তে পাই নি । এরিই
মধ্যে এ ঢং ধরা হ’ল কেন ? দেখ রাজ-
কন্ঠে ! কথা কইবেত’ কও, নইলে ভাল
হবে না ! আমি সখীদের সামনেই একটা
কেলেকারি ক’রে ব’সবো । কথা কইলে
না,—তবে আমার দোষ নেই, এই জোর
ক’রে ঘোমটা খুলে দেখ’না কি করি ?
(ঘোমটা খুলিয়া) ও বাবা এ করে ?

৩য় অঙ্ক । তোমার চরণের নখকুণী, চিন্তে
পাচ্ছনা ধন মণি ?

কোটাল । আর আমি রাজ-কন্ঠের বুড়ো
কুটনী । হৃদয় বলভ ! রাজ-কন্ঠের হৃদয়
বলভ ! রাজ-কন্ঠের হৃদয়ের মধু ক’সে
পান কর । (অনুচর বর্গের প্রতি) ওরে !
ধর শালাকে ধর, আচ্ছা ক’রে বেঁধে ফেল,
যাছ ! সাত মহলের ভেতর থেকে মোহরের

তোড়া বান্ন ক'তে এসেছ? কত খানে কত
চাল জাননা?

সুন্দর। তোমরা কে? আমায় বাধলে কেন?
আমি কি ক'রেছি?

কোটাল। তোমার বানের ঘরে সিঁদ দিয়েছ,
আর কি ক'রেছ? রাজসভায় চল, সব টের
পাবে এখন। বেশী কথা ক'ও না,—কোট
লোকের হাতের রদা খেলে, হাড় গোড়
ভাঙে হয়ে যাবে।

(অনুচরবর্গের প্রতি) ওরে দ্যাখ, বেশ
ক'রে নজর বন্দী ক'রে রাজ্যের কাছে
নিয়ে চল। আমি একবার সুড়ঙ্গটার
ভেতর নাবিবো। বেটা কোথা দিয়ে

আনা গোনা করে,—সুড়ঙ্গের ভেতর কি
কারচুবি আছে, এসব জেনে তার পর
যাচ্ছি।

অনুচরগণ। যো হকুম সর্দার।

কোটাল। (সুন্দরের প্রতি) তবে প্রাণ-বঁধু
তুমি অগ্রসর হও, আমি সুড়ঙ্গের রহস্য
সব জেনে তার পর যাচ্ছি। আর কাল
ফ্যাল ক'রে চাইচ কি? সুখ ক'তে গেলে
সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ও আছে।

কোটালের সুড়ঙ্গের ভিতর গুপ্ত ও
অনুচর বর্গের সুন্দরকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজোদ্যান।

কোটাল-পুত্র ও কোটাল-পত্নীর প্রবেশ।

কো-পত্নী। ওরে আমার কি হ'ল রে? আমি
কোথায় যাবরে? রাজা, মিনের মাথা
ছকাক করবার ছকুন দিয়েছেরে; ওনা
আমি কোথায় দাঁড়াব? আনাদের মুখ কে
চাইবে?

কো-পুত্র। দেখ মা জননী! এইবার বেটা
ব'লে গালাগাল দৌব। রাজার বাগানে
চুকে চেঁচামেচি ক'চ্ছ।—বাবাত' কাবার
হবেই, সঙ্গে সঙ্গে তোমার আমারও গর্দান
যাবে।

কো-পত্নী। কি হবে বাবা!—কি হবে?
মিনেকে কি ক'রে বাঁচাব? তিন দিনের
ত' একদিন কেটে গেছে, আর হু'দিনের
মধ্যে চোর না ধরে দিতে পাল্লো, সপরি

এক গাড় কোরবে। সে কি যে সে
চোর? আশুমান দিয়ে আসে, কি পাতাল
দিয়ে ঢোকে কে জানে? কোন দেবতা
মহাপুরুষ, তাদের ধরা কি যোজা?

কো-পুত্র। মা জননী! তুমি নিশ্চিন্ত হও।
বাবা আমার দেবতার বাবা,—রোগা হাড়ে
ভেকী খেলায়, চিন্ড়ে চামড়ায় বাজে
লাগায়। ক'রে চোর ধরবে, তুমি
কিছু ভেব'না।

কো-পত্নী। ওরে! মিনে গেলে তোদের
থাওয়াব কি? আমিই বা থাক' কি?
না খেয়ে শুকিয়ে ম'রবো যে।

কো-পুত্র। বলি বাবাই যদি মরে, তোমার
আমার বেঁচে দরকার কি? কাকের পায়ে

নমস্কার বাবা, নিজের পেট ভরলিই হ'ল ।

কো-পত্নী । ওরে আমি মনের ভার চেপে রাখতে পাচ্ছিনি, ডাক ফুকরে কাঁদতে ইচ্ছে হ'চ্ছে ।

কো-পুত্র । তাত' হবেই,—মরবার পালক উঠেছে কি না?—চুপ্ ক'রে ছ'জনে একপাশে বসি এস । রাজা, রোজ এমনি সময়ে এইখানে বেড়াতে আসেন, কেঁদে কেটে পায়ে হাতে ধরা যাগ যদি তাঁর দয়া হয় ।

কো-পত্নী । যা ভাল বুঝিস্ কর, আমার ত' হাত পা পেটের ভেতর মঁধিয়ে যাচ্ছে ।

কো-পুত্র । চুপ কর,—চুপ কর,—ঐ যে রাজা আসছে ।

রাজার প্রবেশ ।

রাজা । রাজার ঐশ্বর্যে দিক,—রাজার প্রতাপে দিক,—রাজার উচ্চ আকাজ্ঞায় দিক । হি হি কি কলঙ্ক ;—কি ঘণা ;—কি মন্দা-স্তিক যন্ত্রণা ।—আমি যদি দীনতম প্রজা হ'তাম, মনের ভার যদি লাঘব ক'র্তে হ'তাম,—এমনি রাজ-পদ তুচ্ছ ক'রে ফেলে দিতুম । একমাত্র কষ্টা কলঙ্কিনী, কলসাপিনী—হায় ! হায় ! আমার মৃত্যু হ'ল না কেন ? আহা ! রাণীর দশা ভাবলে মনে পড়ে,—জল আসে । জুখিনী শয্যাশায়ী হ'য়ে আছে । কলঙ্ক ক'র্তে ক'থা নেই,—রাজ-সংসারের সহিত কোন সংশ্রব নেই,—যেন অভাগিনী রাজ-সংসারের কেউ নয় । সত্যিই কি কোম দেবতা,—আমার সুপ্তে জল কল্লেন ? রাজ-অস্তঃপুরে,—মাছুষের প্রবেশ অসম্ভব ; এ নিশ্চয় কোন দেবলীলা । হারে !—রাজবৈভব,—হারে রাজমুকুট !—তোমার প্রত্যেক স্তর কণ্টকময় তা জান্তুম

না ।—ও কেও ? কে, ভোমরা এখানে ? কি চাও ? কোন-আবেদন আছে নাকি ? আমার মস্তিষ্ক বড় চকল, এখন আবেদন ভুলতে পারবো না । অল্পক্ষণের জন্তে রাজ্যোদ্যানে বিশ্রাম ক'র্তে এসেছি,—মনের জালা জুড়াতে এসেছি, তাও তোমাদের সহল' না,—এখানেও আবেদন ক'র্তে এসেছ ?

কো-পুত্র । মহারাজ ! অপরাধ মার্জনা হয়,—নিতান্ত দায়ে থা'ড়ে আমার মা জননীকে নিয়ে,—আপনার বিশ্রামের—~~সুখ~~ ক'র্তে এসেছি,—আমরা বড় দুঃখী,—আমার মা-জননী সব লাগপেড়ে, প'রে থাকেন, চণ্ডা পাড় পর্ববারও তাঁর ক্ষমতা নাই । দোহাই আপনার এ সব পাড়টুকু আর ফোঁচবেন না । সাদা ধবধবে থান পরলে মা-জননী আমার, প্রাণে মারা যাবেন । নিদেন নরনু পাড় পর্ববার পথটা ধোলসা ক'রে দিন ।

রাজা । কে ভোমরা ? কি চাও ?

কো-পুত্র । আজ্ঞে, আমি কোটাল-পুত্র । ইনি কোটাল-পত্নী,—আমার মা জননী ।

রাজা । দূরহ' !—দূরহ' !—আমার সম্মুখ হ'তে দূরহ' । শুধু কোটালের মাথা যাবে না, তোরাও জীবিত থাকবি মনে করিস্ নি ।

কো-পুত্র । ও মা-জননী !—তবে কি হবে ? আমাদেরও যে মাথা যাবে, ওনুচি । এঁা—

এঁা—কি হবে ?

কো-পত্নী । এঁা—এঁা—তাইত' বাবা,—তবে কি হবে ? আমার কোটা বাড়ী ভোগ করবো কে ?

কো-পুত্র । দোহাই মহারাজ !—দোহাই মহারাজ !—আমার কাটবেন না । আমার মাথা দো-কাঁক ক'রবেন না । আমি ভাল ডিগ্‌নাজী খেতে চাই ।

রাজা । এ কোথাকার আশ্রয় ? দূরহ'—দূরহ'—ও আবার কারা আসছে ? হা জগদীশ্বর ! মৃত্যু না হ'লে রাজার শাস্তি নেই ।

(অনুচরবর্গের সুন্দরকে লইয়া

প্রবেশ ।)

১ম অঙ্ক । মহারাজ,—অভিবাদন করি ! আমা-
দের বক্শিশের হুকুম হয় । চোর ধরা
প'ড়েছে । ভারি জাঁহাজ চোর,—অনেক
কষ্টে ধ'রেছি ।

রাজা । (স্বগতঃ) এই চোর ? মরি মরি যেন
কামদেব,—জামাতা করবার উপযুক্ত ।
এ কে ? কোন রাজপুত্র নয়ত' ? এর
এমন ছন্দতি কেন হ'ল ?—(প্রকাশ্যে)
কোটাল কোথায় ? সে তোদের সঙ্গে এলনা
কেন ?

২য় অঙ্ক । মহারাজ ! রহস্ত অতি জটিল । অনু-
গ্রহ ক'রে আদ্যোপান্ত প্রবণ করুন ।
আমরা রাজ কন্ঠার ঘরে সকলে মিলে,
চোর ধরবার জন্ত অপেক্ষা ক'ছি, এমন
সময় ঘরের দার ফুঁড়ে, সুড়ঙ্গ দিয়ে, চোর
চুড়ামণির আবির্ভাব হ'ল । যেমনি দেখা
অমনি কী ক'রে পিচুমোড়া ক'রে বেঁধে
ফেলা । তার পর কোটালের হুকুম মত
চোরকে মহারাজের কাছে এনেছি,—যে
সুড়ঙ্গ কেটে, চোর আনাগোনা ক'তো,
তার কোথায় শেষ,—কোথা থেকে আরম্ভ
হ'য়েছে, ভেতরে আরও কি রহস্ত আছে,
সে সকল জানতে কোটাল সেই সুড়ঙ্গের
ভেতর নেবে গেছে,—সব খবর নিয়ে
এখনি মহারাজের কাছে উপস্থিত হবে ।

৩য় অঙ্ক । বলব কি মহারাজ,—এত দিন আপ-
নার রাজ্যে বাস ক'ছি, এমন বেমালুম
সুড়ঙ্গ কেটে চুরি, কখন দেখিনি ।

৪র্থ অঙ্ক । চোবেরও বাহাছরি, চুরিরও বাহা-
ছরি । এ চোর াহুয, কি মায়াবী,—এ
ধোঁকা আমার এখনও যাচ্ছে না ।

৫ম অঙ্ক । মানুষই হোক আর মায়াবীই হোক,
আমবা যখন এমন শিঁদেল চোরকে ধ'রেছি,

মহারাজের কাছ থেকে বিশেষ রকম বক্-
শিশু নোব ।

রাজা । চুপ কর,—সে সকল কথা পরে হবে ।
(সুন্দরের প্রতি) কে তুমি ? সত্যি বল
কে তুমি ? যদি মিথ্যা পরিচয় দাও,
তা' হ'লে প্রাণদণ্ড হবে ।

সুন্দর । মহারাজ ! মৃত্যু সন্নিকট, তা' বেশ
বুঝতে পেরেছি, আমি চোর,—ধরা
প'ড়েছি, যেরূপ দণ্ড অতিপ্রায় হয় দিন
আমি মাথা পেতে নোব,—আমার বলবার
কিছু নেই,—তবে এইমাত্র বক্তব্য, আপনি
রাজা, জগদীশ্বরের সমান । তুল্য বিচার
ক'রবেন,—আমার একার দোষে এ কাজ
ঘটেনি,—আপনার কন্ঠাকেও আমার সঙ্গে
দেবেন ।

১ম অঙ্ক । মহারাজ ! ইনি শুধু চোর নন,—
রসিক চুড়ামণিও বটেন ।

রাজা । বাক্য আড়ম্বর ছাড়,—শীঘ্র পরিচয়
দাও । কে তুমি ? তোমার বাড়ী কোথায় ?
এ দেশে কি ক'ত্তে এসেছ ? তুমি কি কিছু
বিদ্যা জান ? কি কুহক-বলে সুড়ঙ্গ কেটে
আমার তনয়ার ঘরে প্রবেশ কল্লো ? চুপ
ক'রে রইলে যে ?—উত্তর দাও । তোমার
দেখে মায়ার সঞ্চার হ'চ্ছে,—তা' না হ'লে
এতক্ষণ এ পৃথিবীতে তোমার চিহ্নও
থাকত' না ।

সুন্দর । মহারাজ ! আপনার করুণায় মুগ্ধ
হ'লেম,—ভাল আমার পরিচয় গ্রহণ
করুন । আমার জন্ম স্থানের নাম বিদ্যা-
পুর,—আমার নাম বিদ্যাপতি,—আমার
পিতার নাম বিদ্যার ঋগুর,—ঋগুর ঠাকুর !
আর কি জানতে চান বলুন ? আপনি
ঋগুর,—গুরুলোক,—আপনার কাছে
কোন কথা গোপন ক'রব' না । কি ঋগুর
ঠাকুর ! এবার আপনি মাথা নিচু ক'রেন
যে ? কথার উত্তর দিচ্ছেন না কেন ?

রাজা । তোমার আসন্ন বিপদ,—মৃত্যু অতি

সমিকট,—প্রাণে একটু ভয়ের সঞ্চার
হ'চ্ছে না,—এখনও বলছি রসরস ছাড়',—
সত্য পরিচয় দাও। স্বৈচ্ছায় মরণকে
আলিঙ্গন ক'র' না।

সুন্দর। স্বপ্নের মহাশয়! আপনি মহাভারত
আনতে হুকুম করুন,—তঁাবা তুলসী আনতে
হুকুম করুন,—কোরাণ আনতে হুকুম
করুন,—আমি সব ছুঁয়ে শপথ ক'ছি,—
যা বলছি তার এক ফোঁটাও মিথ্যা নয়।
আপনার অবিশ্বাস হয়, যথাযোগ্য দণ্ড
বিধান করুন।

রাজা। তবে আমার দোষ নেই,—মরণের
কোলে গিয়ে ব'স',—এখনি ঘাতক এসে,
তোমায় বধ করবার জন্ত, মশানে নিয়ে
যাবে। এখনও বলছি সাবধান হও,—
সত্য পরিচয় দাও।

(মালিনীকে লইয়া কোটালের প্রবেশ ।)

মালি। দোহাই মহারাজ!—দোহাই মহারাজ!
আমি কিছু জানিনি,—কোন কতুর
করিনি,—আমায় গিনি দোষে পিছমোড়া
ক'রে বাধলে। কিলের চোটে আমার
পিটে খিল খ'রিয়ে দিয়েছে,—রক্ষা করুন
মহারাজ,—রক্ষা করুন। এই যে গুণধর
বোনপোও এইখানে,—হ্যাঁগা বাছা,—আর
বাছা কেন,—এখন তোমায় শালা ব'ললে
রাগ যায় না,—তোমার এই কাজ,—
আমায় ছাপিয়ে এত বড় কাণ্ডটা ক'রেছ;—
কেন ম'তে এমন হতচ্ছাড়া লোককে ঘরে
ঠাই দিয়েছিলুম গা,—আপনিও ম'জলো,—
আমায়ও ছকুল খেলে।

রাজা। একি রহস্য?—কোটাল!—মালিনী এ
রূপ অবস্থায় কেন? এ কি ক'রেছে?

কোটাল। মহারাজ! এ গুপ্ত বৃন্দাবন লীলার
বৃন্দে, ইনিই। ধনী বড় সামান্য নন।

আমি গত্ত দিয়ে বরাবর নেবে গেলুম,—
বড় চোস্ত সুড়ঙ্গ কেটেছে মহারাজ,—
কোথাও খোঁচ খাচ্ নেই,—তারপর একে-
বারে মালিনীর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলুম।
বাপারটা বুঝুন,—মালিনীর বাড়ী থেকে
সুড়ঙ্গ সুরু হ'য়ে,—বরাবর রাজকন্ডার
ঘরে গিয়ে শেষ হ'য়েছে। এ মাগী বদ্-
মাইসের ধাড়ী,—আপনার রাজ্যে বাস
ক'রে জেনে শুনে আপনার সর্বনাশ
ক'রেছে।

মালি। দোহাই মহারাজ! আমি নির্দোষী,
এ সব এই মিষ্টিমুখো ব্যাটার কারখানা,
নিজেও ম'লো,—আমাকেও মালো। ভগ-
বান সাক্ষী, আমি এর কিছুই জানিনি,—
আমার চ'খে ছাই চাপা দিয়ে, এ কাজ
হ'য়েছে। (সুন্দরের প্রতি) ওরে মুখ-
পোড়া কথা ক'না। সত্যি কথা না কইলে
মুখ যে খ'সে যাবে। তোর ভালাইয়ের
জন্তে বাগা দিলুম, শেষে আমার এই হাল
কলি।

রাজা। যথেষ্ট হ'য়েছে,—আমি আর কিছু
জানতে চাই না। যতদূর কোথায় বেশ
বুঝিছি,—এই কুলটাকে এখনই নিয়ে
গিয়ে, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, গ্রামের
বারু ক'রেদে। আর এই পাপাত্মাকে
মশানে নিয়ে যা,—এক ঘণ্টার মধ্যে, এর
ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত
কর,—যদি বিন্দুমাত্র জটা হয়, তোদের
সবাইকে আমি নিজের হাতে কাটবো,
আমি আর স্থির থাকতে পাচ্ছি নি,—মহা-
রাণীর কাছে চ'ল্লেম,—সকল বৃত্তান্ত
তাকে বলিগে,—ছিছি এমন কত্যাও আমার
কুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছিল,—অতিকাগারে
কেন তার মৃত্যু হ'ল না।

কোটাল। মহারাজ! আমাদের পুরস্কার?

রাজা। নিশ্চয় পাবি,—আগে এই পাপাত্মার
ছিন্ন মুণ্ড এনে আমায় দেখা।

মালি । দোহাই মহারাজ ! দোহাই মহারাজ !
রাজা । পাপীয়সি ! তোমার মুখ দর্শনেও পাপ
বৃদ্ধি হয় ।

[রাজার প্রশ্নান ।

কোটী । বোঝ' সেনার চাঁদ,—বোঝ',—লুকিয়ে
সুখ ক'ত্তে গিয়েছিলে,—শেষটা জান দিতে
হ'ল । বাবা ভেকী লাগিয়ে দিগেছ,—
তুমি বাহীছর-ঘটে,—এখন চল' তোমার
ঘাতকের হাতে সঁপে দিই । রাজ্য দেখলে,
রাজ-অন্তঃপুর দেখলে, একবার মশান্টাও
শেষ দেখে নাও ।

সুন্দর । মরণে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ; যেখানে
নিয়ে যাবে চল । আমার কোন বাধা
নাই । (স্বগতঃ) কালী ! করালবদনী !
আমি না তোমার বরপুত্র ? আমার অকূলে
ফেলে, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে রইলে,
দেবীর দম্মা বুঝি এই রকম ? কেন বৃথা
অনুতাপ ক'চ্ছি,—অদৃষ্টের ভোগ,—কে
ঘোচাতে পারে ।

মালি । ওরে ও হতচ্ছাড়া ! মনে মনে মন্তর
আওড়াচ্ছি নাকি ? আমার লুকুতে
গেলি কেন ? এ মতি তোরে কে দিলে ?

১ম অঙ্ক । কুটনী চাকর ।—আর আমায়
কাজ নেই,—তোমার মাথা মুড়'নোর ভার
আমি নিজে মোব । ঘোলের স্বদলে,
তোমার মাথায় ভার ক'রবো ।

কোটী । কেমন মাগী,—দুতীগিরি আর ক'রবি ?
মালি । আবার ! এই লাকে ক'রবে,—মাথা
মুড়'লে, নয় চুল আবার উঠক'রবি
দেশের মায়া ছাড়ি কি ক'রে ? অমন
সাধের বাড়ী,—অমন সাক্ষর আলফ,—
কার হাতে দিয়ে যাব ? হায় হায়, আমার
কি সর্বনাশ হ'ল ?—কি ঝকুমারী ক'রেই
দুতীগিরি ক'রেছিলুম,—জাত খোয়ালুম,—
মান খোয়ালুম,—কেবল প্রাণটুকু বাকী,—
ও আপদ গেলেই বাঁচি ।

মালিনীর গীত ।

দুতীগিরি কি ঝকুমারী, প্রাণে প্রাণে গোয়েছি টের ।
তোড়া তোড়া মোহর পেলে, এমন কাজ কে ক'রে ফের ?
নাকে কাণে দিলেম গৎ,
বাপরে বাপ দণ্ডবৎ,
গরব ভরে থাকলে পরে, অমন বোনপো জুটেবে টের ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

রাজ-অন্তঃপুর ।

বিদ্যা ও সখীগণ ।

১ম সখী । কাদিস্নান,—কাদিস্নান,—অমন করে
বুক চেপে চেপে কাদলে,—বুকের আগুনে
এখনি ঝলসে যাবি । তুই ভয় পাচ্ছি
কেন ? বিধাতা যখন এতদূর এগিয়ে

এনেছেন,—শেষ কি সত্যিই ভাসাবেন,
মনেও করিসনি ;—তোর আদিরের ঘন
তোর কাছ ছাড়া ক'রে কেউ নিতে পারবে
না ।

২য় সখী ।—ভগবান যা করেন, সব ভালর জন্ত করেন । লুকিয়ে লুকিয়ে আর কত দিন চলতো !—তুইও সুখী হ'তে পারিস্নি, রাজকুমারও শাস্তি পেতেন না,—এ খোলা খুলি হ'য়ে গেল, হল ভাল । এইবার দুটি-প্রাণ এক হবে । আর ভয়ে ভয়ে রাত কাটাতে হবে না । জোর ক'রে হাঁসতে পারবি,—চুঁচিয়ে আমোদ আহলাদ ক'তে পারবি,—জলের মতন কোঁৎ কোঁৎ ক'রে প্রিরীত গিললেও কেউ এসে মানা ক'রবে না ।

বিদ্যা ।—যা ছিল সকলি গেল, রহিল রে অঁখি জল ।
জীবন প্রবাহ আজি চল চল বিচল ।

কাতরে করণা মাগি, পথে পথে যদি কাঁদি ।
ফিরেও চাবে না হার, বিধাতা আমারে বাদী ।
জীবন জনম মম, হেলায়ে ফুরায়ে যায় ।
ধুলার লুটায় মরি, কেহত না ফিরে চায় ।

বিদ্যার গীত ।

বিদ্যা । চোপের দেখা দেখবো তারে, তাও কি পাব না ?
সখীগণ । দেখবো শুধু মুখের হাসি, আরত কিছু চাব না ।
বিদ্যা । সংপেছি প্রাণ আপন জেনে, বাসে বা না বাসে মনে,
সখীগণ । জীবনে মরণে প্রাণে, ভাবিব তার ভাবনা ।
বিদ্যা । সে যদি লোঠেলে পায়, কতি কিবা লাগে তার,
সখীগণ । যার প্রাণ তারি পায়, মিলিয়ে যাবে বাক্য ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ পর্ভাক্ষ ।

মশান ।

৩য় দৃশ্য । সুন্দরকে লইয়া দুইজন ঘাতকের প্রবেশ ।

১ম ঘাত ।—এই মশান, এইখানে তোমার প্রাণ
ক'রে ক'রবো, তোমার যদি কিছু বলবার
কথা থাকে বল ।

সুন্দর । আমার বলবার কিছু নেই, যা ক'তে
আমার এইখানে এনেছ, যত শীঘ্র পার
তুমি সেরে ফেল;—আমার নিজের জীবনের
উপর ঘণা হ'য়েছে, আমি কি ছিলাম,—
কি হয়েছি,—আমার আজ্ঞায় শত সহস্র
লোক ছুটতো,—আমার ইঙ্গিতে শত সহস্র
মাথা ভূঁয়ে লুটে যেত, আমার এক বিন্দু
করণার উপর শত সহস্র লোকের জীবন
মরণ নির্ভর ক'তো,—সেই আমি, আজ
সামান্য ভিখারীর ছায় ঘাতকের হাতে
প্রাণ দিচ্ছি । যৌবন দর্শে অন্ধ হ'য়ে,

কি কুক্ষণেই দেশ হ'তে পা বাড়িয়ে ছিলাম,
কোথায় রাজ্য,—কোথায় পিতা,—
কোথায় মাতা,—কোথায় আত্মীয় স্বজন,—
চির জীবনের মত মায়া কাটিয়ে চ'ল্লেম ।
ছি ছি কেন জন্মগ্রহণ ক'রেছিলাম ?—
পৃথিবীর কোন কাজে এলুম না ।

২য় ঘাত ।—দেখ ভাই । এ লোকটা নেহাৎ
কেও কেটা নয় । কোন রাজা রাজড়ার
ছেলে হবে বোধ হয়,—চেহারায় যেন
একটা রাজ-জ্যোতিঃ ফটে বেরুচ্ছে,
প্রিরীতটা কি জিনিষ ভাই ?—এমন মহা-
মূল্য প্রাণটা অনায়াসে দিলে ।

১ম ঘাত । তুই আর ওস্তাদী করিস্নি, যেমন
আছিস, তেমনি থাক, মুখে সব বেটা

চালাকী ক'তে পারে, আমি জানি,—
এক বোতল মছরা, আর একটা ডব্কা
ছুঁড়ী নিয়ে, তুইত' তুই,—আমি বেদ-
ব্যাসকে পেছনে পেছনে ছোটাতে পারি।
আর দেরি ক'রে কি হবে? আমাদের
কাজ সেয়ে ফেলি আয়। রাজার ভারী কড়া
হুকুম, এক ঘণ্টার মধ্যে না মুণ্ডু হাজির
ক'তে পারে — আমাদের গর্দান্না যাবে।

২য় ঘাত। দেখ তুমি কিছু মনে কোর' না,—
রাজার হুকুম আনরা কি ক'রবো বল?

তোমার চেহারা দেখে আগাদের মতন
গাঁট কাটার প্রাণেও দয়া আসছে,—কে
জানে বাবা,—কি ধাতু দিয়ে, আমাদের
মহারাজার মন গড়া। তোমার যদি কিছু
বলবার থাকে, আমাদের ব'লে যাও,
আমরা ঠিক ঠাক তোমার বাড়ীতে খবর
পাঠিয়ে দোব।

সুন্দর। পাষাণী!—করালবদনী!—সর্বনাশী,—
আশা দিয়ে শেষে এই ক'ল্লি?—তুই না
জগতের মা?—তুইও ছলনা ক'তে শিখি-
ছিস,—এ ছলনার জগতের, এখন বুঝি,
দেবী ও রাক্ষসী এক হ'য়েছে,—তবে আর
হুঃখ কি?—কে জানে কেমন মনের
গঠন,—মায়া মমতার স্রোত, প্রাণের
বান্ধন খসিয়ে দিচ্ছে,—আর কেন,—মন
দৃঢ় হও,—যেখান থেকে এসেছ, সেইখানে
যাবার জন্ত প্রস্তুত হও। বাপ, মা,
কাদবে?—আত্মীয় স্বজন, চ'থের জল
ফেলবে,—এই ভেবে সারা হ'চ্ছ?—
কি ভুল বুঝেছ!—মরণ একদিন ত'
আছেই,—তবে এ কাতরতা কিসের?
মহাসাগরী মা!—তোমার নিরাশ্রয় সন্তানকে
কোনোদিকে।

অরুণে কানিকে করাল বদনা।

তিনয়না শ্রামা বামা বিবসনা ॥

কপালমালিনী নমঃ নিস্তারিণী।

কাতর সন্তান, তার মা তারিণী ॥

তব পদ স্মরি প্রবাসে মা আসি।
যার বুঝি প্রাণ, দেখ সর্বনাশী ॥
পিতা মাতা ভ্রাতা আত্মীয় স্বজন—
দূর দূরান্তরে রহিল এখন ॥
হত্যাশে গো সারা দেখা দে মা তারা।
দানবদলনী ওমা তাপ হারা ॥
বরপুত্র তোর হ'য়েছি গো চোর—
জীবন প্রভাতে এসেছে মা ঘোর ॥
অরুণে অরুণে শুভদে বরদে।
ভয়ে ভীত চিত রাখ মা ত্রীপদে ॥

ভাই ঘাতক! আমি প্রস্তুত হ'য়েছি, এই-
বার তোমরা স্বকার্য সাধন কর।

১ম ঘাত। তুমি এইখানে ব'স,—ওরে কমাগটা
ওর চ'থে বেঁধে দে। আবার বলছি,—
তুমি কিছু মনে ক'র'না,—আমাদের
কোন দোষ নেই।

২য় ঘাত। এই নে কমাগ বেঁধে দিয়েছি,—
তুই যা ক'তে হয় কর। আমি নিজের
হাতে চোপু দিতে পারব'না, আমার
প্রাণের ভেতর কেমন ক'ছে।

প্রথম ঘাতক সুন্দরকে কাটিতে

উদ্যত।

দৈববাণী। সাব্ধান!—সাব্ধান!—আমার বর-
পুত্রের গায়ে হাত দিস্ নি,—তুই মারা
যাবি,—তোদের রাজা ম'রবে,—রাজার
বংশনাশ হবে,—রাজ্য হারে খারে যাবে।
সাব্ধান!—সাব্ধান!

১ম ঘাত। কি রকম বাবা?—এমন বিকট
আওয়াজত' কখন শুনিনি!—আমার
পেটের পিলে অবধি চক্ষুকে উঠলো যে,—
লক্ষণ বড় ভাল নয়, কি জানি,—কি হ'তে
কি হয়?

২য় ঘাত। বাবা চাকুরিই যাগু,—আর মহারাজ
গলাই কাটুন,—আমিত' স'রসুমু—আগা
গোড়া কাণ্ডটা,—ভাল ক'রে বোঝ।—
রাতারাতি মড়ক কেটে,—রাজকন্ডের ঘরে

চুপি চুপি হানা দেয়, মরতে একটুও ভয় করে না । রকম থানা কি সোজা ঠাওরাচ্ছি নাকি ?

সুন্দর । ঐ যে—ঐ যে—মেঘের মাঝে, আমার ধানের মেঘময়ীমূর্তি ।—মুক্তকেশীর মুক্তকেশ হাওয়ার সঙ্গে উড়ছে,—সর্বনাশীর অটুহাসি দিগ্দিগন্তে বিকাশ পাচ্ছে,—কালী করাল বদনী এসেছে মা ? তোমার কাতর সন্তানের করুণ ক্রন্দন শুনে আর স্থির থাকতে পারবে কেন ? ঐ যে—ঐ যে—মা আমার অভয় কর প্রসারিত ক'রে, আমায় কোলে নিতে চাচ্ছেন, আর ভয় কি,—জয় মা জগদীশ্বরী,—তোমার দেখা পেয়েছি, আমার হস্তে অমৃত হস্তীর বল এসেছে, কার সাধ্য আমায় স্পর্শ করে,—দান্তিক রাজার রাজ্য আজই ছার খার ক'র্বো ।

ক্রতপদে রাজা, কোটাল ও

অনুচরবর্গের প্রবেশ ।

রাজা । ঘাতক ! ঘাতক ! নিরস্ত হও,—নিরস্ত হও,—রাজকুমারের গাত্র স্পর্শ ক'রনা, আমার জামাতা,—আমার পরম আত্মীয়,—(সুন্দরের হস্ত ধারণ করিয়া) বৎস ! তোমার সমস্ত পরিচয় আমি জান্তে পেরেছি,—কেন তুমি আত্ম-বৃত্তান্ত, আমার নিকট গোপন ক'রেছিলে ?—ঘৃণাকরে বিন্দু বিসর্গও জান্তে পাল্লো তোমায় কি এত ক্রেশ সহ্য ক'তে হয় । আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার স্বশুর,—পিতৃ ভূলা,—আমার অপরাধ নিওনা । বিদ্যা আমার হস্তে তেমনি গুণে,—উপযুক্ত পাত্রে, আত্ম-প্রকাশ ক'রেছে,—আমি ধন্ত,—আমার বৎস,—আমার রাজ্য ধন্ত, তোমার পিতা গুণে,—রায়, আমার অন্ত-

৬—৫—প্রা

রঙ্গ মিত্র,—গঙ্গারাম ভাটের মুখে আমি সমস্ত অবগত হ'য়েছি,—কাকীপুর অধিপতি গুণসিন্ধু রায়ের বংশধর সুন্দরের প্রেমে আমার কন্যা-কলঙ্কিনী,—এ আমার কলঙ্ক নয়, গৌরব । আমি মহান্নোভাগ্যবান্ তার আর সন্দেহ নেই । চল-বৎস !—সিংহাসনে ব'সবে চল,—মহারানী তোমার দেখ-বার জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়েছেন । তোমার বামে বিদ্যাকে বসিয়েছি । আহা ! হুঃখিনী রাত্রদিন অশ্রুজল বিসর্জন ক'চ্ছে ।

সুন্দর । আমি আপনার সন্তান,—মেহের ভিখারী,—আমার যা কিছু ক্রটি মাপ ক'রবেন ।

রাজা । বৎস ! কেন আমায় লজ্জা দিচ্ছ ?—আমি অকারণে তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি, তোমার রাজ-মর্যাদা পদ-দলিত ক'রে, সামান্য অপরাধীর জায় ব্যবহার ক'রেছি । তোমার বুড়ো স্বশুর কিছু মনে ক'র'না—মানুষ মাত্রেই ভুল আছে । (অনুচরবর্গের প্রতি) দেখ মন্ত্রী ! রাজ্যের সমস্ত পথ,—সমস্ত গৃহ,—পুষ্প পতাকায় সজ্জিত কর, দীন দরিদ্র যে যথায় আছে, সকলকে একত্রিত কর,—মুক্তহস্তে ধনরত্ন বিতরণ কর,—প্রত্যেক রাজ-কর্মচারীর জন্ত কোবাগার উন্মুক্ত ক'রে দাও, অদ্য শুভদিনে,—শুভলগ্নে,—বিদ্যা সুন্দরের সম্মিলন হবে,—মর্ম্ম-পীড়িত হুটী-প্রাণ এক হবে । কি আনন্দের দিন,—কি আনন্দের দিন ! রাজকর্মচারীগণ ! তোমরাও আনন্দ কর,—আনন্দ উৎসবে, আনন্দ কোলাহলে, রাজপথ,—রাজগৃহ,—রাজ-প্রসাদ প্রাবিত কর (সুন্দরের প্রতি)—এস বৎস ! সিংহাসনে ব'সবে এস । (সুন্দরকে লইয়া রাজার প্রস্থান ।)

কোটা । যা চ'লে,—কোথাকার জল,—কোথায় গিয়ে মিশুলো,—হুঁকুম হ'ল গলা কাটতে,

এখন নিয়ে গেলেন হাতে সূতো বাঁধতে ।
 রাজা রাজ্জড়ার থেয়াল বোঝা দায় ।
 ১ম অম্বুচর । আমাদের কি বল,—বাজা,—
 বাজা,—বাজা, থাম্,—থাম্,—থাম্ । মন্দই
 বা কি,—কাটা কাটির চেয়ে, রাজ্যে
 বিয়ের ধুম প'ড়লো,—সেটা কি খারাপ
 হ'ল,—আমোদ কর ভাই, আমোদ কর ।
 ২য় অম্বু । আচ্ছা লাগে,—আমাদের তৌড়
 সুরু করা যাগ্,—ধরত' ভাই সকল, এক-
 খানা তান ধরত', রাজ্য মাতিয়ে তোলা
 যাগ্ ।

সকলে । বহুত আচ্ছা লাগে ।—

সকলের গীত ।

লাগ্ লাগ্ লাগ্, তাগ্ তাগ্ তাগ্, আর কুকে আর,
 বান্ বান্ বান্, রন্ রন্ রন্, আমাদের কে পার ?
 তাল ঠুকে ভাই, মট চলে যাই, ওই ওই সরে যায়,
 কাঁপিয়ে মাটি, ঠোঁকনা লাগী, কোন্ শালা এড়ায় ।
 হুড়্ হুড়্ হুড়্, গুড়্ গুড়্ গুড়্, দামামা বাজায়,
 রাজার মেয়ে ক'বে বিয়ে, ক্যারনা মজা ওড়ায় ॥

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

—•••••—

রাজ-প্রাসাদ ।

সিংহাসনে সুন্দর, বিদ্যা এবং পার্শ্ব সখীগণ ।

সখীগণের গীত ।

মধু উথলে উঠে, লহর ছুটে, বইলো লো উজান ।
 টানে প্রাণে প'ড়লো বাঁধা, ভাসলো অভিমান ॥
 নোহায়ে মলর কোলে,
 ফুলের কলি ছল্কে দোলে,
 আবেশে আপন হারা, চোখ দুটী মেলে,
 শেষ হ'ল ভাই, যাই সরে যাই, এই বটেত' দুটী প্রাণ ॥

যবনিকা পতন ।

—•••••—

শ্রীକୃଷ୍ଣ ।

[গীতিনাট্য ।]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

ଉଦାହରଣ ୧

ଶିରାଧିକାରୀ ।

यद्विज्ञानम् ।

বোহিগী ।

ଉଟିଲା ।

কুটিলা ।

গোপিনীগণ, রাধাকৃষ্ণবেশী গোপবালকগণ।

শ্রীদাম, হৃদাম, রাণাল বালকগণ, জটনৈক
ফলবিক্রেতা ও কুবেরের পুত্রদ্বয় । (যমলার্জুন ।)

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

বৃন্দাবন—গোপিনীগণের বাটার সম্মুখ।

গোপিনীগণ ।

ଗୀତ ।

সরলী গোপের বালা, দুধ ষোগাতে বাই।

রাত গোহাল, বরুদা হ'ল, মিন্সে ঘরে নাই ।

কোথা কান্না বঁচল ধরে,

প'ড়ে আছে নেশার ঘোরে,

মন বাঁধা তার যায় কি জোর ক'রে ;

চোখের জল চোখে মুছি, আগ্নি আনি আগ্নি খাই।

পাড়া পাড়া সাড়া নিয়ে,

ঘুরে বেড়াই ছুখ ঝুগিয়ে,

নিয়ে যা খাঁটি জিনিস, সস্তা দর দিয়ে ;

কুলনারী হাতে ফি রি, বোল্‌বে কি ছাই, কি বালাই ॥

১ম গোপী । ওলো বেলা হ'ল, এখন রক্তরস
রাখ, হাটের দিকে যাই চল ।

২২ গোপী। ভাই ! আমাদের তো হাট, মাঠ,
পথ, ঘাট, সবই সমান ; যত বাইরে বাইরে
থাক্তে পারা যায়, ততই ভাল। তুই ঘরে
গিয়ে পিরীত ক'রবি তোর ব'লদে বাছুরের
সঙ্গে,—আমি আমার গাইটার শিঙ্গে সিঁদুর
মাখিয়ে, মনে কোরবো যে আমারি নটবরের
সঙ্গে হোলি খেলা খেলছি।

৩য় গোপী । আর আমি কি করবো ভাই,

তোদের চেয়ে আমার মাথার সিঁদুর যে কিছু বেশী জল্জলাটে, তাতো নয়, নামেই ছোঁয়ান আছে ; ভাতারের সঙ্গে যেন ভাস্কর সম্পর্ক, মাসের মধ্যে হয়তো একদিন দেখা ।

৪র্থ গোপী । আমার ভাই এক একবার মিসের আক্কেল দেখে মনে হয়, 'যে দূর হোক, আর এমন ক'রে প'ড়ে থাক' না, গোকুলে রাধা যেমন সতী, তেমনি সতী হ'ল' ।

৫ম গোপী । ওলো ! হুংখের কাহিনী গাইবার এখন সময় নয় । বেলা হ'ল, হাটের দিকে চল । এখনি আবার হয়তো নন্দরাণীর আদরের নিধি কানাই বলাই এসে হাজির হবেন ! হুংখের কেঁড়ে টেড়ে সব উন্টে পাণ্টে দিয়ে হুংটুকু খেয়ে চলে যাবেন ।

৬ষ্ঠ গোপী । হ্যাঁলা, তোরা অমন করিস কেন ? হুংখের ছেলে কানাই-বলাই, ভাল মন্দ কিছু জানেনা, আবদার কোরে এসে, একটু হুং, কি হোলো একটু মাখন, চেয়ে খায়, তাতো আর হ'য়েছে কি ?

১ম গোপী । তোর যে ভারি টান দেখতে পাই লো ? তুইও কি বাণী শুনে রাধার মতন পেছনে পেছনে ছুট'বি নাকি ? হুংখের ছেলে! আমরা, কুলোয় শুয়ে তুলোয় ক'রে হুং খায় ! ঐটুকু ছেলে যে সব বিদ্যুটে কাণ্ড ক'রেছে, মনে হ'লে গায়ের কাঁটা দেয় ! সে দিন পুতনা রাক্ষসীটা বিষপোরা মাই মুখে দিলে,—হুংখের গোপাল বিষ হজম ক'রে, মাই টেনে রাক্ষসীটাকে মেরে ফেলে ! বাণী বাজিয়ে বাজিয়ে রাজ্যের মেয়েমানুষের কুল মজিয়ে বেড়াচ্ছে ।

২য় গোপী । ওলো আর কথায় কাজ নেই, ঐ যে নাম কতে কতেই কানাই বলাই এসে হাজির ।

৩য় গোপী । ওলো সাম্‌লা, সাম্‌লা, হুংখের কেঁড়ে সাম্‌লা ।

৪র্থ গোপী । এক চুমুকে সাবাড় করে দেবে, একা কানাই নয়, আবার সঙ্গে বলাই আছেন ।

৫ম গোপী । হ্যাঁলা তুই যে কেঁড়ে লুকুলিনি ?

৬ষ্ঠ গোপী । আমার কেঁড়ে ভেঙ্গে যদি কানাই বলাই হুং খায়, আমি আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করবো ।

১ম গোপী । আ মরণ, ছি ! ছি ! তুই রাধা হলি, আর দেবি নেই, তুই কি বাণী শুনে মজিচিস্ নাকি ?

৬ষ্ঠ গোপী । ভাই আমার কি সেই কপাল হবে ?

গীত গাহিতে গাহিতে কৃষ্ণ ও

বলরামের প্রবেশ ।

গীত ।

কেঁড়ে কাঁকে কাঁকে কাঁকে রূপসী সব যাচ্ছ হাটো

একটু খানি সম্ভজে চল, জুজুর ভয় পথে যাটে ।

ঠমকে ঠমক চালে,

চলেছ পালে পালে,

কি জানি কে দেবে গালে, কীরের ডালা নিয়ে লুটে ।

ভরা কেঁড়ে গড়িয়ে, ধনি !

দাওনা হুং একটুখানি ;

ছুটি ভাই কানাই বলাই, গরু চরাই মাঠে মাঠে ।

কৃষ্ণ । ওগো বড় ক্ষিদে পেয়েছে, আমার একটু হুং দাওনা ।

১ম গোপী । বা বা ঘরে যা—হুংটুকি করিস্‌নি, এ হুং আমরা দিতে পারবোনা । তোর মা বড়লোক, আমরা গরীব, এই হুং নিয়ে গিয়ে বাজারে বেচে আসবো, তবে আমাদের পেট চলবে ।

বল । তুই মাগী তো ভারি পাজি, মুখে কুড়ি-
কিষ্টি হবে । একটু ছুধ চাইলুম, মাগী কত
কথা শুনিয়ে দিলে দেখলি ! তুমি একটু
ছুধ দেবে গা ?

২য় গোপী । কোথায় পাব বাছা ? নিজের হুঃখের
আলার সারা হচ্ছি, কেন বাছা আলার উপর
আলা বাড়াচ্ছে ।

কৃষ্ণ । তুই মাগী পাকা বদমায়েস, বেশী
চালাকি করিসনি ; চাই না তোরা ছুধ, যা
তুই চলে যা । —তুমি একটু দাওনা গা ?

৩য় গোপী । ছাকাম করিস্নি, ছাকাম করিস্নি,
দূর হা দূর হ । কেমন ছোঁড়া কোথাকার !

বলরাম । সুন্দরী, ও নয় কেলে ছোঁড়া, —আমি
তো সুন্দর ; কালকে না দাও, আমি ভাল,
আমাকে একটু দাও । ওকি মুখ ফেরালে
যে ? ওঃ—বুঝছি, তোমার মতলব
আলাদা ; আচ্ছা বুঝে নেবো, আমরাও
ছাড়বার পাত্র নই ।

৪র্থ গোপী । তা যা বুঝতে হয় পরে বুঝিস্ন,
এখন পথ ছেড়ে দে হাটে যাই । আমরা
ছুদ টুদ দিতে পারবোনা, যদি ক্ষিদে পেয়ে
থাকে, বাড়ি গিয়ে খেগে যা ।

কৃষ্ণ । তুমি ঠাকরণ সকলের উপর দেখছি ;
বুদ্ধিতে পুতনা রাক্ষসীর মামাতো বোন !
চাইতে না চাইতে দূর দূর কোরছো । যার
অমর কড়া প্রাণ, তার কাছে কি আমরা
কিছু চাই ? মনেও কোরনা । আদর ক'রে
বিব দিলে, আমরা অমৃত বলে খাই । কি
গো তুমি কি বোলবে ? বড় মুখ কোরে
তোমার কাছে চাচ্ছি, আমাদের হটা তাইকে
একটু ছুধ খেতে দেবে ?

৫ম গোপী । তোমার তো পেটে ধরিনি বাছা,

তোমাদের উপর দরদ হবে কেন ? যবে
গিয়ে নন্দরাণীর আঁচল ধ'রে যত পার
আদার করগে,—আমরা সইতে যাব কেন ?
বলরাম । কানাই, দেখলি তাই ! ডবগা ডবগা
মাগীগুলোর আঁকে দেখলি ? সব পাথর
কুচির প্রাণ নিয়ে জন্মেছিল ! সত্যি আমা-
দের পেটে তো বাকড় হয়নি, তাদের সব
ছুধ কি আমরা খেতুম !

কৃষ্ণ । দাদা ! ছুটুর সঙ্গে ছুটুমি, ভাল মাহু-
ষের সঙ্গে ভাল মাহুষি,—আমাদের কাজ
আমরা করি এস ।

বলরাম । দেখ মাগিরা, তোরা ভাল কথার
কেউ ন'স ! এই শেষ বলছি, ভাল চাস্তো
ছুধ ঢেলে দে, আমরা পেট পুরে খাই, না
হোলে একটি কোঁটাও বাজারে নিয়ে যেতে
পারবি নি, কেঁড়ে শুক বিসর্জন দিয়ে যেতে
হবে ।

১ম গোপী । কি ! জোর কোরে নিবি নাকি ?
আমরা গরলার মেয়ে, তোদের মতন ছোটো
পুটকে ছোঁড়াকে এক হ্যাঁচকানিতে যমুনার
জলে ফেলে দিতে পারি । আরতো লা সব
কোমর বেঁধে দাঁড়াই ।

কৃষ্ণ । আচ্ছা লাগে, দেখা যাক কে কাকে
যমুনার জলে ফেলে ! দাদা এস, ছুজনে
মওড়া আগলে দাঁড়াই, কোনও মাগী না
পালাতে পারে ।

২য় গোপী । হ্যাঁ পালাব বৈকি, আমরা ।

৩য় গোপী । পালাব না তো কি ভয় কোরে
দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি ?

৪র্থ গোপী । তোরা চুড়ো ধড়ান নিকুচি ক'রেছে !

৫ম গোপী । গরলার মেয়ের বিত্যেব জাননা
যাহ ! কোমর বাঁধার রোকটা দেখছো ।

বলরাম । দেখ কানাই, কেঁড়েগুলো সব ভূঁয়ে
নাবিয়ে রেখেছে, ঐ গুলো উন্টে দিয়ে দুধ
ফেলে দিই আর ।

কৃষ্ণ । ঠিক বলেছ দাদা ।

(কেঁড়ে উন্টাইয়া দুধ ফেলিয়া দেওন ।)

১ম গোপী । কি কলি, কি কলি, সর্বনাশ কলি,
ওমা আজ খাব কি ?

২য় গোপী । ওমা কোথাকার হতচ্ছাড়া ছোঁড়া
ছটো গা !

বলরাম । তোমার গিসির ছেলে, চিন্তে পারচো
না ? কোমরতো বেঁধে দাঁড়িয়েছ, এইবার
এস, হাতাহাতি লাগা যাগু ।

কৃষ্ণ । কিগো ঠাকুরগরা কুস্তি লড়বে, না
যুসোযুসি করবে ? আমরা ছয়েতেই
রাজী ।

৩য় গোপী । আজ এর একটা বিলিবন্দেজ
ক'রে হবে মুখে জল দেব । কোথাকার
সর্বনেশে কুলমজানো, ঘরভাঙ্গানো ছোঁড়া
ছটো গোকুলে এসেছে গা ! গেরোস্তোর
টেঁকা দায়, ধনে প্রাণে মারলে গো, ধনে
প্রাণে মারলে !

৪র্থ গোপী । গোকুলে যেমন বাদরের উপজব,
তেমনি উপজব হয়ে দাঁড়িয়েছে ! দিদি
এমন করে আর কদিন চলবে ?

৫ম গোপী । আর দরদ কল্লি চলবে না, আর
মুখ চাইলে হবেনা, চল সকলে আমরা নন্দ-
রাণীর কাছে যাই । তাঁর পেরারের ছেলে-
ছটির আচরণের কথা বলিগে, দেখি সেখানে
কোন বিহিত হয় কি না ?

সকলে । এ বেশ কথা, তাই চল, তাই চল ।

কৃষ্ণ । হ্যাঁ গো দিদিঠাকুরগরা—সেই বেশ
কথা ; মা যশোদার কাছে গিয়ে নালিস

করগে । দেখি তিনি মাথাটাই কেটে
ফেলেন, কি কানিতেই লোটুকে দেন ।

১ম গোপী । যাবই তো ।

বলরাম । আমার মাথার দিব্যি, এখনি যাও ।

২য় গোপী । আজ নন্দরাণীকে বলে, এমন
মার খাওয়াব ।

কৃষ্ণ । প্রাণটা বেন বজার থাকে, আর যেমন
করে মার খাওয়াও, রাজী আছি ।

৩য় গোপী । আমার এই ভাঙ্গা কেঁড়ে নিয়ে
গিয়ে দেখাব ।

বলরাম । আমরা মরি, তোমার কেঁড়েটি বৃষ্টি
ভেঙ্গে গেছে ? তা-দেখ, আমার এ গত্তর
দিয়ে তোমার ভাঙ্গা কেঁড়ে জুড়ে দিই, সে
ক্ষমতা নাই ।

৪র্থ গোপী । আ মরণ, এই দুঃখের উপর
আবার রসিকতা কচেন ।

বলরাম । সুনন্দরী, আমি তোমার দাস, আমার
পারে রাখ । দেখ তোমার চেয়ে চেহারা
খারাপ নয় ।

৫ম গোপী । দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রং করবি ? আর
চলে আর ।

সকলে । চল চল—নন্দরাণীর কাছে চল ।

(৬ষ্ঠ গোপিনীব্যভীত অন্যান্য
গোপিনীগণের প্রস্থান ।)

কৃষ্ণ । বলি ওগো ঠাকুরগ, তুমি চুপটি করে
একটা পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে ? ওরা সব
মা যশোদার কাছে নালিশ করতে গেল,—
তুমি গেলেনা যে ? ও কি—তুমি কান্দচো
কেন ?

৬ষ্ঠ গোপী । কানাই, তুমি বড় নিষ্ঠুর, আমি
তোমার কি করেছি ? ওরা কত ভাগ্যবতী,
জোর করে ওদের দুধ কেড়ে খেলে ; আমি

অভাগিনী.—আমার সঙ্গে একটা কথাও
কইলে না !

কৃষ্ণ । ই্যা গা, তুমি কেমন মেয়ে গা ! ওরা
ছুটু, ওদের সঙ্গে ছুটুমি করুন। তুমি
আমাদের ছুটি ভাইকে ভালবাস, তা আমরা
জানি। দাদা এস তো, আমরা ছ' ভাই
হাত পেতে দাঁড়াই। এইবার তুমি কঁেড়ে
থেকে ছুধ ঢেলে দাও, আমরা প্রাণ পূরে
থাই।

৬ষ্ঠ গোপী । ভক্তবৎসল ! ভক্তের ভগবান !
তুমি করুণা-নিদান ! আমি তোমার চিনি,
আমি তোমার জানি। আহা ! কত পুণ্য
করেছিলুম,—প্রেমময়, দয়াময়, সর্বময় !
আজ তোমরা ছ'টা ভায়ে হাত পেতে ছুধ
চেরে খাচ্চ !

কৃষ্ণ । দেরি ক'রো না, দেরি ক'রো না, বড়
খিদে পেয়েছে। দাও—দেখছো না—ছুটি
ভায়ে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছি। (ছুধ
পান ।)

আঃ প্রাণ পূরে গেল,—এইবার তুমি যাও।
বলরাম। কানাই, আমি তোমার বড় ভাই বটে,
কিন্তু ভাই তোকে চিন্তে পারলুম না !

৬ষ্ঠ গোপী । আহা কি রূপ ! কি রূপ !—প্রাণ
পূরে গেল—মন ভ'রে গেল।

গীত ।

“চন্দন-চর্চিত, নীল কলেবর, পীতবসন বনমালী ।
মণিময় কুণ্ডল, বলমল মণ্ডিত, গণ্ড যুগ্মশিখরশালী ।
চক্রক চাক্র, ময়ূর শিখণ্ডক, মণ্ডল বলয়িত কেশম্ ।
ঐশ্বর্য পূর্ণময় ধনু রত্ন রঞ্জিত মেঘুর সুদীর সুবেশম্ ॥
ল্যামল যুগ্মল কঙ্কণবর মণ্ডলমণ্ডিত গৌর হকুলম ।
নীল নলিন মিব পীত পরাগ পটল গুণ বলয়িত মূলম ॥”

(প্রণাম করিয়া প্রস্থান ।)

বলাই। কানাই, কি খেলা খেলিস ভাই, কিছু
বুঝতে পারিনি। তোমার কায়া, তোমার ছায়া
আমি, দিন রাত সঙ্গে সঙ্গে র'য়েছি,—তুই
কখন কি ভাবে থাকিস, কখন কি খেলা
খেলিস—কিছু বুঝতে পারিনি,—বিহ্বল
প্রাণে তোমার মুখের পানে চোঁকোঁ থাকি।

কৃষ্ণ । দাদা খেলতেই এসেছি, তুমি আমার
খেলার প্রধান সাথী, খেলা ভুলে যাচ্চ কেন ?

গীত ।

খেলা খেলিতে আসা,
কত খেলিব আশা,
খেলিতে খেলিতে চিতে বাড়ে পিয়াসা।
প্রেম ভরা প্রাণে,
খেলা যে খেলিতে জানে,
ছুটে এসে হেসে তারে দিই ভালবাসা।
হাসি খেলি আসি যাই,
যে চার তাহারে চাই,
চরণে লুটায় রই, কত সুখে তাহে পাই—
আদরে লিখাই তারে প্রেম সাগরে ভাসা ॥

(উভয়ের প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

যশোদার বাটী ।

যশোদা ও গোপিনীগণ ।

যশোদা । তা মা রাগ করোনা, যা হয়েছে
হয়েছে; গোপাল আস্থক, আমি খুব কড়া
করে শাসন করে দেব। আর তোমাদের
কাছে গিরে উপদ্রব করবে না।

১ম গোপী । কত বার কত কাণ্ড হয়ে গেল
মা,—বড় মুখ করে তোমার বিলুতে এসুম,
তুমি ছোটো মিষ্টি কথা ক'রে বিদেয় ক'রে,
তার পর যে গোপাল সেই গোপাল।

যশোদা । মা ! আমি বুঝতে পেরেছি, গোপাল
ভারি ছুটু হয়েছে, আর গায়ে হাত বুলিয়ে
সান্বে না ; এবার এমন শাসন করবো যে
কিছুদিন মনে থাকবে ।

২য় গোপী । *অতি ছরত ছেলে মা অতি ছরত
ছেলে, কাককে দুকপাত করেনা ; আবার
বলাইটা জুটে গোপালকে আরও খিঙ্গ
করে তুলেছে ।

৪র্থ গোপী । কি বলবো মা, জোর ক'রে পরের
বাড়ী ঢুকে, ছানা মাখন চুরি ক'রে খেয়ে
আসে, হুধের কেঁড়ে উণ্টে ফেলে দিয়ে সব
হুধ নষ্ট ক'রে দেয়, আমরা ছুখী গরীব
লোক, আর কতদিন এ রকম অত্যাচার
স'য়ে চুপ করে থাকি মা !

৩য় গোপী । এই দেখ দিকিন্—আমাদের কেঁড়ে
গুলো শুদ্ধ ভেঙ্গে দিয়ে এল ! কিছু জানিনা
মা, কাকর ভাল মন্দয় থাকিনা, সাতোও
নেই, পাঁচোও নেই, আমাদের উপর একি
দোয়ায়া ।

যশোদা । ছুখু কোরোনা মা, অভিশাপ দিওনা ।
তোমাদের যা যা নষ্ট ক'রেছে, আমি সব
পুষিয়ে দিচ্ছি । কারে দোষ দেবো মা,
আমার বরাতের দোষ !—এত করে দাবতে
চেপ্টা করি, কিছুতেই বাগ্ মানেনা ।

৫ম গোপী । যা গেছে গেছে, মা ! আমরা কিছু
ফেরত চাইনি, দোহাই ব'লচি তোমায়, এই
টুকু ক'রো, বার দিগব্ না তোমার কাছে
এসে গোপালের নামে নালিশ ক'ত্তে হয় ।

যশোদা । একটু দাঁড়াও না মা ; গোপাল
আজ কঃদেখনা আজ কি করি ।

১ম গোপী । তোমার ধর্ম তোমার হাতে মা,
আমরা আর কি বোলবো ।

(রোহিণীর প্রবেশ)

যশোদা । দিদি ! কানাই বলাই ঘরে কিরেছে ?
রোহি । আঃ আমার পোড়া কপাল, কি আর
বোলবো ? চুপি চুপি কখন যে কানাই
বলাই এসে ঘরে ঢুকে বসে আছে, তাতো
কিছুই টের পাইনি ! আমি উঁকি মেরে
দেখি, গামলা গামলা হুধ সব উণ্টে ফেলে
দিরেছে, খরমর মাখন, সরের ছড়াছড়ি,
যত পেরেছে খেয়েছে, আর বান্দর গুলোকে
ডেকে ডেকে সব খাওরাচ্ছে ।

২য় গোপী । এই বোক মা তোমার গোপালের
আকেল বোক, ঘরে বাইরে সকলকে হাড়ে
নাড়ে জালাচ্ছে ।

যশোদা । ছুটু ছেলে, আদর পেয়ে পেয়ে
মাথায় চ'ড়ে বসেছে, দিদি কানাই বলাইকে
এই খানে ধরে নিরে এসতো ।

রোহি । ওমা, তা আমি পারবোনা, তুমি এই
খান থেকে ডাকনা, এখন আসবে এখন ।

যশোদা । কানাই ! বলাই ! এই দিকে
এসতো । এখনও আস্ছিন্ নে বে ;—বাব
নাকি ? মার খাবার জন্ত পিটু হুড়ু হুড়ু
কচ্ছে, না ?

(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ । কেন মা ?—ডাকছো কেন মা ?

বলরাম । এই বে মা আমরা ছুটি ভাই এসেছি ।

যশোদা । তোরা ঠাউরেছিস্ কি ? ঘরে উপ-
দ্রব ক'রে সান্বে না ? আবার এর তার
বাড়ী গিয়ে কেঁড়ে ভেঙ্গে হুধ খেতে আরম্ভ
করেছিস্ ? ঘরের হুধ ছানা, বুদ্ধি মিলি
লাগেনা !

বলরাম । ও ভাই কানাই ! সেই পাজী মাগী
ওলো সত্যা সত্যিই মা যশোদার কাছে
নাগিশ ক'তে এসেছে । মাগো ! এদের
কথা তুমি শুন, না, এরা দল পুষ্ক হ'য়ে,
কোমর বেঁধে, আমাদের সঙ্গে দাঙ্গা ক'তে
চাচ্ছিলো ।

রোহিণী । তোরা এদের কেঁড়ে ভেঙ্গে দিয়ে
এসেছিস ? সব দুধ নষ্ট করেছিস ? চুপ ক'রে
রইলি যে ?

যশোদা । দিদি ! আর মিষ্টি মুখের কাজ নয়,
ধর তো ছেলে ছোটোকে বেঁধে রাখি, আর
বাড়ী থেকে এক পা বেরুতে দেওয়া
হবে না । ধর—ধর—বলাই পালায় যে,
দেখলে দেখলে, হতভাগা ছেলে পালিয়ে
গেলো ।

(বলরামের পলায়ন ।)

রোহিণী । বাবে কোথা ? আমি এখনি ধ'রে
নিরে আসছি ।

(রোহিণীর প্রস্থান ।)

যশোদা । (শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়) কিরে তুই
পালাবিনি ? যা দিকি কোথায় যাবি, এই
দড়ি দিয়ে তোরে বাধবো ।

শ্রীকৃষ্ণ । না মা, তোমার পায়ে পড়ি, আমার
বেঁধ না, আর আমি কখনও ছট্টিমি কো'রব
না, এই বারটা আমার ছেড়ে দাও ।

যশোদা । তোরা মিষ্টি কথায় আর তো ভিজ্জবো
না, আজ তোকে বাধবোই বাধবো, দেখি
কেমন করে তুই বাড়ী থেকে বেরুস্ ।

(দড়ি দিয়া বন্ধনোদ্যত ।)

এ দড়িটার হলোনা, এই বড় দড়ি গাছা
দিয়ে দেখি । একি হলো ?—এত বড়

দড়ি দিয়ে এই কচি হাত দুখানি বাঁধতে
পাচ্ছিলো ?

১ম গোপী । তাইত মা !—এ কোথাকার
সর্বনেশে ছেলে গো ? ছোটো দড়ি এক করে
বাঁধ দিকি মা !

যশোদা । আচ্ছা তাই ক'ছি, দাঁড়া আজ
তোরাই এক দিন, কি আমারই এক দিন ।
হরি—হরি—একি হলো ? এতেও কুলোয়
না যে !

২য় গোপী । ওলো ! এই ছেলে পুত্নো বধ
ক'রেছেলো ; আজ আবার কি একটা
বিদগুটে কাণ্ড কোরবে ।

৩য় গোপী । আমাদের উপর রেগেছে, আজ
আমাদের না পুত্নোর দশা করে,—পালাই
চ—পালাই চ,—

৪র্থ গোপী । দাঁড়া না লো, শেন দেখে যাই ।

৫ম গোপী । তোরা যে ভারি বুকের পাটা
দেখতে পাই, দেখছিস্ নি, আমাদের দিকে
কটমট ক'রে চাইছে, বুঝি গিল্লে লো
গিল্লে, মারলে লো মারলে !

সকলে । পালাই চল, পালাই চল ।

যশোদা । যাচ্ছ কেন মা ; যাচ্ছ কেন মা ?

সকলে । না মা আজ এই পর্য্যন্ত ।

(গোপিনীগণের পলায়ন ।)

যশোদা । এই যে আরও দড়ি রয়েছে, সব
দড়ি একত্র করে বাঁধবো, দেখি কেমন করে
তুই এড়াতে পারিস্ । তাইতো—এত
দড়ি দিয়েও কুলোতে পাচ্ছিলো । গোপাল
কেন মাকে কষ্ট দিচ্ছিল ?

শ্রীকৃষ্ণ । না মা, আর তোমায় ক্লেশ দেবনা,
এইবার বাঁধ, আর তোমার কোন কষ্ট হবে
না, অনায়াসেই বাঁধতে পারবে ।

গীত ।

বাঁধ বাঁধ মা—আর আমি পালাব না ।

বাঁধাত, পড়িছি আমি, কোথা যাব বলনা ॥

মা মা মা বলে,

ডাকিল পরাণ গলে,

কত হুঁশ উথলে মা—তাত তুমি জাননা ॥

বাঁধ বাঁধ বাঁধ মোরে,

বাঁধ মা কঠিন ডোরে,

মা-মা, বলে সকাতরে, মুখ পানে চাবনা ॥

(তোরে প্রাণে ব্যথা দেব না)

(গোপালে বেঁধেছ বলে, প্রাণে ব্যথা দেবনা) ।

যশোদা । এই বার হোয়েছে, এই উজ্জ্বলে বেঁধে
রেখে যাই, নড়তে চড়তে পারিবিনি, এক
পা বেরতে পারিবিনি ! ছুঁ ছেলে ! মিষ্টি
কথার কেউ নও ।

(যশোদার প্রস্থান ।)

শ্রীকৃষ্ণ । মা ! নূতন ক'রে আমার কি বাঁধবে ?
আমি তো বাঁধা পড়ে আছি । জীবনে মরণে
তোমার স্নেহে বাঁধা পড়ে আছি । মা ! মা !
আমার স্নেহময়ী মা ! নিজের চেষ্টায় আমার
বাঁধা যায় না, তা দেখলে, আমি নিজে বাঁধা
দিলুম তাই বাঁধলে । সে যা হোক, এই
বাঁধায় আমার আর এক কাজ সিদ্ধ হবে,
আমার পরম ভক্ত নারদের শাপে, কুবেরের
ছই পুত্র বমলার্জুন বৃক্ষরূপে এই স্থানে জন্ম
গ্রহণ করে আছে, তাদের উদ্ধারের ভার
আমার উপর । গাছ দুটো পাশা পাশি
আছে, মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ স্থান ব্যবধান ।
আমার এই বন্ধন অবস্থায় উজ্জ্বলটাকে
গাছ দুটোর মাঝ খান দিয়ে টেনে নিয়ে
যাই, বহু কালের বৃক্ষ, এখন ভূমিসাৎ হবে,
কুবেরের পুত্রবয় ও উদ্ধার পেয়ে যথা স্থানে
যাবে ।

(তদ্রূপ করণ ও মহাশব্দে বৃক্ষদ্বয়ের ভূমিসাৎ
হওন. ও বৃক্ষ ভেদ করিয়া কুবেরের
পুত্রদ্বয়ের আবির্ভাব ও গীত ।)

শূন্যে অন্তর্ধান ।

গীত ।

নমস্তে পতিত জন ভগ্ন হারী ।

নমঃ নারায়ণ, ব্রহ্ম সনাতন,

জয় জয় কেশব জয় দানবায়ি ॥ -

যুগে যুগে হরি, অবনিতে অবতরি,

ভক্ত মানস সাধ পুরাও মুরারি ॥

অকৃতি অধমে নাথ দেহ পদ তরি ।

যম বাঁধন। আর সহিষারে নারি ॥

পট পরিবর্তন ।

(নন্দ, উপানন্দ, ও যশোদার প্রবেশ ।)

নন্দ । কিসের শব্দ ?—যেন বিনা মেঘে বজ্রা-
ঘাত পড়লো ! একি ? এত কালের পুরাতন
বমলার্জুন বৃক্ষ ভূমিসাৎ হ'ল কি করে ?
উপানন্দ । লক্ষণ বড় শুভ নয় ।

উপানন্দ । দাদা কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি, এরূপ
আশ্চর্য্য ব্যাপার স্বপ্নের অগোচর । একি
গোপাল ! এখানে বন্ধন অবস্থায় কেন ?

নন্দ । তাইতো, গোপাল তোমার এমন দশা
কে করলে, যশোমতি ! এ বুঝি তোমারই
কাজ ।

যশোদা । গোপরাজ ! আমি নিতান্ত বিব্রত
হ'য়ে গোপালের প্রতি এরূপ আচরণ
ক'রেছি । গোপালের উপদ্রবে, পাড়ার
লোক জনের কাছে মুখ দেখান ভার
হ'য়েছে ।

নন্দ । ছি ! ছি !—তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি একে-
বারে গেছে, করেছ' কি ! কাকে দড়ী
দিয়ে বেঁধেছ ? ছি ! ছি ! গোপাল কে, ভা
জাননা ? গোপাল,—গোপাল,—কিছু মনে
করোনা বাবা ! যশোমতি বুদ্ধিহীনা, না
বুঝে তোমার একপ দশা কোরেছে, এস
আমি তোমার বক্ষন খুলে দিই । (বক্ষন
খুলিয়া দেওন) যাও খেলা করগে ।

শ্রীকৃষ্ণ । ছুটয়ো !—ছুটয়ো !—আমার বেঁধে
রাখতে পারেনা, আবার আমি পরের
বাড়ী গিয়ে কেঁড়ে ভেঙ্গে ছুখ খাইগে, মাখন
চুরি করিগে ।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নান ।)

যশোদা । যাস্নি,—যাস্নি,—দাঁড়া, দাঁড়া, ও
গোপাল একটা কথা বলি শুনে যা, লক্ষি
সোণা আমার ! একটা কথা শুনে যা ।

(যশোদার প্রশ্নান ।)

নন্দ । উপানন্দ ! বহুকালের যমলার্জুন বৃক্ষ
অকস্মাৎ ভূমিনাৎ হলো, দৈবজ্ঞকে আহ্বান
ক'রে এর বিশেষ তদন্ত করতে হবে ।
বাস্তবিক আমি বড় চঞ্চল হ'য়েছি ।

উপা । দাদা, উৎকণ্ঠার বিষয় তত কিছু নাই,
শুভ স্বভাব্যনে সকল আপদ বিপদ কেটে
যাবে । আপাততঃ দৈবজ্ঞের অনুসন্ধান
লোক পঠান যাক চলো ।

(উভয়ের প্রশ্নান ।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

যমুনার পথ ।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও রাখালগণ ।

গীত ।

কানু একবার বাজারে বাণী ।

ছুট ভাই কানাই বলাই পারে পারে দাঁড়ারে আসি ।

শুনে তোর মোহন বেণু,

নেচে নেচে আসবে দেখু,

যমুনা বইবে উজান, চেউয়ে প্রাণ মেশামিণি ।

বাণী তোর কি বোল্ বলে,

কুলনারী আগম ভোলে,

লাজ মান ভাসিয়ে জলে, ছুটে আসে দেখতে হাসি ।

(তোর বিধু মুখের মধুর হাসি)

বলরাম । ভাই কানাই ! পাল সব মাঠের ধারে
ছেড়ে দিয়ে এসে, আমরা সকলেই যমুনার
কূলে এলেম, এক দল পালের সঙ্গে থাকলে
ভাল হ'তো, কি জানি কোথায় কোন্টা
ছুটকে পোড়বে ।

কৃষ্ণ । দাদা কেন ভাবছো ? তোমার শিঙ্গে
আমার বেণু শুন্লে, দেখু যেথায় থাক,
হাষারবে ছুটে আসবে । পাল মাঠে চ'রতে
ছেড়ে দিয়ে, আমরা তো রোজই যমুনার
ধারে এসে খেলা করি ।

শ্রীদাম । আহা, বলাই দাদার যেমন স্বপ্ন দেহ,
তেমনি স্বপ্ন বুদ্ধি । কানুর দেখু, কানুর
বেণু শুনে কোথাও লুকিয়ে থাকতে
পারে কি ?

কৃষ্ণ । দাদা আজ এক নতুন খেলা, খেলা
যাক এস ।

বল । কি খেলা খেলবি ?

কৃষ্ণ । আজ শ্রীদামের মুখে শ্রীদামের বিষে
দেওয়া যাক ।

সুদাম । ভাই কানাই ! তুমি বলাই দাদার চেয়ে দেহে একটু পাতলা হলেও বুদ্ধিতে প্রায় সমান । আমার সঙ্গে শ্রীদামের বিয়ে দিবে ? আমরা যে ছুজনেই বর, ক'নে হবার ত' কেউ নেই ।

বল । তোমাদের ছুজনের ভেতর বর ক'নে বেছে দিচ্ছি, দাঁড়াও না ! এ বেশ মজার খেলা হবে এখন ।

শ্রীদাম । আচ্ছা বলাই দাদা লাগে—আমি পেছ পাও নেই ।

বল । ছুজনে পাশাপাশি দাঁড়াও দেখি, মাথায় কে বড়, কে ছোট বুদ্ধি । ছোট বড় হিসেবে ত' বর ক'নে হবে ।

শ্রীদাম । আচ্ছা লাগে ! এস' হে সুদাম, পাশে দাঁড়িয়ে পড় আর কি ! ভাই কানাইয়ের সাধ হ'য়েছে আমাদের নিয়ে একটু মজা করবে, করুক ।

(শ্রীদাম ও সুদামকে পাশাপাশি দাঁড় করান ।)

বল । ও ভাই কানাই, এ ছুজনের ভেতর বড় ছোট বিশেষ ঠাওর কর্তে পারা যাচ্ছেনা । শ্রীদামের চেয়ে সুদাম এক বিগদ টাক বড় ।

কৃষ্ণ । তবে আর কি, সুদাম বর হোক, শ্রীদাম ক'নে হোক, মানিক-ঘোড় মিলিয়ে দেওয়া যাক ।

শ্রীদাম । মানিক-ঘোড় আর হবে কোথা থেকে ? মানিকের সঙ্গে পোকুরাজ মিলিয়ে দিচ্চ' ! জোড়া বড় ঠিক হ'লনা ।

সুদাম । ঠিক হ'ক আর নাই হ'ক এখন তোমার ক'নে ত' হোতে হয়েছে বটে ।

শ্রীদাম । নেহাত নাচার । ভাই কানাইয়ের ছকুম, কে ঠেলবে বল ?

কৃষ্ণ । ঠিক ক'রে ছুজনে বর ক'নে হ'য়ে দাঁড়াও দেখি ?

সুদাম । তা তো দাঁড়ালুম, ক'নের মাথায় ত একটা ওড়না টোড়না কিছু চাই, নইলে ক'নে হয়ত বরকে এখুনি প্রাণেশ্বরী ব'লে ডেকে বস'বে । পরস্পরকে চিনে নেবার একটা কিছু নিশানা করে দেওয়া চাই ।

বলরাম । তা—শ্রীদামের পিঠ-বস্ত্রই আপাততঃ

ঘোমটার কাজ করুক, কি বল' শ্রীদাম ?

শ্রীদাম । আমার আর জিজ্ঞাসা করছো কেন ? আমি এখন ক'নে,—ভাল মন্দ যেমন সাজাবে তেমনি সাজব' । মোট কথা, আমার বরের মন ভোলান দরকার, ক'নে, হলুম বটে, কিন্তু বরের হেনস্তা সহিতে পারবনা ।

কৃষ্ণ । (শ্রীদামের পিটবস্ত্র ঘোমটা করিয়া)
যা হোক, ছাঁচ মন্দ বেরোয়নি । কি বল বলাই দাদা !

বলরাম । আরে বাপ্রে । শ্রীদামের শ্রীর চটক কি, যেন হাজার হাজার ফুলের পাপড়ি এক ক'রে সাজিয়েছে ।

সুদাম । এই বার একটু প্রেম সন্তাষণ হওয়াত' দরকার, নব নাগরীর মিলন বুধার যাও-যাতো কিছু না ।

বলরাম । প্রেম সন্তাষণ চাই বই কি । বর ক'নের ছটার পরস্পরের এলেন্ বোঝা যাবে ।

সুদাম । শুভশ্রু শীঘ্র—আর দেরি ক'রে কাজ নেই, পালা আরম্ভ করি । (শ্রীদামের প্রতি)

বিধু মুখ লুকিয়ে কেন, বদন তোল প্রাণ ।
কুলনারী মান্বো নাক' ঘোমটা ধরে টান ।

আমি বড় জবর নাগর লজ্জা সয়ম নাই,
নাগরী আমার তুমি তেমনি হওয়া চাই ॥

কিহে ক'নে জবাব দাও ।

শ্রীদাম । ছবু ছাই, আমার সব গুলিয়ে গেল !
ও তাই কানাই ! আমি ক'নে হ'তে
পারব না, বর করত' রাজি আছি ।

কৃষ্ণ । ছি ! শ্রীদাম তুমি হোটে গেলে,
সুদামের সঙ্গে পাল্লা দিতে পাল্লে না !

বলরাম । ছুউয়ো ! ছুউয়ো ! শ্রীদাম হেরে
গেল । সুদামের সঙ্গে পাল্লা দিতে পাল্লে
না ! ছুউয়ো ! ছুউয়ো !!

রাখালগণ । ছুউয়ো ! ছুউয়ো ! শ্রীদাম হেরে
গেল ।

কৃষ্ণ । তাই ও খেলা আজ এই পর্য্যন্ত থাক,
আর এক মজা করা যাক । ওই একজন
ফলওয়ালা, ফল বেচতে যাচ্ছে । ওকে ডাক'
ওর বাজুরা থেকে ফল কেড়ে খাই ।

বলরাম । বেশ ! বেশ ! কানাই তাতে
আমি খুব রাজি ! এই যে এই দিকেই
আসছে ।

জনৈক ফলওয়ালার প্রবেশ ।

কৃষ্ণ । ওগো ! ওগো ! তুমি কোথায় যাচ্চ
গা ! তোমার মাথায় ও কি ?

ফল-ওঃ । আমি দরিদ্র, সহায়-সম্বল-হীন ;
বাজারে ফল বেচতে যাচ্ছি । বেচে যদি
কিছু পাই, তাই নিয়ে এসে আমার পরি-
বারবর্গকে খাওয়াব ।

কৃষ্ণ । আমাদের কিছু দিয়ে যাও না গা ?
আমরা অনেক গুলি ছেলে গরু চরাতে
বেরিয়েছি, বড় খিদে পেয়েছে ।—
আমাদের কিছু ফল দাও না ! আমরা

সকলে ভাগ ক'রে খেয়ে, যমুনা থেকে
অঞ্জলি পুরে জলপান ক'রে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবা-
রণ করি । আমরা কিন্তু বাপু দাম দিতে
পারব' না । গরিবের ছেলে, কোথা পাব
বল ! চূপ ক'রে রইলে কে ক'থা ক'চনা
কেন ?

বলরাম । দেখ বাপু ! তোমায় সাদা কথা ব'লে
দিই শোন, ক'থা কও চাই মাই কও, ভাল
মানুষের মত কিছু ফল আমাদের দিয়ে
যাও ; নইলে ঝাঁকাকে ঝাঁকা পার ক'রে
দোব । আমাদের দলে ষণ্ডা ছোঁড়ার কন্মতি
নেই, আমি একাই একশ', বেশী চালাকি
কলে, ফলের বাজুরাত উধাও করে দোবই,
উপরি লাভ কি হবে জান, এক খামি চরণ
খোঁড়া ক'রে ছাড়ব । আর হাটে বাজারে
কখনও যেতে হবে না ।

ফল-ওঃ । (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) প্রভু এই বাজুরা
শুদ্ধ ফল তোমার চরণে ধরলুম । সব
তোমার, দয়াময় ! আমি তোমায় চিনেছি,—
এ মূঢ়ের সঙ্গে কেন ছলনা ক'চ্ছে ? দীন-
নাথ ! আমি দীন, আমি শরণাগত, মায়া
মোহে আবদ্ধ, সংসার জালে জড়িত,
আমার কি গতি হবে ?

কৃষ্ণ । দাদা ! এ লোকটা নেহাৎ ভাল মানুষ
দেখছি ! এর ফল কেড়ে খাওয়া হবে না,
যাও তুমি যেথায় যাচ্চ যাও । আমাদের
দলের ভিতরে অনেকেই গোয়ার গোবিন্দ ;
অমন কড়াকড়া ব'লে থাকে, তুমি কিছু
মনে করোনা !

ফল-ওঃ । প্রভু আমি আনুহুত্যা হ'ব, যমুনার
জলে ডুবে মরবো, যদি আমার বাজুরা থেকে
তুমি কিছু ফল না নাও ; বড় আশা ক'রে

এসেছি, আশাময়! আমার আশা পূর্ণ
কর।

কৃষ্ণ। এই তোমার ফলের বাজুরা আমি
ছুলুম! খুলে দেখ' দেখি ওতে কি আছে।

ফল-ওঃ। (বাজুরা দেখিয়া) প্রভু এ কি!
আমার সে স্তপাকার ফল কোথা গেল,
এ রত্নের রাশি কোথা হ'তে এলো। কৃপা-
ময় এ আবার কি ছলনা। আমি অজ্ঞান
মোহাচ্ছন্ন,—আমার দৃষ্টির আবরণ খুলে
দাও। জ্যোতির্ময়! তোমার অপূর্ণ জ্যোতি
আমার প্রাণে এসে মিশুক।

কৃষ্ণ। তুমি ফল বেচতে যাচ্ছিলে, তাতে,
কতই বা পেতে। এই সব রত্ন নিয়ে গিয়ে
বাজারে বেচগে, তুমি ক্রোরপতি হবে।
তোমার কোন দুঃখ থাকবে না।

ফল-ওঃ। না! না! প্রভু আর ছলনায় ভুলব'
না, কি ছার ধন রত্ন দিয়ে আমার
ভোলাচ্চ। কুবের যে চরণ ধ্যানে পায় না,
সেই ছল'ভ শ্রীপদ আমি চর্ম চর্মে দেখছি,
আর কি মোহের বন্ধন থাকে। ধন রত্ন
পরিজন, আর আমার কিছুতেই প্রয়োজন
নাই। এই বাজুরা আমি ছুড়ে ফেলে
দিলুম, যার আকিঞ্চন, সে এসে নিয়ে যাক।
প্রভু তোমায় চিনেছি, তোমারই কৃপায়
আমি তোমায় চিনেছি।

গীত।

তোমারি কৃপায় প্রভু তোমাতে চিনেছি।

নীল নলিন আমি দেখিয়া মজেছি।

(আমি দেখিয়া মজেছি।)

ধন মান পরিজন, নাহি আর আকিঞ্চন,

মন প্রাণ এ জীবন চরণে মঁপেছি।

(ধ্বজ বজ্র কুশ-শোভিত, মুনি-মন-মোহিত,

দেবতা ছল'ভ পদে মন মঁপেছি)

কামনার মোহ ফাঁস, ছিঁড়ে দাও শ্রীনিবাস,
প্রেম পরম নিধি, নয়নে হেরেছি।

(আমি হৃদয়ে এঁকেছি।)

(সাধনার ধন ব'লে আমি হৃদয়ে এঁকেছি)

অনুপমা সুধমা, (তাই হৃদয়ে এঁকেছি,)

নাহি তার উপমা, (তাই হৃদয়ে এঁকেছি।)

(প্রণাম করিয়া প্রস্থান।)

বলরাম। কানাই, তুই যেখানে যাবি, একটা
কাণ্ড না বাদিয়ে ছাড়'নি, ক্রমে আমরা
সকলে তোর সঙ্গে বেড়ান' ছেড়ে দেব।
তুই কোন্ দিন ভোজ বাজী ক'রে আমাদের
আকাশে উড়িয়ে দিবি, দুঃখিনী মা কেঁদে
সারা হবে।

কৃষ্ণ। দাদা, তুমি যেন আমার গন'চন্দ্র দাদা।
দিন দিন ত্রাণ হ'য়ে যাচ্চ নাকি?

বলরাম। যাক্ আর কথায় কাজ নেই,
চল শ্রীদাম, চল সুদাম! পাল জড়ো করা
যাক্।

রাখালগণ! চল বলাই দাদা চল।

(কৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

(গীত গাহিতে গাহিতে রাধিকার প্রবেশ।)

গীত।

নিপট কপট তুষা শ্যাম।

রোয়ে রোয়ে মরে তুহারি চরণ ধারে (রাধা)

অগুণ বিচারি ছিছি তুহ গুণধাম।

লাজ মান হরি, যমুনা পানিমে ডারি,

বারি বারি করি, পিয়াসে ফুকারি,

চোরা চিত মন চোর কায়সে নিষারি—

কলিজা কাটারি হরি লিয়ে তেরি নাম।

গীত ।

কৃষ্ণ ।

প্রিয়ে চাক্ষুশীনে ! মুকুগরি মানমণী দানম্ ।
 সপদি মদনানলো দহতি মম মানসঃ, দেহি মুখ কমল-
 মধুপানম্ ॥
 বদসি যদি কিকিরপি দন্তকটি কোমুদি, হরতি দরতি-
 মির মতি ঘোরম্ ।
 ক্ষুরদধর সৌধবে তব বদন চলমা, রোচয়তি লোচন-
 চকোরম্ ॥
 সত্য মেবাসি যদি হৃদতি ময়ি কোপিনী, দেহি থর নয়ন-
 শর যাতম্ ।
 ঘটয় তুল্য বন্ধনঃ, জনয় রদ খণ্ডনঃ, যেন বা ভবতি
 স্থখ জাতম্ ।
 ভ্রমসি মম ভ্রমণঃ ভ্রমসি মম জীবনম্,
 ভ্রমসি মম ভব জলধি রত্নম্ ।
 ভবতু ভবতীহ ময়ি সতত মনুরোধিনী তব মম
 হৃদয় মতি যত্নম্ ।

(রাখাল বালকগণের পুনঃ প্রবেশ ।)

গীত ।

কার ছেলেটি মিটি মিটি এদিক ওদিক চাইছেরে ভাই ।
 পাশে নিয়ে বিভোর হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছ ও ভাই
 কানাই ॥
 চেনা চেনা করছি যেন,
 রাইয়ের মতন বদন ছেন,
 দিন দুপুরে অভিসারে, বুঝি কমলিনী রাই ॥
 কুল নারী কুলে কালী,
 ছি, ছি, একি চতুরালী,
 ভাই কানাইয়ের সাখা খেলি, আই আই
 লাজে মরে যাই ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

যশোদার বাটীর কক্ষ ।

শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত ।

(জটীলা ও কুটিলার প্রবেশ ।)

জটীলা । কই গো নন্দরাণী কোথায় ?

কুটীলা । মা চুপ্ কর, চুপ্ কর, নন্দরাণীর সঙ্গে
পরে দেখা করবো অখন ! এই যে, ছুদের
গোপাল কালাটাদ ঘুমুচ্ছেন । ওর মোহন
বাঁশী প'ড়ে রয়েছে । ঐ বাঁশী পাশে প'ড়ে
রয়েছে । ঐ বাঁশীই সর্কনাশের গোড়া ।
ঐ বাঁশী বাজিয়ে রাজ্যের মেয়ে ছেলেকে
বশ করে । বাঁশী শুনে বউটা রাঁধতে
রাঁধতে ঘর থেকে দৌড়ে আসে ! ঐ যে
শোনা যায়, নন্দের ব্যাটা আজ পুতনা বধ
কলে, কাল গোবর্দ্ধন ধারণ কলে, কেবল ঐ
বাঁশীর মস্তরের গুণে ; এ মা তোকে পাকা
কথা বল্লাম ।

জটীলা । তা কি করতে চাচ্চিস্ কি ?

কুটীলা । এই ফুরসদ, কেউ কোথাও নেই,
বাঁশীটা চুরি করা যাক । সাপের বিষ দাঁত
ভেঙ্গে যাবে, আর ভারিভুরি চলবে না ।

জটীলা । মর গোড়া কপালি চুরি করবি
কি লো !

কুটীলা । চুপ্ কর, তাকা মাগী বকিস্নে, যা
করি দ্যাখ ।

(বাঁশী লইয়া বদ্র নন্দ্যে প্রকাইত করন)

জটীলা । সর্কনাশী চোর বদনাম না নিরে
ছাড়বিনি,গোকুলে মুখ দেখাবি কি ক'রে !

কুটীলা । ঘরের বো বেরিয়ে গিয়ে পর পুরুষের
সঙ্গে পিরীত করে, তাতে মুখ দেখাস্ কি
ক'রে ? লজ্জা করে না ? চুপ ক'রে থাক,
ট'য়াক্ ট'য়াক্ করিস্নি ।

জটীলা । কথা শুন্‌লিনি, হাতেহাত পস্তাতে
হয় কি না দ্যাখ ?

কুটীলা । মুখ গুঁজড়ে ধরবো, আবার কথা
কচ্চিন্,—চুপ্ করে থাক ।

জটীলা । তা বেশ, কোন্ বেটা আর কথা
কইবে । নন্দরাণী ! ওগো নন্দরাণী !
অনেকক্ষণ এসেছি গো, একবার এ ঘরে
এসোনা ।

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা । কে গা, কে গা ? ও মা তোমরা !

এস এস কি ভাগ্‌গি ! কি ভাগ্‌গি !

জটীলা । ভাগ্‌গি তোমাদের না আমাদের !

যশোদা । সে যা হোক্ কি মনে ক'রে ?

জটীলা । কিছু মনে না ক'রে তোমারে এখানে
আসবার যো নাই বুঝি ? হুহু হুহু আসতে
দোষ কি ?

যশোদা । সে কি কথা ! তুমি রেজ এস, দিনে
দশবার এস, তোমাদের বাড়ি তোমাদের
ঘর, এমন কি, কানাই বলাই তোমাদের ।

(বলরামের প্রবেশ)

বলরাম । কানাই এখনো ঘুমুচ্ছে ! গোষ্ঠে
যাবার বেলা হ'ল, রাখালরা সব দাঁড়িয়ে
রয়েছে । একি কুটুম্বের দল কোথা থেকে
গো, আজ বাড়ী পবিত্র, বাড়ী পবিত্র ।
খুব ঘটা ক'রে মা কুটুম্বদের খাওয়া দাওয়ার
উদ্যোগ কর ।

কৃষ্ণ । মা, মা ! একি এত বেলা হ'য়েছে !
দাদা দাঁড়িয়ে যে, আমায় ডাকতে পারনি ?
বলরাম । কানাই ডাকবো কি ? কারা এসেছে
দেখেচিস্ ! কুটুম্বের চন্দ্রবদন দেখে না
ভুলে গিছি ।

কুটিল । (স্বগতঃ) মুখে আগুন, মুখে আগুন,
যেমন চেহারা তেমনি কথার ছিরি । এই
খাচ্ছি তোদের মাথা ।

কৃষ্ণ ! একি আমার মোহন বাঁশী কোথায়
পেল ! কে নিলে ? মা ! মা ! আমার
মোহন বাঁশী কে নিলে ?

বলরাম । সে কি রে কানাই ?

যশোদা । সে কি বাবা, তোমার মোহন বাঁশী
কে নেবে ?

কৃষ্ণ । এই দ্যাখনা না খুঁজে পাচ্ছিনি । রোজ
পাশটিতে ক'রে নিয়ে শুয়ে থাকি, সকাল
বেলা উঠেই বাজাতে বাজাতে গোষ্ঠের
দিকে যাই । কে নিলে মা, আমার মোহন-
বাঁশী কে নিলে । কে চুরি করে ! ঘরের
ভেতর এসে কে চুরি করে !

যশোদা । তাইতো বাবা, আমি তো কিছু

বুঝতে পাচ্ছিনি । আর কোথাও ভুলে
রাখিস্‌নি তো ?

কৃষ্ণ ! না মা, মোহন বাঁশী কি আমি কাছ
ছাড়া করি ! আমার বকের জিনিস, আমি
বকে ক'রে নিয়ে শুই । কে চুরি করে,
কে চুরি করে ?

বলরাম । কানাই, এ পাকা চোরের কাজ,
তার আর সন্দেহ নাই । চোর ধরতেই
হবে । আজ হলুদ কাণ্ড কোরে তবে
ছাড়বো । বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা !

কৃষ্ণ । দেখ যে যেখানে আছে, আমি সকলকে
শুনিয়ে বল্‌চি । ভাল মানুষের মতন,
আমার বাঁশীটি বের ক'রে দাও । কেন
চোর বদনাম নিয়ে গোকুলে দাগি হোয়ে
বেড়াবে ! কেউ কথা কওনা যে ? তবে
আমার দোষ সেই, আমি এখনই চোর ধ'রে
দিচ্ছি । বাঁশী, আমার মোহন বাঁশী,
আমার সাধের বাঁশী, আমার প্রাণের বাঁশী,
একবার বাজতো । যেখানে থাক, যে ভাবে
থাক, একবার বাজতো । তুমি আমার
প্রাণের জিনিস, প্রাণ ছাড়া ক'রে কেউ
তোমার রাখতে পারবে না, — বাঁশী
বাজতো—একবার বাজতো ।—

গীত ।

বাঁশী বাজত', বাঁশী বাজত' !

আমার রাধা নামে সাধা বাঁশী একবার বাজত' বাজত' ॥

গগনে গহনে বনে,

মিশাইয়ে সমীরণে,

গোপনে যেখানে থাক, বাঁশী বাজত' বাজত'

(আমার রাধা নামে সাধা বাঁশী, একবার বাজত',
বাঁজত' ।)

জীবন মরণ বাঁশী,

বাঁশী তোরে ভালবাসি,

উখলি অমৃত রাসি, বাঁশী বাজত' বাজত' ।

(আমার রাধা নামে সাধা বাঁশী একবার বাজত',

বাজত' ।)

(কুটিলার বস্ত্রের অভ্যন্তর হইতে
বাঁশীর ধ্বনি হওন ।)

বলরাম । এই যে মাসী ঠাকরণ ! তোমারি
এই কাজ ? বার করো—বার করো । এই
ক'ত্তেই বুঝি ভোর বেলা কুটুখিতা জাহির
ক'ত্তে এসেছিলে ? সকল বিদ্যেই তো
আছে, চুরি বিদ্যে কত দিন ধরেচো ?
এইবার কি হয় ? এখন যে যা মনে করি,
তাই ক'ত্তে পারি ।

কৃষ্ণ । দাদা আর কিছু ব'লোনা, মাসীর
আমার মুখটি চুণ হোয়ে গেছে, চল এই বার
আমরা গোষ্ঠে যাই ।

বলরাম । অমনি অমনি ছেড়ে দিয়ে যাবো—
তা কি হয় ? একটা লোহা পুড়িয়ে পিটে
চোর দাগা দেপে তবে ছাড়বো ।

কৃষ্ণ । না দাদা যা হ'য়েছে, খুব হ'য়েছে ।
আমাদের মোহন বাঁশী পাওয়া গেছে, আর
'বাড়াবাড়িতে কাজ কি ? চল রাখালরা
আমাদের জন্তে অপেক্ষা ক'রছে, বেলা ঢের
হ'য়ে গেছে । (কুটিলার প্রতি) ছিঃ মাসী
এমন কাজ আর ক'রোনা, আমরা গরু
চরাই, খাই দাই থাকি, আমাদের ওপর রিষ
কেন ? মোহন বাঁশীটি আমার প্রাণ, এর
উপর টাক ক'ত্তে আছে কি ?

(কৃষ্ণ বলরামের প্রশ্নান ।)

যশোদা । হ্যাঁ দিদি এ মতি তোমার হ'ল
কেন ? এত জিনিস থাকতে বাঁশীটি চুরি

ক'ত্তে গেলে কেন ? ছিঃ ছিঃ ! গোকুল ময়
একটা টি টি প'ড়ে যাবে ।

জটীলা । আর লজ্জা দিওনা মা, ও বেটী ওই
রকম ! পরের উপর রিষ ক'রে ক'রেই
ম'ল ।

যশোদা । আর কথায় কাজ নেই মা, যার
যাও । আমিও সংসারের কাজ কর্ম
দেখিগে ।

(যশোদার প্রশ্নান ।)

জটীলা । কেমন—হ'লো ! মুখের মতন বাঁটা
পেলি ? সর্দনানীকে এাতো বলি, যে
পরের দেখে বুক ফাটা রোগুটা-ছাড়, তাতো
শুন্‌বিনি । এই যে চোর বদনামটা হ'লো
তোমার একলার ? আমার কিছু ভাগ নেই ?
লোকে ব'লবে মায়ে ঝিয়ে মড় ক'রে ধরে
চুকে ছিল ।

কুটীলা । বেশ ক'রেছি, আমি যা ভাগ বুঝেছি
তোমার কি ?

জটীলা । হাড় হাবাতি হতছাড়ি লজ্জা নেই,
আবার মুখের ওপর কথা কচ্চিস্ ।

কুটীলা । চোপরাও বেটী, আনার খুসি, তুই কি
ক'রবি ? যেমন কালকুটে ছোঁড়া, তেমনি
বিদকুটে বাঁশী । কে জানে যে কাপড়ের
ভেতর থেকে পোঁ ক'রে উঠবে ।

জটীলা । থাক্ বাছা আর কথায় কাজ নেই,
এখন ধরে চল ।

(উভয়ের প্রশ্নান ।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

গোষ্ঠ ।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও রাখালগণ ।

গীত ।

বন ফুলের হারে সাজিরে গোপাল, গোপাল,
করে সাধের মেলা ।
দেখতে চাও, যাও নেখে যাও, সাধ যদি হয়
এই বেলা ॥

(গুন) বলরাম শিঙা কানুর বেণু,

দেখ কেমন নাচছে ধেনু,

আকাশ থেকে দেখছে ভানু উঁকি মেরে মজার খেলা ।

রাজা চরণ ভাই কানাইয়ের,

কি যে রাতুল পেয়েছি টের,

দেখলে বুঝে, মনটি মজে, ভব পারে যাবার ভেলা ॥

বলরাম । কানাই দ্যাখ্ দ্যাখ্ বন ফুলের হার
পোরে গোপাল আজ অপূর্ণ শোভা ধারণ
করেছে ! সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ যেন রঙ্গে ভঙ্গে
খেলা ক'রছে । আমার আজ অনেক কথা
মনে পড়ছে ।

কৃষ্ণ । কি কথা দাদা ?

বলরাম । কি কথা জানিস্, তুই কে ? কেন
এসেছিস্ ? কি খেলা খেলছিস্ ? আমরা
তোরা সাথী কেন ? এই সব মনে হোচ্ছে
আর প্রাণ যেন উধাও হ'য়ে ছুটে চলেচে ।

কৃষ্ণ । দাদা এসোছো গরু চরাতে । নানান
কথা কইচ যে ? ভাবের সমুখে ডোব্বার
আর বুঝি সময় পেলে না ? যা করতে
এসেছ কর ।

(রাখাল বালকের গীত ।)

বনের কল মিষ্ট বড় ও ভাই কানাই একটু খানা ।

এঁটো ফল খড়ায় বেঁধে,

এনেছি দেখ বড় সাধে,

প্রাণের সাধীর প্রেম উপহার, জোহাগ ভরে তুলে মেঝে

শ্রীকৃষ্ণ । কিদের আলায় জলচে কানাই,

মুখে তলে ফল দেনা ভাই,

এঁটো ফল প্রাণ পুরে খাই, চাইনা আমি সোনা দানা ॥

বলরাম । (স্বগত) অপূর্ণ শীলা, দেহ ধ'রে
এসে কত খেলাই খেলছে । জগৎপতি
রাখালের এঁটো খাচ্ছে ।

শ্রীদাম । ভাই কানাই আজ সূর্য্যি মামা যেন
দশটা হ'য়ে কিরণ ছড়াচ্ছে । তুমার ছাতি
ফেটে যাচ্ছে ।

সুদাম । আমার তো ভাই প্রাণ যায় যায়
হ'য়েছে, জল বিহনে ভারি কাতর হ'য়েছি ;
সব রাখালদেরই এই দশা ।

শ্রীদাম । ভাই কানাই ! একটু জল দাও ভাই,
তুমার আর দাঁড়াতে পাচ্চিন ।

কৃষ্ণ । তোরা ভাই এক টুতে অমন হ'য়ে
পড়িস্ কেন ? আর আমার সঙ্গে আর
তোদের জল খাইয়ে আনিগে । এম
দাদা এস ।

সকলের প্রস্থান ।

(ব্রহ্মার প্রবেশ ।)

ব্রহ্মা । এই ভগবান !—বৈকুণ্ঠ আধার ক'রে
দেহ ধ'রে এসে এই করছেন । মাঠে মাঠে
গরুর পাল নিয়ে ফিরছেন, রাখালের এঁটো
ফল খাচ্ছেন । ইনিই কি সেই ভগবান !
সেই সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ভগবান
রাখাল রূপে শীলা কছেন ? আমাদের সন্দেহ
হয় । সেই অমায়িক কমতা ! সেই
দিব্য শক্তি, সেই অলৌকিক ভেজ এই

ক'রে দেখি । আমি মায়া-বলে, মায়া-বৃষ্টি
মায়া ঝড়ের আতারণা ক'রে, এই গোপাল
হরণ ক'রে নিরে বাই, দেখি প্রভু এসে কি
করেন । অনন্তশক্তিধরের সেই অনন্ত শক্তি
রাখাল দেহে সম্পূর্ণ ভাবে আছে কি না,
অনারায়েই বুঝতে পারবো । আর বিলম্বে
প্ররোজন কি ? স্বকার্য্যে তৎপর হই ।

(মায়া বৃষ্টি, মায়া ঝড় ও গোপাল অদৃশ্য হওন ।)

ব্রহ্মার প্রস্থান ।

(পট পরিবর্তন ।)

(শ্রীকৃষ্ণের পুনঃপ্রবেশ ।)

কৃষ্ণ । যা ভেবেছি ঠিক তাই । সাধে কি
আর পথ থেকে ফিরে এলুম । সৃষ্টিকর্ত্তা
ব্রহ্মা আজ আমার শক্তি পরীক্ষা করবার
জন্য মায়াজাল বিস্তার ক'রে গোপনে
গোপাল হরণ ক'রেছেন । ভাল আমারও
যথাসাধ্য আমি করি ।

(পট পরিবর্তন ।)

(মায়া বৃষ্টি ও মায়া ঝড় নিরারণ করিয়া
গোপালসহ গোষ্ঠ পুনঃ প্রকাশ করণ ।)

কৃষ্ণ । এখন একবার সৃষ্টিকর্ত্তা এসে দেখুন
সৃষ্টি করবার ক্ষমতা গোপ-বালকেরও আছে
কিনা ?

(ব্রহ্মার পুনঃপ্রবেশ ।)

ব্রহ্মা । প্রভু ! প্রভু ! অচিন্ত্য অব্যক্ত পূর্ণব্রহ্ম
নারায়ণ, আমার অপরাধ মার্জনা করুন ।
যেহেতু সন্দেহ আমার আচ্ছন্ন ক'রেছিল ।
আমি মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে অনন্ত শক্তিধরের
শক্তি পরীক্ষা করতে উদ্যত হয়েছিলুম ।
আমার দর্প চূর্ণ হ'য়েছে, আমি দিব্য জ্ঞান
প্রাপ্তি পেয়েছি ।

কত যায়, ও সব কিছু শ'তে আছে ? আপনি
নিশ্চিত হ'য়ে স্বস্থানে যান ।

ব্রহ্মা । প্রভু একটা নিবেদন,—এ অজ্ঞানের
কার্য্য যেন প্রকাশ না হয়, তা হ'লে দেব-
সমাজে আর আমার মুখ দেখাবার উপায়
থাকবে না ।

কৃষ্ণ । তথাস্তু ! আপনি আসুন ।

ব্রহ্মা । প্রভুর অনুমতি শিরোধার্য্য !

ব্রহ্মার প্রস্থান ।

(ব্রহ্মে বলরামের প্রবেশ ।)

বলরাম । কানাই ! কানাই ! সর্বনাশ হ'য়েছে !
সর্বনাশ হ'য়েছে ।

কৃষ্ণ । কি হ'য়েছে দাদা ?

বলরাম । রাখালদের জল খাওয়ার ভার
আমার উপর দিয়ে তুই তো (অর্দ্ধেক) পথ
হ'তে ফিরে এলি । আমি তো খুঁজে খুঁজে
কাছে কোথাও জলাশয় পেলেম না । যমুনা
এখান হ'তে অনেক দূর । শেষে এ দিক ও
দিক খুঁজতে খুঁজতে, একটা হ্রদের কাছে
গিয়ে পড়লুম । সব রাখাল ভাইয়েরা তৃষ্ণায়
অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েছিল ; আমি চন্দ্র-
শক্তি রহিত ; হ্রদ দেখে একেবারে সকলে
হুড়াহুড়ি ক'রে গিয়ে, অঁজুলা পুরে জল
খেতে আরম্ভ করে । যেমনি খাওয়া,—তখন
তখন সকলেই পড়লো আর মোগো । আমি
আর কথাটি কইতে পারলুম না, ছুটে তোর
কাছে এলুম । কি হবে কানাই ? কি হবে ?
কৃষ্ণ । দাদা যথার্থ সর্বনাশ হ'য়েছে । আমি
বুঝতে পেরেছি সে কাশীর হ্রদ ! সেই হ্রদে
ভীষণ কাশীরনাগ বাস করে । তার জল
বিষ পরিপূর্ণ, যে খায় সে তখন মরে ।

বিষ সহ্য করা সম্ভব রাখাল বালকের
কাজ কি ?

বলরাম । এখন উপায় ! কানাই তুই বই গতি
নাই ভাই । আহা আমাদের সঙ্গে ছায়ার
মতন তারা বেড়াইত ! যেমন ক'রে পারিস
তাদের বাঁচা ভাই !

কৃষ্ণ । চল দাদা যাই । তুমি নিশ্চিন্ত থাক,
কোন ভয় নাই ।

উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

পথ ।

(রাধাকৃষ্ণবেশী গোপবালকগণের
প্রবেশ ।)

গীত ।

কৃষ্ণ রাধা নুতন খেলা খেলতে শিখেছি ।
প্রাণের কৃষ্ণ ডাইনে রেখে বাসে রাধা-নেয়েছি ।
বাজে বাঁশী সা-রে-গা-মা-
সা-নি-ধা-পা-পা-মা-গা-মা,
তেমনি কোরে বাজিয়ে বেণু, বেহুয় রাজা হ'য়েছি ॥
গেমনর্জন করবো ধারণ,
তেমনি কোরে পুতনা নিধন,
রাধা-কৃষ্ণ কৃষ্ণ-রাধা জয় জয় না-
হয় ॥

(সকলের প্রস্থান ।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

কালীয় হ্রদ ।

কৃষ্ণ ও বলরাম ।

বলরাম । না ভাই কানাই, তা কি হয়, ওকি
কথা বলছিস । তই বিষাক্ত জলে বাঁপিয়ে

পোড়বি কি ? তোকেও কি ছারাব, চল
ভাই ঘরে ফিরে চল, যা হবার হ'য়েছে ।
কৃষ্ণ যশোদাকে কেঁদে গিয়ে সকল কথা
বলিগে চল ।

কৃষ্ণ । দাদা মব ভুলে যাচ্চ নাকি ? তুমি কে ?
আমি কে ? কি করতে এসেছি, মব ভুলে
যাচ্চ ? আমার বাধা দিওনা, দাখ'নাকি
করি । রাখালদেরও বাঁচাবো, কালীয়-
নাগকেও সমুচিত শিকা দেব ।

বলরাম । ভাই আমার প্রাণ বুঝে না,
আমি তোকে ছেড়ে দেবনা ।

কৃষ্ণ । দাদা কি বলছা ? আমার রাখাল বাল-
কেরা আমাদের দখ চেয়ে, আমাদের সঙ্গে
সাথে করে, — তারা নিরাশ্রয় অবস্থায় প্রাণ
বিনর্জন দিলে, আমরা দাঁড়িয়ে দেখবো ;
এমন প্রাণ, থাকার চেয়ে বাঁচিয়া ভাল ।
তুমি দাদা হ'য়ে এই শিকা দিচ্চ ।

বলরাম । তবে ভাই যা ভাল বুঝিস্ কর, আমি
আর কি বোলবো ।

কৃষ্ণ । দাখ' দাদা কি করি, তুমি কিছু ভয়
ক'রনা । প্রাণ ভ'রে মার নাম স্মরণ কর ।

(জলে বাষ্প প্রদান ।)

বলরাম । কোথায় গেল ? — কোথায় গেল ? —

ঐ যে ভাই কানাই ভাগছে, — কানাই
কানাই ! উঠে আর ভাই, আমার প্রাণ কেমন
ক'ছে, — কই আর তো দেখা যাচ্ছেনা,
হায় ! — হায় ! — ভাই কানাই বুঝি আর
নাই । এক গগুন জল খেয়ে, রাখালেরা
প্রাণ দিলে, তুই বিষ পরিপূর্ণ অগাধ জলে,
হারডবু খেয়ে কি ক'রে বাঁচবি ভাই ? —
কানাই ! — কানাই ! — তুই কেন আমার
কথা শুনলিনি ; — কেন কালীয়নাগ দমন

ক'ত্তে জলে ঝাপ দিলি ?—এ সর্কনাশ কেন
ক'বলি ?—আমি কোন্ মুখ নিয়ে ঘরে
ফিরবো ভাই ?—আর একটু দেখবো, তার-
পর তুইও যে পথে, আনিও সেই পথে যাব ।

(বালুকবেঁদেশ শ্রীরাধার প্রবেশ ।)

বলরাম । কে তুমি ?—কে তুমি ?—কাকে
খুঁজতে এসেছ ? কানাইকে ?—আমার
ভাই কানাইকে ?

রাধা । হ্যা !—হ্যা !—বোলে দাও, বোলে
দাও, আমার কৃষ্ণ কোথায় ? রোজ এমনি
সময় বাঁশী শুনি, আজ বাঁশী নীরব কেন ?
ভাই এসেছি,—প্রাণে যেন কে আগুন
झেলে দিলে, তাই ছুটে এসেছি,—আমার
কৃষ্ণকে দেখতে এসেছি, খুঁজে খুঁজে এতদূর
এসেছি । ব'লে দাও, ব'লে দাও, আমার কৃষ্ণ
কোথায় ব'লে দাও, আমি বাঁশী শুনে
এসেছি ।

বলরাম । সে অনেক কথা,—ভাই কানাই
আর নাই,—সে চ'লে গেছে, ফাঁকি দিয়ে
চ'লে গেছে, এই বিষাক্ত হৃদে ঝাঁপিয়ে
প'ড়ে প্রাণ দিয়েছে ।

রাধা । বুঝেছি,—বুঝেছি,—ভাই আমার প্রাণ
কৈদে উঠছিলো, তাই আজ এ সময়ে বাঁশী
নীরব,—আমিও যাব, আমার প্রাণ কৃষ্ণ
যেখানে গেছে, সেইখানে যাব' ।

গীত ।

কাঁহা জীবন ধন, বুলাবন প্রাণ,

কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা ।

পুণ্য হৃদয় পুরি, আও আও মুরারি,

মোহন বাঁশরী বাজা ॥

নয়ন সলিলে বসন তিতায়ল,
সাধ কি সাগর হিয়া পর শুকাল,
শিরতাজ মেরি শিরমে আঁয়া ॥
নয়ন কি রোম্‌নি নয়ন ছোড়কে,
ধুরত ফিরত কাঁহা ঝাঁকে ঝাঁকে,
হা-হা থিয় বঁধু এ কোন্ সাজা ॥

(কালীয় নাগ দমন করিতে করিতে,
শ্রীকৃষ্ণ ও রাখালগণের উত্থান ।)

বলরাম । এই যে কানাই ;—এই যে কানাই,
—কানাই !—কানাই ! আমার প্রাণ
কানাই ।

কৃষ্ণ । দাদা ! দাদা এই যে আমি, এই দেখ
সঙ্গে আমাদের প্রাণের সাথীরা, ওরাও
বেঁচে উঠেছে ।

রাধা । কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! আমার প্রাণ কৃষ্ণ ! তুমি
কোথায় ছিলে ? আমিও তোমার সাথী
হ'ছিলুম ।

কৃষ্ণ । প্রেমমগ্নী রাধে ! আমার এতদূর খুঁজতে
এসেছ কেন ? আমি তোমার প্রাণে,—
যখনই খুঁজবে, তখনই দেখতে পাবে ; দাদা
এই সেই কালীয় নাগ, ছুঁটের দমন দেখ,
রাধে ! তুমিও দেখ ।

(নারদের গীত গাহিতে গাহিতে
প্রবেশ ।)

বেদামুখধরতে জগন্নি বহতে ভূগোল মুখিততে ।

দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্র কয়ং কুব্ধতে ॥

পৌলস্ত্যং জয়তে হলাং ফলয়তে কার্ণা মাতয়তে ।

শ্রেষ্ঠান্ মুচ্ছয়তে দশাকৃতি কৃতে কৃষ্ণায় ভূভাং সমঃ ॥

মজা ।

[সামাজিক নক্সা]

নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

মিঃ ধুরন্ধর পাক্‌ড়ানী কলিকাতাবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ।
হরিহর ... ঐ আত্মীয় ।
নদের চাঁদ ... কলু বংশোদ্ভূত ধনীৰ সম্ভ্রান্ত ।
নিতাই ... ঐ সহচর (অ্যাৰ্টর্নৰ ক্লাৰ্ক) ।
কানাই ... ঐ সহচর (ইন্সিওৰেন্স
অফিসের কর্মচারী) ।
বাবুর্চি বালকগণ, স্কুলের ছাত্রগণ, ফরচুন
টেলার ইত্যাদি ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ ।

মালতী ... মিঃ ধুরন্ধর পাক্‌ড়ানীৰ স্ত্রী ।
ফুলকুমারী ... ঐ কন্যা ।
মোহিনী ... থিয়েটারের অভিনেত্রী ।
সৌখিন পরিচারিকাগণ, ফুলকুমারীর সহপাঠী
বালিকাগণ, ইংরাজমহিলাগণ, ফরচুন
টেলারের স্ত্রী, দর্জিনীত্রয় ও
বুয়ারবাদিঘর ইত্যাদি,
ইত্যাদি ।

প্রস্তাবনা ।

রঙ্গালয়ের সম্মুখ । (নটীগণের গীত ।)

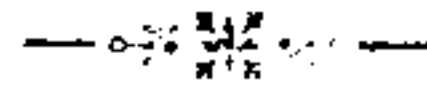
সাঁচ্চা বুলি, আমরা বলি, ভয় করিনা তাই ।
ব'ল্‌বো ছুটো, নয়কো বুটো, রাগ ক'রোনা ভাই ॥
কুলের বধু ঘরের কোণে, ব'সে থাকে ঘোমটা টেনে,
ছাড়িয়ে শাড়ী, চড়াও গাড়ী, লজ্জা সরম নাই ;
পার্কো যাওয়া, খাওয়াও হাওয়া, ব'ল্‌বো কি আর ফাই ফাই ॥
কি এক বিষম ঢেউ উঠেছে,
নাকের উপর কাঁচ ব'সেছে,
মুখে বুলি, 'রিফর্মেশন', এ এক ফ্যাসান দেখতে পাই ।
(আবার) কলম গুঁজে, চক্ষু বুজে, এডিটারি ধুয়ো ছাই ॥
বুক ফুলিয়ে, চেন বুলিয়ে, হুঁয়ো চুম্বরো বারু,
কমিশনার পদটী নিয়ে শেষে হ'লেন কাবু,
(আবার) কংগ্রেস নিয়ে, দেশ মজিয়ে,
নিজের মাথা নিজে খাই ।
কাজ কি কথা, মাথা ব্যথা, এখন তবে 'গুড্‌ বাই' ॥

মজা ।

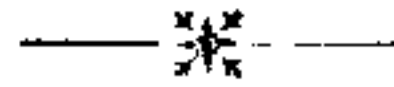
[সামাজিক নক্সা ।]



প্রথম ভাঙ্গ ।



প্রথম দৃশ্য ।



মিঃ পাকড়াশীর কক্ষ ।

ধুরন্ধর পাকড়াশী ও মালতী ।

ধুর। বলি এতটা বাড়াবাড়ি কচ্চ কেন ?

অবস্থা বুঝে-ত' ব্যাস্ত' ক'রতে হবে বটে !

মালতী। আর ব্যবস্থা কি ঘরের বাড়ী গিয়ে
করবে ? পৈতৃক সম্পত্তি যা কিছু ছিল, প্রায়
ত' সব ফোতো বাবুয়ানা করে উড়ালে !
ভরসার মধ্যে চৌরঙ্গির বাড়ীর ২০০ টোকা
টাকা ভাড়া, আর তালতলার ভাড়া বাড়ীর
২০০ টাকা আয়। এতে কি আর গাড়ী
ঘোড়া রেখে নভেনিষ্টে মাগের খরচ জুগিয়ে
নিজের নবাবী চাল চলে ? যা হয় একটা
উপায় কর বাবু!—টানাটানি করে সংসার
চালান আমার দ্বারা হবে না।

ধুর। আমার আর অপরাধ কি বল ? সং উপায়ে
হ'ক, অসং উপায়ে হ'ক, যা কিছু রেজ-
গার করি, তোমার হাতে এনে ধরে দিই;

তোমার যে এক কি বাই নভেল লেখা—
ছাপাখানার খরচ দিতেই সব ফুরিয়ে যায়,
তাও ব্যতুম যে বই গুলির কাট্টি হয়।
ঘর বোঝাই কাঁড়ি কাঁড়ি বই কুইয়ে কাট্টিচে,
ছাপাখানার ভুতের পেট ভ'রচে, লাভের
মধ্যে ডোসাইল হাজ্যাও (Docile hus-
band) আমি,—আমার মাথার ভেতর
দিয়ে ইলেক্ট্রিক কারেন্ট (Electric cu-
rrent) পাশ (pass) কর্চ।

মালতী। দেখ, ছোট মুখে বড় কথা ক'য়ো না !
এত বড় কারেজ (courage) তোমার,
আমার নভেলের নিন্দা কর ? পা থেকে
স্লিপার (slipper) খুলে এখনই যা কতক
বসিয়ে দিব।

ধুর। বল কি মাইডিয়ার ! এতটা পারবে ?

আজ, কি মিষ্টি রসালো, যেন গ্রেট টষ্টা
রগ্‌ছোটেলর ক্রিস্টমাস্ কেক (Christ-
ma ' cake.)

মালতী রাস্কেল! ফুল! (Rascal, Fool)
তোমাদের মত কতকগুলি গাধা জুটেই
দেশটাকে উজ্জ্বল দিচ্ছে। মেয়ে মানুষ নভে
লিষ্ট (Novelist),—দেশের একটা গ্লোরি
(glory) তা জান? বিলেতে মেরি কেরে-
লির (Mary Corelli) নাম শুনেচ? সে
যখন প্রথম প্রথম নভেল লিখতে শুরু
করেছিল, তখন দেশের লোক হেসেই
উড়িয়ে দিয়েছিল। ক্রমে ক্রমে বাই এণ্ড
বাই (by and bye) সে একজন মস্ত নাম-
জাদা লেডী নভেলিষ্ট (Lady novelist)
হয় দাঁড়িয়েছে। মেরি কেরেলির সর্বোচ্চ
অফ্‌ সেটান (Sorrows of Satan)
প'ড়েচ? আমি সে দিন থাকারের বাড়ী,
বিলেতে নূতন নভেল কি উঠেছে জানবার
জন্ত বেড়াতে গিয়েছিলুম; তাদের কাছে
শুনলুম, “সর্বোচ্চ অফ্‌ সেটানের” মত
কোন নভেলের এত কাট্টি হয়নি। লেট্
টাইম কান (Let time come), আমার
বই এরও কাট্টি হবে, নভেল বেচে আমিও
চার তোলা বাড়ী করব।

ধূব। সে স্টাইম (time) কতদিনে আসবে
মাই ডিয়ার? আমার ইহকালের লীলা-
খেলা প্রায় ফুরিয়ে এল, তোমারও প্রৌঢ়
অবস্থার প্রায় অবসান। ঠেক ঠোকা
বিষে কেবল ঠাট্টা বজায় রেখেচ বৈত না।
গালেও মেচেতা প'ড়ে এসেছে, দেহের
মাংস ও কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল হয়ে চ।
দরজির অন্তর্গত য়া কিছু যৌবনের চিহ্নে

কোটা আছে। তোমার বইএর কাট্টি,—
আমি বেঁচে থাকতে থাকতে হচ্চেনা।

মালতী। তুমি বিষ্ট (beast), তোমার সঙ্গে
বাজে কথা করে আমার এনার্জি (en-
ergy) নষ্ট করতে চাই না। এখন আমি যা
ভিজাসা করি, তার উত্তর দাও। মেয়েটার
বিষে দেবার কি ক'বুচ? সোমন্ত মেয়ে
হেথায় সেথায় যায়, কোন্ দিন কি করে
কেনবে, আমার ত' বড় ভয়। চার দিকে
শত্রু হামুচে। যা তা ক'রে একটা জোড়া-
গাঁথা করে দাও। ওকি, মাথা চুলকুতে শুরু
করলে যে?

ধূব। তাইত', তাইত'! মেয়েটা দেখতে দেখতে
বড় বেড়ে উঠলো,—করি কি! ক'রে
বিষে দেওয়া ত' মুখের কথা নয়,—কিছু
থোক্‌ থাক্‌ দরকার। খুব লম্বা চওড়া এক
শোকার মিনুক পাড়া করে বেধে দেওয়া
গেছে,—ভিতরে তোড়াবন্দী টাকা পাঁচ
ছরের চক্চকে পরসা আছে। তড়ংয়ে না
হয় তোমার আমার চলবে। তালতলার
বাড়ীখানি বাঁধা দেওয়া ভিন্ন মেয়ে পার
করবার আর ত' উপায় দেখছি না—কিন্তু
সংসার বাপার এমনি কুটিল, একবার বন্ধক
প'ড়লে আর খোলসা হবে না।

মালতী। মরুকগে যাক্, তোমার ভাবনা তুমি
ভাববে, আমি কেন মাথা খারাপ করি।
আজ বিকেলে কোথাও বেরুবে কি?

ধূব। আমি কোন্ দিন কোন্ সময়ে ডিস্-এন্-
গেজ্‌ড (disengaged) বল? আই আম
অ ফুল বিজি অল দি টাইম (I am awe-
fully busy all the time)। আজ
ইভনিং এ (evening) আগাদের কংগ্রেস

(congress) কমিটি (committee)
একটা প্রাইভেট মিটিং (Private mee-
ting) আছে, আমার আটেন্ড (attend)
কর, তাই হবে ।

মালতী । আমার একটা কথা শুনবে ? কেন আর
হাম্বাগ্ (humbug) করে বেড়াচ্ছ
কংগ্রেস মংগ্রেস ছেড়ে দাও, তোমার মত
বিজি মান (busy man) আমি ঢের
দেখেছি । এই ত কমিশনার হয়ে কি চল
নটা চললে । কেমন যুষখোর বলে মুখের
মতন জুতো মারলে । স্ফুড় স্ফুড় করে ছেড়ে
দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলে । তোমার কপালে
আরও দুঃখ আছে । অনাহারী ম্যাজিষ্ট্রেটের
পদটা ছাড় । ঘরের খেয়ে বনের মোষ
তাড়িয়ে লাভটা কি, আমায় বলতে পার ?

ধুর । অনার—অনার ! (honor, honor !) আর
কি ।—মন্ত মান ! এ একটা ভারি লাভের
ব্যবসা, তুমি মেয়ে মানুষ বুঝবে না ।

মালতী । চুলোয় যাক । তোমাদের কংগ্রেসে
এবার আমায় লেডী ডেলিগেট (Lady
Delegate) হয়ে যেতে হবে নাকি ?

ধুর । যেতে হবে না ! তুমি না গেলে আমি
সাইফাবের (cypher) দলে পড়ে যাব,—
তোমার মানেই আমার মান ।

মালতী । তবে আমায় একটা ভাল ড্রেস (dress)
ক'রে দাও । ইলাষ্ট্রেটেড লন্ডন নিউসে
(Illustrated London News) সে দিন
আমি লেটেস্ট প্যারিস ফ্যাশান (Latest
Paris Fashion) এর একটা ড্রেস
দেখেছি । বেশ ইংরাজী বাঙ্গালা মিশান ।
সেই রকম তৈয়ারী করাব, আমার
চেহারা য সুন্দর স্যুট (suit) করবে ।

ধুর । তা বেশ, তাই করাও—কিন্তু দেখ বুকের
কাছে কতকগুলি কি কাটি টাটি গুঁজে দেয়
ঐ গুলি বারণ ক'র । কোন্ দিন বিধে
টিং গিয়ে একটা রক্তাক্তি হবে,—আবার
ব্যাথগেটের (Bathgate) ডিসপেন্সারীর
দেনা ১০০ একশ' টাকা বেড়ে যাবে ।

[ফুলকুমারীর প্রবেশ ।]

ফুল । (Papa ! Papa !) পাপা, পাপা, আমি
রেস (race) দেখতে যাব, আমায় সঙ্গে
করে নিয়ে চল ।

ধুর । তোমার টেনিস (Tennis) খেলা হয়ে
গেছে ?

ফুল । হ্যাঁ ; আমি রেস দেখতে যাব । আর
আমায় একখানা নতুন বাইসিকেল কিনে
দিতে হবে । আর বছরে যেখানা কিনে
দিয়েছিলে, সেখানায় আমি আর চড়ব না ;
আর ফুটবলটাও একটু ছিঁড়ে গেছে, আর
একটা নতুন চাই । আর পাপা, আমাকে
একখানি সেল্ফ-ড্রাইভিং (self-driving)
গাড়ী কিনে দাও, আর একটা ভাল টাউ
ঘোড়া । আর আমার ডুইং রুমে ইলেক-
ট্রিক লাইট ফিট (fit) করে দাও । গ্যাসের
আলোয় আমি ভাল দেখতে পাইনা ।

ধুর । হ্যাঁ মা, আর কিছু চাই না ? এক কাজ
করি না কেন, বাঁড়ুঘো কোম্পানীকে দিয়ে,
বাড়ীখানা উল্টে গাঁথিয়ে দিই না কেন ?
বাড়ীর ছাদ ভিতের দিকে, আর ভিত মাথার
দিকে ক'রে দিক । বাঁড়ুঘো কোম্পানীর
খুব নাম ডাক আছে, চাই কি তারা ভিত
গুরু একদম বসিয়ে দিতে পারে ।

মালতী । বুড়োমিসে রাজা হচ্ছে না,—মেয়ের
সঙ্গে জাক্রা ক'চ্চ ?

ধূর । কি করি বল ? তোমার হেঁপার অতি
শীগগির ইনসল্ভেন্সি ফাইল (Insolvency
file) করতে হবে । তার উপর কুলধ্বজ
মেয়ের যা করমাজ তুচ্ছ,—নিজেকে তুলি
ক'রে আত্মহত্যা করা ছাড়া আরত' উপায়
দেখি, না ।

কুল । তা কি হয় পাগ্লা, তা কি হয় ? লেখা
পড়া শিখিয়ে শেষে নীচু চাল কি নয় ?

চ'ড়ব গাড়ী, চ'ড়ব “হইল,” খেলব সখের টেনিস ।
দেখব যেমন, শিখব তেমন, তবে “কেরিয়ার কিনিস” ।
য়েসে যাব, ডিমার খাব, পেলিটি হোটলে ।
যরে বসে, রাইস ডালে, আর কি মন তোলে ।
পাগ্লা, মায়া, দুজন মিলে, উড়ালে নিশান ।
পেয়েছি নূতন পথ ইমানসিপেশান ।
ফ্রিলাভ শিখতে যাব, ইডেন্ গার্ডেনে ।
জুলিয়েট্ সম প্রেম রোমিওর সনে ।
অথবা ফুলের ভূষা পরিয়া হৃন্দর ।
ওফেলিয়া সাজি হব উদাস অন্তর ।
সকলের মূল পাগ্লা, মনি—মনি—মনি ।
কি আর কহিব, বাহা “হইটার দ্যান তনি” ।

গীত ।

সামলে চল। বায় কি পাগ্লা, পেয়েছি একুকেসন ।
প্রাণের ভিতর, ভাবের লহর, যেন প্যাসিফিক ওসান ।
ফ্রিলাভ এ চাই ট্যাজিডি,
আগ্ ওয়েল্, আগ্ কমিডি,
ক্যান্সি লেডী বলবে তবে, হব কেমন নিউ ফ্যাসান ।
সিকল্ চড়ে, বিগল্ ধরে, পার্কে খাব হাওয়া ।
সাজ'বো সাংখের ওফেলিয়া, পুকু ধারে বাওয়া,
(হবে) নূতন মজা, উড়বে ধজা, করবে আলো ।

(জন্যরেসন্ ।

[কুলকুমারীর প্রস্থান]

ধূর । বলি বুঝি কি, মেয়েটার ত' তোফা
পাখ'না দেখা দিয়েচে, উড়লেই হয় । ও
যখন হনি বুঝতে শিখেছে, বাটারফ্লাই
(Butterfly) পেলেই উড়বে,—যা তা
করে হউক,—একটা বিয়ে থা না দিলেই ত'
নয় ।

মালতী । দিনের মধ্যে ত' দুশো বার আমি ঐ
কথা বলি, কাণে তোল কই ? বাড়ী বাঁধা
দিয়ে হউক যে ক'রে হউক, শীগগির একটা
বিয়ে দিয়ে দাও ।

ধূর । দেখি, যা হয় একটা করতেই হবে, আর
গা ঢেল থাকলে চলবে না । ফস্ ক'রে
বাড়ীটা বাঁধা দোব, তারপর চলবে কি
করে ? তুমিও যে বুঝার ঘোবনটা কাটালে,
আমার দেওয়া চুলোয় যাক্, নিজের একটা
হিল্ল কল্লও যে বুঝ'তুম্ । এখন চল—ভেবে
চিন্তে যা হয় একটা করা যাক্ ।

[উভয়ের প্রস্থান ।]

(সৌধিন পরিচারিকাগণের প্রবেশ)

গীত ।

ঝে ড পুঁছে তক্তকে ঘর করে রেখেছি ।
বাসন মাজা, কাপড় কাচা, সে সব দায়ে বৈচেছি ।
বাড়ীর কর্তা হলেন ‘মিষ্টার’, গিল্লি এখন ‘মিসেস’,
কৃষ্ণ বিধু ছেড়ে দিয়ে ভ'জতে পটু জিসেস,
(তাই) দুর্গা কালী শিবের ছবি টেনে ছিঁড়ে ফেলেছি ।
(দেখ) ‘ক্লিওপেট্রা’ ‘ভার্জিন মেরি’ যরের দায়ে এঁটেছি ।
ছুরি কাটা হাতে নিয়ে, মিসেস্ খাবেন খানা,
মিষ্টার এসে, কাছে ঘেঁসে, তুলে দেন মুরগীর হানা,
দেখে শুনে সদ শুনে, আমরা কতক শিখেছি ।
(দেখ) অ্যাসিড দিয়ে, উকি তুলি সহরে নাম নিয়েছি ।

[সৌধিন পরিচারিকাগণের প্রস্থান ।]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।



নদেরচাঁদের বাণী ।

নদেরচাঁদ, নিতাই ও কানাই ।

নিতাই । ঢুকতে দেবেন না,—ঢুকতে দেবেন না, ও ব্যাটাকে বাড়ীর চৌকাট মাড়াতে দেবেন না, ও সব নেমকহারাম লোকের মুখ দেখতে নাই ।

নদের । না হেনা,—তুমি বোঝ না । লোকটা খুব হুঁসিয়ার, সব কাজে ত'রের । কলু করে তাড়ালে শেষে পস্তাতে হবে ।

কানাই । কি করতে হবে, আপনি মুখের কথা খসিয়ে বলুন,—দেখুন আমরা পারি কি না । বেটা কিনা যার তার কাছে আপনাকে কলুর ছেলে বলে গালাগালি দেয় । আর ও ব্যাটার ঘর নেই, বাড়ী নেই “মেসে” পড়ে থাকে, এমন লোককে আপনি কি করে বিশ্বাস করেন ? “ঘর পাটা নাই সেত' পাটা ।”

নদের । কি জান, সত্যি কথা বলতে কি, বাপের এক ছেলে, অগাধ বিষর হাতে পেয়েছি বটে, কিন্তু শুভ্রলোকের কাছে ঘেঁসতে আমার সাহস হয় না, হাজার হ'ক—জেতে ত কলু বটে ।

নিতাই । হলেনুই বা কলু, আপনার যখন পরসা আছে,—আপনি কুলীন ব্রাহ্মণের চোদ্দ পুরুষ । কত বেটা মুচির ছেলে জুড়ী ইকিয়ে বেরুচ্চ, আজ বাদে কাল “রায়

বাহাদুর” টাইটেল পাবে । আজ কাল পরসাতেই সব ।

নদের । দেখ, দেখ,—আমায় রায় বাহাদুর হোক, রাজা বাহাদুর যা হোক একটা টাইটেল যোগাড় করে দাও । শুনেছি নাকি চাঁদা দিলেই টাইটেল পাওয়া যায়,—আমি কিছু চাঁদা দিতে রাজী আছি ।

কানাই । তার আর কি, আপনি যখন পরসা চাড়তে রাজী,—আপনাকে কি করা ক'রে দিতে পারা যায় ? রায় বাহাদুর, “কে, সি, এস, আই” (K.C.S.I.) এ সব তো পুরান হয়ে গেছে । আপনাকে এ (A) থেকে জেড (Z) পর্যন্ত টাইটেল দিয়ে দেব, ইংরাজি হরফের আর কোথাও খোঁচখাঁচ রাখবো না; কিন্তু দেখুন, আপনি ঐ হরির হর ব্যাটাকে বাড়ী ঢুকতে দেবেন না, বেটা আপনাকে কলুর ছেলে বলে যার তার কাছে গাল দেয় ।

নদের । দিলেই বা গালাগাল, আমার গারে ত' আর কোকা প'ড়ছে না । আরও কি জান আমার একটা ভারি মতলব আছে, ওকে কিছুতেই আমি হাতছাড়া করতে পারছি না নিতাই । কি ব্যাপারটা বলুন দেখি ? ও ব্যাটাকে নিয়ে আপনার কি এত দরকার ? ভাল

মেয়ে মানুষ চাই ? আপনি টাকা ছাড়ুন, কলকাতা সহরের কোন্ বড় লোকের বাঁধা মেয়ে মানুষের সঙ্গে ইয়ারকি নিতে চান বলুন—আজ রাতেই আপনার বৈঠকখানায় এনে হাজির করে দিচ্ছি ।

নদে। তা নয়, তা নয়,—আসল কথাটা কি জান ? তোমার খুলে বলি । বাপের এক ছেলে, মবলক টাকা হাতে পেয়েছি । কাস্তেত বামুনের ছেলেরা যেমন বোকা হয়, —বাবা,—আমি কলুর ছেলে, তা নয় । বাপের বিষয় বাজে বরবাদে দেব, তা হবে না ; তবে আমোদ-আহ্লাদ, ফুর্তি টুর্তি একটু আদটু চাট বৈকি ?—সব পরিমাণের ভেতর । সকল রকম দেখে শুনে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি বাবা ! কলকাতা সহরে জাত বল', মান বল', সম্মান বল', এক পরসাতেই সব । জেতে যিনি “এক্স, ওয়াই, ডেড্ (x, y, z)” পরসা থাকলে তিনিও কাস্তেতের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসেন ! সেই পরসা বথের হাতে আছে বটে, কিন্তু বাবা কলুর ছেলে বলে গাল দিতে কোন শালা ছাড়ে না । তোমরাও মনে মনে দাঁও, তবে প্রত্যাশী,—সামনে কিছু বল না । আমি ঐ হরিহরকে দিয়ে এমন একটা কাজ করাব, যাতে কাস্তেত বামুনের সমাজ পর্যন্ত আশায় মাথায় ক'রে রাখে ।

কানা । কি রকম—কি রকম ?

নদে। হরিহরের এক কাকা আছে জান ?

কানা । হ্যাঁ, জানি—জানি ।

নিতা । ও বেটার আবার কাকা কে হে ? কৈ আমি ত কিছু শুনিনি ।

কানা । জান না ? ঐ যে ধুরন্ধর পাকড়ানী,—

নাম শোন নি ? তাদের অবস্থা মন্দ নয় । পাকড়ানীর মাগ আবার নুতল লেখেন ; তিনি আবার একজন অনারারি ম্যাগিষ্ট্রেট সেই যে হে, যার কাছে আমরা একবার থেপট কেসে (Theft Case) পড়েছিলুম, ব্যাটা গোড়ার ভারি তাড়া দিয়েছিল । অনেক কষ্টে আমরা এলিবাই প্রুভ (Prove) করে, সে যাক্স রক্ষা পেয়ে আসি । তাঁর নামে কোর্টার (Esqr) বলে না লিখলে তিনি সে চিঠি অ্যাকসেপ্ট (accept) করেন না । তার একটা মেয়ে আছে, বড় খাপসুরত বাবা । মেয়েটা ঘোড়া চড়ে, বাইসিকেল চড়ে, ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খেতে যায় ।

নদে। তুমি সব জান দেখ'চি । তবে পেটের কথা ভাবি শোন । মিঃ পাকড়ানীর সেই মেয়েটাকে আমি বিয়ে ক'রব' ।

নিতা । বলেন কি ? তারা হ'ল বামুন, আপনি কলু,—ঈবিষু সূর্য্য বংশধর, আপনার সঙ্গে পাকড়ানীর মেয়ের বিয়ে হবে কি করে ?

নদে । পরসার সব হয় বাবা ! আমি জানি, টাকার লোতে বামুনের ছেলে বাগদীর মেয়েকে বিয়ে ক'রেচে । আরও শুন্লুম, মিঃ পাকড়ানীর অবস্থা এখন বড় ভাল নয় ; চাল বাড়িয়ে কেলেচে, আর তড়ৎ রেখে চলে না । এ দিকে মেয়েটার বিয়ে না দিলেই নয়—বরস প্রায় আঠার উনিশ হ'য়েছে । জোয়ান বয়েস, কবে কি ক'রে ফেলবে, কত গিন্নী ভারি ভাবিত হ'য়েছেন । ওরা নামেই বামুন, অনেক কাল পৈতে কলে দিয়েছে । ওদের ক্রিস্টান বল, বৈষ্ণব বল—সব মিলেতেই আছে । জাত, টাত ওরা মানে না । এই খাঁজির সময় আমি যদি

হাজার দশেক টাকা নগদ, আর তিনশ টাকা ক'রে মাস'হারা বন্দোবস্ত ক'রে দি, বাপ-বাপ-ব'লে আমার সঙ্গে বিয়ে দেয়। মিঃ পাক্‌ড়াশীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবার পরই আমি সাধুপাঁ পদবী উল্টে, মিঃ পাক্‌ড়াশী পদবী বসিয়ে দেব, কারণ আমার অধরিটী (authority) আছে। (“যশ কল্পা বিবাহিতা স পিতা”)। মিঃ পাক্‌ড়াশী হরিহরের কাকা। তাই হরিহরকে হাতে রাখতে চাচ্ছি,—হরিহরের মারফৎ এই কায শেষ ক'রব।

কানা। মতলব ঠাউরেছেন মন্দ নয়। নেপোলিানের মতন মাথা খেনিয়েছেন। এ কাজ যদি করতে পারেন, কলু নাম ঘোচানত' লোজা কথা; শরবের চাষ অবধি ভারতবর্ষ থেকে উঠে যায়।

মিতা। কিন্তু হরিহর বেটা ধোঁজের লোক নয়। বেটার টুকুনি নেই, “মেসে” (mess) পড়ে থাকেন, কিন্তু আমিরা চাল টুকু আছে। এ সব কথা আপনি প্রোপোজ (Propose) কর্বা মাত্রেই, মুখের উপর চোটপাট গুনিয়ে দিয়ে যাবে।

মদে। তার আর বেশী কথা কি? সেই দিন থেকে তারও বাড়ী ঢোকা বন্ধ। দরওয়ানকে ব'লে দেব, বাড়ীর সামনে দিয়ে গেলে কাণ পাক্‌ড়ে নিয়ে এসে, আচ্ছা ক'রে রক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেবে।

কানা। তা সে বা হোক, আপনার লাইফ ইন্সিওরের (Life insure) কি হবে? আমার আশা দিয়ে রেখেছেন। অনেক বেটা দালাল জানা গোনা ক'ছে, তাদের খোসামুদিতে ভুলে যাবেন ন। আর দেখুন, আপনার

লাইফ ইন্সিওরে (Life insure) তে লাভ আছে। টিপারার রাজা দশ লাখ লাইফ এন্ডোউমেন্ট (Life endowment) ক'রেছেন। মহারাজা অব্ দারভাঙ্গা (Moharaja of Darbhanga) পঁচিশ লাখ, নিজাম অব্ হায়দ্রাবাদ পঞ্চাশ লক্ষ। আপ-নিও বড় লোক—আপনি কেন করবেন না। মাসে মাসে কিছু কিছু চোখ কাণ বুজে ফেলে দিন। আপনি দশ বৎসর বাদে চান, বিশ বৎসর বাদে চান,—একেবারে পোক টাকা হাতে পাবেন; তবে যত সময় অল্প হবে, তত টাকা কিছু বেশী লাগবে। আপনি দু'লাখ টাকার, টোয়েন্টি ইয়ারস্ এন্ডোউমেন্ট (Twenty year's endowment) করুন। মাসে কত পড়বে বলুন? আমার পকেটেই সব পার্টিকিউলার্স (Particulars) আছে।

নদে। থাক থাক, এখন থাক। তুমি যখন আমার কাছে এসে জুটেছ বাপু, তখন একেবারে নৈরাশ ক'রব না, কিছু পাইয়ে দেব। তবে যখন দালালী করতে এসেছ, তখন সরু রকমের দালালি করতে হবে,—তা তোমায় স্পষ্ট বক্তৃতি।

কানা। যে আজে, যে আজে! তা' দেখুন, যে ভদ্র লোকের ছেলে দালালি করে, তার সব রকমের দালালি জানা থাকে। তিনি ভূমির দালালি করলে যে মেয়ে মানুষের দালালির গুণর জানতে হবে না, তার কিছু মানে নাই, তবে যতটা আবক ক'রে বেড়ান যায়।

মিতা। আর এ সারভ্যান্টের (Servant) ও পিটিসন্ (Petition) টা ফলবেন না।

যদিও আমি উকীলের বাড়ী চাকরি করি বটে, কিন্তু আমার এক মাষ্টার নয়, আমি তিন চার মাষ্টারের আঙুরে (Under) কাজ করি ;—আর আপনি এক মাষ্টার,—আপনাকে নিয়ে পাঁচ হ'ল। দিন—দিন একটু ফুট ডাষ্ট্ (foot dust) দিন।

মদে। এ কোথাকার পাগল লোক হে ?

মিত। খান, খান,—একটা পান খান। আমার সব মাষ্টারই আমার হাতে পান খান,—তাতে লজ্জা নেই।

[হরিহরের প্রবেশ।]

মদে। আরে এস মিঃ হরিহর ! শুড্ ইভনিং ! (good evening) !

হরি। শুড্ ইভনিং ! (good evening) কেমন আছেন ?

মদে। কই আর আছি দাদা, বেঁচে থাকা একটা বিড়ম্বনা মাত্র, পরসার গাঙ্গার পড়ে আছি, প্রাণে সুখ নেই।

হরি। ও কি কথা বলেন,—মানি, মানি, মানি—ব্রাইটার দ্যান সান্ শাইন, সুইটার দ্যান্ হনি (Money. Money. Money,—Brighter than sun-shine, sweeter than honey.) আপনি একজন মানিড্ ম্যান, আপনার প্রাণে সুখ নাই,—তবে আমরা অভাগা, আমাদের প্রাণে কি সুখ আছে ?

মদে। আর দাদা, ভদ্র সমাজে মিশতে পারি না, টাকা নিয়ে কি পরকালের সাক্ষী দেব ?

হরি। আচ্ছা ও সকল কথা কইচি। এখন সেই উইকলি (Weekly) কাগজটা বের করবার কি হবে বলুন দেখি ? দেখুন আমার ফাণ্ড্ (Funds) নেই, এনার্জি

(Energy) খুব আছে। আপনার সঙ্গে সেই ইডেন্ গার্ডেনে আলসপ হয়, কথা বার্তার বুঝেছিলাম, আপনার লিটারেচারে (Literature) একটু টেস্ট (Taste) আছে। আর আপনি আমার প্রোপোজ (Propose) করে ছিলেন, একখানা উইকলি নিউজ্ পেপার (Weekly News Paper) ষ্টার্ট (start) করবেন। তাই যখন তখন এসে আপনাকে ডিস্টার্ব (disturb) করি। আর ইউ সিরিয়াস্ ? (Are you serious) ? তা যদি হয়, সেই জাহুরারি থেকে কাগজ খানা বার করা যাক আসুন। আমার এত আগ্রহ কেন জানেন ?—আধুনিক কাগজওয়ালা বাবুদের তত্ত্বাম সব ভেঙ্গে দিই ;—খালি পর চর্চা, পর নিন্দা নিয়েই আছেন।

মদে। বেশত, বেশত ! আপনি লাগুন না, আমি আপনাকে টাকা এড্ভান্স (advance) কর'ব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি যেসে থাকেন কেন ? আপনার কাকা মিঃ পাক্‌ডালী একজন বর্কিষ্ট লোক, আপনার কাকী নভেল লেখেন, বাজারে খুব নাম সন্ধান, আপনি তাদের সঙ্গে একত্রে থাকেন না কেন ? যেসে থাকাকাটা কি খুব অনারেবল্ (honorable) ?

হরি। সে কথা আর কেন বলেন ? আমরা পাড়ারগৈয়ে লোক, লেখা পড়া শিখতে কল্-কাতায় এসেছি, মাসে মাসে বাবা সাধ্যমত কিছু টাকা পাঠান, তারই ভেতর সব দিক ম্যানেজ (Manage) করতে হয়। আমার আবার একটা বাই আছে জানেন, ইংরাজী হোক, বাঙ্গালী হোক, কাকুর এক

খানা ভাল বই বাজারে বেরলে, আমি কিনে নিয়ে এসে পড়ি। আমি কারুর ঠেঁয়ে বই চেয়েও পড়ি না, কাউকে পড়তেও দিই না, কারণ বন্ধু বান্ধবের মধ্যে নেন দেন যত কম হয়, ততই ভাল।

নদে। তা আপনিত' আপনার কাকা মিঃ পাক্‌ডাশীর সঙ্গে অনায়াসে থাকতে পারেন, আপনার খরচ পত্র লাগে না।

হরি। আজ্ঞে আমি দুঃস্থ লোক, আমার সঙ্গে তাঁর বনে না। আমার বামুনের চাতের ডাল ভাত ভাল লাগে। বাবুর্চির বাগ্না, কাউল কারির গন্ধে, আমার ন্যাকার আসে। আর আপনি জানেন না, মেসে থাকায় অনেক রকম মজা আছে, নিখরচায় মেয়ে মানুষ পাওয়া যায়। মেসের চাকরাণী গুলি সব কাজেই আসে। খালি ছুটি করে মাছের ডিম খাওয়াতে হয়, আর লুকিয়ে ছিলিম ছ'চার অমুরি তামাক,—তা হলেই সে বেটী তোমার সগড়িও নেবে, মশারিও খাটিয়ে দেবে।

নদে। আপনি ঠাট্টা কছেন, আপনি সে প্রকৃতির লোক নন। তা সে বা হুক, আপনাকে আমার একটি অমুরোপ রাখতে হবে। আমি স্থির করেছি, একটা বড় ঘরে বিয়ে করবো, যত টাকা খরচ হয়। আপনার কাকার নাকি একটি পরমাম্বন্দরী মেয়ে আছে। আমি হাজার দশেক টাকা নগদ দিচ্ছি, আর কিছু করে মাসহারা বন্দোবস্ত করে দিতেও রাজী আছি, আমার সঙ্গে মেয়েটার বে' দিক্। মিঃ পাক্‌ডাশী তো আর জাত টাত মানেন না, পৈতে টেতে ত অনেক দিন ফেলে দিয়েছেন শুনলুম,

আর তাঁর অবস্থাও না কি তেমন বড় সুবিধার নয়,—ভড়ং ভেঙ্গে আসুচে। এই বিয়েটার উপলক্ষ করে, আমায় আপনার সমাজে মিশিয়ে নিন। আপনাকে ফ্রেন্ড (friend) ব'লেছি, এই উপকারটী করুন, আমাকে মানুষ করে দিন।

হরি। মিঃ সাধখাঁ, নেহাত কলুর বুদ্ধিত' তোমার নয় বাবা! চাল চেলেছ মন্দ নয়। কাকার আমার খাঁজির মহলে লাগতে পারে কিন্তু বাবা, এ কাজ আমার দ্বারায় হবে না।

নদে। কেন, কেন?

হরি। তা আর তোমার শুনে কাজ কি? একটা আক্কেলের কথা শুনে চমকে গেছি। বলছিলুম, আপনি-মশায়, একেবারে বললুম তোমার। যাই হোক, আজ থেকে গুড বাই (Good bye) বাবা, আর আমি আসচি না। যদি কখন কাগজ বের কব-বার সখ হয়, আমার ডেকে পাঠিও, আমি আসব।

কানা। দেখলেন, দেখলেন? কেমন আপনার মুখের উপর ক্যাট ক্যাট করে শৈনিলে। বলেছিলুম ব্যাটাকে বাড়ী ঢুকতে দেবেন না। নিতা। দেখ বাপু তুমি আর এসোনা, অপমান হবে।

হরি। বলি নিরাপদে সাধখাঁ বাঁবাজীকে ভোগ দখল করতে চাও তো? তা এইবার থেকে কর, আর আমি এ পথে আসুচি না।

নদে। মিঃ হরিহর বাবু চট্টো কেন?

কানা। যেতে দেন, আর আত্মীয়তায় কাজ নেই ব্যাটা বেগার (Beggar)।

হরি। মশায় কি হিজ অনার দি লেফটেন্যান্ট গভর্নর (His Honor the Lieutenant

Governor) না কি ? আর কেন ভোগাচ্চ বাবা, আমি বিদেয় হচ্ছি। গতক বড় ছবিখের নয় মিঃ সাধখাঁ ! যে দুটা রত্ন, যত্ন করে রেখেছ, উদ্ভাসন শীঘ্রই খাঁ খাঁ করবে।

[হরিহরের প্রস্থান ।

কানা । কেন আপনি, ও ব্যাটার খোসামোদ কচ্ছেন ? দশ হাজার টাকা দিয়ে, মাস-হারা বন্দোবস্ত ক'রে একটা কুড়ি বছরের মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন সেকেন্ড হাণ্ড (Second-hand) কিনা তারই বা ঠিক কি ? ও সব মতলব ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে খাসা খাসা মাল দেখাব।

নিভা । তুমি বুঝ না হে ! সে মাগীটা ঘোড়ার চ'ড়ে, বাইসিকেল ক'রে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যায় ; বাবুজি বেড়াতে গিয়ে দেখে

প্রাণে ফ্যান্সি (fancy) নিয়ে এসেছেন আপনার যদি ঐ রকম টেস্ট (Taste) হয়, আমি আপনাকে থিয়েটারের অ্যাকট্রেসদের কাছে বেড়াতে নিয়ে যাব। আপনি দেখবেন, যেমনটা চান, ঠিক তেমনিটা—আপনি একটা ঘোড়ার চড়া দেখে মোহিত হয়েছেন, তারা একেবারে ৬টা ঘোড়ার চড়ে।

নদে । আচ্ছা চল, একদিন বেড়াতে যাই কিন্তু পাকুড়ানীর মেয়েটাকে ছাড়া হচ্ছে না বাবা ! সব শালা কলুর ছেলে বলে, সে কলক ঘোচাতে হবে। (কানাইয়ের প্রতি) তোমায় একবার পাকুড়ানীর কাছে পাঠাব। টাকার লোভ বড় লোভ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।



মিঃ পাকুড়ানীর বাগীর বাবুজিখানার সম্মুখস্থ কম্পাউণ্ড ।

(বাবুজি বালকগণের প্রবেশ ।)

গীত ।

বাবু ! ভাঙ্গা চিজ বহুত মজাদার ।
আইয়ে জানিকা সাধ, নেহি বাতিকা বাত,
দেখলেও খানসামা কায়সা হুঁসিয়ার ॥
যো কুন্তেকো বড়ালট গুলি কিয়া,—
উস্কো টেংরি লায়ো, মটন চপ বানায়ো,
আধা তোম ছিন্ মেও, আধা জানিকো দেও,
কিস্মিন্ হোগি গুলজার ॥

গলিকা বিচসে বিলি চুনা, ওমদা কাইলেন্ ভুনা,
পিস্ দো আনা বাবু দো আনা,
আইয়ে রাজা উঠাইয়ে মজা,—
নেহিত' জানি তেরা হোগি বেজার ॥
জঙ্গ সাবকা টফিন্কা ফাউল, বসি কারী মজগুল,
কেয়াবাৎ মসেলা, পিঁয়াজ লায়ন্তন কুল,
আচ্ছা ডিস্ খাতি পুঁটি মিন্,
জলদি লিয়ে পিছে মিলুমে ভারি ।
খানেসে করোগি সামার সামার ॥

(সকলের প্রস্থান ।)

(মিঃ পাক্‌ডাশী, মালতী ও কানাইএর প্রবেশ ।)

পাক । কত টাকা দিতে চাচ্ছে ? কত টাকা দিতে চাচ্ছে ?

কানাই । কম কম দশ হাজার, হার্ড ক্যাশ (hard cash) তা ছাড়া মাসোদারীও কিছু বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারবো ।

পাক । কে, কে, লোকটা কে,—লোকটা কে ?

মাল । আঃ দূর কাকা মিসে, থাম । টাকার নাম শুনে লাফিয়ে উঠেছেন ! আমি ঠিক ঠাক করে জিজ্ঞাসা করি দাঁড়া ।

পাক । কেন, দুখানা নভেল লিখেছ বলে, তুমি আমার চেহেও পণ্ডিত নাকি ? আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জানি না ? জান—আমি লেফটেন্যান্ট গভর্নরের (Lieutenant Governor) সঙ্গে সেক্‌ হাণ্ড (Shake hand) করি ?

কানাই । ঘাঘরি ঝগড়াটা আমি বিনায় হবার পর করবেন । আমার টাইম (Time) ভ্যালুয়েবল্ (Valuable), আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না ।

মাল । আপনার বাবুর নাম কি ? কি করেন ?

পাক । তোর নভেল লেখার নিকুচি ক'রেছে । টাকার কথাট আগে জিজ্ঞাসা করনা । নাম ধামে ত' আর টাকা আনবে না ।

মাল । জাতে যদি মুচী হয়,—টাকার লোভে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে নাকি ? সব পরিচয় আগে নেবো না ?

পাক । বলি আজ জাতের মর্যাদাটা হঠাৎ প্রাণে চাগাড়ু দিয়ে উঠলো কেন ? জাত বিচার তো অনেক দিন মুর্গীর ডিমের সঙ্গে বয়েল (Boil) করে খাওয়া গিয়াছে ।

মাল । মাথার উপর টিক্ টিক্ করছে তো মারবো

শ্লিপার খুলে—স্ভাভেজ ব্রুট (Savage ! Bruite !)

কানাই । মাঠাকুরণ, রণরঙ্গিনী মূর্তিটা ঘরের ভিতর খিল দিয়ে ধরলে ভাল হয় । শঙ্খ-নিশঙ্কুর স্পিরিট (Spirit) না থাকলে ও মূর্তির বহর সামাল দেওয়া, যার তার কর্ম নয় ।

মাল । দেখুন, আমি যা ক'রব', তাই হবে । আমি যা ভাল বুঝবো, ও মিসের কাণ পাক্‌ড়ে তাই করাব'—না শোনে, আপনার সামনেই পটাপট শ্লিপার চালাব ।

কানাই । মিষ্টার পাক্‌ডাশী আপনার খুন তোর বরাত দেখছি । আপনার ওয়াইফের (Wife) প্রিটোরিয়ায় (Pretoria) জন্ম নয়তো ? নইলে এমন বুঝারের স্পিরিট কোথা হ'তে পেলেন ?

পাক । যাক্‌ যাক্‌,—আপনার বাবুজি কি জাত ?

কানাই । আজ্ঞে তা বড় মন্দ নয়, সূর্য্যবংশধর অর্থাৎ কলু ।

মাল । কলু ? —ও গড্‌ ! (Oh God !) টাকার লোভে কলুর সঙ্গে মেয়ের বে দেব' ? আপনি যান যান । আমি ব্রাহ্মমতে আমার মেয়ের বে দেব' ; টাকা কড়ি কিছু লাগ'ব না ।

পাক । মাঠ ডিয়ার (My dear) এমন ফেয়ার চান্স্ (Fair Chance) কেন ছাড়' ? দশ হাজার টাকা হার্ড ক্যাশ (Hard Cash) আর একটা হাণ্ডসাম্ (Handsome) মন্থলি অ্যালাউয়েন্স (Monthly Allowance)—জীবনটা বেশ কেটে যাবে ।

কানাই । মজায় থাকবেন, মজায় থাকবেন । লর্ড সলিস্‌বরির মত পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে কাটাবেন । আর বাবুজি, জাতে কলু হ'লে ও চেহারায় যেন কলির কার্তিক, তবে

ময়ূরটা উড়ে গেছে, মাথার পাগড়টা হারিয়ে গেছে;—আপনার মেয়ের অপছন্দ হবে না ।

মাল । আপনি তো জানেন না, বর্তমান সমাজের অবস্থা বড় শোচনীয় । কলুর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বে চ'লে, আত্মীয়-কুটুম্বর কাছে মুখ দেপাতে পারবে না ।

পাক । বলি এখন মুখ দেখিয়ে ক'চ্ছ' কি ? কেউ কিছু দিচ্ছে ? এক এক ক'রে ভাড়া বাড়ী-গুলি সেরিক সেলে (Sheriff's sale) উঠছে আর আত্মীয় কুটুম্ব সব আধা কড়ীতে কিনে নিচ্ছেন ! তার বেলায় কেউ মুখ চাচ্ছেন কি ? আর কেন ভোগাচ্ছি বাবা, আমারও সম্ভল হবে, তোরও নভেল লেখার সুবিধা হবে । কতকগুলো নুতন ক্যারেক্টার (Character) পাবি ।

মাল । মর' মিসেস, বড় বাড়' দেখছি যে ? আমার কথার উপর কথা ? বড় টাকার আশা নয় ? জুতিয়ে লম্বা ক'রে দেব' ।

কানা । তা মন্দ হবে না । অনেক ফাউল কারি খেয়ে দেহখানি বেশ সুগ হ'য়েছে,—বা কতক জুতোতে তোফা মসৃণ হ'য়ে বাবে ।

পাক । আপনি ও মাগীর কথা শুন্বেন না ;—আমুন, আমার সঙ্গে আমুন । আমার ড্রয়িং রুম (Drawing room) নিরে যাই, সেইখানে সব কথা হবে । এ বিয়ে আমি যেমন করে হ'ক, দেবই দেব ।

কানা । তাই চলুন । আপনার গৃহিণীর শ্রিপা-রের পানে চাচ্ছি আর আমার ইন্স্পেক্টর সাহেবের বে-ওয়ারিস কলের গুঁতো মনে

প'ড়ছে । দুটো সমান,—মার্শেট চ'ল টা ফাঁক করার যো নাট ।

[মিঃ পাকড়ানী ও কানাটয়ের প্রস্থান]

মাল । মিসেস করে কি গো,—সত্যি সত্যিই কলুর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বে দেবে না কি ? টাকাটা অনেক দবে ব'লছে । মর'ক'গে থাক—সত্যি সত্যিই যদি একাজ ক'রতে হয়, তবে নগদ দশ হাজার টাকার একটা প'সাও মিসেসের হাতে দিচ্ছি না ।

[ফুল-কুমারীর প্রবেশ ।]

ফুল-কু । মাম্ম, মাম্মা ! (Mamma Mamma) আমার নাকি বিয়ে হবে ?

ঘোমটা টেনে, ঘরের কোণে, থাকবো প'ড়ে আমি । রোজ সকালে, কাছে চ'লে, বাবে আমার স্বামী ! ভাঁড়ার ঘরে, চুপি-সাড়ে, কুটনো কোটা কাজ । সাজবো পান, ভাঙনো ধান, মাথার পড়ুক বাজ ॥ ওমা কোথায় যাব', কারে কব', লাজে ম'রে যাই । লালদিঘীতে, হাত পা বেঁধে' দাওনা ফেলে ছাই ॥

মাল । কোথাকার খাণা মেয়েরে তুট, চির-কাল আইবুড়ো থাকবি ? তোর বিয়ে হবে না !

ফুল কু । বিয়ে, বিয়ে ! ওমা সে কি ? তা আমি পারবো না !

কানী প'রে, দাসী হ'রে, ধরা আমি দেব না !

এমন মার্শেল নীল কেমন সুবাস,—

ঐ দেখ, দেখা যায় অনন্ত আকাশ ।

কচি কচি ঘাসগুলি ঠেডেন্ গাড়ে'নে,

ললিত প্রকৃতি লীলা ধরে না কি মনে ?

দানী হব' ? বাঁধা দেব সাধেবু জীবন ?

আফিং খাইয়া, দিব অীত্ম বিসর্জন !

তুল'না তুল'না মাম্মা ! পরিণয় কথা,

থানা খাওয়া ছুরি দিয়ে কেটে দিব মাথা ।

গীত ।

জানি না ছালা কলা—একি জালা, আমার আবার মারেজ ।
দাসী হ'য়ে, সান্দী প'রে, বিলিয়ে দেব কারেজ ।

ফুল দেখে প্রাণ আকুল হয়,

আগে প্রেমের তৃফান বয়,

ধারু কপালে, ডিয়ার ব'লে, ডাকবে কলু স্তাভেজ ।

ডুব্বো গিয়ে, লালদিঘীতে, ঘাড়ে নিয়ে লগেজ ।

[প্রস্থান ।

মাল । মিসেসকে বরাবর ব'লে আনু'চ,—মেয়ে-
টাকে অত ক'রে স্বাধীনতা দিও না, এখন
রসু বুঝছেন । মেয়ে আবার নেচারের
(Nature) শোভার বর্ণনা শিখেছেন ।
দে মিসেস দে,—কেমন ক'রে সামাল দিবি,
এখন দে ।

(হরিহরের প্রবেশ)

হরি । হাঁ কাকী এসব শুন্টি কি ? তোমরা
নাকি টাকার লোভে, একটা কলুর ছেলের
সঙ্গে ফুলকুমারীর বিয়ে 'দচ্চ' ? এত মনে
করি তেগোদের কথায় থাকিবো না, কিন্তু
একটা সুবাদ এ'য়েছে, চুণ কালী শুধু তোমা-
দের গালে পড়বে না,—আমরাও বাদ যাব
না ।

মাল । আমি কি ক'ব্ব বাচ্চা ! তোমার কাকাই
এই সব কীর্তি কচ্ছেন । টাকা টাকা ক'রে
একেবারে লাফিয়ে উঠেছেন ।

হরি । তুমি লেখা পড়া জান, খানকতক বই
লিখেছ', বাজারে নাম আছে । কাকাকে
বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত কর' না । আমি সে
কলুর ছেলেটাকে খুব জানি,—তার নাম
নদেবুটাদ—বাপের এক ছেলে । অনেক টাকা
হাতে পেয়েছে, ছেলেটা বড় বোকা নয়
তার বিশ্বাস কলকাতার সহরে টাকাতেই

সব । অনেক টাকার মালিক হ'য়েও ভদ্র
সমাজে মিশতে পারে না—এই তার তারি
ছুঃখ । তাই মতলব ক'রেছে, যত টাকা
খরচ হোক, ফুলকুমারীকে বিয়ে ক'রবে ।
আর এই উপলক্ষে পাঁচটা ভদ্রলোকের
সমাজে মিশবে । দোহাই কাকী ! এ কাজ
ক'রনা । ধরে বেঁধে মেয়েটাকে জলে
ফেলে দিও না । যে টুকু নাম সঙ্গম আছে
সে টুকু ডুবিও না ।

মাল । আমার কি সাধ বাচ্চা—তোমার কাকা
টাকার ছপ্পি পেয়ে একেবারে ফেঁপে উঠে-
ছেন ।

হরি । কাকী ! সে কলুর ছেলে, ঘানিগাছ
ঘুরিয়ে পরমা—মেপে শোধ নেবে, এটুকু
মনে রেখ' ।

মাল । তা বাচ্চা ! তুমি দাঁড়াও, তোমার কাকাকে
ডেকে দিচ্ছি, তার সঙ্গে কথা ক'য়ে যাও ।

হরি । আর কাকার সঙ্গে কথা কইতে হবে না ।
কাকার কথাতেই ভাব মালুম পেয়েছি ।
তোমরা অনেকটা এগিয়েছ দেখু'চি । তা
দেখ, একটা ভাল পরামর্শ দিয়ে দি । মশ
হাজার টাকা যা পাবে,—আট হাজার টাকার
ত' তুমি গয়না ক'রবে । ইংরাজের দোকান
টোকান থেকে কিন'না, বেচবার সময় আধা
কড়িতে বেচতে হবে । কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে
অবিনাশ ঘোষের জুয়েলারী শপ (Shop)
আছে, যা গয়না গড়াবে তার কাছ থেকে
গড়িও । লোকটা ধর্মভীত, চুরি জুচুরি
জানে না ; দু দিন বাদে ত' বেচতেই হবে,
পাপের কড়িত' আর থাকবে না, অল্প সল্প
বাদ সাদ দিয়ে সেইই নেবে, আর কোথাও
এমন সুবিধা পাবে না ।

মাল। কি বল বাচ্চা, আমার এখন মাথা ঘুরচে !
 হরি। বল কিগো,—মাথা ঘুরচে ? ফিট্ টিট্ হবে
 নাত' ? তুমি লেখা পড়া শিখেছ কিনা ?
 তাই ভয় হয়। তা দেখ ! এখন দিন কতক
 মাথা ঘুরবে, লোকে মেয়ের বে দিবে সৰ্ব্ব
 স্বাস্থ্য হয়, তোমরা থোক্ থাক্ কিছু পাচ্চ',
 মাথাটা একটু চল্ বেচল্ হবার কথা বটে।

মাল। তা বাচ্চা আমি এখন যাই, তোমার কাকার
 আঁবার (Dinner) খাবার সময় হয়ে এল',
 আমি আর থাকতে পারি না।

[প্রস্থান ।

হরি। বাহবা কাকি ! তোমায় চেনা দায়। টাকার
 লোভে তোমারও মন ট'লেছে। যাই হোক,
 প্রাণ থাকতে একাজ ক'রতে দেওয়া হবে
 না। কলুর ছেলের সঙ্গে এখন ছাড়া হ'চ্ছে

না। বেটার সঙ্গে এখন ত' দিন কতক
 মিশে থাকতে হবে। তুকে তকে থাকি
 সন্ধান রাখি, বিয়েটা পাকাপাকি হ'বে
 এলেই যেমন করে হ'ক বাগড়া দিতে হবে

[প্রস্থান

(ফুলকুমারীর সহিত সমপাঠি বালিকাগণের
 প্রবেশ।)

গীত।

ওলো সামলে খেল, ফেল টেনিস্ বল।
 নারীর বাহবল, দেখুক ওয়ান এণ্ড অল।
 হানি নয়না বাণ, হাসির কঁাসিতে বাধি পাণ,
 সাপিনী বেণী চুলে, প'ড়বে ঢলে,
 যাবে ভেসে ট'লে যৌবন জলে।
 জল উজান ঢলে, টল্ টল্ টল্ ॥

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য ।

মোহিনীর বাটীর কক্ষ ।

মোহিনী ও নিতাই ।

মোহি। আপনি ভদ্রলোক, বাড়ী ঢুকেছেন, আপ-
 নাকে অপমান ক'রতে পারি নি, কিন্তু ওসব
 কথা আমার সামনে আর মুখে আনবেন না।
 আমি একজনের রক্ষিতা, আর কাউকে ঘরে
 বসতে দিলে বেইমানি করা হবে।

নিতা। সোনার চাঁদ কেন আর বিড়ম্বনা ক'চ্চ ?
 তুমি থিয়েটারের অ্যাক্ট্রেস (actress)
 কিনা,—মেছোবাজার, সোনাগাছির থান্কে
 দেব মতন ছ' দশ টাকায় টল' না, "মারিত

হাতী, লুটি ত' ভাঙার।" তোমাদের বনের
 চাল কিনা ! তা দেখ, নেপাত ভাসা কাপ্তেন
 চোকাচ্চ না,—থোক্ থাক্ কিছু পাবে। বার
 গাড়ীতে আছেন, বারাণ্ডায় বোরিয়ে জুড়ির
 বহরটা দেখ, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।

মোহি। বুড়িই হোক, আরু'চৌবুড়িই হোক,
 ও সব ঢের দেখেছি। আমরা থান্কে
 হ'লেও আমাদের বাড়ীর চাল ও রকম
 নয়।

নিতা। আর কেন যন্ত্রণা বাড়ান মণি ! তোমার মা কোথায় ডাক। তিনিই ত' তোমার সোনার কাটা রূপোর কাটি, তাঁর সঙ্গে আমি কণা ক'চ্চ ।

মোহি। আমি ক'চ্চি খুঁটি না কি ? মা, দুধ টুকু খাইয়ে দিলে তবে খাব ? আমি নিজেরা ভাত বুন ক'ব, আমার চ'খে না ভাল লাগলে সে লোককে ঘরে বসুতে দিই না । গরুর স্তনে থাকুক' আমার যা গুণ আছে, তাই বয়েষ্ট ! আমি লোক বসাবার পিঠেশ করিনা ।

নিতা। শুনতুম বটে বাবা, আজ চক্ষু দেখলুম থিয়েটারের মেয়েমানুষ এক চিহ্ন বটে, তবে কি নেহাত ফেরাবে নাকি ?

মোহি। ভদ্রলোক বাড়ীর দোরে এসেছে, একে-বারে ফেরানটা ভাল হয় না । আচ্ছা নিয়ে এস, কে বাবু দেখি । তিনি কি আমার থিয়েটারে সাজতে দেখে মোহিত হ'য়েছেন নাকি ?

নিতা। তোমাদের উপর যে মোহিত হয়, সেত' তোমাদের সাজা দেখেই হয়, স্বরূপ চেহারা দেখলে অরুণাশনের ভাত উঠে আসে ।

মোহি। তা ত' বুঝেছি, তবে এ ঝুম্মারি করা কেন ?

নিতা। সে উত্তর আমি দিতে পারব' না চাঁদ ! কর্ম কর্তাকে ডেকে নিয়ে আসছি, হু'জনে বোঝা পড়া কর' । আহা বাবুজি আমার গাড়ীর ভেতর ব'সে শীতে কানিয়ে গেলেন ।

[নিতাইয়ের প্রস্থান ।

মোহি। থিয়েটারের স্টেজ বড় জ্বর দেখছি, এই চেহারায় ত' লোক পড়'তা হয় । খুব গম্গমে ঘড়ি ক'রে এসেছে বটে, লোকটা

কে ? কোন বড় লোকের ছেলে, তার আর সন্দেহ নাই । কসু করে আমল দেওয়া হবে না, গুগুর নিষেধ । দূর ছাই, না করলে, বাবুদের পছন্দ হয় না ।

(মদের চাঁদ, হরিহর ও নিতাইয়ের প্রবেশ ।)

আমুন, আমুন, বহুন ।—আপনারা বড়-লোক, আপনাদের উপযুক্ত স্থান আমাদের বাড়ীতে নাই ।

হরি। ওকি একটা কথা হ'ল' চাঁদ ! বড় লোকের ছেলের যদি কোথাও স্থান থাকে তা তোমাদের বাড়ীতেই । পৈতৃক সম্পত্তি তোমাদের বাড়ীতে যেমন নিরাপদে গচ্ছিত রাখা যায়, এমন আর কোথাও যায় না ।

মোহি। (মদের চাঁদের প্রতি) আপনার নামটা জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি ?

নিতা। নাম ধাম জিজ্ঞাসা পরে হবে,—এখন কাজের কথা কও ? সত্যিই কি তুমি কোন বাবুর রক্ষিতা ?

মোহি। আপনি কি ঠাওরাচ্ছেন, আপনাদের সঙ্গে আমি চাল দিচ্ছি ? আপনাদের ঘরে ব'সুতে দিলুম, সে কেবল ভদ্রতার খাতিরে । ব'লবেন, থিয়েটারের মেয়ে-মানুষ এটিকেট (Etiquette) জানে না !

আর বাবুটা আমার বড় বশ, কত অন্ডায় করি, কখন মুখতুলে একটি কথাও কয় না ।

হরি। তবে ত' তোমার বাবু বাছা বড় নম্র দেখছি ।

মোহি। আপনি ত' বড় রসিক লোক দেখছি, আপনার রসিকতায় রস আছে ।

হরি। রসিকতার রস থাকে না ত' কি চিটে গুড় থাকে চাঁদ !

নদে । হরিহর ! কি বাজে কথা কইচ' ? বসিকতার ঢের সময় আছে । তোমর বাবু কত টাকা মাইনে দেয় ?

মোহি । ছশো টাকা ক'রে মাইনে, আর খরচ পত্র সব দেয় ।

নদে । থিয়েটারে কত পাও ?

মোহি । আশী টাকা ।

নদে । তা দেখ, তোমার সঙ্গে যদি রাখা-রাখি হয়, থিয়েটারটী তোমায় ছাড়তে হবে । আমি মেয়েমানুষ রাখব',—আর পাঁচ বেটায় মজা লুটবে, তা হবে না বাবা !

মোহি । আপনি লাখটাকা দিলেও আমি থিয়েটার ছাড়ব' না ; আমার বাবুর সঙ্গে এই কন্ট্রাক্ট (Contract) ।

হরি । হ্যাঁ বাছা, তোমার বাবুতী ত' বড় গোবেচারা দেখছি ; থিয়েটার কর', ভদ্রলোক দেখলেই ঘরে বসাও, আর তিনি মাসে মাসে মাইনে গোঁজেন ! এর উপর আবার একটা গুপ্ত জীবও আছে ত' ?

নিতা । গুপ্ত জীবটা কি ! হরিহর বাবু এতও জান' !

হরি । গুপ্তজীবটা কি জান না ? উকীলের বাড়ী চাকরী কর, এসব খপর রাখ না । ময়ূরভঞ্জের রাজার অঙ্কলক্ষী হ'লেও এঁদের একটা গুপ্তলোক চাই । তা নইলে ভাত হজম হয় না, জলটুকু গলায় ওলে না,—অমন দেহ যেন ভার বোধ হয় ।

মোহি । জানেন আমি থিয়েটারের অ্যাক্টেস, আপনাদের বাড়ী ঢুকতে দিগেডি এই ঢের । আমার বাঁধা বাবু আছে । কোথাকার লোক আপনারা, মুখের উপর বাচ্ছে তাই ব'ল্চেন ।

হরি । চ'টোনা টাদ ! আগ-খোলা লোক, ছটো একটা ব'লে ফেলি । চোটতে আছে কি ? নিতা । বাবুজি, এই হরিহর বাবুই সব নষ্ট করলে, এ সুব-জায়গায় একে সঙ্গে ক'রে কেন আনলেন ?

নদে । হরিহর বাবু, একটু চুপ কর তাই, কাজের কথা কই । তা তুমি থিয়েটার ছাড়তে রাজী নও ?

মোহি । ব'ল্‌লুম ত' লাখটাকা দিলেও নয় । বাবু হু'দিনের,—থিয়েটার চিরদিনের ।

নিতা । সোণার টাদ, কেন বেগোড় ক'চ্' ? হাতের লক্ষী পায়ে ঠেল্ছ'—বড় ভাল ক'চ্' না ।

মোহি । থিয়েটারে থাকলে অমন বাবু আমার ঢের জুটবে । আপনারা আশুন, ভদ্রতা অনেকক্ষণ রাখা গেছে ।

নদে । চল' হে চল' । কোথাকার ছোট লোক মেয়েমানুষ । নিতাইয়ের যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, এই সব জায়গায় আমাদের এনেছে ।

মোহি । আমরাও মুখ ধ'র' ত জানি । ভালয় ভালয় বিদেয় হও, কেন গালাগাল খাবে ।

নিতা । বাবুজি আর কথায় কাজ নেই ; স'রে আশুন । বেটী যাচ্ছে তাই ক'রে গালাগাল দেবে,—বেটীদের মুখ বড় দোরস্ত । হাঁড়ী হাঁড়ী গোবর জল তোয়ের আছে, কারো সঙ্গে ঝগড়া হ'লেই মাথায় ঢালে ।

নদে । আচ্ছা বুঝে নেব',—এ পাড়া থেকে তোমার বাস তুলতে পারি, তবে আমার নাম ; এ ছন্দোর ইনস্পেক্টর আমার খুব ফ্রেণ্ড ।

হরি । আপনি গাড়ীতে গিয়ে বসুন । আমি

প্যাচ ক'রে কথা ক'রে বেটার মনের ভাব বুঝি ।

নদে । বেশ কথা, — বেশ কথা, — চল'হে নিতাই চল' ।

নদেরচাঁদ ও নিতাইয়ের প্রশ্ন ।

মোহি । আপনি গেলেন না যে ?

হরি । দেখ, আমি দূর ছাই ভাল বাসি, তুমি খুব তাতে রপ্ত দেখলুম । তাই প্রাণ তোমায় অনুরক্ত হ'য়েছে ।

মোহি । দেখ, তুমি বেশ রসিক লোক ! তোমার নাম কি ?

হরি । যা হোক, প্রাণে একটু ভরসা পেলুম । তুমি যে আপনি ছেড়ে “তুমি” ধরেছ, তাইতে বুঝি আমার একটু পেয়ার ক'রেচ' । এর পর যখন “তুই” তোকারি ধ'রবে, তখন ত' মাঝ দিয়া কেলা—তোমার সব রোজগার আমি ভোগ ক'রব' ।

মোহি । বলি তোমার মতলবটা কি ? চেহারা খানাত' মন্দ করনি, কথা বার্তার ছটারও ঘটা আছে । কি চাও বল দিকি ?

হরি । তবে শোন । ফাঁক তাল্লায় তোমায় কিছু থোক্ থাক্ পাইয়ে দিতে পারি ।

মোহি । কি রকম ?

হরি । তুমি পুরুষ সাজতে পারবে ?

মোহি । কেন পারবো না ? আমরা থিয়েটার করি, সব সাজতে পারি !

হরি । (স্বগতঃ) এই মাগীকে দিয়ে আমার কাজ ঠিক হবে । কাকা কাকীর দশহাজার টাকার লোভে ছাই প'ড়বে, আর কলুর ছেলেরও ফুলকুমারী বিয়ে করা ঘুরে যাবে । (প্রকাশ্যে) তুমি বাইসিকেল্ চ'ড়তে পার ?

মোহি । হ্যাঁ পারি ! আমি বাবুর বাগানে রোজ চ'ড়ি ।

হরি । বেশ কথা ; তুমি পুরুষ সাজলে বেশ মানাবে । বেড়ে ফুটফুটে ছোকরাটি দেখাবে, বাইসিকেল্ চ'ড়ে পুরুষ সেজে ইউনে গার্ডেনে তোমায় হাওয়া খেতে যেতে হবে । সেইখানে এক ফ্যান্স মেয়েমানুষের সঙ্গে লাভ্ (Love) ক'রে তাকে পড়'তা ক'রবে ।

মোহি । এযে এক নূতন কথা শুন্টি, মেয়ে-মানুষের সঙ্গে মেয়েমানুষ (Love) লাভ্ ক'রবে । তাতে তোমার কি লাভ ?

হরি । আমার কিছু নয় । আমার একজন বড় মানুষ বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গে সেই মেয়ে-টার বিবাহের কথা বার্তা স্থির হয় । এখন সেই মেয়ের বাপ মা, সম্বন্ধ ক্যান্সেল্ (Cancel) ক'রে আর একজনের সঙ্গে বিবাহের ঠিকঠাক্ ক'ছে, শীঘ্রই বে হবে । যো শো ক'রে কোন রকমে এই বিয়ে আমরা স্থগিত ক'রতে চা'চ্চ । মেয়েটা লভ্ লাভ্ (Love, Love) ক'রে অস্থির হ'য়েছে, কিন্তু মনের মত পাচ্ছে না । রোজ ইউনে গার্ডেনে বেড়াতে যায় । তুমি থিয়েটারের এক্ট্রেস, পুরুষ সাজলে কেউ ধ'রতে পারবে না, তোমার সঙ্গে চট্ পিরীত জ'মে যাবে । তারপর আমি যেখানে ব'লে দেব, সেইখানে সঙ্গে করে নিয়ে আসবো ! আমাদেরও উদ্দেশ্য সাধন হবে, অথচ মেয়েটারও আখের খাওয়া হবে না ।

মোহি । এ কাজ যদি করে দিতে পারি, আমায় কি দেবে ?

হরি । সে ভার আমার । কাজ হাসিল কর' তোড়াবন্দী টাকা এনে তোমায় দিয়ে যাব ।

আপাততঃ এই আংটিটা বায়না নাও, যাচিয়ে
নিও, যখনই বেচবে, তখনি পাঁচশো টাকা
পাবে।

মোহি। তা যেন হ'লো। কোন পুলিশ হাঙ্গামে
প'ড়বো না ত'?

হরি। রামচন্দ্র! তুমি মেয়েমানুষ যদিই ধরা
পড়, মেয়েমানুষে মেয়েমানুষে পিরীত, তার
আবার সাজা কি? যদি হাঙ্গামের ভিতর
থাকতে চাইতুম, তা হলে ত' একাজ কোন
ফুটফুটে ছোকরার দ্বারায় করাতে পারতুম।
সে সব তুমি কিছু ভেব'না। আমি তবে
এখন যাই। কাল বিকেলে এক সাড়ে
পাঁচটার সময়, তোমার বাবুর বাইসিকেল
চ'ড়ে ইডেন গার্ডেনে যেও, ঠিক সময়ে
আমার সঙ্গে দেখা হবে।

মোহি। আচ্ছা তবে এস। দেখ' যেন ভুল'না।

হরি। আরে বাপরে! নিজের গুরুপুত্রকে
ভুলবো, তবু তোমায় না। রোজ তোমায়

“কুইন্স্ কেক্” কিনে এনে খাওয়াব'।
তোমায় আর কি শেখাব, তুমি থিয়েটারের
এট্টেনু। এ কাজ যদি ক'রতে পার, দুগদ
পাঁচ হাজার টাকা,—একখানা বাড়ী কিনে
ফেলো।

[হরিহরের প্রস্থান।]

মোহি। লোকটা মতলবে এসেছে! মতলব
আর কি, সেই মেয়েটার উপর পড়'তা।
তার বাপ-মা, আর একজনের সঙ্গে বে
দিয়ে, সেই বিয়ে কাঁচিয়ে দিতে চায়।
আমার আর কি,—পুরুষ সঙ্গে বাইসিকেল
চ'ড়ে ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খেতে যাব,
তাতে আর দোষ কি? ছোটো পিরীতের
কথা,—তা থিয়েটার করি, আর পারবো না।
কিছু আসে আশুক না। আংটিটা বাচাতে
হবে। হীরে থানা মন্দ নয়।

[প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য ।



রাস্তা।

(Fortune-teller and his wife)

(ফরচুন-টেলার ও তাহার স্ত্রী) ।

উভয়ের গীত ।

পুরু। মালুম হায় অসুমান জমীন্কা খবর।

স্ত্রী। যো ছয়া, যো ছোয়া, সব নজর উপর।

পুরু। অরজ চন্দ্রমা সে, তারা যুমে,

সব খাড়া সামনে;

স্ত্রী। জমীন্কা পেটো যো চিজ্ হায়,

সমন্দর যো চিজ্ ছেপায়।

উভয়ে। সব কো পাস্তা বাতায়,

আকল মান্দীমে হ'নো জবর।

পুরু। এ হাগ্‌মে বেহেতর।

স্ত্রী। এ হাম্‌মে বেহেতর।

[উভয়ে]

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

ইডেন গার্ডেন ।

(ইংরাজ মহিলাগণের প্রবেশ) ।

গীত ।

হুজ থাওয়ার রোর,
whose thunder roar,
ফ্রম শোর টু শোর,
From shore to shore,
নেমস্ হার্ড এণ্ড কোয়েলড্ !
Nations heard and quailed !
গেনষ্ট্ হুজ মাইট,
'gainst Whose might,
বোথ ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট,
Both black and white
হু ডেয়ারড্ টু ফাইট হাভ ওয়েলড্ !!
Who dar'd to fight have wailed !!
দি লায়নস্ ওয়েক, বোয়ারস কোয়েক্
The lion's wake. Boer's quake.
ফ্রম প্রিটোরস্ টাওয়ার
From Pretor's tower,
লুক ওয়েষ্টওয়ার্ড বোয়ার,
Look westward Boer,
বি ওয়ার, বি ওয়ার—
Beware, Beware—
সেন্ট হেলেনা দেয়ার,
St. Helena there,
উইথ এভ'রি গেল, শল্ টেল এ টেল,
with every gale, Shall tell a tale.
দি মাইটিয়েস্ট ম্যান গেনষ্ট্ ব্রেট হাভ ফেইলড্ !!
The mightiest man' gaist Bret-had failed,

রুল ব্রিটেনিয়া ওয়েভ এণ্ড ল্যান্ড,
Rule Britannia wave and land.
লিড্ অন দাই ইনভিন্সিবল্ বান্ড,
Lead on thy invincible band,
সন্স অফ্ থাউজান্ড হিরোজ বোলড্,
Sons of thousand heroes bold.
হুজ ডিড্ স্ আর নোন্ টু ইয়াং এণ্ড ওলড্,
whose deeds are Known to young and old !
দেয়ার মিটিয়র্ কুয়াক্ দি ব্রেভেষ্ট্ পেলড্ !!
Their met'or flag the bravest Paled !!

(প্রস্থান ।

(কলকুমারী ও পুরুষ বেশী
মোহিনীর প্রবেশ) ।

কল । তা ভাই, বলতে কি,—তোমার মতনটাই
আমি চাই। বল দেখি, মনের মতন না পেলে
কি মন মেলে? ফ্রি লভ্ (Free love)
কি কথার কথা? আমি যেমন ফুটফুটেটী,
সোনামুখীটি, তেমনি টুকটুকে নাগরী না
হ'লে, এমন ফ্যান্সি (Fancy) প্রাণ, ভানিয়ে
দিই না জলে? আমার বাপ মা টাকার
লোভে এক কলুর ছেলের সঙ্গে বেদিতে
চাচ্ছেন। বল দেখি ভাই, টাকায় কি হয়?
প্রাণে প্রাণে প'ড়লে বাধা, প্রাণে প্রেমের
তুকান বয়। কলুর ছেলে বলবে মাইডিয়ায়!
আমার প্রবার অনুপার কি অনুপার।

মোহি । তুমি যেমনটা চাও, আমি তেমনিটা
হব । তোমার পায়ে প্রাণটা রেখে, প্রাণে
মিশিয়ে বব' । ফ্রি-লাভ্-বত চাও, তত' দেব' ;
কিন্তু ভাই তোমার মাথার উপর বাপ্ মা
রয়েছে, তারা আর এক জনের সঙ্গে সম্বন্ধ
ঠিক ক'রেছে, তোমায় ভালবেসে কেঁদে মারা
হব কি শেষে ? - কেন মিছে আশা দিয়ে
তুল্ছ আকাশে ? কি বলব' ভাই, টান্দের
সঙ্গে কি তারা মেশে ?

ফুল । ডাম বাপ্ মা !—আমি তোমার চাই,—
তুমি আমার হবেনা ভাই ? তুমি ও মজ,
আমি ও মজ্বে, না হয় মাঝ দরিয়ায়
ভালবো ? মনের মতন লাভার (Lover)
পেনে কারও মুখ কি চাইব ? তুমি
আমার, আমি তোমার,—বল দেখি সে
কেমন ? সরু স্ত্রীতায় বাঁধাবিধি কোথায়
আর পাব তেমন !

মোহি । তুমি তোমার বাপ মা ছাড়বে ?

ফুল । তুমি আমার সঙ্গে রাখবে ?

মোহি । তুমি আমার হও তবে ত !

ফুল । আমি তোমারি, তুমি আমার ত ?

মোহি । কোথায় যাবে ?

ফুল । হু' চোপের সামনে যে পথ পাবে ।

মোহি । তার পর তোমার বাপ মা যদি পুলিশ
কেস্ (Police case) করে ?

ফুল । উধাও হব' দেশ ছেড়ে, আমাদের কে
ধরে ?

মোহি । তবে প্রাণ খুলে এখন তোমার গায়ে
হাত দিই ? কি বল ভাই ?

ফুল । আমিও ত তাই চাই ।

মোহি । তবে মোহাগ ভরে, এমব্রেস (Em-
brace) ক'রে, সোণার মুখ হাতে ধ'রে

চুপি শাড়ে একটা কিস্ (Kiss) কেমন
ভাট—মন থেকে হব না ত' মিস্ (Miss) ?
ফুল । তুমি আমার সোল্ (Soul) অল ইন
অল (All in all) ! ভাজে চোরো, রাণ
মারে—তোমার হাতের ডল (Doll) !!

উভয়ের গীত ।

মোহি । সাধ করে প্রাণ লুটিয়ে দি'ছি পায় ।

তুলে নে না, আমার সোণা,

অবতনে বিলিয়ে যায় ।

ফুল । চুপি চুপি হু'টো কথা, শোন ডিয়ার থাও মাথা,
প্রাণে প্রাণে হ'ল' গাঁথা, যারে চায় তারে পায় ।

উভয়ে । এ দেশে কে রবে, গঙ্গনা কে সবে,

চল তবে দেশ ছাড়িয়ে যাই,

ঘরে ঘরে ঘরে, চল উচ্চৈঃস্বরে,

ফ্রি-লাভ্-প্রিচ্ করিয়া বেড়াই,

জয় জয় জয়, প্রেমিক প্রেমিকা,

তুলিয়া ধরা, লিখিব তাহার ।

মোহি । তবে কাল আর কখন দেখা হবে ভাই ?

ফুল । আজত' শূন্য প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরে যাই ।

কাল থেকে রাখ্চিনি আপদ বালাই ! যা

কিছু গয়না গাঁটি আছে সব নিয়ে আস্চি ।

কাল রাত্রে মেল টুেনেই তোমার সঙ্গে

স'রছি ।

মোহি । বল' কি ?

ফুল । এখনও সন্দেহ ? হিঃ ! হিঃ !—কাল ঠিক

সাড়ে পাঁচটার সময় এইখানে এস ভাট,

আজ রাত্রে মতন হু'জনে চোক কাণ

বুজে কাটাতে,—তবে যাই ?

মোহি । এস !—আমিও এগিয়েছি, আর পেছ-

বোনা, সে ভয় তুমি ক'র না ।

[ফুলকুমারীর প্রস্থান ।

মোহি । হরিহর বাবুর ঠেঁয়ে যা শুনিছিলুম, ঠিক

তাই দেখলুম, মেয়েটা পিরীত পিরীত ক'রে

ফেপে গেছে । এত বড় মেয়ে আটবুড় ক'রে ঘরে রাখলে শেষে এই হয় । ইংরাজী মেজাজের বাবুরা যে কি বোঝেন, তা ত' বলতে পারি না । যাই হোক এ এক খেলা মন্দ নয়,—আমার কিছু এলেই হ'ল' । আংটিটা অবিনাশ ঘোষের দোকানে যাচিয়ে ছিলুম, তারা আট-শো টাকার এখনি নিতে চায় । হরিহর বাবু লোকটা কে ? টাকার ম'হুষ, তার আর কথা নাই । কাজ তো খুব এগিয়ে এনেছি, বাকী টাকাটা পেলেই একখানা বাড়ী কিনে ফেলি ।

(হরিহরের প্রবেশ ।)

হরি কি গো কত দূর কি হল' ? আমি আজ শুনে এলুম কলুর ছেলের সঙ্গে পরশুদিন ফুলকুমারীর বিয়ে হবে । পূজাপাদ কাকা মহাশয় দশ হাজার টাকা নগদ নিয়ে আর পাঁচশো টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত ক'রে, উকীলের বাড়ী থেকে রীতিমত এক লেখা পড়া ক'রে দিয়েছেন । পরশুদিন সূর্য্য-বশাবতংশ নদের চাঁদের সঙ্গে ফুলকুমারীর বিবাহ দেবেন । তা হ'লেই ত সব দিক কাঁচলো, এখন তুমি কত দূর কি ক'রলে বল ?

মোহি । বল' কি ? পরশুদিন আর এক জনের সঙ্গে ফুলকুমারীর বিবাহ ? এমন কথা আমায় শুনিও না, আমার জেলাসি (jealousy) হয় । আমার সঙ্গে ঠিক ঠাক হয়ে গেছে,—কাল ফুলকুমারীর সঙ্গে আমার বিয়ে । কাল রাত্রে মেল ট্রেনে আমরা ছ' জনে স'রবো,—দেশে দেশে বেড়িয়ে ফ্রি-লাভ (freelove) প্রিচ' (Preach) ক'রব' ।

হরি । বল কি এত দূর এগিয়েছে ?

মোহি । আর ব'ল' কি, আমরা থিয়েটারের একট্রেন, যা মনে করি তাই করি ।

হরি । কি রকম কথা বার্তা হ'ল ? সব খুলে খুলে বল দেখি ? আমার মন বড় চঞ্চল হ'য়েছে, এ বিয়ে না কাঁচাতে পারলে, সমাজে আর মুখ দেখান যাবে না ।

মোহি । তুমি যা ব'লেছিলে ঠিক তাই । মেয়েটার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত আগা গোড়া ফ্রি লাভে পোরা, আমার সঙ্গে খুব লোট সোট হ'য়ে গেছে । কাল বেলা সাড়ে পাঁচটার (৫.০০) সময় যা কিছু গয়না গাঁটা আছে, সব নিয়ে তোমার ফুল-কুমারী এইখানে আসছে, আমিও উপস্থিত থাকছি । দু জনে কাল রাত্রেই এ দেশ থেকে স'রছি । এখন তুমি কি ক'রতে চাও বল ? আমার কাজ আমি ক'রেছি ।

হরি । তুমি ফুলকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে, একখানা সেকেণ্ড-ক্লাস গাড়ী ক'রে বরাবর আমাদের মেসে যেও, আমি সেইখানে উপস্থিত থাকবো । তারপর যা ক'রতে হয়, আমি ক'রবো ।

মোহি । আমি তোমার মেসের ঠিকানা জানিনা সব গুলিয়ে ফেলবো যে ।

হরি । তা বটে, তা দেখ আমি এক কাজ ক'রবো । আমার একজন চেনা লোক, একখানা সেকেণ্ড-ক্লাস গাড়ী নিয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবে; তোমার আমার একখানা কার্ড (card) দিলেই তার সঙ্গে যেও ।

মোহি । আমার বাকী টাকা ?

হরি । টাকার ভাবনা কি ? আমি কি রকম লোক, বায়নার আংটিটায় বুঝতে পার নি ?

মোহি। তা বুঝেছি বৈকি ? নইলে যুফোৎ খাটি ?
কি জান আমরা লোভান্তে জাত । টাকাটা
যতক্ষণ না হাতে আসে, ততক্ষণ প্রাণকে
বোঝাতে পারি নি।

হরি। তবে আজকের মতন যে যার আস্তানায়
যাওয়া যাক চল'না ? ইলেকট্রিক লাইট আর
কচি কচি ঘাস দেখে আপাততঃ আর
লাভ কি ?

মোহি। আমি এখান থেকে বরাবর খিয়েটারে
যাচ্ছি। চল'না, আজ আমাদের প্লে (Play)
দেখে আসবে। আমি ম্যানেজারকে বলে
তোমার একখানা ফ্রি পাস দেওয়াব।

হরি। এতটা উপকার ম্যানেজারের ক'র্বে ?
তোমরা তোমাদের রোজ ছাড় ? কেন
সে ভদ্র সন্তানের লোকসান করাবে। আমি
জানি অনেক সময় ফ্রি পাসের (Free
pass) এর ঠেলায় ম্যানেজারকে কাপড়
চোপড় ছেড়ে পালক হর।

মোহি। তা বড় মিছে বননি, আমরা বেশী,
আমরাই লোকের ঠেঙ্গে ভুগিয়ে নিই। 'ভদ্র-
লোকে' যে আবার ফাঁকী দিয়ে নাচ
দেখতে চায়, তা এই দেখছি,—আবার যারা
'পাশ' নিয়ে দেখেন, তাঁরাই নিন্দে করেন !
সে কথা যাগ। বলি হ্যাঁগা, আমাদের
বাড়ীতে একদিন আসবে না ? নিরিবিলি
ছুট' কথা কইব, তাতেত' আর ক্ষয় যাবে
না।

হরি। আমার বাপ এখনও বেঁচে আছেন !
বিষয় তাঁরই হাতে। আমার বাড়ী ডেকে
নিয়ে গিয়ে কিছু ফারদা পাবে না ত'।

মোহি। আমি টাকার পিত্তলী নই, চোকে
যাকে ভাল লাগে, মিনি পয়সায় তার বাদী

হই। তবে আমারও গোলাম হওয়া চাই।
হরি। বলি ও চেহারায় গোলাম হর, এমন
অভাগাও আছে না কি ?

মোহি। ছ'দিন বাড়ী আসতে পার' ? হও কিনা
দেখি ?

হরি। তোমার পটল চেরা চোখের কতটা
তরাস, একবার বুঝবো। আগে এই
হাজামটা চুকে যাক, একটু নিশ্চিন্দ হই,
তার পর তোমার বাড়ী গিয়ে নিরিবিলি
কথা শুনবো। নাও জুনি তোমার বাই-
সিকেল চড়', আমিও ট্রায়ে চ'ড়ে পাড়ি
দিই। কাল ঠিক সাড়ে পাঁচটা, মনে থাকে
যেন।

মোহি। খুব থাকবে। ভাল কথা, তোমাদের
নদেরচাঁদ বাবুর খবর কি ?

হরি। আমাকেও বাড়ী যেতে বল্‌ত', নদেরচাঁদ
বাবুরও খোঁজ নিচ্চ,—বাবসাটা খুব লাভের
লাভের বটে। নদেরচাঁদ বাবু এখন বিয়ের
হাজামায় মশগুল, সেখানে বড় সুবিধে
হবে না। সে কলুর ছেলে, খুব ভুখোড় !
আর দেরি ক'র্বে না, চল যে যার কাজে
যাট।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(দরজিনীগণের প্রবেশ।)

গীত।

দরজিগিরি কারিগুরি নূতন আমদানি।

পাল ছাড়া পাল ফ্রেগুস এরা ক্যাসানেবল কোম্পানী।

নয়া কাটের নয়া টেল কোটে,

নয়া বাবুর নয়া টেল ওঠে,

সেমিজের জোরে, কোম'র ছদ্দিনে পোরে,—

প'রলে বডি, ফাপে বডি, ছাঁটের এসনি কারুদানি।

[প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য ।

—*—

নদের চাঁদের বাজী ।

নদের চাঁদ, কানাই ও নিতাই ।

কানা । কেমস বাবুজী, এখন মিলিয়ে পেলেন
ত, কানাইলাল সব রকমের দালালি করতে
পারে কি না ! বেয়াদনি মাপ ক'রবেন ।
কলুর ছেলের সঙ্গে বামুনের মেয়ের বিয়ে,
আজ পর্যন্তও কোন্ শালা দিতে পেরেছে ?
লর্ড ক্রাইভের মত, ইন্ডিয়ান চিট্রিতে একটা
নাম থেকে যাবে ।

নিতাই । থাম—থাম, বেশী বাহাদুরী ক'র'না ।
দশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে, পাঁচশো টাকা
করে মাসোহারা বন্দোবস্ত ক'রে, বিশ
বৎসরের খেড়ে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া
বড় বেশী কথা নয় । টাকার লোভে বিয়ে
হ'চ্ছে, এতে কলুর ছেলেই বা কি, আর
হাড়ির ছেলেই বা কি ?

কানা । চেপে যাওনা বাবা,—তোমার কেরামত
বোঝা গেছে । একটা খান্কার বাড়ীতে
বাবুজীকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে, ডাহা—
অপমানটা করিয়ে নিয়ে এলে । আমি
থাকলে সে বেটার খুঁটী ধ'রে গোটা
হুঁচার ঝল দিয়ে তবে ফিরে আসতুম ।

নদে । যা হোক, একাজে কানাই খুব বাহাদুরী
দেখিয়েছে ।—যাওয়া, আর সাকসেস (Suc-
cess) ক'রে আসা । এখন বিয়েটা হ'য়ে
গেলে বাচি । উকীলের বাড়ী দশ হাজার
টাকা নগদ করুকোরে শুণে দিয়ে এসেছি,

পাঁচশো টাকা মাসোহারা বন্দোবস্ত ক'রে,
রীতিমত লেখা পড়া ক'রে নিচ্ছে । ক'ল-
কাতা সহরে খুব একটা সেন্সেশান (Sensa-
tion) প'ড়ে গেছে ।

নিতা । মিঃ পাক্‌ডালীকে বড় সোজা প্রকৃতির
লোক ঠাওরাবেন না । টাকা কড়ি নিয়ে
হজম ক'রে, শেষ না সব কীসিয়ে দেয় ।
মেয়ে শুদ্ধ না লোপাট হ'য়ে যায় ।

নদে । বাবা, আমি কীচা ছেলে নয় । শুধু মিঃ
পাক্‌ডালীর সহি নিয়ে ছাড়িনি, তার মাগকে
শুদ্ধ জড়িয়ে রেখেছি । ব্রিচ অফ কন্-
ট্রাক্টে (Breach of contract) দুজনকেই
ফেলবো ।

কানা । ওহে নিতাই চাঁদ, আমরা ইন্সিওরেন্স
অফিসে কাজ করি, লোকের জীবন মরণ
ব্যাপার আমাদের হাতে । আমরা যে
কাজে হাত দেব, তাতে চুরি জুচুরি হবে
না । তোমার উকীলের বাড়ীর এক্স-
পিরিয়েন্স (Experience) মনে কর,
টাকা কড়ি লেন দেন হ'লেই ভাল জুচুরি
আছে ।

নিতা । আচ্ছা বাবা, ম'র'চনি, শেষ দেখে ভবে
বুঝবো । রাত পোহালেই ত' কাল বিয়ে
আগে চার হাত এক হ'য়ে যাক, তার পর
তোমার কারদানি বোঝা যাবে ।

নদে । বাড়ী টাড়ী ত' এক রকম বেশ সাজান
হ'য়েছে, এখন প্রোসেসনের কি বন্দোবস্ত
করা যায় বল দেখি ? ঠাকুর গুপ্তি কি শীল
গুপ্তির ছেলের বিয়েতে যেরূপ প্রোসেসন
বেরিয়ে ছিল, তার চেয়েও গ্রাণ্ড কর্তে
হবে । সব খবরের কাগজে একটা হৈ চৈ
পড়াত' চাই ।

কানা । দেখুন—কেল্লার ব্যাঙ, রোসন চৌকী,
হাতী, ঘোড়া, পাহাড়, পর্বত, এসব
চো প্রোসেসনের সঙ্গে বেরিয়েছে । আপ-
নার বিয়েতে তা' করা হবে না । দশ হাজার
টারকার বিয়ে, বড় সোজা কথা ত' নয় ।
হাপসি পাড়া, রাজার রাস্তা, মেচো বাজার,
সোনা গাছি—এই সব জায়গা থেকে,
কোঁটিয়ে মেয়েমানুষ যোগাড় করা বাগ্—
নব্বই দশ হাজার হওয়া চাই । আপনি
দশ ঘোড়ার গাড়ী চড়ে বেরোবেন । আপ-
নার গাড়ীর সামনে ঐ দশ হাজার মেয়ে
মানুষ এক এক শাঁক হাতে ক'রে বাজাতে
বাজাতে যাবে । পথচায় কম, অথচ নাম
ডাক খুব হবে । শীল গুপ্তি কি ঠাকুর গুপ্তি,
এসব কখন চোখেও দেখেননি ।

মিতা । দেখুন বাবুজি ! আর একটা কাজ কর্তে
হবে । প্রোসেসনের সঙ্গে সঙ্গে “তাড়ু”
কোম্পানীকে দিয়ে অ্যাসিটিলিন (Acety-
line) গ্যাসের আদ্য প্রদান কর্তে হবে ।
আগা গোড়া অ্যাসিটিলিন গ্যাসের বাধা
রোসনাই করা যাবে ।

নদে । বেশ বেশ ! প্রোসেসনের প্রোগ্রামে
এ এক গ্রাণ্ড নভেলটি হবে । কাল একবার
বিহেটা চুকে গেলে হয় ; তারপর সব
শালাকে বুঝে নেব । বামুনের সঙ্গে এক

পুঁক্তিতে ব'সে থাক' । কোন্ ব্যাটা কলুর
ছেলে ব'লে ঘেন্না করে, একবার দেখি !
(হরিহরের প্রবেশ) আরে কেও হরিহর
বাবু যে ? তবু ভাল ঐ সময়ে তোমার দেখা
পেলুম । এত বড় একটা ব্যাপার হ'ছে,
এ সময়ে, বন্ধু বান্ধবের সাহায্য বিশেষ
দরকার ।

কানা । হরিহর বাবু এ'চেছিলেন, ওঁর অঙ্গুগ্রহ
না হলে এ বিয়ে কিছুতে হবে না, তাই
দমক দিয়ে কিছু পয়সা হাতাবার চেষ্টা
ছিলেন । কেমন গো—এখন বুঝলে ত' ?
কানাইলালের অসাধ্য কিছুই নাই ? সে,
বামুনের ঘরে কলুর ছেলের বিয়ে দেও-
য়ায়—সে না পারে কি ?

মিতা । বাবা, থাক' মেসে প'ড়ে, হিম্মতার
ব্যাপার ত' কিছু জান না । কলুত' তবু
জাত ভাল, পয়সা থাকলে আমি মুচীর
ছেলেকে বামুন ক'রে দিতে পারি ।

হরি । তোমাদের আর কে কোথায় আছে
বাবা, ডেকে নিয়ে এস । এক এক ক'রে
প্রাণ মাতান' বুঝ গুনি । কি ছাঁচে তোমা-
দের ছটীকে ভগবান গড়েছেন, আমার
ব'লতে পার ? খোদার রাজ্যের এক অদ্ভুত
জীব বাবা ! মোসাহেবি করে যে ব্যাটারা
পয়সা রোজগার করে, তাদের আমি কুকুর
বলি ।

মিতা । দেখুন বাবুজি, দেখুন ! আপনার সামনে
আমাদের যাচ্ছে তাই অপমান ক'রছে ।
মোসাহেবি করি ব'লে আমরা কুকুর ?

হরি । মোসাহেবি কর, তাতে আমার হুপ
নেই । বড় লোকের ছেলের সঙ্গে অমন
ছুটো চার্টে থাকে । কিন্তু বাবা, থালি

তুড়ি পরবে আর মন বুগিয়ে কথা কবে,—
এ কি রকম ? মোর গুণ স্পষ্টাপষ্ট বল,
বড় লোকের ছেলে তাতে চটে না । ভগবান
বাহের অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেছেন,
তাদের ঘটে একটু আধটু বুদ্ধিও দিয়েছেন
আমি নেহাৎ বোকা নয় ।

কান্না । তুমি কত বড় হরিহর বাবু, আমি এক
বার বুকে নেব' আমার মোসাহেব বল' ?—
তোমার নামে আমি ডিফামেশন (Defa-
mation) স্যুট (Suit) আনব' ।

হরি । কান্নাই বাবু আমার মাথার দিকি—
তাই কর । আজ কাল ডিফামেশন কেসের
চড়াচড়ি । হোটেল ওয়ালার ডিফামেশন,
এডিটারের ডিফামেশন, এম' ডি, ডাক্তারের
ডিফামেশন, থিয়েটারের ম্যানেজারের ডিফা-
মেশন । এবার একটা মোসাহেবের ডিফা-
মেশন হ'লেই এ কাজের চূড়ান্ত হ'য়ে যায় ;
কোর্ট খানাও সার্পক হয় ।

নদে । যেতে দাও হরিহর বাবু, ও সব কথা
যেতে দাও । এখন বল্চি কি—কালকে
বিরের প্রোসেশন (Procession) টা
তোমায় লিড্ (Lead) ক'রে নিয়ে যেতে
হবে । তোমার মত ক্লেভার (clever)
লোক আমার রাইট হাও (Right hand).

হরি । আমার রাইট হাও কর, লেফট্ হাও
(Left Hand) কর, সব তাতেই রাজী
আছি । কিন্তু এ দিকে যে সাধের বিবাহের
আদ্যশ্রাদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ।

নদে । কি রকম ! কি রকম ?

হরি । মেয়েটা যে পিরীত ক'রে এক নাগর নিয়ে
বাড়ী খেতে স'রেছেন । তার কোন পাত্তা
পাওয়া যাচ্ছে না ।

নদে । হরিহর বাবু কি বল্চ ?

হরি । আর বলব' কি,—সরুপ যা—তাই
বল্ছি । গয়না গাঁটি যা কিছু ছিল, সব গুদ
নিয়ে স'রেছে । কাকা কাকী ছোটো ছুটী
কচ্ছেন, এ খানা ও খানা খবর দিয়ে
বেড়াচ্ছেন । মেয়ে এতকণে নাগর গুদ
পগার পার !

কান্না । বাবুজি, আপনি বুঝছেন না, এসব
পাকড়ানী শালার কারচুণী ! টাকা কড়ি
হজম ক'রে, জাত যাবার ভয়ে মেরেকে
স'রিয়ে দিয়েছে । আর জাকা সেজে ব'লে
বেড়াচ্ছে, মেয়ে পিরীত ক'রে কাকে নিয়ে
ভেগেছে । আমরা আজই পুলিশ কেন্দ্র
ক'রব ।

মিতা । ঠিক, ঠিক ! যাহু ! “বুঝু দেখে—কী
দেখনি ?” আপনি আসুন, আমার হুকুম
মিঃ মল্লিকের কাছে আপনাকে নিয়ে যাই ।
ব্রিচ অফ্ কন্ট্র্যাক্টের নালিস রুজু ক'রব' ।
মাগ ভাতার ছ' শালা লাগীকে মোল
খাইয়ে ছাড়ব' । আমার মাঠার লোক তালী,
এখন টাকা কড়ি কিছু দিতে হচ্ছে না ।
খালি আউট পকেট যা হবে, সেই কটা
টাকা দিতে হবে ।

নদে । তাই ত', তাই ত',—একি সর্বনাশ !
আমার সকল সাধে বাদ পড়লো যে । এর
ভিতর পাকড়ানীর যে বদ'মাইসি আছে,
তার আর সম্ভেদ নাই । আচ্ছা, আমি ও
কলুর ছেলে, বামনাই গিরি ঘুরিয়ে দেব
তবে ছাড়ব' ।

হরি । তা যদি পার' নদেরচাঁদ বাবু বড় ভাল
হয় । পৃথিবী গোলাকার, উত্তর দক্ষিণে
একটু চাপা, কাকা কাকীকে এই টুকু

যদি বুঝিয়ে দিতে পার তা হ'লে তাঁদের ও শিক্কা হয়, সমাজের ও ভাল হয় ।

(মিঃ পাকড়াশী ও মালতীর প্রবেশ)

পাক । সর্বনাশ হ'য়েছে,—সর্বনাশ হ'য়েছে, আমার মাথা কাটা গিয়েছে । নদেরটান বাবু ! কোন্ শালা আমার কুলে কালী দিয়েছে, আমার মেয়েকে নিয়ে স'রেচে ।

মালতী । দেখ্ দেখি মুখ পোড়া !—আমাকে শুদ্ধ মজালি ! উকিলের বাড়ীর লেখা পড়ায় আমার কেন সই দেওয়ালি । তুই জেলে পচ'গে যা, মর'গে যা—আমার কি ? এখন যে তো'র সঙ্গে আমাকেও নিয়ে টান পাড়া-পাড়ি ক'রবে ।

নিতা । মালতী ! তুমি পরম পতিব্রত ! সাক্ষাৎ শেতলা ঠাকুরণ ! তোমায় গড় করি । ভাতার জেলে পচুক গে যাক,—তুমি ফাঁকে থাকলেই হ'ল' । লেখাপড়া শিখলে, নভেল লিখলে, দাম্পত্য প্রেমের পরিণাম বুঝি এই রকম হয় ।

কানা । থাম, থাম, নিতাই ! বাবুজি আপনি ছাড়বেনা ! মিষ্টি (Mystery) সব (clear out) ক্লিয়ার আউট ক'রে নে'ন । কম জম নয় দশ হাজার টাকা নগদ দেওয়া গেছে, চুরি জুজুরি ক'রে ওড়ালে চ'লবে না ত' । সিভিল ক্রিমিনাল ছ'রকম কেস কর্ত্তে হবে ।

নদে । দেখুন মিঃ পাকড়াশী ! যেমন ক'রে হোক যেখান থেকে হোক,—মরে এনে হাজির কর । নইলে আমি হবু খণ্ডর কি হবু শাওড়ী বলে মানবো না । এখুনি শালা শালী ব'লে গাল দিয়ে ফেলবো ।

হরি । কাকী আর চলাচলিতে কাজ নেই

ভাল মানুষের মেয়ের মতন টাকা গুলি বের ক'রে দাও ।

মাল । ও হরিহর, আমি যে ঐ টাকা থেকে এক হাজার টাকা, ছাপাখানার দেনা শোধ ক'রেছি !

পাক । শুনলে হরিহর, শালীর আঁকেল শুনলে ? সেই টাকা থেকে হাজার টাকা খরচ ক'রে বসে আছে ।

মাল । খবরদার মিলে গালাগাল দিসনে ।

পাক । না গালাগাল দেব কেন ? তোমায় রস-মুড়ি খাওয়াব ! তুই শুধু শালী,—শালীর রেটী শালী !!

নিতা । আহা ! যেন গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা, কি মধুর !!

নদে । কোন কথা শুন্তে চাইনে । হর মেয়ে হাজির ক'র ! নয় টাকা ফিরিয়ে দাও নইলে এখনি আমি আদালতে চন্নুম ; সব কেলেকারী খবরের কাগজে বের করাও । তোমার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটী করা ঘুচিয়ে দেব ।

কানা । রূপেরা লেয়াও, রূপেরা লেয়াও । নেইতো ছোড়্‌গা নেহি ।

নিতা । কভি নেই, কভি নেই, পুলিশকেস করেরা ।

হরি । আর এখানে গোলমাল ক'রে কাজ নেই, কেলেকারী যত বাড়াবেন, ততই বাড়বে । ফুলকুমারী যে গমনাগাঁটি শুদ্ধ ভাগবে, এ খবর আমি আগেই পেয়েছিলুম । যে ছোড়ার সঙ্গে ফুলকুমারীর পিরীত হ'য়েছে, তার এক বন্ধু আমাদের মেনে থাকে । সকলে মিলে তাকে গিয়ে চেপে চুপে ধরা যাক চলুন, সব খবর পাওয়া যাবে ।

নদে । বেশ বেশ ! তবে আর দেরী ক'রে
কাজ কি, এখনি চল । তোমাদের মেস
কত দূরে ?

হরি । খুব কাঁছে, দশ পনের মিনিটের মধ্যে
গিয়ে পৌঁছান যাবে ।

মাল । বাবা হরিহর, এই পুলিশ হাজামা থেকে
আমায় এ যাত্রা বাঁচা বাবা । আর আমি
কখন ও বেয়াড়া চাল করব' না, নভেল
লেখা ছাড়ব, জুতোপরা ছাড়বো, ধান সিদ্ধ
ক'রে খাব', তবু ফাউল কারি ছোঁব না ।
রোজ হরিনামের মালা জপবো, আর গঙ্গা
মুক্তিকা খাব' ।

হরি । দেখো কাকী ঠিক তো ?

মাল । ঠিক বাবা, খুব ঠিক !

পাক । বাবা হরিহর ! তোমায় আর কি বলবো,
তোমার কল্যাণে এ হেঁপায় যদি ত'রে

যাই, কোন্ শালা আর ইংরাজী চাল
চালবে । রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত ক'রে, টিকি
রাখবো, গায়ত্রী জপবো । আর আজই
বারুচি বেটাদের গিরে তাজাব ।

কানা । বল কি মিঃ পাক্‌ডালী, ম্যাক্‌বেথ প্রে
হ'তে হ'তে একেবারে জৌপদীর বজ্র হরণ
চট্ এতটা পরিবর্তন ?

নিতা । তা বাবা, ডাঃ বিদ্যাসুন্দরের পালা আরম্ভ
হলো, মিঃ পাক্‌ডালী আর করেন কি ?

নদে । চল চল !—আর দেরী ক'রে কাজ নেই,
আমার মন বড় খারাপ হ'য়েছে ।

হরি । চলুন শুভমু শীঘ্রং । আপনার গাড়ী
তোয়ের আছে ?

নদে । হ্যাঁ ঠিক আছে । আমি বাজারে যাব
ব'লে গাড়ী জুতিয়ে রেখেছি ।

| সকলের প্রস্থান ।

অষ্টম দৃশ্য ।



রাতি ।

বুয়ার কন্ঠ্যদয়ের প্রবেশ ।

গীত ।

দিবোয়ার ক্রট আম নট দি মেট কর মি ।

The Boer brute am not the mate for me.

ডিং ডং বেল বোয়ারন্ নেল মি গিভ দি

স্লিপ এণ্ড ফ্লি ।

Ding dong bell Boer's Knell me give the
slip and flee.

এভ'রি ডে ই থ্রাশ্ মি সাম,

Every day ye thrush me sam,

ফর ড্রিকি গিভ নো কপার ডাম,

For drinkee giv no copper dam,

ডাম ই ডাম ই ডাম ।

Damn ye damn ye dam !

ই ডাটি লুন হ্যাংড্ বি সুন,

Ye dirty loon, hanged be soon,

ফর ই এগেন মি কার্স নট,

For ye again me car's not,

টু লিক মি নেভ ই ডা নট,

To lick me Knave ye Dar's not,

দি ইংলিস কাম দি সেভ আম ফ্রি ।

The English come the slave am free.

[প্রস্থান ।

নবম দৃশ্য ।



মেস—হরিহরের বাসা ।

ছাত্রগণ ।

১ম ছাত্র । ওহে রামলোচন, একজামিনের ত' আর দেরি নাই। বার বার তিন বার ফেল হ'য়েছি, এবার যদি ফেল মারি, তা হ'লে বাবাবেটা আর টাকা পাঠাচ্ছেন না। ফের গ্রামে গিয়ে পুনর্মুখিকোত্তর হ'তে হবে। কলকাতার ফুটি টুটি আর চলবে না।

২য় ছাত্র । তুমি যেমন ষ্টুপিড, মরাল্ কারেক্স একটুও নেই। আগি যখন এন্ট্রেন্স দিই, ভাল প্রিপেয়ার (Prepare) হ'তে পারি নি, বুক ঠুকে কশ্চেন (Question) চুরি করলুম। বই দেখে দেখে অ্যান্সার (Answer) লিখে নিয়ে গিয়ে, কেমন পাস হ'রে গেলুম, কোন শালা ধরতে পারলে? তারপর যখন এল, এ, দিই, সে বারও কশ্চেন চুরি ক'রে পাস হই, এবার বি, এ, (B. A.) দেবার জন্য প্রিপেয়ার হ'ছি। কখনও আমার ভাবতে দেখেছ? যখন রেজাল্ট (Result) বেরুবে, দেখে নিও, রামলোচনের নাম ফাষ্ট ডিভিসনের (First division) লিটে থাকবেই।

৩য় ছাত্র । আমার বাবার বড় সাধ, ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস ক'রে এসে, গ্রামে

একটা মাতঙ্গর হয়ে বসে। মাসে মাসে ষ্টিক টাকা পাঠাচ্ছেন কিন্তু জাই, আজও পর্যন্ত জিওমেট্রির (Geometry) ফাষ্ট প্রপোজিশন (First Proposition) মাথায় ঢুকলো না, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস দেব কি ক'রে? যে কটা দিন কলকাতায় আছি, আগ পুরে মজা ক'রে নিই।

৪র্থ ছাত্র । যে যাই বল বাবা! আমি উকীল হব'ই। জুজুরি বুদ্ধি আমার মাথায় বেশ খেলে। তুমি দেখে নিও বছর তিনেক বাদে, হরিপদ পল্লী এটর্নি-আট-ল, (Attorney-at-law) এক সাইম-লোর্ড খুলে উকীল পাড়ায় শাখলা মাথায় দিয়ে ব'সবে, আর যত নাবালক ছেলেদের মাথা খাবে।

১ম ছাত্র । বাজে কথা ছাড় বাবা, এখন নেশার যোগাড় কর।

২য় ছাত্র । এই যে বাবা, টিপ তোরে, কলকাতা চড়ালেই হয়। তুমি শাঁপীখানা বেড়ে ঝুড়ে নাও।

১ম ছাত্র । ভায়া এতে আচ্ছ নাকি?

৩য় ছাত্র । না বাবা, সুখে থাক আমার ধাতোখরী,

এক কোয়ার্টারে (Quarter)ই তোরপুর।

গাঁজার ধোঁয়ায় বস্মাকাশ জন্মায়।

২য় ছাত্র। ডুয়েল (Duel) ল'ডব' বাবা, গাঁজার
নিশা ক'র' না। সব নেশার রাজা গাঁজা।

১ম ছাত্র। হরিপদ কি বল হে, বৌ করে এক-
টান্ টান্বে নাকি?

৪র্থ ছাত্র। না ব্রাদার! (Brother) আমি
এখন লাষ্ট ক্লাশে (last class) আছি,
সিঁড়ির নেশাট বরদাস্ত ক'রতে পারি নি,
এই দেখ না তাই ঘুঁটে মরাঁচ। একটা বড়
রকমের ডেলা, গালে ফেলে দিয়ে ঢক্ ঢক্
ক'রে খানিকটা জল খেয়ে ফেলবো। তার
পর ভুড়ুক ভুড়ুক ক'রে তামাক টানবো,
প্রাণে সপ্ত সমুদ্রের উচ্ছ্বাস ব'য়ে যাবে।

৩য় ছাত্র। আচ্ছা হরিহরটা আজ কোথায়
গেল? সকাল বেলা থেকে কোথায় ডুব
মেয়েছে।

১ম ছাত্র। তার কথা আর তুল'না বাবা।
গেট্ হিম্ গো টু দি হেল্ (Let him go
to the hell) এত দিন আমাদের সঙ্গে
র'য়েছে, এখনও হম্মারকি দিতে শিখলে
না।

২য় ছাত্র। তুমি জাননা হে, ও ছোকরা তারি
তোয়ের—ডুবে ডুবে জল খায়। সব রকম
নেশা হি করে, মেয়ে মানুষের বাড়ীও যায়।
আমাদের কাছে সাধুত্ব ফলার।

৪র্থ ছাত্র। দেখ, খানিক আগে, আমি যখন
সিঁড়ি দিয়ে উঠে আনছি, স্পষ্ট দেখলুম,
ওই যে লোকটা হরিহরের সঙ্গে থাকে,
রোঁধে টেঁধে দেয়—চুটো চুটুটে ছোকরা
সঙ্গে ক'রে, বরাবর হরিহরের ঘরের দিকে
গেল—আমি অন্ধকারে ভাল বুঝতে পার-

লুম না। তার পর সে লোকটা ঘরে ঢাকি
দিয়ে আবার বেরিয়ে গেল। কি মিস্ট্রী
(Mystery) কিছু বুঝলুম না বাবা।

৩য় ছাত্র। হৌড়া কি ছুঁড়ী সেটা ভাল ক'রে
বোঝেছিলে কি? হরিহর যে ছেলে, ও সব
পারে বাবা!

১র্থ ছাত্র। না, তা পার'ব না। অতটা সাহস
কি হয়? মেসের ভিতর ছুঁড়ী ঢোকাবে
কি করে?

২য় ছাত্র। বেশ কথা বলে। সুড়ঙ্গ কেটে গিরীত
করা যায়, আর মেসের ভিতর ছুঁড়ী
ঢোকান' যায় না। আমার মামা বড় ইয়ার
লোক ছিলেন,—একবার তিনি সিঁড়িল
জেলে যান;—জেলে গিয়েও তাঁর আমো-
দের তম্ভি ছিল না, সেই খানেই কার্তিক
পূজা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। যে ইয়ার হয়,
সে খালির ভিতর হাতী পোরে।

১ম ছাত্র। চলনা বাবা, একবার দরজার ফাঁক
দিয়ে উঁকি মেয়ে দেখে আসি। ছুঁড়ি
কি হৌড়া, স্বরূপ বুঝে আসি, তোমার
কথায় কিছু ধোঁকা গেলুম বাবা।

(হরিহরের প্রবেশ।)

হরি। ওহে রামলোচন, পালাও পালাও! পাশের
বাড়ী গিয়ে আড্ডা নাও। তোমার বাবা
কোলকাতায় এসেছেন, বিডন্ স্কোয়ারে
(Beadon Square) এ আমার সঙ্গে দেখা
হ'লো। তিনি “পাল ফ্রেণ্ডস্”এর দোকান
থেকে কতকগুলো কি জামাটামা কিনে,
বরাবর মেসে আনুছেন—তোমার সঙ্গে
দেখা করবার জন্তে। তোমাদের এই অব-
স্থার দেখলেই তাঁর চকু স্থির হ'য়ে যাবে।

২য় ছাত্র। অ্যা বল কি—বল কি?

গোড়াতেই বাধা । আজ কা'র মুখ দেখে উঠেছিলুম ।

৩য় ছাত্র । আমার বে এখনও আধ কোরাটার পেটে যায় নি, বাবা ! এখন এ বোতল আর খাঁটির গেলাস নিয়ে কোথায় যাই ?

৪র্থ ছাত্র । বাবা, আমার ঘোঁটন এই মোটে শেষ হ'য়ে এসেছে । ডেগানি গালে দেব, এ সময়ে সখি সখাদটা আর না দিলে হ'ত না ।

১ম ছাত্র । প্রাণ প্রায়সী বন্ধে, ক্রম-ক্রমে একি বাগ্‌ড়া বাবা ? নেশাটি জ'মবে । তারপর কাদী চাকরানী বেটা তামাক সেজে নিয়ে আসবে, ছটো মধুর রসালোপ চ'লবে, এমন সময় রামলোচনের গব্যাকান্ত বাবা এসে হাবা বানিয়ে ছাড়লে ।

হরি । আর দেবি ক'র'না হে—আর দেবি ক'র'না ! শিগ'গির পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাশের বাড়ীতে গিয়ে গাড্ডা নাও,—তিনি এসে পড়লেন বলে ।

৪র্থ ছাত্র । কোথাকার ডিমের বাবা পেটা এ সময়ে এল ?—উচ্ছন্ন যাক—উচ্ছন্ন যাক ।

[ছাত্রগণের প্রস্থান ।

হরি । যাহোক খুব পলিসি (Policy) ক'রে, বেটাদের সরান গেছে । কুলধ্বজ ক'র'নি রত্ন বাপের মুখোজ্জল কব্বার জন্তো কলকাতায় লেখা পড়া শিখতে এসেছেন । প্রায় সব মেসেরট এই চুদিশা । যাহোক এইবার কাকা মহাশয়কে ডাকা যাক, দল বল গুরু নীচে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন । (নেপথ্যের দিকে চাতিয়া) নদেরচাঁদ বাবু, নদেরচাঁদ বাবু ! —উপরে উঠে আসুন । কাকা কাকীকে সঙ্গে করে আসুন । এখানে স্বচ্ছন্দে উঠে আসুন ।

(মিঃ পাক্‌ডালী, মালতী, নদেরচাঁদ, কানাই ও নিতাইয়ের প্রবেশ ।)

পাক্‌ । দাও বাবা হরিহর, সন্ধান ক'রে দাও । মুখপুড়ী মেয়েটা কার সঙ্গে গেছে, কোথায় আছে, এই খবরটা দাও, আমি খুঁটি পাক্‌ড়ে বেটিকে টেনে নিয়ে আসি ।

মালি । বাবা হরিহর ! আমি হাজার টাকা খরচ ক'রে ফেলেছি বাবা ! মেয়ে না হাজির ক'রে দিতে পারলে, আগায় পুলিশ হাজাগে প'ড়তে হবে ! ও কলুব ছেলে—সোজায় ছাড়বে না ।

নিতাই । ঠিক ঠিক মা-ঠাক্কণ !—কৌকোর কৌ ঘানিগাছ বুরিয়ে পরসা । বাবুজী গলায় জেল দিয়ে আদার করবে ।

কানী । তাও বুঝতুম যদি তোমার নিজের ঐকটু লাজ্জাত থাকত, তাহ'লে নয় তোমার মেয়ের বদলে, তোমার সঙ্গে বাবুজীর বে দেওয়ান' যেত । এ ক্যাডাত্যারাম্ চেহারা কি ক'রে বাবুজীকে গটাই বল' ?

নদের । এ সব জুচ্চুরির ভেতর আর আমি থাক্‌চিনি । আমার টাকা ফিরিয়ে দাও বাবা, আর বিয়েতে কাজ নেই ।

পাক্‌ । দাখ'দিকি মাগী ! আমার মাথা খেতে সে টাকা থেকে কেন হাজার টাকা খরচ করলি ? এখন তোর কোন্ বাবার কাছ থেকে আন্বি এনে দে । নইলে হু'জনে জেলে যাই চল, সেইখানে আমার কুটা টোষ্ট করে দিস ।

মাল । ও বাবা হরিহর ! মুখপোড়া মিসেস কি বলে শোন । ওরে হতছাড়া ! তুই জেলে যাবি যা ; আমি যাব কেন ?

নিতাই । বটেত' ঠাক্কণ ! তুমি ব'সে ব'সে

মতেনি হোণ, আর টনি জেলে গিয়ে লাল
কঁকড়া জুতুন।

হরি। কাকা ম'শায়, আগনি চিহ্নিত হবেন
না। এই চাঁদ নেন, পাশের ঘরে যান,
আপনার ফুলকুমারীকে পাবেন, তার
নাগরতীর সঙ্গে একত্রে বাসে আছে।

মাল। চল চল আমিও তোমার সঙ্গে যাব
পাক। থাম কাকা মাগী, আর সঙ্গে আসতে
হবেন না। এইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে
থাক, আমি আসছি।

[পাকড়াশীর প্রস্থান।]

হরি। বাবা, এ গোলকপাশের বাপারত' কিছু
দুখতে পাচ্ছি নে। ভাবয়, ভালর টাকাটা
দিব। পোলে হয়, আমার বিষয়ে কাজ
চলুন, আমি

কি? নদে? মিস্ত্রী চলে, কলুট থাকবে
বাড়াবাড়ির দরকার নেই।

মাল। নি। নদেচাঁদ বাবু, যদি এইটুকু বুঝে থাকেন,
আপনারও উন্নতি হবে, সমাজেরও ভাল
হবে।

নিভা। হরিহরবাবু, আর বচন কেউ'না দাদা,
ক্ষান্ত দাও, আমি মোনার বড়ী ভাড়া
খাওয়াব।

(মিঃ পাকড়াশী, ফুলকুমারী ও

মোহিনীর প্রবেশ।)

পাক। হ্যাঁরে বেটা লেখাপড়া শিখিয়ে, তোর
পেছনে দুটো-দুটো টাকা পরচ ক'রে শেয়ে
এই কল হ'ল? যখন বা চেয়েছিলুম,—
তাই কিনে দিয়েছি। তোর পরচ খুগিয়ে
দেউদার হ'য়েছি,—শেষে পিরীত করে ঘর
ছেড়ে এলি?

মালতী। তা এলি—এলি,—এটা গরনাগুলো

রেখে এলিনা কেন? দে বেটা গরনার বাজ
দে। এই গরনা বাঁধা দিয়ে যে হাজার টাকা
আমি খরচ ক'রেছি, তা পু'ষিয়ে দেব।

কানা। ঠাকরণ বড় তোফা বুদ্ধি ক'রেছ। আর
জানো তুমি বোধ হয় গ্লাডস্টোনের (Glad-
stone) বোনু ছিলো।

নিভা। (মোহিনীর প্রতি) তুমি কে বট হে
নতীন ছোকরা? অলিভার গোল্ডস্মিথের
(Oliver Goldsmith) মত সিন্তে কেটে
রাজাবাবু মত পাঞ্জাবী উড়িয়ে গেরস্তর
কুল মজিয়ে বেড়াও।

মোহি। আমি আপনাদের দাসানুদাস।

নিভা। হ্যাঁ! আচ্ছোলা বাঁশ বটে! এখন টে
বার কর বাবা হাঁক ছেড়ে দাঁচি।

নদে। যেন; চেন' চেন' ঠেকছে। কে
তুমি ছোকরা? দেগি দেগি পরচুল পর
ত-৭০ (ফুল ফুলিয়া দিল) ক'কি বাবা,
যে মেয়ে মাছুষ দেগছি।

নিভা। ঝাটলে এ যে মিড সামার নাইট
ড্রিম (Mid summer nights dream
কানা। দুখ যুগু, বল, কমেডি অফ এরর
(Comedy of errors)

পাক। কি বাবা, হরিহর বাপার কি বা
আমিত' অবাক হ'য়ে গেছি।

মাল। হ্যাঁরে কালামুখী! পিরীত পিরীত
একেবারে চোক কাণের মাথা খেয়েছি
নেয়ে মজা জ্ঞান নেই?

নিভা। কি বাবা, দ্বিতীয় বেদব্যাসের জন্ম
না কি? কারখানা বড় জবর।

কানা। আহা এ সময়ে, যদি কোন খিয়ে
ম্যানেজার থাকতো, তা হলে একটা
আইডিয়া (grand idea) পেয়ে

এক থানা পান্টোমাইম (Pantomime) লেখবার সুবিধে হ'ত'।

নদে। হরিহর বাবু আমার মাথা খাও ভাই, এর ব্যাপারটা কি, খুলে বল ? আমি, ত' তাজ্জব ব'নে গেছি।

হরি। আর আপনাদের ধোঁকার রাখব'না, সব খুলে বল্চি, শুনুন। ইংরাজী চাল ধরে কাকা কাকীতে যত দূর উচ্ছন্ন যাবার তা গিয়েছিলেন! তার পর যখন সমাজের মুখে চাট দিয়ে কলুব ছেলের সঙ্গে (আপনি কিছু মনে ক'বেন না) টাকার লোভে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হলেন, আমার প্রাণে বড় চোট লাগলো। বাজার হোক, একটা সম্পর্কতো আছে। মনে মনে পণ করলুম, এ বিয়ে কোন রকমে দাঁটতে দেওয়া হবেনা। ইনি একজন থিয়েটারের এক্ট্রেস (Actress)। নদেরচাঁদ বাবুর সঙ্গে এর বাড়ী একদিন বেড়াতে যাই, সেটী স্ত্রীত্ব আগাপ হয়। টাকা ক'বলে একে রাজী ক'রে পুরুষ সাজিয়ে, ইডেন্ গার্ডেনে হাওয়া গেতে পাঠিয়ে দিই। ফুলকুমারী বাপ মার কাছ থেকে ইণ্ডিপেন্ডেন্স (Independence) পেয়েছে, ফ্রিলাভ্ (Free love) বুঝতে শিখেছে,—বাঁ ক'রে ছুজনের লাভ্ (Love) জন্মে গেল। ও থিয়েটারের এক্ট্রেস এমন পুরুষ সেজেছে, কার বাবার সাধা ধরে! তার পর আমারই পলিসিতে ছুজনকে মেসে এনে, ঘরের ভিতর চাবি দিয়ে রেখে দেওয়া হয়। কাকী ভাব দেখি! যদি সত্যি একটা পুরুষ ফুলকুমারীকে নিয়ে উধাও হ'ত, তাহ'লে সমাজে মুখ দেখাতে কি ক'রে? মেয়ে মানুষ—একটু লোল

কাচি দিলে মাথায় চড়ে। ওদের অতটা স্বাধীনতা দিতে আছে কি? বা হবার হ'য়েছে, বন্ চাল গুলো সব ছেড়ে দাও। বাজারীর ছেলে ডাল জাত খাও, ধুতি চাদর পর, পাঁচটা লোকের যাতে ভাল হয়, সে কাজ কর।

পাক্। বাবা আমার খুব শিক্ষা হ'য়েছে, এই নাক কান ম'লছি, আর ইংরাজী চাল চোলবো না। গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে খাঁটি হিন্দুয়ানী চাল ধরবো। তুমি বাবা তোমার কাকীকে একটু বুঝিয়ে, বন্— যেন বেয়াড়া চাল্ টাল্ গুলো একটু করেন।

মাল। বাবা হরিহর আমার আর কি হবে না বাবা! আমিও রোজ শ্রাশানেশ্বর দর্শন ব'সে ব'সে হরিনামের মা

নদে। তোমরা ত' ঘরাঘরি যে যার বেশ বন্দো-বস্ত ক'রলে। আমার টাকা কড়ি সব চুকিয়ে দাও,—নইলে আমি ছাড়্‌চিনি।

কানা। বটেই তো, কেন ছাড়বো?

নিতা। টাকা না গেলে, মা মেয়ে ছুজনকেই পাক্‌ড়াও ক'রে নিয়ে যাব।

পাক্। আমার বাড়ী এস বাবা, তোমার সব টাকা বুঝিয়ে দিচ্ছি। গিন্নী যে বাজার টাকা খরচ ক'রেছেন, মেয়ের গয়না বাধা দিয়ে তা শোধ ক'রে দেব।

মাল। হাঁগরে ফুলকুমারি, তুই এমন হ'লি বাছা?

ফুল। তা মা কি করি বল? আমারত' বয়েস হ'য়েছে—প্রাণে ত' রস সেঁধিয়েছে। উপ-যুক্ত মেয়েকে, তোমরা যদি না দেখ—

তবে সে তার নিজের পথ না বেছে নেবে কেন ?

নিতা । ক্যাপিটাল (Capital) জবাব হয়েচে !

তোমায় ঠাক্কণ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ; তোমার বাড়ী যে দিন আমরা যাচ্ছি, থিয়েটারের একট্রেসী চাল ধরে আমাদের ত এক রকম গালাগাল দিয়ে বিদেয় করলে । আর গেরস্তর কুল মজাতে তোমার বাবুর বুঝি হুকুম আছে ?

মোহি । উপরি কিছু পেলো,—আনন্দের বাবুও বাছিনি—বাবাও বাছিনি । হরিহরবাবু, আমার বাকী টাকা ?

হরি । কিছু ভেব না । তোমার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আনব । তুমি নিশ্চিন্ত থেক । সকলে চলুন, আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি ? নদেরচাঁদ বাবু ! আপনি আপনার দল বল নিয়ে, কাকার বাড়ীতে আসুন, আপনার টাকাকড়ি বুঝে নেবেন ।

নদে । তাই ত'—তাই ত'—বিয়েটা কেঁচে গেল । কানা । তাই ত'—তাই ত',—উপারটা মাঝে গেল ।

নিতা । তাই ত'—তাই ত'—আঃ বুড় লাভ থাওয়া হ'ল না ।

মোহি । তাই ত' তাই ত'—ফুল-শস্যায় নাচতে যেতে পেলুম না ।

পাক । তাই ত'—তাই ত'—ইংরাজী চাল চেলে কি ভুলট বুঝেছিলুম ।

মাল । তাই ত' তাই ত' নভেল লিখে কি সর্বনাশট করিছিলুম ।

ফুল । তাই ত' তাই ত',—ফ্রি লাভ এত জাল তাকি জানতুম ?

হরি । তাই ত'—তাই ত'—মজা হ'তে হ'তে হ'ল না । মজার খবর উড়তো, সে মজা কেঁচে গেল । তা সে যা হোক, আপনার “মজায়” একটু মজা পেলেন কি ? তা যদি পেয়ে থাকেন, তা হ'লে “মজা” মজা বটে

(মালতী, মোহিনী ও ফুলকুমারীর গীত ।)

তাই ত' কেঁসে গেল মজা হ'ল' যা ।

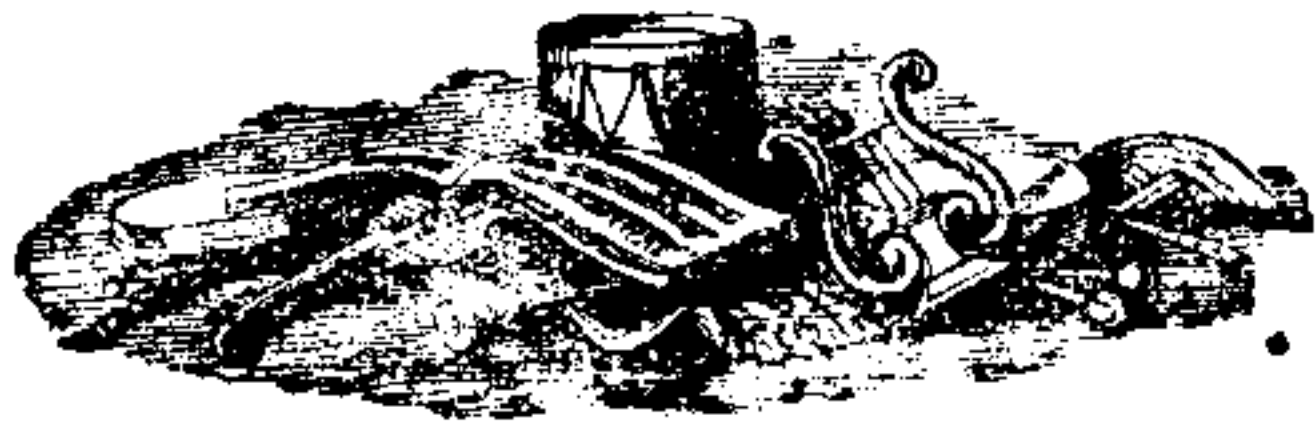
সহে না ললনা ।

নিরবধি বাদী বিধি, দিয়ে কেড়ে নিল নিধি,

দুখ কব' কারে, লোক-লাজ করে মানা ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্, রমণী জনম ভাল' না ।

[সকলের প্রস্থান]



পতি পরিবর্তন।

—❖❖❖—

ছোট দিনের উজ্জ্বল দৃশ্য।

সমবেত সঙ্গীত।

শ্যামল তৃণ রাজি, শ্যামল তরুসাজি

ফলে ফলে ধীরে দোলে।

নয়ন চল চল, তারকা উজ্জ্বল

ফুটিছে গগন শ্যামলে ॥

হৃদয় হিলোলে, দোলে কামিনী দলে,

বিলায়ে ঘোহিনী, যামিনী মোদিনী

ঝিমি ঝিমি রবে চলে ॥

নূতন “মজা” হেরি, আঘোদে রহ ভবি

নূতন বরষে, ভাসি নব রসে

“ছাপি নিউ ইয়ার” গাই সকলে ॥

যবনিকা ॥

থিয়েটার ।

(পঞ্চরঙ্গ)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

নগেন ... খুলনা নিবাসী ধনীৰ সন্তান ।
ধরেন ... ঐ ভ্রাতা
গুণেন ... হাইকোর্টের উকীল (নগেনের আত্মীয়) ।
যতীন ... গুণেনের পুত্র ।
নটবর ... থিয়েটারের ম্যানেজার ও নাট্যকার ।
খাঁটিচাঁদ ... সম্পাদক ।
রসময় মুখুৰ্য্যো ... মহাজন ।
ঘটক, অশ্বারোহী বালকগণ, দরওয়ান
ও বেলিফ্বর ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ ।

সুবর্ণলতা ... নগেনের স্ত্রী ।
রসদত্তী ... গুণেনের স্ত্রী ।
পটলসুন্দরী ... জনৈক বৈশ্য ।
ক্ষেত্ৰমণি ... পটলসুন্দরীর মাতা ।
কবিরাজনীগণ, ঘটকী ও এড্‌ভারটাইজিং
লেডীগণ ইত্যাদি ।

প্রস্তাবনা ।

গীত ।

উভয়ে ।—

স্ত্রী ।—

বাবু বাই ধ'রেছে ক'রবে থিয়েটার ।
খুলনা থেকে তাল ঠুকে ভাই উদয় বাঙ্গাল অবতার ॥
দিনে দিনে বাড়ছে কত ঢং,
রঙ্গালয়ে রঙ্গে এসে ক'রবে কত রং,
সং সেজে এ সহরেতে ক'রবে সংয়ের একাকার ॥

পুরুষ ।—

ছিল ছাতুবাবু লাটুবাবু,
তার উপরে বাঙ্গাল বাবু,
বাবু হবেন বেজায় কাবু—গতিক বুঝে কল্‌কেতার ॥

স্ত্রী ।—

কত নন্দী ভূঙ্গী বিষম দিঙ্গী হবে আমদানী
সপার বেশে এসে হেসে দেখিয়ে দেবে ঘানী,
(বাবু) খেতে হবে ষোল আমানী, বিড়ম্বনা বিধাতার ॥

পুরুষ ।—

নটবরের নষ্টামৌতে নাচবে নটনটী,
তিন জনেতে ক'রবে তোমার গিটে মাটি চাটী,
থাকবে নাক' কড়িটী হায়, কিন্তে দড়ী কলসী আর ॥

স্ত্রী ।—

(বাবু) চোদ্দ গুন্টে হাঁপিয়ে যান্ পদ্য লিপ্তে সাধ,
গাইতে গিয়ে গলা ভেঙ্গে ঘটাপ্ত পরমাদ,
“করলে” “ধরলে” শোধ্রালে কই, জানাও তুমি যার একটার ।

(প্রস্থান ।)

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

গুণেন্দ্রের বাটী ।

(গুণেন্দ্র ও রসবতী)

গুণেন্দ্র । ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আদালতের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে । পাঁচ ছ'টা আপীলের কাগজ পত্র সব হাতে র'য়েছে, ঠিক সময়ে না পৌঁছুতে পারে জজ সাহেবের খিঁচুনী খেতে খেতে প্রাণান্ত হবে ।

রসবতী । ওরে আমার প্রাণ !—ওরে আমার খুলনার বাঙ্গাল !—কলকেতায় এসে মস্ত এক জন উকীল হ'য়েছ না ? “মেগের কাছে পেগের বড়াই,” বাড়ীতে ত' কখন একটা মক্কেলের মুখও দেখতে পাই না !—সকাল বিকেল কতক—গুলো বাপে খেদান', মায়ে তাড়ান' দালালের দল এসে জোটে বটে—কেবল মতলব হ'চ্ছে,—কোন্ নাবালক ছেলের মাথা খাবে, কোন্ বিধবার সম্পত্তি বাজে আপ্ত ক'রবে, কাকে হ'শো দিয়ে হাজার লিখিয়ে নেবে, কার মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে, মেয়ে মানুষের বাড়ী গিয়ে ইয়ারকি দেবে—এই ত' তোমার কাজ ! আমায় কিছু দিতে হ'লেই তোমার হাতে আগুন লেগে যায় ।

গুণে । বলি, আমার যা কিছু—সব ত' তোমারই ! একটা বই ছেলে নয়, ছোট খাটো সংসার—অতি অল্প খরচেই চলে ।—রোজগার পাতি ক'রে যা কিছু জমাতে পারবো—তোমার নামেই লিখে প'ড়ে দিয়ে যাব । এখন থেকে এটা সেটা কিনে বাজে খরচ ক'ল্লে—আমি ম'ল্লে থাকে কি ?

রস । সোণার টাঁদ আমার ক'খানা কোম্পানীর কাগজ আমার নামে ক'রে দিয়েছ ? ডাইনে আন্তে বাঁয়ে কুলোর না, এর উপর আবার বাবুর বাবুয়ানা কত । আমি কি কিছু জানিনি মনে ক'রেছ ? আমার মাথা ছুঁয়ে দিবি্য কর দেখি—তোমার বারটান্ নেই,—এদিক ওদিক চুপি সাড়ে হাত বাড়ানো ।

গুণে । কে বলে, কোন্ শীলা বলে ?—কোন্ যেটা বলে ? আমার সামনে এসে বলুক না—লবেজান ক'রে দেব ।

রস । বেশী বাড়াবাড়ি ক'রোনা ! যদি চালাকী ক'রে উড়তে চাও, দুটা গালে হু হুগুণে চারটা থাপ্পড় লাগাব, গাল গলা ফুলে প্লেগ হ'য়ে ঘরে প'ড়ে থাকবে । তুমি ত' খুলনার বাঙ্গাল—আমরা কলকাতার মেয়ে, ছক্কাবাজী আমার সঙ্গে কল্লে হাটের মাঝে হাঁড়ী ভাঙ্গ'ব' । ঘা কর—কর, আমার আপত্তি নেই, এই তাগা জোড়াটা কিনে দাও, বানি লাগবে না,—সোণার দরে পাচ্ছি ।

গুণে । দিন কতক চেপে থাক । একটা ভারী দাঁও লেগেছে,—থোক্ থাক্ কিছু হাতানো যাবে, সেই টাকা থেকে তোমার তাগা কিনে দেব । আর আমি নিজে পছন্দ ক'রে হ্যামিণ্টনের দোকান থেকে একটা হীরের নাকছাবী এনে দেব ।

রস । এখন কি তবে প্রাণ বঁধু আমি ঝুম্ ঝুমি আর কাঁচের পুতুল নিয়ে মন ভোলাব ? খেলে—খেলে, চড় খেলে—আর দেবী নেই ! গাল সাম্লাও, গাল সাম্লাও, তোর বাঙ্গালের নিকুচি ক'রেছে ।

(চপেটাঘাত ।)

শুণে। ওরে বাপরে, কি চড়ের বহর রে! তুমি কি ছেলে বেলা থেকেই গরুর জাব কাটা অভ্যাস ক'রে ছিলে না কি? মেয়ে মানুষের হাত এত কড়া হয় তা ত' জানতুম না! আচ্ছা তুমি যে যখন তখন আমায় খুলনার বাঙ্গাল বলে ঠাট্টা কর,—আমার বাঙ্গাল কোন্ খানটার আছে? তুমি বটে বাঙ্গাল দেশে।—ছেলে বেলা থেকে কল্কেতায় রয়েছি, বি-এল পাশ ক'রে হ'ল কাটের পিড়ার হ'য়েছি। কল্কেতাতেই বিয়ে ক'রেছি,—তার সাক্ষী—প্রলয়কারিণী, ভৈরবীকপিণী তুমি সন্মুখেই বিরাজ ক'চ্ছ। আর কথা বার্তা ঠিক কল্কেতার ডোল হ'য়েছে, একটুও বাঙ্গালে আড় নেই, তবে আমায় বাঙ্গাল বলে গাল দাও কেন?

রস। গোতাকী মাক্ হয়,—অধিনীর অপরাধ হ'য়েছে! তুমি যে জন্ম-বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত ওলটাতে চাও,—সেটা আমি বুঝতে পারিনি! এইবার থেকে তোমায় কাবুলের মেওয়াওলা বলে ডাকবো, আর বাঙ্গাল বলবো না।

শুণে। যথেষ্ট রসিকতা হ'য়েছে, এইবার অনুমতি হ'রতো আদালতে যাই।

রস। তবে কি তাগা জোড়াটা যথার্থই ফিরিয়ে দেব নাকি।

শুণে। তোমার মাথা ছুঁয়ে বলছি—তারী টানা-টানি প'ড়েছে। ছ' মাসের বাড়ী ভাড়া জমে গেছে, চালওয়ালার তিন মাসের টাকা পাওনা হ'য়েছে, সেন কোম্পানীর দোকান থেকে চোগা চাপকান তৈয়েরি ক'রে ছিলুম, তার দাম দিতে পারিনি, চারদিক থেকে তাগাদায় অস্থির ক'রে তুলেছে। এই সময় তুমি একটু

না চেপে গেলে আমি মারা যাই। বেশী নয়, ছোটো মাস ঠাণ্ডা হ'য়ে থাক, মস্ত দাঁও লেগেছে, এবার ফরচুন ফিরিয়ে ফেলছি, সঙ্গে সঙ্গে তোমারও সোণার অঙ্গ সোণায় মুড়ে দেব।

রস। কি রকম দাঁওটা শুনি, যদি ধাপ্পাবাজী হয়, কোন্ শালী আর তোমার ঘরে থাকবে, থিয়েটারে গিয়ে চাকরী করবো। শুন্ছি আজকাল থিয়েটারে মেয়ে মানুষের বড় টানাটানি হ'য়েছে। অনেক গুলো থিয়েটার হ'য়ে বেজাদেবীদের গুমরে পা পড়ে না! আমি গেলে সব বেটা ম্যানেজার লুপে নেবে।

শুণে। এতটা বাঁকা বাঁকী ক'ছো কেন? তোমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী ক'রব,—এখন' এতবড় বুকের পাটা হয়নি! ব্যাপারটা খুলে বলি শোন;—খুলনার যোগীন বাবুকে মনে আছে ত'? আমাদের বাড়ীর খান তিন চার বাড়ীর পরেই সেই লম্বা চওড়া বাড়ী খানা। না খেয়ে না দেয়ে অনেক পরসা রেখে গেছে। বাপ মরবার পরেই, তাঁর দুই ধনুর্ধর ছেলে, কল্কেতার এসে বাসা নিয়েছে। ছেলে দুটো ক্ষেপে উঠেছে—থিয়েটার ক'রবে,—আর নিজেরা সাজবে। থিয়েটার বড় মজার জায়গা—জান ত'? অনেক গুলো মেয়ে মানুষ একত্রে, তাদের সঙ্গে ইয়ারকিও চ'লবে—পরসাও রোজগার হবে। কত ধানে কত চাল তা ত' যাহু জানেন না—থিয়েটার অমনি ক'লেই হ'ল। গ্রাম সম্পর্কে আমায় “কাকা কাকা” বলে। তাদের ছ' ভাইয়ের উপর আমার খুঁই (Influence) (ইন্ফ্লুয়েন্স)। এইবার আমিই সর্ক সর্কা কর্তা হ'য়ে বসবো, সব টাকাকড়ি আমার হাত দিয়েই খরচ হবে।

তুমি দেখনা, কিছু দিনের মধ্যেই চক মেলান' বাড়ী ক'চ্ছি। কিছু না হয়—দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ তোমার নামে কিনে দিচ্ছি, তা ছাড়া গা ভরা গয়না ত আছেই।

রস। তুমিও খুলনার বাঙ্গাল, তারাও খুলনার বাঙ্গাল। কাকের মাংস কাকে খাবে? পার' যদি তোমার বাহাদুরী বটে।

গুণে। যদি না পারি, এই সোনার চশমা ছুঁড়ে ফেলে দেব, কানা হ'য়ে থাকবো, আর এ মুখ তোমায় কখন দেখাব না।

রস। দেখ' মাইডিয়ার! আশা দিয়ে যেন নীরশ ক'রোনা।

গুণে। তা যদি করি, তুমি আমার ত্যজ্য পুত্র, খুড়ি খুড়ি,—ছি ছি,—তুমি আমার ত্যজ্য স্বামী ক'রো।

রস। তবে হাতে হাত দাও, তোমায় সেক-হ্যাণ্ড করি। (তদ্রূপ করণ)

গীত ।

(বঁধু) যে দেয় আমি তারি।

চ'ড়ে কুক সাহেবের গাড়ী,

যাব হামিলটনের বাড়ী,

বেছে বেছে মনের মতন আন্বো জুয়েলারি।

“মুরের” দোকান কাছেই তার,

ফ্যাসি জামার আড়ং দার,

আন্বো তুলে এটা সেটা যে ক'টা পারি।

তুমি আমার আমি তোমার, (বঁধু) কার ধার ধারি?

(জ্যোতিনের প্রবেশ)।

গুণে। ইঁয়ারে জ্যোতে! এখনও স্কুলে যাসনি এগুয়িটা বাজতে যায়!

জ্যোতি। কি বোধ হ'চ্ছে তোমার? একতাড়া বই বগলে নিয়ে কি যাত্রা শুন্তে যাচ্ছি?

রস। শুন্লে—শুন্লে—হতচ্ছাড়া ছেলের কথা শুন্লে!

জ্যোতি। কি রকম কথা কইতে হবে? চরিতাবলী পাঠ ক'রতে হবে? কথাবার্তার আবার রকম আছে নাকি?

গুণে। বেটা যেন আমার পুঁটে হীরোর! যথেষ্ট হ'য়েছে,—বাপধন! এখন স্কুলে যাও।

জ্যোতি। গুটী গুটী সেইবাগে ত' চ'লেচি, আর গোটাচারেক পয়সা চাই, তাই এসেছি।

রস। জলপানী চার পয়সা ত' দিয়েছি, আবার কি?

জ্যোতি। চার পয়সার হিসেব নাও। টিফিনের ছুটির সময় ছ' পয়সার জিবে গজা, আর ছ' পয়সার পান খাই, এই ত' ফুরিয়ে গেল!—

গুণে। তবে আবার কি খাবে? লজনজুসের দোকান গিলবে নাকি?

জ্যোতি। না না, তা না, পানের দোকানে আজকাল এক নতুন জিনিষ উঠেছে, সকলেই খায় আমিও পানের সঙ্গে একটু একটু খাব।

রস। আবার কি খাবি?

জ্যোতি। “কোকেন, কোকেন”—সে বড় মজার জিনিস, তোমরাও একটু একটু খেতে অভ্যেস কর।

গুণে। ওরে বেটা, এ বয়েস থেকে কোকেনখোর হবি কিরে? খবরদার ও সব কথা মুখে আনিসনি, বেতের চোটে গা দাগ্ড়া দাগ্ড়া ক'রে দেবো।

জ্যোতি। কোকেন খেয়ে' ভোর হ'য়ে থাকবো, তোমার বেত রসগোল্লার মত টপ্ টপ্ ক'রে গিলবো।

রস। এই গেলাচ্ছি মুখপোড়া ছেলে

জ্যোতি। কাণ ধ'রোনা কাণ ধ'রোনা, কাণে
পুঁজ হ'য়েছে ।

গুণে। ছুঁছুঁমি করিস্নি, যা স্কুলে বা ।

জ্যোতি। তবে বাবা এই জমী নিলুম, একটা
পা ও নড়্ছিনি ।

গুণে। এই পাঁজা কোলা ক'রে ধ'রে স্কুলে নিয়ে
যাব, দেখি যাস্ কিনা ! তোর ভারী বাড়
হ'য়েছে ।

জ্যোতি। পুলিশ কেন্ ! ক'রবো, পুলিশ কেন্
ক'রবো, অত্যাচার ক'রোনা, অত্যাচার
ক'রোনা ।

রস। আহা ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, লাগবে ।

গুণে। এমন ছেলেকে শানে আছড়ে মেরে
ফেলতে হয়, দেখনা আজ কি করি !

জ্যোতি। পাহারাওলা, পাহারাওলা ! খুন ক'লে,
খুন ক'লে !

রস। কি কর কি কর, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও !

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখ ।

শিক্ষিতা কবিরাজনীগণ ।

গীত ।

নাড়ি টিপে ভাই নিয়েছি নাম ।

গনারের আর ভাবনা নাই, (আহা ওঃ হো) ;
কত বাড়ি ঘুরি ফিরি, দিনে রোতে নাই কামাই ।
তেমন গেশেট পেলে, কোট' খুলে, বড়ি দিই মুখে,
মালিস করি মাস তেল, আঁঠু করি বুকে, (তার),
দিলে থেমের পাঁচন, অম্লি নাচন,
আগটা করে আই চাই । (আবার),

হিন্দুম পাড়ার্গেয়ে পেত্নী মোরা কোমরেতে গোট,
এখন খান পরণে ব্যাগ বুর্গন', রুম সাপান' ঠোট,
পোদাই ক'রে সাইন্-বোর্ড রোগী দেখি দুবেলাই ।
যজ্ঞাকাশে জগদীশ হার মেনে গেছে,
হিকে রোগে শিকে তুলে গুপি পাঙ্কিয়েছে,
গতিক বুঝে বিজয় রতন, দিনে রোতে তুলছে হাই ।
যত মোচ মোড়া বদ্বিগুলোর পড়লো মুখে ছাই ।
(ছি ছি পড়লো মুখে ছাই) ।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য ।

নগেনের বাটীর কক্ষ ।

(নগেন ও বরেনের প্রবেশ ।)

বরেন। না দাদা তা হবেনা, আমি মেথনাদ
সাজবো ।

নগেন। তোর যে ভারি আশা দেখতে পাই,
আগে হুমান সেজে সাক্ষেন্ কর, তারপর
“হিরো” সাজতে চাস ।

বরেন। তুমি কি কল্কেতায় এসে মাতব্বর হ'য়ে
প'ড়লে নাকি ? তুমিও বাঙ্গাল, আমিও
বাঙ্গাল, তুমি যদি “হিরো” সাজতে পার, আমি
না পার্কো কেন ?

নগেন। তোর কথাবার্তার এখনও আড় ভাঙেনি,
বাঙ্গালে চলন্ এখনও ঢাকতে পারিস নি !
আমার সঙ্গে তোর তুলনা ?

বরেন। তা বটে ত' ; এইবার থেকে তোমার
“সাহিত্য-পারিষদ” ব'লে ডাকবো, আর বউ
দিদিকে “ব্যাকরণ-কৌমুদী” ব'লবো । আমি
ছোট ভাই, আমার না হয় দুখ চাপা দিলে,
কিন্তু কল্কেতা শুদ্ধ যে “বাঙ্গাল বাঙ্গাল”
ব'লে গাল দেয়, তার কি ক'ছো ?

নগেন। যে শালারা আমার “বান্ধাল” বলে, তাদের চোদ্দ পুরুষ “বান্ধাল”। কলকাতার বান্ধুরা আমার চেয়ে কিসে বড়? এমন জল তরঙ্গ সিন্তে ক’বেটার আছে? এমন ফুঁপিওলা জুল্পী অনেক তপস্তার ফল। তার উপর এই বয়েস থেকে কালাচাঁদের সঙ্গে প্রেম ক’রে, এমন মদনমোহন চেহারা বার করা গেছে। মেয়ে মানুষ রেখেছি, ইয়ার বক্শিদের নিয়ে মুটো মুটো টাকা খরচ কচ্ছি, আমি বান্ধাল কোন্ খান্টায়? কথা বার্তা প্রায় দোরস্ত ক’রে এনেছি। তবে এক একবার জন্মের দোষে, “করলে-ধরলে-মারলে” এক আধটা বেরোয় বটে।

বরেন। ঠিকু জেনে রেখ দাদা, সর্বোঙ্গে গোবর মাখলেও বান্ধালে ছাঁচ কেউ ভুলতে পারবেনা। আমাদের রেজিষ্টারি করা ভোল ডাউন্ ফন্স ক’রে ভোল ফিরিয়ে দেয়া বড় সোজা কথা নয়।

নগেন। দাঁড়া না, দিন কতক চেপে থাকনা, কলকাতার সহরে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়ে দিচ্ছি। গ্র্যাণ্ড পবলিক থিয়েটার।—যত ভাল ভাল এক্স একট্রেশ, যে যেখানে আছে ডবল ডবল মাইনে আগাম দিয়ে, আমার থিয়েটারে নিয়ে আসবো। মটগেজের নিগো-সিগেসন্ চ’লচে,—গুণেন্ কাকা এক ধনী ঠিক ক’রেছেন। একেবারে লাক্ টাকা হাতে নিয়ে বসছি।

বরেন। তা সে যা হয় হবে, এখন “মেঘনাদ বধ” প্লের কি হবে বল? পবলিক থিয়েটারে এষ্ট করবার ঝগে বাড়ীর ভেতর ষ্টেজ ক’রে দুটো একটা গার্ল পার্ট নিয়ে, র্যাপিয়ার হ’য়ে লজ্জা জ্ঞান চাই,—নইলে সে সময়ে ক্ল্যাপ খেতে হবে।

নগেন। “মেঘনাদ বধ” ত’ হবেই। পবলিক থিয়েটার ষ্টার্ট করা ত’ আর মুখের কথা নয়, কিছু দিন সময় লাগবে। সেই ফুরাস্দের ভেতর, আমরা প্রাইভেটে, “মেঘনাদ বধ” “কৃষ্ণকুমারী” এই রকম সব ভাল ভাল ড্রামা (Drama) প্লে ক’রবো। ইম্পিরিয়েন্স থিয়েটারের ম্যানেজার নটবর বাবু, যার নামে থিয়েটার গোর্গিং পবলিকের লাল পড়ে, তিনি সে থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে জয়েন ক’ড়ে রাজী হ’য়েছেন। তাঁরই পরামর্শ মত, পবলিক থিয়েটারের বাড়ী তোয়েরি, একটার-একট্রেস রাখা, বই সিলেক্সন্স সমস্ত হবে। এখন গুণেন্ কাকা টাকাটা চটপট জোগাড় ক’তে পারেনে হয়।

বরেন। দেখ দাদা একটা কথা বলি। গুণেন্ কাকা, কাকাই হ’ন, আর যাই হ’ন, ওকালতী ব্যবসা ক’চ্ছেন। উকীলদের ইষ্টিমন্ট কি জান’ ত’? একটু বুঝে সাজে সেই টাই ক’রো।

নগেন। প্রপার্টী মটগেজ ক’রে টাকা নোব, তার আর বোঝা বুঝি কি? আর যে টাকাটা ধার ক’রবো,—নটবর বাবু ব’লেছেন,—এক বছরের মধ্যে সমস্ত টাকা মায় স্কুদ থিয়েটারের প্রফিট থেকে শোধ ক’রে দেবেন। নটবর বাবু ভারী পপুলার,—সমস্ত কাগজ ওয়ালটার বাধ্য। আমি পবলিক থিয়েটার খুলেই,—সব এডিটার তাদের কাগজে লম্বা লম্বা আর্টিকেল লিখবে, চারিদিকে নাম বেজে যাবে, কাতারে কাতারে লোক জমা হবে, ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা আসতে শুরু হবে,—রাজা, মহারাজা, এমন কি লেফটেন্যান্ট-গভর্নর অবধি আমার সঙ্গে সেকুহ্যাণ্ড করবেন, তখন কোন্ শালা বান্ধাল বলে বুঝেনোব। এই

খিয়েটার ।

বাঙ্গালার কাছে থেকে একখানা ফ্রি পাশ
নেবার জন্তে, অনেক বড় বড় লোক উমেদারি
ক'রবে। বাবা এমন কল্কেতা ছেড়ে, বাঙ্গাল
দেশে প'ড়ে, কেবল কি ভৈরবনদের শোভা
দেখবার জন্তে জন্ম গ্রহণ ক'রেছি ?

বরেন। তা বটে ; তবে দাদা আমি শুনিচি
কল্কেতার জল হাওয়া, কল্কেতার লোক
ভিন্ন, আর কারুর নয়না। গোয়ালন্দর দিক
থেকে, ক্রোর পতির আমদানি হলেও,
কল্কেতার জল হাওয়ার গুণে, অতি অল্প
দিনের মধ্যেই, তাঁকে পয়লা নম্বর চৌরঙ্গিতে
বাস ক'ত্তে হয়।

নগেন। চুপ্ কর, চুপ্ কর, নটবর বাবু আসছেন,
সঙ্গে আর একটি কে লোক আসছে, বোধ হয়
কোন এডিটার টেডিটার হবে।

(নটবর ও খাঁটিচাঁদের প্রবেশ ।)

আসতে আজ্ঞা হয়,—আসতে আজ্ঞা হয়—
নটবর বাবু ! এই আপনার নাম হচ্ছিল !

নটবর। বিশেষ অনুগ্রহ দেখছি, ক্রমে আমায়
হরিনামের মালা ক'রবেন বোধ হয়, রাতদিন
ব'সে ব'সে জপবেন, ইনি আমার একজন
ফ্রেণ্ড, আপনার সঙ্গে আলাপ ক'ত্তে এসেছেন।
এঁর নাম খাঁটিচাঁদ পাকড়াশী, “মুরুছোম”
কাগজের এডিটার, সহরে ভাঙ্গী নাম ডাক,
এর কলমের জোরে, “লড' কর্জন” পর্য্যন্ত
ধরহরি কম্পবান্। ইনি মনে ক'লে “রায়
বাহাদুর” ক'রে দিতে পারেন, অনারারি
ম্যাজিস্ট্রেট ক'রে দিতে পারেন, কাউন্সিলের
মেম্বর ক'রে দিতে পারেন। আমাদের ছোট
লাট উডবরন সাহেব এঁর পার্শ্বে ফ্রেণ্ড।

বরেন। বটে—বটে—তা “মুরুছোম” যে বাঙ্গা
কাগজ শুনেচি। বাঙ্গালী আর্টিকেল “ল
কর্জন” পড়েন কি ক'রে ?

খাঁটিচাঁদ। গভর্ণমেন্টের মাইনে করা গণ্ডা গণ্ডা
ট্রান্সলেটার আছে। প্রতি সোমবার আমায়
কাগজ বেরায়। আমার আর্টিকেল ট্রান্সলে
ক'রে “লেপ্টেনেন্ট গভর্ণর,” আর “গভর্ণ
জেনারাল”কে এক এক কপি পাঠাবার জরুর
হ'টো লোক, স্পেশাল মাইনে করা আছে।
এই যে এত বড় “বুয়ার ওয়ার” হ'লো,—
আমার আর্টিকেলের জোরে, তা' জানেন
এই যে “চারনায়” কন্টিনেন্টাল ওয়ার হবার
যোগাড় হ'য়েছে,—তার রুট কে জানেন
অধীন খাঁটিচাঁদ পাকড়াশী। ছোটলাট উড
বরন সাহেব আমার পার্শ্বে ফ্রেণ্ড। কোন
পলিটিকেল কন্সেপ্ট আমার সঙ্গে পরামর্শ না
ক'রে ডিসাইড করেন না। আমি মনে
ক'লে জেমস সাহেবের চাকরী খেয়ে দিতে
পারি, পিয়ারসন সাহেবকে বদলী ক'রে
দিতে পারি, চিফ্ জাস্টিসকে পর্য্যন্ত ডিগ্রেড
করাতে পারি।

বরেন। দোহাই মহাশয় ! আমার একটি উপ-
কার করুন—আমার শিংওলা গরুটি হারিয়াছে
রুপা ক'রে যদি খুঁজে দেন। আপনি যেকোন
ক্ষমতাবান্ পুরুষ দেখছি,—আপনার আশা
কিছুই নেই।

খাঁটিচাঁদ। আঁ—ঠাট্টা—ঠাট্টা। নটবর বাবু !
এমন জায়গায় আমায় নিয়ে এলেন, যেখানে
আমার মেরিট এপ্রিসিয়েট হয় না। আমি
এখনি আমার হোসেন সাহেবের কাছে চল্লম,
ডিফামেশানের চার্জে তোমার নামে ওয়ারেন্ট

বার ক'রবো। জান' আমার এক চিঠিতে খুলনার মাজিষ্ট্রেট "হিতবাদীর" নামে ওয়ারেন্ট যিও ক'রেছে,—চ্যামড়া ছোঁড়া কোথাকার।

নটবর। আরে ছি ছি! খাঁটিচাঁদ বাবু, তুমি ফেপ্লে নাকি? কার কথায় রাগ ক'চ্ছে! নগেন্ বাবু আপনি বেশ ক'রে একবার আপনার ভাষাকে ধমকে দিনত'। মানীর মান বোঝেনা, ফস্ ক'রে একটা কথা বলে ফেলে,—কন্সিকোয়েন্স বড় খারাপ দাঁড়িয়ে যায়।

নগেন্। (বরেনের প্রতি) তুই ঠাউরেছিস্ কি? একি তোরা বাঙ্গাল দেশ পেলি নাকি? ফের যদি বাজে কথা কইবি, মুখ গুঁজড়ে ধ'রবো। বরেন্। মাপ্ ক'রবেন্ খাঁটিচাঁদ বাবু! আমি কোন মন্দ ভাবে বলিনি, আপনার কথাবার্তা শুনে, আমি আপনাকে "উইল্কিন্সনের" সালসা মনে করেছিলুম,—যে বুঝিবা গরু হারালে গরুও পাওয়া যায়।

নটবর। যাক্ যাক্ বাজে কথা যাক্, এখন আপনার টাকার জোগাড় কতদূর হ'লো বলুন! সিজনের মুখে পবলিক থিয়েটার ওপোন্ ক'ত্তে হবে। আপনি দেখে নেবেন, এক একখানা (drama) ড্রামা ছাড়'বো, আর থু আউট ইণ্ডিয়ায় একটা সেন্সেশন্ প'ড়ে যাবে। আপনি দেনা করুন বুক বেঁধে দেনা করুন, কোন ভয় নেই। হ'খানা ড্রামা (drama) খোলা হলিই, আপনার মূলধন পূর্যুস্ত তুলে দোব।

খাঁটিচাঁদ। আর আমি এক একটা আর্টিকেলের চোটে, প্রত্যেক পারফরমেন্সের নাইটে, পাঁচ দশটা রাজার পেটুনেজ্ বাগিয়ে দেব।

বরেন্। আর রোজ আমি আদালত ঘর করবার জন্তে এই বেলা থেকে দুখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী এন্গেজ ক'রে রেখে দিই।

খাঁটি। তা ওসব কাজ ক'ত্তে গেলে মামলা মোকদমা আছেইত'—তার আর হ'য়েছে কি। হাইকোর্টের জজ বল, ছোট আদালতের জজ বল, সকলেই আমার যুটোর ভেতর। সেল্ সাহেবকে আমিই জজ করিয়ে দিয়েছিলুম,—অরমন্ সাহেবকে আমিই ছোট আদালতের চিফ্ জজ ক'রে দিই। মোকদমা হাইকোর্টেই হোক আর ছোট আদালতেই হোক, জিত হবেই।

নগেন্। আর এক হপ্তার মধ্যেই টাকাটা যোগাড় হ'য়ে যাবে। শুনেন্ কাকা আজ ধনীর বাড়ী গিয়ে ফাইনেল্ ক'রে আসবেন। টাকাটা হাতে এলিই, পবলিক থিয়েটারের কাজ শুরু করা যাগ্। যত ভাল এক্টার এক্ট্রেস্ যে যেখানে আছে, আপনি এন্গেজ ক'রে ফেলুন,—যে যা য্যাড্ ভান্স্ চায় দিন্; যে ক'টা পবলিক থিয়েটার আছে, তাদের "হিরোইন্" ক'টাকে স্টাচ্ ক'রে নিন্ সব বেটা ম্যানেজার লাগাম হীন মিউল্ হ'য়ে থাকবে। আই ইন্ দি মিল্ টাইম্, আমাদের বাড়ীতে প্রাইভেট্ ষ্টেজ খাটিয়ে, আপ্না আপ্নির ভেতর "মেঘনাদ বধ" পারফরমেন্স দেওয়া যাক্।

নটবর। বেশ কথা বেশ কথা। খাঁটিচাঁদ বাবুও আছেন, চলুন সকলে মিলে "মেঘনাদ বধের" পার্ট সিলেক্ট্ করা যাক্। আপনাকেই "মেঘনাদের" পার্ট নিতে হবে!

খাঁটি। তার আর কথা আছে—বীরের মতন চেহারা। যেন "বুয়ার জেনারেল্ ক্রোজি" সেন্ট্ হেলেনা থেকে পালিয়ে এসে হেথায় ছদ্মবেশে বিরাজ ক'ছেন।

বরেন্ । তা'হবেনা, তা'হবেনা—আমি মেঘ-
নাদ সাজুবো ।

নগেন্ । চুপকর—চুপকর—মানেজার বাবু
যাকে বেঁ পাট দেবেন, তাই ক'ত্তে হবে ।
আমুন নটবর বাবু ! বৈঠকখানায় ব'সে
পাট নিলেজ্জ্ করা যাক্গে ।

খাঁটী । চলুন (পকেট হইতে শিশি বাহির
করিয়া) কিছু মনে করিবেন না,—আমার
একটু উইকেনেন্স আছে । (মদ্যপান ।)

বরেন্ । (স্বগতঃ) ওবে শালা তোমার আগা
গোড়া ভগ্নমী । (প্রকাশ্যে,) কিছু মনে
ক'রবেন না খাঁটীসাদ বাবু, আমারও একটু
উইকেনেন্স আছে ।

(মাথায় চড় মারিয়া প্রস্থান ।)

খাঁটী । ডাম্,—রাস্কেল—ষ্টুপিড্ । নগেন্
বাবু যদি আমার হেল্, চান্,—ওছোঁড়াকে
এখনি আমার কাছে ধ'বে এনে দিন,—
আমি বোতল পেটা ক'রে তবে ছাড়বো ।

নটবর । ছোকরা বদমাইন্ ত' ।

নগেন্ । আমুন !—আমুন !—আমি কাল
ওকে বৈঠকখানায় নিয়ে আসছি ।

সকলের প্রস্থান ।]

চতুর্থ দৃশ্য ।

রাস্তা ।

(ঘটক ও ঘটকী ।)

উভয়ের গীত ।

গুটি গুটি—চল্ দেশে যাই, প'ড়লো ভাতে ছাই ।

“ফিরি লাভ” বুঝতে শিখে, আমাদের আর গতি নাই ।

ক'নে এখন বরটি বাছে,

চুপি সাড়ে—কোটসিপ্ করে—ডাইভোর্সের ধুম ত' তাই ।

ঘটক ঘটকী গো টু হেল,

বাপ্ মা এখন ওল্ড্ রাস্কেল,

বল'বো কি হার, আণ পুড়ে যায়, (গেল) ; অতাবেতে
বজাব তাই ॥

(সকলের প্রস্থান ।)

পঞ্চম দৃশ্য ।

অন্তঃপুর ।

(সুবর্ণলতা ও রসবতী ।)

রস । হাঁ বউ ! তুমি কেপুস না কি ? এ কি
কাণ্ড ক'চ্ছে ?

সুবর্ণ । কেপুসাম্ আর কোন্ খান্ডার ঠাকু-
রাণ ? কাণ্ডত, কিছুই করি নাই, আমার
কোষ্ঠা থিয়েটারের লট্ হ'য়ে, লাচ'বার
লগে বেচে উঠেছে,—আমিও লটী না হব
ক্যান্ ? বাহার ক'রে কাপ'র পর'চি, মাথার
উপর বর বর গোলাপ ফুল গুঁজ্চি—
চিকণ চিকুর গন্ধ দ্রব্য মাথারে আরও
চক্ চকাইচি—বুকে পিঠে তীর ধনুক
বাঁধছি—তাল ঠুকে বীরঙ্গনা প্রমীলা
সুন্দরী হইচি ।—লাগ'র আমার মোঘনাদ
হইয়া রামচন্দ্রের সহিত সমর কর'বার
লেগে প্রস্তুত হইচে,—আমিও সাথে
সাথে বাবার লেগে ব'সে আছি ।

রস । স্মোরানী যাই করুকগে,—তারা পুরুষ
মানুষ,—তাদের সব সাজে, আমরা কুলের
কুলবধু,—চল্ স্থিয়া আমাদের যুধ মেখেতে
পায় না,—আমরা বীরঙ্গনা সেজে পিঠে তীর
ধনুক বেঁধে, নটী হ'য়ে বেকলে,—লোকে

সুবর্ণ । কোন্ হালীর কত্কা হালী, আগাগোর
এক ঘরে ক'রে—ঠাকুরগ ! তুমি চিন্তা
করছো কান্নি ? আমি লাচুণো—গান
ক'রবো, লটী হবো, কোন বাই বাতীর
বাইতো' মোদের ছমুঠা খাতে দিবে না ?
আমি আপনকার ঘরে ব'সে ছহাতে
টাছা ছরাতে ছরাতে যা খুসি তাই
করু। লাচ শিখলাম, গান শিখলাম, মোঘ-
নাদ বধ আবৃত্তি করলাম—কোষ্ঠার সঙ্গে
সঙ্গে লাচুণার লেগে, একঘরে করণিই
হ'লো ;—বাশ পিটা—বাশ পিটা ।—আমা-
গোর বাঙ্গাল দোশে জন,—দাঙ্গা হাঙ্গামায়
খুব মজবুত ।

রস । বুঝেছ বউ !—এ কল্কেতার সহর—
এ তোমার বাঙ্গাল দেশ নয়,—মুড়ি মিছ-
রির একদর।—এখানে বাঁশ পিটা টিটা
চলবে না,—এখানকার আইন কাড়ন বড়
কড়া—একটা গালাগাল দিলে পুলিশ
কেশ্বর ।

সুবর্ণ । তার আর হইচে কি ! সুবর্ণলতা কাকুর
এক চালায় বাস করে না ।—আমি কারেও
ডরাইনা ! জান ঠাকুরগ !—আমি এহন্
বীরাজনা হইচি—

দানব নন্দিনী আমি রক্ষঃ কুলবধু !—

রাবণ শত্রুর মম মোঘনাদ স্বামী—

আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাখবে ?

রস । এ চাই কল্কেতার সহরে এসে, তোমার
থিয়েটারের বাই হ'লো কেন বউ ? তোমায়
সামলান বড় দায় হ'লো দেখছি !

সুবর্ণ । মোর সামাল, মুই নিজেই দিমু ঠাক-
ুরগ !—কাকুরই সাহায্য চাইনা ।—শোনবা,
বীরাজনার গান শোনবা ? এহেবারে চক্-
মকিয়ে যাবা ! চ'ফের পলক পড়বানা—

শোন' ঠাকুরগ শোন'—চোক কাণ বুজে
শোন' ।

গীত ।

“বীর সাজে আজি সাজি রক্ষঃ কুলকামিনী ।

শানিত কলকে যেন বলকে নামিনী ॥

বর্ণা আঁটি চল সনে, জয় রক্ষঃবাজ রবে,

গৌরব ঘুবিলে ভবে, দানব-নন্দিনী ॥

চল বীর পদভরে, কাপাইয়া চরাচরে,”

ধরশরে রঘুবরে, নাশিব এখনি ।

(নগেনের প্রবেশ ।)

নগেন । একি কাকী যে ? অমন ক'রে বসে
রয়েছ' যে ?

রসবতী । হ্যাঁ নগেন ! এক'রেছ কি ?
খোটাতে শুকু ফেপিয়ে তুলেছ,—নিজে
থিয়েটার ক'রবে কর,—উচ্ছন্ন যাবে যাও ।
কুলের কুলবধু তার শুকু মাথা খাবার
যে গাড় ক'রেছ !

সুবর্ণ । অমন কথা কইওনা ঠাকুরগ !—
মুই খুন হইমু,—গলায় রসী দিমু—আফিং
খাইমু—মোর কোষ্ঠার দোষ দিওনা,—
মুই নিজেই ফেপছি—মোরে ফ্যোপাবে
কেটা ? অ-হ-হ !—“আলি বাবার” ! কি
লাচই দ্যাখলাম ।—“হেঁসে হেঁসে কাছে
ব'সে, মোহাগ বাবনে বেঁধেছে সে” ।

নগেন । চুপ্ কর,—চুপ্ কর মাগী !—একে-
বারে ধিঙ্গী হ'য়ে উঠেছে,—কাকীর সাম
নেই লাগিয়ে দিয়েছে ।

সুবর্ণ । পরাগ আমার ! রসময় আমার !—
লগু আমার !—গোসা ক'রতে আছে
কি !—এহন্ মুই - বীরাজনা হইচি,—
তোমার গোসা দেহে, যদি মোর গোসা
আসে যায়,—এই হাতের তীর কস ক'রে

কনকে গিরে, তোমার নাকির মণি চল
যায়,—এহনি রক্তে রক্তাকার হইবো—
বীরঙ্গনারে ঘাটাইও না ।

রস । নগেন্ ! তোমার খিয়েটার সকলের সেরা
হবে দেখছি । —এমন সর্বগুণসম্পন্ন নায়িকা
যখন তোমার ঘরে,—নাচতে পটু, গাইতে
পটু, বলি কাটতে পটু,—তখন তোমার
ভাবনা কি ? চুটিয়ে খিয়েটার কর ! তবে
বীরঙ্গনার হাতে তরঙ্গান্ কি ছুরি টুরি
একটু সম্ভে দিও,—কি জানি, কখন
বীরঙ্গনা কেপে উঠবেন,—যথার্থই বিয়ো-
গান্ত দৃশ্য কাব্য হ'য়ে যাবে ।

নগেন । কাকী ওর অবুধ আমার কাছে আছে ।
ও কত বড় বীরঙ্গনা আমি দেখছি,—তুমি
হেঁমো টেসোনা,—চুপ ক'রে মজা দেখ ।
(সুবর্ণলতার প্রতি)—

“কে তোরা এ নিশাকালে আইলি
মরিতে ?—জাগে এ দুয়ারে হনু,—যাঁর
নাম স্মরি থর থর রক্ত নাথ কাঁপে
সিংহাসনে ।”

সুবর্ণ । কেটারে ?—কেটারে ?—বীরঙ্গনার
কাছে বীর উক্তি করে কেটারে ? “রক্ত
বধু মাগে রণ,—দেহ রণ তারে বীরেন্দ্র !
তোমরা লো বিদ্রাত আকৃতি,—বিদ্রাতের
গতি চল পড়ি অরি মাঝে” (নগেনকে
আক্রমণ ।)

নগেন্ । ওরে বাবারে ! গেছিরে !—খুন
ক'ল্লেরে !—এ কোথাকার ভৈরবী বেটীরে ?

সুবর্ণ । (সুর করিয়া) ওলো কারেকি
ব'লেছি, ছিছি ঘরে ফিরে চল,—

আঁখি বাণে বিমোহনে, মজাইয়ে সধ মনে,

কক সাধ ক'রে ওলো পোকছিন্ন চল

(গুণেন্দ্রের প্রবেশ ।)

গুনেন্ । একি ব্যাপার !—বাড়ীর ভেতর “মৌ
মাষ্টারের” দল, যাত্রা ক'ছে নাকি ?

সুবর্ণ । (জিব্ কাটিয়া) জয়গুরু ! জয়গুরু !—
ঠাহরের সামনে পড়লাম,—ছি ! ছি !!
ছি !!!—

(দৌড়িয়া প্রস্থান ।)

রসবতী । এসেছ !—বেশ ক'রেছ !—খুড়ো
ভাইপোয় সহর মাতিয়ে তুলে আর কি !—
নগেন্ ত' মেঘনাদ সাজ্জে—সুবর্ণলতা
প্রমীলা হ'ছে,—তুমি আমি ফাঁক বাই
কেন ?

গুনেন্ । বেশত, তুমি যদি সাজো,—আমিও
একটা পার্ট নিতে রাজী আছি ।

রস । আচ্ছা লাগে !—তুমি “হনুমান” সাজ,—
আমি “নৃমুণ্ডমালিনীর পার্ট নিই ।

গুনেন্ । তুমিত' ন্যাচারাল্ নৃমুণ্ডমালিনী'
তোমায় আর সাজ্জে হবে কেন ?

রস । দেখ নগেন্ ! তোমার কাকা আমার
সঙ্গে ক'রে তোমাদের বাড়ী এনে, বোয়ের
সঙ্গে আলাপ ক'রে দিয়েছেন ।—বৌ যে
আমার চ'থের উপর এমন ক'রে বিগুড়ে
যাবে,—তা, আমি দেখতে পারবো না !—
আমার কথা শোন,—নিজে যা ক'রবে
কর,—বৌটাকে, শাসনের উপর রাখ,—
ও নটী হব' ব'লে কেপে উঠেছে,—কোন
দিন বাড়ী পেকে বেরিয়ে যাবে,—“জন্য”
সেজে গঙ্গায় গিয়ে ডুববে—তখন কি
ক'রবে ?

গুণে । বলি তোমার এতটা মমতা কেন ?

মার চেয়ে যে দরদী, তারে ব'লে ডান্ ।

তুমি উড়ে এসে জুড়ে ব'সে, এতটা দরদ

রস। দরদ দেখাচ্ছি কেন জান? তোমার মাথাটা চিংড়ি-মাছের কাটলেট ক'রে ভেঙ্গে খাব ব'লে। যত বড় মুখ, তত বড় কথা!—আমি ভাল পরামর্শ দিচ্ছি, তোমার বুক চড় চড়াচ্ছে কেন?

গুণে। তবু দেখছি তোমার তাগা জোড়া চাই না? এই বার থেকে তোমায় কাঁচের চুড়ী পরিয়ে রাখবো।

রস। আর একটু একটু “মৃগনাভি” পেতে দিও, তা হলিই, প্রাণটা গু।

নগেন্। দোহাই কাকী! একটু চুপ্ কর। (গুণেনের প্রতি) এখন টাকার কতদূর কি হ'লো ব'লো? দেবী হ'লে সব দিক মাটি হ'য়ে যাবে। নটর বাবু ব'লেন, সিজিনের মুখে পব্লিক থিয়েটার না খুলতে পাল্লো,—একটা বৎসর লোকসান খেতে হবে।

গুণেন্দ্র। আজ কথা বার্তা সব ঠিক ক'রে এসেছি,—ধনীর উকীলকে সঙ্গে এনেছি,—তিনি তোমার বৈঠকখানায় ব'সে আছেন। এক হপ্তার মধ্যে মর্টগেজ কম্পিট হ'য়ে যাবে। তুমি একটা ইন্সট্রাকশান (Instruction) লিখে, উকীল বাবুর হাতে দাও।

নগেন্। তবে আর কি, কাজ ফতে ক'রে এসেছ,—চল চল আমি এখনি ইন্সট্রাকশান লিখে দিচ্ছি। (রসবতীর প্রতি) জান কাকী যখন পব্লিক থিয়েটার খুলবো, কি রকম সেন্সেশন্ পড়ে, দেখো। আমার উপর আর কোন ব্যাটা থিয়েটারের ম্যানেজারকে টেকা দিতে হবে না! আমি নাচতে জানি—গাইতে জানি—সুর দিতে জানি—পেণ্ট ক'তে জানি,—তার উপর আবার বই লিখতে জানি—আমি একাই একশ'।

রস। দেখ বাছা!—যা ভাল বোঝ কর। শেষ রক্ষা হয়, তবেত' বঝি!

গুণে। শেষ রক্ষে তোমার ঘরে গিয়ে ক'রো! অঃ-মর্ মাগী!

রস। আমার ঘরে কেন? তোমার ব'নের ঘরে গিয়ে শেষ রক্ষে ক'রো! দূরহ'—দূরহ'—হতভাগা মিসেস!

নগেন্। কাকীর আমার কথাগুলি বেশ মিষ্টি। গুণেন্দ্র। আহা যেন জিরেন্ কাঁচের রস চল, চল, উকীলবাবু অনেকক্ষণ ব'সে আছেন।

গুণেন্দ্র ও নগেনের প্রস্থান।]

রস। বাহাল এক অদ্ভুত জানোয়ার বটে,—কল্কেতার সহরে এসে সর্বস্ব বন্ধক দিয়ে,—নাম সম্রম ডুবিয়ে, থিয়েটার করা হচ্ছে! এমন শাসাল মড়া পেয়েছে, দলকে দল শুকুনি এসে ঠোকরাচ্ছে—বেশ ছিলুম,—মিসেসের কথা শুনে, কেন ম'ভে এদের বাড়ী এসে, আলাপ পরিচয় কল্লুম। চ'খে দেখে তায় অতায় ছটো না বলি কি করে? বোটার যা রকম স্কম, দেখছি আর বড় বেশী দিন নয়, ঘরের বার হ'লো ব'লে।

(বরেনের প্রবেশ)

বরেন্। কাকী! কাকী! আমি আজ আফিং খাবো,—গঙ্গায় ঝাঁপ দোব,—না হয় খানিকটা কেরোসিন্ তেল খেয়ে ম'রবো। আমার বড় অপমান হ'য়েছে,—আর আমি এ প্রাণ রাখবো না।

রস। বরেন্ বে! তোমার আবার কি হলো? বরেন্। শোন কাকী! আগা গোড়া ব্যাপারটা শোন। কি অবিচার! আমি পুলিশ্ কেস্ করবো। আমি এক মেয়ে মানুষের বাড়ী

যাই,—তার নাম পটলী সুন্দরী । তাকে
“পটলী” “পটলী” বলি । আমার সেখানে
ভারি খাতির ছিল । “পটলীর” মা, আমার
নিজের ছেলের মতন ভাল বাসতো ।
আমি যখন যেতুম, ঘরে লোক থাকলে
তাদের তাড়িয়ে দিয়েও আমার বসাতো ।
বলতে কি কাকী ! আমার সঙ্গে একটু
ভালগামাও জন্মে গিয়েছিল । আজ ছপুর
বেলা যেমন যাই—গেছি, দেখি পটলীর
বাড়ীর দরজায় এক দরওয়ান । ভাবলুম
একি হ'লো ! ঢুকতে গেলুম,—দরওয়ান
বেটা বাধা দিলে, বললে “হাইকোর্টকো
উকীল গুনে বাবু বিবিকো রাখা হায়,—
দোসরা আদমীকো ঘুগ্নেকা হুকুম নেহি ।”
তার পর কাকী আমি কাঁদতে কাঁদতে চ'লে
এলুম । তুমি থাকতে, কাকা যদি ভাইপোর
মেয়ে মানুষ কেড়ে নেয়, আর তুমি যদি
বিছু না বল, তা হলে এ প্রাণ রেখে
কাজ কি ?

রস । বটে,—বটে, — হতচ্ছাড়া মিসের এতদূর
বাড়ি হ'য়েছে, আবার বলেন বার্তান নেই ।
আজ তারি একদিন কি আমারি একদিন ।
বরেন ! তুমি ভেবনা বাবা ! আমি ঝাঁটার
চোটে,—মিসের খোঁতা মুখ ভোঁতা
ক'রবো ।

বরেন । শোন কাকী, আমি এক মতলব
ক'রেছি, সন্ধ্যার সময় গুণেন কাকা সে
বেটার বাড়ীতে যায়, আজও যাবে ।—আমি
সঙ্গে ক'রে তোমায় সেইখানে নিয়ে যাব ।
হাতে নাতে ধরিয়ে দেব, তারপর তোমার
ধর্ম্মে যা হয় ক'রো ।

তুমি এক খানা গাড়ী ভাড়া ক'রে বরাবর
আমাদের বাড়ীতে যেও, তোমায় সঙ্গে ক'বে
আমি সেই মাগীর ঠিকানে গিয়ে উপস্থিত
হব । গুণ-পুরুষের গুণ কত বেড়েছে
বেশ ক'রে বুঝবো । ঝাঁটা ঝাঁটা, এক
গাছায় হবে না, তাড়া তাড়া চাই, আর
যথার্থই নমুণামালিনী হব ।

বরেন । তবে আর দেবী কোর'না তোমায়
পাকী ত' উঠনে রয়েছে দেখলুম । আমিও
মুখ হাত ধুয়ে কাপড় চোপড় ছেড়ে নিই ।
দোহাই কাকী ! আজ যদি হিড়িম্বা হ'য়ে
কীচক বধ কর্ত্তে পার, তোমার নাম কাগজে
ছাপিয়ে দেব ।

রস । কিছু বলতে হবে না বাবা, কিছু বলতে
হবে না । কীচক বধ ত' সামান্য কথা,
আজ অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত এক ক'রবো ।
বরেন । লেগে যা গুরো,—লেগে যা গুরো !

উভয়ের প্রস্থান ।]

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

রাস্তা ।

অশ্বারোহী বালকগণ ।

গীত ।

টগানগ্ সওয়ার হ'য়ে “চায়না” যাই,

সেখা রণরণে, লড়াই ।

চণ্ড খেকোজীন বেটাদের—ফুলল অমাই

(যাছ) অফিং খাবি খা, চুলোর খিবি যা,

সাপের মাথায়—হায় হায় হায়—দিলি কেন পা,

হুকুম পেয়ে, খাড়া হ'লে, আনরা সকলে,
ভগাটিয়ার সঙ্গে বাই—জড়ত সদলে,
টাইটেল পলা ক'রে এলি, নাজা নোজার ঘটা ভাই ।

সকলের প্রস্থান ।]

সপ্তম দৃশ্য ।

—***—
পটলহুন্দরীর বাতী ।

(নটবর ও ফেল্ডমনি ।)

নটবর । গিনি ! আর আঠারটা পরমা খরচ
কর, আর এক কোয়ার্টার আনাও । এই
তলানী টুকুতে আর কি হবে বল !

ফেল্ড । মিসের এমন মুরদ নেই যে আঠারটা
পরমা খরচ করে । রাঁড়ের বাড়ী আসিস্
কি ক'রতে রে মুখপোড়া ! আমি কি চির-
কালটাই তোকে খাইয়ে পরিয়ে আসবো
নাকি ?

নটবর । গিনি ! তোমার বাড়িবাড়ন্ত হোক ;
মেয়ের গতির অটুট হোক, —তোমার ভাবনা
কি ? দেখ, আমার পরেই তোমার এতটা
বোল্ বোলাও হ'য়েছে, আমার জন্ত কিছু
কিছু খরচ ক'রো । আমরা কবি মাহুব,
নাটক লিখি । ঈশ্বরের অভিনায়ে কবির
চিরদরিদ্র । মাইকেল অত বড় পোয়ট
ছিল, শেষদশায় হাঁসপাতালে গিয়ে ম'লো ।
আর আমার জন্তেই বা তোমার কটা টাকা
খরচ হয় ? খান চারেক পরোটা, ছোটো হাঁসের
আর এক কোয়ার্টার খাঁটি,—মাসে
কুড়ীটে টাকা-পড়ুক । —হেমন আমার সব

ওয়ার্কস্ তোমার নামে লেখা পড়া ক'রে
দিয়েছি, পোক পাক দাঁও মারবে !

ফেল্ড । ওরে বাপরে বইয়ের কাটতি কত !
এই পাঁচ বৎসরের ভেতর সেদিন ঝগড়া
কাঁটি ক'রে বৈষ্ণব বসাকের দোকান থেকে
পাঁচটা টাকা আনিয়াে ছিলুম ! অমন
কবির আমি ঢের দেবেছি !

নটবর । দিন কতক চেপে থাক গিন্নী দিন
কতক চেপে থাক । আমার শাপের চাপী
কপাল খুলে আসছে, তোনায়ও স্বর্ণ বাইয়ের
বাড়ী খানা শীগগির কিনে দিচ্ছি । খুলনার
একবেটা বাঙ্গাল, যিরেটার কর্বো ব'লে
ফেপে উঠেছে, আমি তার ম্যানেজার হব ।
নূতন নাটক লিখতে শুরু ক'রেছি,—নিউ
কমিক অপেরা—“শ্রীকৃষ্ণের আলুর দম
ভঞ্জন ।” এই এক বইয়েতে কলকাতার
সহর তোপপাড় ক'রে ফেলবো । এবার
আমার ওয়ার্কস্ আর বটতগার দোকান
গুলাদের দিচ্চিনি, গুরুদাস চাটুয্যের
দোকানে দেব । গুরুদাস বাবুর দোকানের
নামে এক বছরের মধ্যে বড় লোক হ'রে
যাব ।

ফেল্ড । বারে মিসে বাঃ—বাঃ—কোথাও
কিছু নেই, উনি ভুঁইফোঁড় নবাব হবেন ।

নটবর । নবাব ব'লোনা গিনি ? মুসলমানের
রাজ্য অনেক দিন গেছে ;—বরং লর্ড
রবার্টের ভায়রা ভাই ব'লো,—তাতে রাজী
আছি ।

ফেল্ড । চালাকী নয়, আমার মাফ্ কথা ।
কিছু কিছু ছাড়তে হবে বাবা, মুখের কথা
চিড়ে ভিজ্ছে না । তুমি যে তীর্থ ক'রতে
এনে পাণ্ডার মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ সেরে
বাবে—তা হবে না ।

নটবর । ভুবনেশ্বর ! অধীন ভক্তের উপর আজ এত নারাজ কেন ? বনি, কুড়ীটে টাকার উপকারও কি আমার দ্বারা পাও না ! রেজ বাজার ক'রে এনে দিচ্ছি, তোমার মেয়ের বাবু জোটাচ্ছি, রাঁধুনী বামন ছেড়ে গেলে বেঁধে দিচ্ছি । চাকর বাবুটি যখন মেয়ের ফরমাসে বাজারে বেরিয়ে যায়, তোমার ঘরে খুনো গন্ধা জম ছড়া, — তা পর্য্যন্ত দিই । রোগে যখন কোঁ কোঁ কর, সারারাত ব'নে সেবা শুশ্রূষা করি । ভদ্র সম্ভান, — কবি, — নাটককার, — আর কি করবো বল !

ক্ষেপ্ত । ওরে মিনি পরসায় রাঁড়ের বাড়ীর চেটায় শুতে পেলো, তোর মতন ঢের নটবর গোলাম হ'রে থাকে । তোকে ত গদীর উপর শুতে দিই ।

নটবর । গিন্নি ! দোহাই তোমার ! আরদীতে একবার মুখখানা দেখ, গোলাম করবার চেহারা আর তোমার নেই । এখন পাশে ব'সলে আদি রসের পরিবর্তে বীভৎস রসের উদয় হয় ।

ক্ষেপ্ত । তবে আসিস্ কেন রে মুখপোড়া ! কে তোর বাড়ী ব'য়ে ডাক্তে গিয়েছিল ! বেরো — এখনি বেরো, আমার বাড়ী পেকে দূর হ'য়ে যা ।

নটবর । এমন মধুর সম্ভাষণ আর প্রেমপূর্ণ গালাগাল, বাড়ীতে ছুশ্রাণ্য ব'লেই তোনা-দের পবিত্র চরণে এসে স্মরণ নিতে হয় । গিন্নি ! কটু বচন ব'ল্ছো কাকে ? আমার যে ছাল, পুরু হ'য়ে গেছে ।

ক্ষেপ্ত । এ কোপাকার হাড় হাবাতে ম'বতে এনেছে রে ! লজ্জা সরম কিছু নেই !

মহুয়াহ, কবিত্ব মায় পৈতে গাছটি পর্য্যন্ত দরজায় রেখে তবে তোমাদের বাড়ীতে ঢুকেছি । আর রাগারাগিতে কাজ নেই, এই তলানী টুকু ভাগাভাগী ক'রে থাই এস ।

ক্ষেপ্ত । আমি আজ মদ ছোঁব না, মোমবার ক'রেছি ।

নটবর । নিষ্ঠে টুকু ভাগ করনা গিন্নী, আর ভোগাও কেন ?

ক্ষেপ্ত । তোদের মতন ত, আমরা ধর্ম্য বিসর্জন দিইনি ; মোমবার ক'রেছি — মদ খান কি !

নটবর । তুমি ধর্ম্য বিসর্জন দেবে — ওরে বাপ্পরে ! সাক্ষাৎ ধর্ম্মের শ্রীক্ষেত্র ! সত্যি অল্প এই খানেই পড়েছিল ? না খাও — তুমিই ঠকবে আমি সব টুকুই উদরস্থ করি ! (মদ্যপান) আঃ, এতক্ষণে একটু ধাত্তে এলুম ! গিন্নী, তোমার মেছেতাপড়া গালে আজ গোপাপী আব'হা মাঝছে, মিশি মেশা দাঁত, আঁতে কামড়ে ধ'রছে, যৌবনে তুমি কি রকম সুন্দরী ছিলে গিন্নি !

গীত ।

যে যাতনা যতন, মনে মনে মন তা জানে ।
পাছে লোকে হাসে শুনে, তাই লাজে প্রকাশ করিনে ।
(নেপথ্য) — গিন্নি ! গিন্নি ! আমি এসেছি ।

নটবর । কেও, কেও ! কোন্ শালা গিন্নী ব'লে ডাকে ? ওরে বেটী, আমার কোন্ শালার গিন্নী তুই রে ?

ক্ষেপ্ত । মুখে কঁ্যাৎ — কঁ্যাৎ ক'রে নাথি মারবো, কণ্ঠার ছিঁরি দেখনা !

(নেপথ্য) — গিন্নি ! গিন্নি ! ঘরে ঢুক পড়ি বাবা, আর দাঁড়াতে পারিনে ।

নটবর । আজ খুনোখুনি হব' বাবা ! বুড়ো রাঁড়ের প্রেমেও সেয়ারার, — হা ভগবান !

(খাঁটীটাদের প্রবেশ ।)

একে ? খাঁটীটাদ বাবু দেখছি যে ! তুমি এখানে ?

খাঁটী । কে ? — (Dramatist) ড্রামাটিষ্ট
নাকি ? তুমি এখানে ?

নটবর । আমার করণীয় ঘর বাবা, আমি ত
এখানে আছিই, তুমি গিন্নী বলবার কে ?

খাঁটী । আমার (Hereditary) হেরিডি-
টারী গিন্নী বাবা, সাত বছর অনাগোনা
কচ্ছি ।

নটবর । তবু, তুমি আমার চেয়ে ছবছরের
মিনিয়ার দেখছি ! কিরে বেটী, আমার
যে বলতিস্ তোমার কেউ নেই ।

খাঁটী । গোলমাল ক'চ্ছে কেন (Dramatist)
ড্রাগাটিষ্ট ! (Dispute) ডিস্পিউট (Emi-
cably) এমিকেবলি (Settle) সেটল
ক'রে ফেলা যাক্ এস । আমরা (Public)
পাবলিক লাইফে ছই বকু, (Private)
প্রাইভেট লাইফেও তাই হলুম । এতদিন
অজ্ঞাতবাস ছিল, আজ বিরাটের সভায়
প্রকাশ পাওয়া গেল । এক বোতল খাঁটী
এনেছি, তিনজনে মনের আনন্দে পান করা
যাক্ এস ।

নটবর । তোমার এডিটরের নিকুচি ক'রেছে,
শালার ঘরের শালা, তোকে পাঁচ জায়গায়
সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই, কাগজের (Subscri-
ber) সবস্ক্রাইবার জুটিয়ে দিই, তার
এই (Gratitude) গ্রাটিটিউড রে শালা !
এই বোতল তোমার মাথায় ভাঙ্গ'বো ।

ফেস্ত । কি করিস্—কি করিস্, তোমার কি ঘরের
মাগ আমি, যে পর পুরুষের মুখ দেখ'বো না !
বেশী বাড়াবাড়ি কর'বি ত' পাজা কোলা

ক'রে ধ'রে রাস্তায় ফেলে দেব । হাড় গোড়
চূর্ণ হ'য়ে যাবে ।

নটবর । খুন করোগা, খুন করোগা—আজ
এম্পার কি ওম্পার !

খাঁটী । আমিও খুন করোগা, খুন করোগা, এই
আন্তেন গোটা তা হার । কালই ড্রেম্‌স্
সাহেবের কাছে চিঠি লিখ'বো । জানিস্
এতদিন বীডন ষ্ট্রীট থেকে খানকী তুলে
দিহুম, আমার আর্টিকেলের জোরে ফেল-
মণিকে অটল ক'রে বসিয়ে রেখেছি ।
(Unlawful Assemblage) আন্-ল ফুল
এসেম্‌ব্লেজ, (Assault) আসল্ট, (Mischief)
মিসচিফ, (Doing rash) and Negligent
Act) ডুইং রাস্ এণ্ড্ নেগ্লিজেন্ট
একট্, (Attempt to murder) এ্যাটেম্পট
টু মার্ড'র্, —এই এত গুলো চার্জ তোমার
নামে আসবে । আমায় (Insult) ইন্সল্ট !

নটবর । চোপরাও শালা, ঘুসিসে নাক ভোড়
দেগা !

খাঁটী । চোপরাও উল্লুকি বাচ্ছা, লাথিসে পেট
ফাটায় দেগা !

ফেস্ত । ওরে হতচ্ছাড়া ! —চুপ্ কর, ওরে হত-
চ্ছাড়া—চুপ কর ।

(পটল সুন্দরীর প্রবেশ ।)

পটল । ওরে হতচ্ছাড়ি ! ওরে মুখগুড়ি ! বুড়ো
বয়েসে হ'লি কি ? তুই না সোমবার ক'রে-
ছিন্ ? —আর মদ খেয়ে হলো হলো কচ্চিস্ !
বাড়ীতে যেন ডাকাত প'ড়েছে ।

ফেস্ত । না মা ! আমি একটা ফোঁটাও খাইনি,
এই মিন্লে ছটো মদ খেয়ে মাতলাম ক'ছে ।

পটল । বুড়ো বয়েসে একটার শানে না, গণ্ডা
গণ্ডা এনে ঘরে পুরেছিন্ ! গুণেন বাবু

আসবার সময় হ'য়েছে, এ সব কেলেকারী দেখলে কাল থেকে সে আর আসবে না। এখনি মিলে ছটোকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দে!

ফেস্ত। যাও গো বাবু, তোমরা বেরোও, শেষটা অপমান হবে দেখছি!

নটবর। গিন্নি! এই তোমার ধর্ম্যে হ'ল?
(স্বর করিয়া) “স্বপ্নের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিল
অনলে পুড়িয়া গেল”।

পটল। মশাই গো! আর মোহাগে কাজ নেই,
আপনি বিদায় হ'ন।

নটবর। সুনন্দরি! আমার বিদেয় ক'চ্ছে, আমি
কে, তা জান?

পটল। কে তুমি?

নটবর। তোমার বাবা, অর্থাৎ—

পটল। আর অর্থাতে কাজ নেই, ভালয় ভালয়
স'রে পড়। (খাঁটিচাদের প্রতি) ওগো
বাবু, তুমি কোণঠাশা হ'চ্ছ কেন? পথ
দেখলে ভাল হয় না।

খাঁটি। পটল সুনন্দরি! আমি কে তা জান?

পটল। কে আবার তুমি?

খাঁটি। তোমার খুড়ো, অর্থাৎ—

পটল। আবার অর্থাৎ! ভাল মুখে হবেনা! মা,
ঝাঁটা গাছটা নিয়ে আয়তো!

খাঁটি। হার্য হার, লেডীস্মিথ্ রিলিফ্ ক'রে,
কিন্মার্লিতে গিয়ে প্রাণ দিলুম। তবে গিন্নী
আজ বিদেয় হই।

নটবর। তবে গিন্নী, একটু পদরজঃ দাও, কোঁচার
খুঁটে বেঁধে সন্ধ্যা বায়ু সেবন ক'রতে ক'রতে
গৃহে যাই।

পটল। যা, ওদের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত যা।

৩—খি

ছটোকে বিদেয় ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিবে
আয়।

(পটলসুন্দরী ব্যভীত সকলের প্রস্থান)।

পটল। মা বেটিকে নিয়ে ভাল জাপান প'ড়েছি।
যত কয়েদ হ'চ্ছে, রদের টেউ যেম বাড়ছে।
আবাগীকে মদটা কোন রকমে ছাড়াতে পারি,
তবু কতকটা রক্ষে হয়। সন্ধ্যা হ'য়ে গেল,
ওগেন বাবু এখনও আসছেন না কেন? লোকটা
শীসে জলে-ব'লে বোধ হয়! হাইকোর্টের
উকীল, রোজগার পাতি আছে ব'লে বোধ
হয়! থোক্ তিন মাসের মাইনে তিনশো
টাকা আগাম দিচ্ছে! দূর হোক্গে, ছটো
আর ক'রবোনা, ধখল সহিতে সহিতে প্রাণ
বার,—ও একজনের কাছে পঞ্চাশ টাকার
প'ড়ে থাকা ভাল।

(নেপথ্যে)—আছি নাকি! ঘর খোলসা নাকি!

পটল। এই যে এসেছে! এসনা গো, উপরে উঠে
এসনা! ঢং হ'চ্ছে নাকি? ঘর খোলসা থাকবে
না ত' বোঝাই থাকবে নাকি?

(ওগেন্দের প্রবেশ)

ওগেন। কি গো, আজ মার ঘরে যে? নিজের
ঘরে ওরুর বাড়ীর লোক জন বসিয়ে রেখেছ
নাকি?

পটল। ওরে আমার রসের সাগর! এই বে বুলি
বেরিয়েছে!

ওগেন। বেরবেনা? কেমন লোকের হাতে
প'ড়েছি! ঠাট্টা নয়, সত্যি বলনা? আপনার
ঘর ছেড়ে মার ঘরে রয়েছ যে?

পটল। মা আজ সোমবার ক'রেছে, তাই চিনির
পান দিতে এসেছিলুম।

শুণে। আমিও ভেতে পুড়ে আছি, আমারও
কৌশলকতক চিনির পানা দাও।

পটল। কি রকম ক'রে দেব ?

শুণে। এই হাত পেতেছি, একটু পানের পিচ
দাও, চিনির পানার চোদ পুরুষ হ'লে যাক্।

পটল। চট্ ক'রে এতটা রসিক হ'লে কি ক'রে
বল দেবি ?

শুণে। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী প'ড়েছি যে, তা
বুঝি জাননা ?

পটল। ওগো, শুনেছ, তোমার ভাইপো বরেন,
ডাকে আমার এক চিঠি পাঠিয়েছে, শাসিয়ে
লিখেছে “তোমার যে বাবু জুটিয়াছে, তাহার
মাথা ছফ্কা করিব, সাবধান হইতে বলিও”।

শুণে। ছোঁড়া ভারী গোরার—ও সব করতে পারে,
আমার একটু সাবধানে যেতে আসতে হবে,
এ হৃদ্যের ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আলাপটা করা
দরকার হ'য়েছে।

পটল। তা যা হয় ক'রো, এখন ঘরে চল। আজ
এক বোতল পোর্ট আনিয়া রেখেছি, তুমি
অল্প মদ খাওনা, পোর্টে ত আর দোষ নেই,
একটু খেতে হবে।

শুণে। কি জান, আমার গিল্লীটী বড় বেরাড়া,
মদের গন্ধ পেলিই মুট ধ'রবে।

পটল। আমি পানের বোটা খাইয়ে দেব এখন,
মুখ দিয়ে একটুও গন্ধ বেরুবেনা। মদ টদ
খেতে অভ্যাস কর, চালাক চতুর হও, তবেত
আমাদের বাড়ীতে মজা পাবে।

শুণে। ক্রমে হবে,—ক্রমে হবে—পোর্ট ও খাব,
হইকিঞ্চ খাব, শেষ খাঁটিও ধ'রবো; তোমার
কাছে যখন এসেছি, মানুষের চামড়া রেখে
কি আর বেরব।

পটল। মাইরি! তোমার বুলিতেই আমি মরবো
দেখছি, পেছনে পেছনে ছুট্ করাবে আর কি!
চল—ঘরে চল।

(প্রস্থানোত্তত ও দরওয়ানের প্রবেশ) ।

দর। হজুর, সেলাম পৌছে। ছঠো আউরৎ
গাড়ী করকে আয়া, বোলা, উকিল বাবুকে
মান্তা হার। একঠো বড়া মামলা হ্যার।
সাথ্ করকে রূপেন্না লেয়ায়া, আপকো তুরন্ত
খবর দেনে বোলা, বহত জরুরি কাম।

শুণে। টাকা এনেছে, টাকা এনেছে! কত
টাকা ?

দর। হজুর! হাম্ ঠিক্ কখনে শেক্তা নেই,
একঠো ছোটো তোড়া করকে লে আয়া।

শুণে। দেখ্ছো পটল দেখ্ছো, নাম জাদা উকীল
হলে মেয়ে মানুষের বাড়ী টাকা নিয়ে ক্ল্যামেন্ট
আসে।

পটল। তাত' বটেই, তাত' বটেই—তুমি শুণের
সাগর।

শুণে। (দরওয়ানের প্রতি) দেখো দরওয়ান! ও
দোনো আওরৎকো খুব হ'সিয়াসিহে হি'রি
পর লে আও, তোমকো বি দোঠো রূপেন্না
বক্শিশ মিল গো।

দর। হজুর! আপকো তাঁবেদার হ্যার! হাম্
আবি লে আতা।

(প্রস্থান)

পটল। দরওয়ানকে ত ছ' টাকা বক্শিশ দেবে,
আর আমার কি দেবে ?

শুণে। তোমারি ত সব, আমিই তোমার। দেখ
পটল, আমি নূতন এখানে আসিয়াছি, এ
কথা এর মধ্যে এমন চাউর হ'ল যে—মেয়ে

মানুষ ক্রায়েন্ট পর্যন্ত তোমার বাড়ী খুঁজে
আমায় ধ'ন্তে আসছে ।

পটল । তদ্রক্কোকেই মেরে কি আর আসছে !
আমাদেরই জাত কেউ হবে, হয়ত কি
কোজদারী হ্যাঙ্গামে প'ড়েছে, এমন সময়ে
তুমি আমাদের বাড়ীতে থাক, তা—জানে—
তাই এইখানে এসেছে ।

গুণে । ঠিক ব'লেছ, দাঁড়াও—ও আপদ এইখান
থেকেই বিদেয় করি, টাকাগুলো হস্তগত হ'ক,
তারপর তোমার ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে
বসবো ।

(অবগুষ্ঠনবতী রসবতী ও রমণীবেশধারী
বরেনকে লইয়া দরওয়ানের পুনঃ
প্রবেশ ।)

রস । হজুর ! দোনো আওরৎকো লে আয়া !

গুণে । আচ্ছা, তোম নীচুমে যাও । (দরওয়ানের
সেলাম করিয়া প্রস্থান) কেগা তোমরা ?
কি মোকদ্দমা তোমাদের ? কত টাকা
এনেছ ? আমি হাইকোর্টের উকীল, আমার
ফি অনেক, তা তোমায় ব'লে রাখছি ।

রস । (ঘোমটা খুলিয়া) গুণ পুরুষ ! আমায় চিন্তে
পার কি ?

বরেন । (ঘোমটা খুলিয়া) পূজ্যপাদ কাকা মহাশয়
আমায়—চিন্তে—পারেন কি !

গুণে । ওরে বাবারে ! এরা কোথেকে রে ! এ
বে হসেন খাঁর ম্যাজিক দেখছি ।

রস । মুড়ো খ্যাংরাও সঙ্গে এনেছি, যা কতক
দিই । প্রাণনাথ ! অধিনীর অপরাধ নিওনা ।

গুণে । ওরে বাবারে, মলুমরে, পিট জলে গেলরে !

রস । তোমার ব্যারটান নেই না ? মুখপোড়া

মিলে ! হ'য়েছে কি ? রাস্তার লোক জমা
ক'রে তোকে ঝাঁটা মারবো । আরক না—
কে ভোর আপনার লোক আছে, আমার
হাত থেকে এসে উদ্ধার ক'রবে—করুক না ।

বরেন । গুণো পটলসুন্দরি ! নাগরতী বে আধমরা
হ'লো, কোন রকমে বাঁচাও ।

পটল । দেখ বাছা ! মারামারি কাটাকাটি ক'ন্তে
হয়, আমার বাড়ী থেকে বের ক'রে নিয়ে গিয়ে
করগে যাও ।

রস । বুঝলে বরেন, মাগীর বুকের ধন কিনা, তাই
হাড়ে হাড়ে লাগছে ।

বরেন । কাকা মহাশয় ! আমি গরীব তাইপো !
মেয়েমানুষটিকে নিয়ে নেড়ে চেড়ে খাচ্ছিলুম,
আমার কপালে তেঁতুল গুললে কেন ?
কল্কেতার সহরে আর কি মেয়ে মানুষ
ছিল না ?

রস । ওরে মিলে ! বাকি হ'রে গেল কেনরে ?
মেয়েমানুষের বাড়ী এসেছি, দুটো রসের
বুলি কাট ।

বরেন । কাটপিঁপড়ের ঠুকুরেচে বাবা, বুলি কাটে
কোথেকে !

পটল । ভালা বাবু যা হোক ! জমাদারনী মাগ কে
করেছি ত' আমাদের বাড়ী এসেছি, কেন ?

গুণে । দেখ, এখানে আর কেনেদারী ক'রোনা,
আমায় ছেড়ে দাও ।

রস । আবার কথা কচ্চিস, আবার মুখ নাড়ছিস !
দাঁড়া, আর যা কতক দি ।

গুণে । গেলুম রে, গা গতির ভেঙ্গে গেলরে !

বরেন । পটল সুন্দরি ! তুমি জোড়া দিয়ে দাও
তোমার দরের জিনিস তুমি চুপ ক'রে দাড়িয়ে
রৈলে ?

পটল । দেখ বাছা, এখনও ভাল কথায় বলছি,
আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যা হয়
কর ।

রস । তোর বাড়ীতে কি থাকতে এসেছি নাকি ?
এই চলুম, তোকেও একঘা ঝাঁটা মেরে,
মিসের টুটী ধরে টানতে টানতে নিয়ে
চলুম ।

(পটলশুন্দরীকে ঝাঁটা মারিয়া, গুণেন্দ্রকে
লইয়া, রসবতীর বেগে
প্রস্থান ।)

বরে । উকর বক দেখেছ'—উকর বক দেখেছ' ?
(বেগে প্রস্থান)

পটল । আমার বাড়ীতে এসে আমার ঝাঁটা মেরে
গেল !—দরওয়ান, দরওয়ান ! পাকড়ো—
পাকড়ো ; মা—মা, ঝাঁটা গাছটা নিয়ে সদর
দরজায় আয়তো ! আমিও যাচ্ছি । দরওয়ান !
দরওয়ান !!

(বেগে প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য ।

রাজপথ ।

(এড্‌ভার্টাইজিং লেডীগণের প্রবেশ ।)
গীত ।

ওলো ও রাজাবট, তোরা কেউ কাগজ পড়িস্‌ লো !
মন্দ ভাল-সকল লোকের কুছ দেখিস্‌ লো !!
খোষজা বুড়োর কচি বউ বেরিয়ে গিয়েছে,
গলাগহাটার গলিতে সে বাসা নিয়েছে,
“মরহোম”-কপিজেসে লস্যা লিখেছে,
এই নিয়ে তোর চলবে ক'দিন, কেন ঘুরে মরিস্‌ লো ।

গজা নাইতে বোসেদের ছোট বউ যায়,
ঘোমটার ভেতর খেমটা নাচ, আড় চ'খেতে চায়,
‘এড্‌টোর’ দেখেছে তা—আর কি ছাড়ানু পায় ?
একটা কলম পুরে গেল, কেন এমন সজা ছাড়িস্‌ লো ।
রুকে রুকে এমনি লিখে, কাগজগুলাদের,
পেটের ভাত জুটেছে যে ভাই—বল'বো কি তোদের,
উপহারের বাহার—আহা—তার উপরে ফের,
খুচরো দুটো পরমা খরচ, ক'রতে কি আর নারিস্‌ লো ।

(সকলের প্রস্থান ।)

নবম দৃশ্য ।

নগেনের বহির্বাটী ।

(গুণেন ও বরেনের প্রবেশ ।)

গুণেন । হাজার হোক, আমার কাকা কাকা
বলিস্‌ ত' বটে, ও রকম জায়গায় আমার ঝাঁটা
খাওয়ানটা তোর উচিত হ'য়েছে কি ? এক
আধঘা নয়, শট্‌কে পেরিয়ে গেল, তবুও চলেছে;
মরমে ম'রে গেছি বাবা বরেন, মরমে ম'রে
গেচি ।

বরেন । প্রাণের দারে ক'রেছি কাকা, প্রাণের
দারে ক'রেছি ! তুমি ঘরের লোক হ'লে
আমার বুকের ধনটা কেড়ে নিলে, কতটা
চোট লেগেছিল বল' দিকি !

গুণে । যাক্‌ বাবা, নাকে কাণে খৎ, আর আমি
সে পথ নাড়াচ্চিনি ! তোমার বাহাহরী আছে
বটে ; উকীলের ওপর চাল চেলেছ, তুমি
সেসান জজ হবার উপযুক্ত ।

বরেন । কাকী ঠাণ্ডা হয়েছেনত' ! তাঁর যে
রকম রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখেছিলুম, আমার
ভয় হ'ল, যে বুঝিবা রক্তবীজবধ সেই থানেই

হ'য়ে যায়! বাপু ঝাঁটার বহর কি! কেন দার্জিলিংয়ের ল্যাণ্ড স্লিপ হ'তে আরম্ভ হ'ল।

গুণে। সে উগ্রচক্ৰা বেটীকে অনেক কায় ক্লেশে ঠাণ্ডা ক'রেছি বাবা! এক জোড়া তাগা ১৭৯/ সতের ভরি ন আনা ওজনে, একটি হীরের নাকছাবি কম্পেন্সেসান্ দিয়ে কোন রকমে তার রাগ পড়িয়েছি! দেখ বাবা, তোমার হাতে ধ'রে বলছি বাবা, নগেন যেন এ সব কথা না শোনে, আমার মাথা কাটা যাবে।

বরেন। আর আমার রাগ নেই কাকা! তোমার উত্তম মধ্যম যা হ'য়েছে, ফিরিস্কার হাতের ঝাঁটা হ'লে “অগষ্টাইনের ট্রামওয়ে মর্ডার” কেদু হ'য়ে যেত'।

গুণে। যাক্, গতস্ত শোচনা নাস্তি, যা হবার হ'য়ে গেছে! আজত তোমাদের মেঘনাদ বধ প্লে? উষাগ্, সুষাগ্ কই? নগেন কোথা? বরেন। দাদা ভারী ব্যস্ত। প্রাইভেট ষ্টেজ খাটাচ্ছেন, ভাল ভাল পোষাক সব ভাড়া ক'রে আনা হ'য়েছে, আজ grand styleএ (গ্র্যাণ্ড্ ষ্টাইলে) মেঘনাদবধ প্লে হবে, মহা ধুম্ ধাম্ প'ড়ে গেছে।

গুণে। কে কি সাজবে? তোমার কি পার্ট? বরেন। দেখদেখি কাকা! কি অস্ত্রায়, আমি মেঘনাদ সাজিতে চাইলুম, আমার চেহারায় young hero ইয়ং হিরো ফাষ্ট ক্লাস্ স্টুট করবে, তা দাদার যত বেটা খোসামুদে ব'লে কি জান? দাদার আমার ক্রোজির মতন চেহারা, (warrior) ওয়ারিয়র দাদাকেই মানাবে। কাজ নেই বাবা, আমার প্রাইভেট থিয়েটারে সেজে; যখন পাবলিক থিয়েটার

হবে, সেই সময়ে দেখা যাবে, আজ আমি হার-মোনিয়ম বাজাব', আর শিছু ক'রবো না গুণে। আর নটবর বাবু কি সাজবেন? ঝাঁটাচাঁদ বাবু কোথায়? তাঁদের যে কাকেও দেখছিনি? বরেন। নটবর বাবু রাবণ সাজবেন, আর ঝাঁটাচাঁদ বাবু সারণের পার্ট নেবেন। আজ প্লে, ম্যানেজারের এ পর্য্যন্ত দেখা নেই—ম্যানেজ-মেন্ট চুটিয়ে হবে, ড্রপসিন ওঠে কিনা সন্দেহ! ঐ যে দাদা আসছেন।

(নগেনের প্রবেশ ।)

গুণেন। কিহে নগেন! আজ তোমাদের প্লে, ম্যানেজার নটবর বাবুর দেখা নেই যে? তাঁর রাবণের পার্ট আছে গুনলুম! কি ক'রে কি হবে?

নগেন। তাঁর (responsibility) রেস্পন্সিবিলিটি জ্ঞান আছে, ঠিক সময়ে আসবেন। জান' কাকা! ফিমেল পার্ট বড় grand distribu- tion) গ্র্যাণ্ড্ ডিস্ট্রিবিউশন্ হ'য়েছে, সুবর্ণ-লতার বাহাছুরী আছে, সে কাকীকে ব'লে ক'রে রাজী ক'রেছে, কাকীও স্যাপিয়ার হচ্ছেন।

গুণে। বটে, বটে, তিনি কি সাজছেন!

নগেন। নুমুগুমালিনী,—বড় চমৎকার স্টুট ক'রবে, (performance tremendous) পারফরম্যান্স ট্রেমেন্ডাস্ (success) সাকসেস্ হবে।

গুণে। তবু নগেন, আমি এখন থেকেই সরি, তোমার কাকীর কিছু (hot temper) (হট টেম্পার) তার উপর আবার নুমুগুমালিনী সাজলে, রাক্ষসীর (blood) ব্লড্ চাগাড় দিয়ে উঠবে, হয়ত ছোট খাট একটা গুণিপাই মিউজিক হ'য়ে যাবে।

নগেন। সেকি, তুমি কোথায় যাবে! বাইরের

(management) ম্যানেজমেন্ট তোমার হাতে হবে, আমরা সকলেই পার্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকবো।

বরেন। কাকা, ভয় খাচ্ছ কেন? নৃমুণ্ডমালিনীর হাতে বাঁটা টাটা কিছু থাকবে না, স্ততরাং আশঙ্কার বিষয় কিছু নেই।

নগেন। ভাল কথা শুনে কাকা, একটা বড় বড় খবর শুনে এলুম,—হ্যাণ্ডনোটে রসময় মুখুয্যের ঠেয়ে চারহাজার টাকা ধার করা গিয়েছিল, প্রায় একমাস হল—সেই টাকা মায় স্তদ সমেত হাইকোর্ট থেকে আমার নামে ডিক্রী ক'রেছে। মর্টগেজ (complete) কম্প্লিট হ'লেই, তার টাকা ফেলে দেব এই টাল দিয়ে এতদিন রাখা গেছে, আজ শুন্লুম—সে বেটা নাকি আমার নামে বডি ওয়ারেন্ট বার ক'রেছে।

শুণে। যা ইচ্ছে করুকগে, তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও, সোমবার না হয়, মঙ্গলবারের ভেতর—তোমার মর্টগেজ (complete) কম্প্লিট হ'য়ে পেমেন্ট হ'য়ে যাবে, রসময় কেন, যত বেটা খুচরো পাওনাদার আছে, সব শালার নাকের ওপর টাকা ধ'রে দেওয়া যাবে।

বরেন। হ্যাণ্ডনোটের টাকা না হয় মর্টগেজ ক'রে নাকের উপর ধ'রে দিলে, কিন্তু মর্টগেজের টাকার ক্ষেত্রে যখন ওয়ারেন্ট বেরবে, তখন যে নাকে তৈলের বদলে সাঁড়াশী ঢুকবে।

নগেন। সে পরের কথা পরে হবে; কিন্তু রসময় মুখুয্যে বেটা বড় লোক, বডি ওয়ারেন্ট বার ক'রেছে, যদি আজই ধ'তে আসে?

শুণে। ধ'লেই হল, আমরা র'রেছি কি ক'ত্তে!

এক এক ব্রো ব্লাড'বো, বেলিফ বেটারা বাপু বাপু বলে পালাবে।

বরেন। শুণেন কাকা! তুমি স্ভাবতঃ একটু ভীক লোক, বেলিফ তাড়ান' তোমার দারায় হবে না, তার চেয়ে কাকীকে বাঁটা হাতে ক'রে বের ক'রে দিও। কাকীর বাঁটা, আর ইংরাজের ম্যাক্সিম গান্ Maxim Gun দুইই সমান।

নগেন। মর্টগেজটা, হ'য়ে গেলে বাঁচি, খুচরো দেনা শুলো পরিকল্প ক'রে ফেলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসি।

শুণেন। তিন দিনের মধ্যে সব ফিনিস হ'য়ে যাবে, তুমি কেন ভাবছ', (Draft approve) ড্রাফ্ট ম্যাপ্রভ হ'য়ে গেছে, এন্গ্রোস্ ক'ত্তে যা দেবী।

বরেন। সেই ফুরসুদের ভেতর যদি রসময় মুখুয্যে ওয়ারেন্ট নিয়ে এসে উপস্থিত হয়, তখন কি করবো?

শুণে। যদি ধ'তে আসে, আমি গ্যারান্টি লেটার দিয়ে ছাড়িয়ে নেব।

নগেন। বেশ কথা! এখন এস দেখি, কেমন ষ্টেজ খাটান' হ'য়েছে দেখবে, যেন ছবিখানি,—যদি কিছু (defect) ডিফেক্ট থাকে, এই বেলা (point out) পয়েন্ট আউট ক'রবে চল।

শুণেন। চল—তোমাদের (performance) পারফরম্যান্স আরম্ভ হবে কখন?

নগেন। নটবর বাবু আর খাটিচাঁদ বাবু এলেই (begin) বিগিন্ করা যার।

(সকলের গ্রন্থান)

(অপর দিক দিয়া নটবর ও খাঁটি-
টাদের প্রবেশ ।)

নটবর। দাদা আমার! ভাই আমার! সোণা
আমার! রূপো আমার! পোকরাজ আমার!
যা হবার হ'য়ে গেছে, সে সব আর কিছু মনে
রেখনা, মদের মহিমার কিনা হয়? যতদিন
যুগ পরিবর্তন হয়, আমাদের (friendship)
ফ্রেণ্ডশিপ কেউ ঘোচাতে পারবে না, এক
বেটি বুড়ো রাঁড়ের জন্তে (Seperation)
সেপারেশন্ করটা ঠিক কি?

খাঁটি। আমি তো ব্রাদার, সেই সময়েই (dispute
amicably settle) ডিস্পিউট এমিকেবলি
সেটল্ করবার জন্তে বলেছিলুম, তুমি মনে
ক'লে, যে বুঝিবা তোমার হুরজেহান বেহাত
হয়,—একেবারে ঘুসি বাগিয়ে দাঁড়ালে!

নটবর। এই নাক মল্ছি, কাণ মল্ছি—যদি
প্রেম ক'ন্তে হয়, এবার থেকে ছদ্মপোষা
বালিকার সঙ্গেই করবো, বয়স্কার প্রেমে আর
পড়'ছিনি।

খাঁটি। তুর চেয়ে আমি এক মতলব বলি শোন,
ছজনে পছন্দ ক'রে শেয়ারে এক মেয়েমানুষ
রাখা যাক এস, জেলাসী টেলাসী হবে না,
ছজনের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে।

নটবর। তা পুরামর্শ মন্দ নয়। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ
ভাই যেমন জুতোর নিদর্শন রেখে দ্রৌপদীর
ঘরে ঢুকতেন, আমরা জুতোর বদলে খাঁটির
বোতল দরজার গোড়ায় চিহ্ন রেখে ঢুকবো।

খাঁটি। তোকা বুদ্ধি বার ক'রেছ (Dramatist)
ড্রামাটিষ্ট! তুমি কুগারের আমাই ডাক্তার
লিড্‌স্‌ তার আর সন্দেহ নাই।

(গুণেন, নগেন ও বরেনের পুনঃপ্রবেশ।)

গুণে। বেড়ে ষ্টেজ হ'য়েছে, এমন পাবলিক থিয়ে-
টারের পার্মানেন্ট ষ্টেজ হ'য়েছে বলে ঘোষণা
হয়। এই যে নটবর বাবু, খাঁটিচাঁদ বাবু, উপ-
স্থিত দেখ'ছি। তবে আর কি,—পারফরম্যান্স
আরম্ভ হোক।

নগেন। আপনারা এসেছেন, আমি ভারী ভাবিত
হচ্ছিলুম। সব (ready) রেডী, ফিমেল পার্ট সব
সাজা তোয়েরি, এইবার আমরা গিয়ে ড্রেস্
করি চলুন।

নটবর। আমার পোষাকটা একটু জাঁকজমক-
ওয়ালা আনিয়েছেন ত? রাবণের ড্রেস্ গজ্জাম্
হওয়া দরকার।

বরেন। আপনি কি মনে ক'রেন, আপনার জন্তে
ভালুকের ড্রেস্ আনান হ'য়েছে?

নটবর। না, না, তাই বল'ছি।

খাঁটি। আমি ত সারণ সাজ'বো, আমার কি
রকম পোষাক আনান হয়েছে?

বরেন। আপনার জন্তে একটি ল্যাজ শুকু বাদরের
ড্রেস্ তোয়েরি করান' হ'য়েছে। মহাশয়ের
(especial case) স্পেশেল কেস কিনা?

খাঁটি। আবার ঠাট্টা, আমি কি তোমার ইয়ার?

বরেন। আজ্ঞে না, আমি আপনার কঙ্কুগেল্
পেয়ার।

নটবর। অমৃতং বালভাষিতং,” ওর কথার রাগ
ক'ন্তে আছে! চলুন—চলুন, ড্রেস্ করা বাকগে।

নগেন। বরেন, যাও—হারমোনিয়মে ব'সগে।
গোড়াতেই সখীদের গান। গুণেনকাকা,
আমরা ষ্টেজের ভেতর চলুম, তুমি বৈল্ দিরে
কন্সার্ট শুরু ক'রে দাও।

শুণে । All right, I am ready. (অল্‌ রাইট, আই এ্যাম্‌ রেডী) ।

(শুণেন ব্যতীত সকলের প্রস্থান) ।

শুণেন । One, Two, Three ! (ওয়ান, টু, থ্রি) ।

(বেল দেওন)

পট-পরিবর্তন ।

সজ্জিত রঙ্গমঞ্চ ।

(কন্সার্ট বাজিল,—ড্রপ্সিন উঠিল ।)

(দৃশ্য—মেঘনাদের উদ্ভাৱন ।)

(সখীগণ)

গীত ।

“এত কেন গরব লো তোর, ঢ’লে কুল গড়িয়ে পেলি ।

এল বঁধু—প্রাণের বধু, হাসি মুখে লুটিয়ে দিলি ॥

যা ছিল তা বিলিয়ে দিয়ে,

থাকবি পরের দাগা মিয়ে,

জন্মে শুনে কোন্‌ প্রাণে লো—তুলে শেল বুকে নিলি ॥

চুপি চুপি তোরে বলি,

সে বড় চতুর অলি,

আসবে কি আর, ভাসলি লো তুই—ফুটে পেলি কলি ছিলি ॥”

(প্রস্থান ।)

শুণে । দেৱী হচ্ছে কেন? মেঘনাদ ও প্রমীলা

বেকবে বে! (ষ্টেজের উপর উঠিয়া) ওহে

নগেন, কি হচ্ছে কি? ষ্টেজ ডাল্‌ যাচ্ছে যে!

চমৎকার—চমৎকার! তোমরা পাব্লিক

থিয়েটার করবে না? প্রাইভেট ষ্টেজ ম্যানেজ

ক’তে পারনা!

(অর্ধ সজ্জিত অবস্থায় নগেন, নটবর ও খাঁটিচাঁদের প্রবেশ ।)

নগেন । আমরা কি করবো, সাজী না হ’তে হ’তে
ড্রপ তুলে দিলে । তোমার যেমন বুদ্ধি ! আরও
খানিকক্ষণ কন্সার্ট বাজাতে হয় ।

নটবর । আমি এতবড় ম্যানেজার, আমার শুদ্ধ
expose (একস্পোজ) করালে, তোমাদের
সঙ্গে কোন্‌ শালা আর কখন সাজবে ।

বরেন । আমার কাজ আমি ঠিক ক’রেছি বাবা ।
হারমোনিয়ম ঠিক বেজেছে ।

খাঁটি । বলি, অপুনা আপনির ভেতর বগড়া ক’রে
কি ষ্টেজ মাটি ক’রবে নাকি? এই অবস্থাতেই
ফাষ্টসিন্—মেঘনাদ ও প্রমীলা একরকম ক’রে
সেরে নাও । ওহে রাবণ, next (নেক্সট) সিনে
পিরে বসবে চল । লোকে ত আর বলতে
পারবে না—এদের ড্রেস নেই; বড় জোর
বলবে ম্যানেজমেন্ট ভাল নয়, তা প্রথম দিনে
এমন একটু গোলমাল হয় ।

নগেন । তাই ভাল, তাই ভাল নটবর বাবু,
আপনি রাবণ হ’য়ে গিয়ে বসুন । খাঁটিচাঁদ
বাবু, আপনি ত সারণ? যান্‌ যান্‌, সঙ্গে যান্‌,
বরেন যা attend to your (এ্যাটেন্ড টু
ইয়োর) হারমোনিয়ম, আমি ফাষ্টসিন এক
রকম ক’রে সেরে নিচ্ছি !

(নগেন ব্যতীত সকলের ষ্টেজের ভিতর
গমন ।)

শুণে । নগেন! দেৱী কোর’না, দেৱী কোর’না,
প্রমীলাকে ডেকে দাও ।

নগেন । (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ওগো, ঠিকরূপ,
বেয়োও গো বেয়োও! যা ত ক’রে কাষ্ট

সিন্‌টা সেয়ে নিই এস। দেখলে—দেখলে,
মাগীর আক্কেল দেখলে! এইবার গালাগাল
দেব!

(ছুটীয়া ষ্টেজের ভিতর গিয়া প্রমীলাবেশী
সুবর্ণলতাকে টানিয়া লইয়া প্রবেশ)

এতক্ষণ কি ফুল গুঁজছিলে নাকি? বাঁয়ে এস,
বাঁয়ে এস, স্ত্রী—কখনও ডাইনে থাকে?
কোথাকার মেদীমারা হিরোইন্‌ রে তুই? এই-
বার শুরু করা যাক।—

কি শোভা হ'য়েছে আজি এ রম্য কানন,
নন্দন কানন সম শোভিছে সুন্দর।

সুবর্ণ। তা হইবনা, তা হইবনা, এমন প্রমীলা
আমি সাজবোনা। আমার নায়ক মোঘনাদ,—
তার মুক্তার মালা নাই, টুপি নাই, ভাল
কোর্তা নাই;—ঝাক্‌ মারি, ঝাক্‌ মারি, এমন
মোঘনাদের মুয়ে!

নগেন। যা সর্বনাশ হ'ল, সর্বনাশ হ'ল, এমন
সিন্‌টা মার্ডার হ'ল। ওরে বাপু, তোর
পায়ের পড়ি আমার পাট বলতে দে।

সুবর্ণ। যাও, টুপি প'রে আসো, মুক্তার মালা
ঝুলায়ে আসো, জরির কোর্তা আঁটে আসো,
তবে তোমায় প্রাণনাথ বল'মু, নচেৎ এমন
মোঘনাদকে মুই চিরা গুর খাওয়াই।

নগেন। ডোবালে, ডোবালে—বাঙ্গালিনী বেটী
সব মাটি ক'রলে! শুণেন কাকা সিন্‌ শিপট
ক'রে দাও, সিন্‌ শিপট ক'রে দাও, নেক্ষ্ট
(next) সিন্‌ আরম্ভ হোক। 'ছাগল দিয়ে
কখন কুব মাদান' হয়।

শুণেন। সেই ভাল, সেই ভাল, তুমি ওকে নিয়ে
চুকে পড়, আমি বেল্‌ দিই। ছি—ছি—ছি!

এর নাম থিয়েটার? আমার মাথা আর মুণ্ডু!
নগেন। আয় বেটী আয়, আর এ্যাক্ট ক'রে কাজ
নেই—থিয়েটার উজ্জল ক'রে দিলে!

সুবর্ণ। খবরদার, বেটী বেটী ক'রোনা, জুতাইয়া
মু ছিরে দিয়ু।

নগেন। যা করবি—করিস্‌ এখন আয়।

৪—থি

(সুবর্ণলতাকে লইয়া নগেনের বেগে প্রস্থান)
শুণেন। আপদ্‌ গেল, কোন্‌ দিবে নেক্ষ্ট (next)
সিন্‌ আরম্ভ করা যাক্‌।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাবণের সভা

রাবণ-বেশী নটবর ও সারণ-বেশী খাঁচীচাঁদ।
রাবণ।—(নটবর)।—

নিশার স্বপন সম তোর এ বার্তা রে দূত?
অমরবৃন্দ যার ভূজবলে কাতর,
সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী বধিল সম্মুখরণে?
ফুলদল দিয়া কাটিল কি বিধাতা শালগ্নী তরুণরে!
ওরে শালা প্রমটার? তারপর কি বল'না?
হাঁ ক'রে মুখ পানে চেয়ে রইল? নগেন বাবু,
নগেন বাবু! আমার দোষ নেই, আমি স্নেহ
জমিয়ে আনছিলাম, তোমার ষ্টুপিড প্রমটার
বেটা সব মাটি ক'রে দিলে!

(প্রমটারের প্রবেশ)

প্রমটার। খবরদার, গালা গাল দেবেননা, রাবণ
সাজতে এসেছ, পাট মুখস্থ ক'রে এসনি কেন?
জান, আমি এ্যামেচারে প্রম্ট কচ্ছি, তোমার
গালা গালের তোয়াক্কা রাখিনা।

(নগেনের প্রবেশ)

নগেন। ঝগড়া করবার আর সময় পেলেনা, ষ্টেজে
এ্যাপিয়ার হ'য়ে হাত মুখ নাড়তে আরম্ভ
ক'রে দিলে!

প্রমটার। কি মশাই, রাবণ সাজতে এসে উনি
মাথা কিনেছেন নাকি! গালাগাল দেবার ওঁর
কি authority (অথরিটি) আছে?

নটবর। ড্রামাটিক ল'র প্রত্যেক ক্রমের জোরে,
প্রমটারের দ্বারায় ষ্টেজ মার্ডার হ'লে, গালা-
গাল দেবার সম্পূর্ণ অথরিটি আছে।

গুণে। যাক্, যাক্, আর বকাবকিতে কাজ নেই
নগেন; ওটাকে ভেতরে নিয়ে যাও। পে
চলুক।

(নগেনের প্রমটারকে লইয়া
ভিতরে গমন ।)

নটবর। আমার আর মনে টনে নেই; সারণ!
ভূমি আরম্ভ কর।

খাঁটি। যথা আজ্ঞা মহারাজ! আমিই তবে
আরম্ভ করি।

হে রাজনু! ভুবন বিখ্যাত রাক্ষস-কুল-শেখর!
কুম এ দাসেরে!

হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে এজগতে?
ভাবি প্রভু দেখ কিন্তু মনে,
অভভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হ'য়ে বজ্রাঘাতে,
কভু নহে ভূধর অধীর সে পীড়নে!

(নুমুগুমালিনী-বেশে রসবতীর প্রবেশ)

রস। শীঘ্র ডাকি আনু হেথা তোর সীতানাথে
রে বর্কর!
কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী।
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে ইচ্ছায়
শৃগাল সহ সিংহী, কি বিবাদে?

(নগেনের প্রবেশ) ।

নগেন। কি ক'লে কাকী, আমার মাথাটা কড়-
মড়িয়ে খেলে! এ সিনে নুমুগুমালিনী আসবে
কি করে? এ যে রাবণের সভা।

রস। আমি কি ক'রবো, তোমার প্রমটার আমার
বেকতে ব'লে। হায় হায়, আমার ফিলিং নষ্ট
ক'রে দিলে!

নটবর। ঐ প্রমটার শালাই পাজী (মার শালাকে
মার শালাকে)

খাঁটি। বেটা, এমন জমাট ট্রাজিডি ফার্স করে
দিলে? আচ্ছা ক'রে গো বেড়েন দাও।

নগেন। বরেন। প্রমটার বেটাকে ধ'রে নিয়ে
আয়তো! হায়—হায়, এমন ফেলিয়োর কখন
হয় না।

(বরেনের প্রবেশ ।)

বরেন। কই, প্রমটারকে ত' দেখতে পেলুম না,
সে হয়ত লগা দিয়েছে।

নটবর। তাইত, তাইত, বেটাকে চওড়া ক'লে
পাল্লুম না!

গুণে। আর কেলেকারীতে কাজ কি, ড্রপ ফেলে
দেওয়া যাক্।

নগেন। তাইত, তাইত—যজ্ঞাগারের সিন্ধু
হবে না? আমি অনেক ক'রে মুখস্থ ক'রেছি
—এইখানেই শেষ ক'তে হবে।

(সুবর্ণলতার প্রবেশ ।)

সুবর্ণ। শ্রেয় করবে কি? রামচন্দরের সাথে যুদ্ধ
করমু না? তীর ধনুক ল'য়ে বীরাসনা হ'য়ে
আসছি, রামচন্দরকে যদি না পাই, সম্মুখে
যারেই পাব, তারই চোখে তীর বিধ্বংস।

(রসময় মুখার্জি ও দুইজন বেলিকের
প্রবেশ ।)

রসময়। ঐ—ঐ ছোঁড়া! ওরই নামে ওয়ারেন্ট!
ধর সাহেব, ধর।

গুণে। কে তোমরা?

রসময়। জামাই নই—মশাই, যষ্ঠীবাটা ধেতে
আসিনি! নগেন বাবুর নামে ওয়ারেন্ট আছে,
বেলিফ্ নিয়ে ধতে এসেছি।

গুণে। এ সময়ে তোমাদের ধরবার কোন একতার
নেই! জান, আমি একজন হাইকোর্টের
উকীল। বে-আইনী কলে তোমাদের নামে
পুলিশ কেস ক'রবো।

রসময়। খুলনায় গিয়ে করবেন, কমকোতা বড়
শক্ত জায়গা! কোর্ট থেকে (special order)
স্পেশাল অর্ডার নেওয়া হ'য়েছে, এই দেখুন—
জজের সহি!

গুণে। তাইত, তাইত, নগেন পালিয়ে এস,
পালিয়ে এস! বাড়ীর অন্তরে ঢুকে পড়।

(নগেনের পলায়নোচ্চোগ)

বেলিক্ । Not so easy me dear fellow !
(নট সে ইজি মি ডিয়ার ফেলো) (নগেনকে ধৃত করণ) ।

নগেন । ও কাকা, ধরো যে !

বরেন । ও দাদা, চলো যে !

রসবতী । ও নগেন, তোমার কি হ'ল বাবা !

সুবর্ণ । ঠাকুরাণ মোর কি হইল গো ! মোর
ম্যাধনাদকে যে ধরে লয়ে যায় !

খাঁটি । ওহে Dramatist ! (ড্রামাটিষ্ট) পা টিপে
টিপে সরে পড়ি চল ।

নটবর । তা আর বলতে, গতক বড় ভাল নয় ।

(কাস্তুমণি ও পটলসুন্দরীর প্রবেশ)

পটল । মা, মা, ঐ বেটী ! ঐ বেটী ! থিয়েটারের
নট সেজেছেন । আমরা ! ঐ বেটি আমায়
ঝাঁটা মেরে পালিয়ে এসেছে !

কাস্ত । তবে আর কি মা ! গায়ের কাল বেড়ে
নাও ! ওরে পটলী, সেই মুখপোড়া ছটোও
রয়েছে রে ! সকলকে এক এক ঘা ঝাঁটা,—
দেখি তোর কেরামত !

পটল । ভেকীবাজী লাগিয়ে দিয়ে যাই দেখনা,
আমরা খান্কা দাদ তুলতে খুব মজবুত !

(স্টেজের উপর উঠিয়া, রসবতী, নটবর

ও খাঁটিটাদকে এক এক ঘা

ঝাঁটা মারিয়া)

আমি মা, ছুটে পালিয়ে আয় ।

(পটলসুন্দরী ও কাস্তুমণির প্রশ্নান)

বেলিক্ । বাই জো, হোয়াট ইজ্ দিস্ ! (By
jo, what is this !)

২য় বেলিক্ । Strange thing indeed ! (ষ্ট্রেঞ্জ
থিং ইন্ডিড্) ।

রসবতী । কি বাবা ! জুলেজিক্যাল গার্ডেনে “ফ্যান্সি
কেয়ার” হচ্ছে নাকি ? স্বপ্ন দেখছি না ত ?

নটবর । হ্যা গুণেন বাবু ! এক বেটি ঝাঁড় এসে
আমাদের ঝাঁটা মেরে গেল, তোমার মাঝেও
বাদ দিলে না, আর তুমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে
রইলে !

খাঁটি । আমিত বাবা আকাট মেরে গেছি ।

বরেন । আমার বড় বরাং জোর, এদিকে বোধ
হয় ততটা নজর কখনো, বেটা যেন “কুইন্
এলিজাবেথ” এল,—আর হরুণ যোগ লাগিয়ে
দিয়ে গেল !

রসবতী । তোমরা বুঝ না গো বুঝ না ! ঐ
মিনেই এর গোড়া ! ঐ মুখপোড়াই ঐ মাগীকে
শিথিয়ে পড়িয়ে এনে আমাদের সবাইকে ঝাঁটা
খাওয়ালে, ওরে হাড় হাবাতে ! ওরে হতভাগা !
আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন ।

গুণে । দোহাই তোমার । আমি কিছুই জানিনো
আমি মনে মনে দুর্গানাম জপচ্ছিলুম ।

রসবতী । তোমার ন্যাকামোর নিকুচি করেছে;
স্বর্গনেশে, উন্পাঁজুরে !

(গুণেন্দ্রকে আক্রমণোদ্ভূত)

গুণে । ওগো, রক্ষে করগো, রক্ষে করগো, রক্ষে
করগো ।—রাক্ষসীর হাত থেকে বাঁচাও গো ।

(বেগে পলায়ন)

(রসবতীর পশ্চাদ্ধাবন)

নগেন । ও কাকা, তুমি গেলে যে,—এখন আমি
বেলিকের হাত থেকে বাঁচি কি করে ? ও
বরেন ! যা ভাই, দৌড়ে মার কাছে যা, টাকা-
কড়ি এনে আমায় এ যাত্রা বাঁচা ।

বরেন । মা যে একটি পরসা দেয়, আমার ত বোধ
হয় না । সে বেটি, শালীর বেটি শালী, তবু
একবার চেষ্টা করে দেখি । বৌদিদি ! তুমি
আমার সঙ্গে এস ।

সুবর্ণ । ও ঠাকুর পো ! মোর ম্যাধনাদকে যে বাধে
লাগে যায় । কি হইব ঠাকুর পো, কি হইব !

বরেন । এখানে আর কেঁদে কেটে কি হবে ? মার

কাছে কাঁদবে চল, কোন রকমে যদি টাকাটা
খেরিয়ে আসে।

নগেন। যা ভাই বরেন যা। আর দেৱী করিসনি।
বরেন। এস, বৌদিদি এস।

সুবর্ণ। ও ঠাকুর পো! মোর মোখনাদ যে যায়।

(বরেন ও সুবর্ণলতার প্রস্থান)

নগেন। রসময় বাবু! আর অপদস্থ করবেন না,
একটু অপেক্ষা করুন, আপনার সব টাকা
এখন দিচ্ছি।

রসময়। অপেক্ষা করবো—এক মিনিটও না—
এক সেকেন্ডও না,—সিভিল জেলের চেহারাটা
একবার দেখে আসবে চল, সেইখানে টাকা
পৌছে দিলেই ছাড়ান পেয়ে আসবে।

নগেন। আপনার কি একটুও দয়া হচ্ছে না?

রসময়। কিসের দয়া? কার উপর দয়া; তুমি কি
দয়ার পাত্র? বাপের বহুকষ্টের সঞ্চিত ধন,
পাঁচ বেটা জোচ্চোরের মতলবে ইট পাট-
কেলের মতন ছুঁড়ে ফেলে দিচ্চ।—স্বদেশ
ছেড়ে, জন্মভূমি ছেড়ে, কলকাতায় এসে
কাপ্তেনী শুরু করেছ।—মনে করেছ আমি কি
হলুম। যেমন কর্ম তেমন ফল, এখন সিভিল
জেলে চল, এ যাত্রা রক্ষে পেয়ে আসবে—তার
কত্রে ভেবনা। এখনও যৎসামান্য কিছু আছে।
শেষ রক্ষে হচ্ছে না। পরিণাম এণ্ডাম্যান
বাস। এস সাহেব! নিরে এস।

বেলিক। কাম ম্যালং বাবু! হউ উইল হ্যাভ এ
নিউ কিউরিয়সিটি ইন্ দি সিভিল জেল।
(come along Baboo, you will have a
new curiosity in the civil jail.)

(নগেনকে লইয়া রসময় ও বেলিক-
দ্বয়ের প্রস্থান)

খাঁটি। খুব চুটিয়ে থিয়েটার করা গেল বাবু।
অনেককাল মনে থাকবে।

নটবর। ম্যানেজারীও খুব চুটিয়ে করুন, আকেন
জন্মে গেল বাবা। যা হোক আমি সোজার
ছাড়চিনি? আমার মতন ম্যানেজারের নামে
কলঙ্ক হবে? গোটাকতক মেয়েমানুষ নাচিয়ে
দিয়ে ড্রপ ফেলে দেওয়া যাক, তবু যা হোক
কতকটা মান রক্ষে হবে।

খাঁটি। তাই কর, মধুরেন সমাপনের, চাই বইকি।

নটবর। মহাশয়গণ! বাঙ্গালে থিয়েটার আর
কত ভাল হবে বলুন, যা দেখলেন—তাতেই
সুখী হয়ে বাড়ী যান। তবে আমি কলকাতার
ম্যানেজার, আপনাদের নাচ গান না দেখিয়ে
ছাড়চিনি।

(রঙ্গিনীগণের প্রবেশ)

গীত।

নূতন রংয়ে, নূতন ঢংয়ে, হ'ল থিয়েটার।

ববনিকা গড়ুক এবার, বিতীষিকার কাজ কি আর।

মিষ্টিমুখে বিদায় নিলে,

প্রাণটা খুলে বাহবা দিলে,

ডাকবো তোমার 'পেটরণ' বলে, থাকবো কেনা 'কর একার'।

টম্‌টী টম্‌টী টম্‌টী টম্‌,

রম্‌রম্‌ রম্‌—রম্‌ রম্‌ রম্‌,

'ওড়বাই' ভাই, বাই ঘরে বাই, থিয়েটারের কি বাহার।

ববনিকা।

কাজের খতম ।

বড়দিনের পঞ্চরং ।

রঙ্গোক্ত পাত্রপাত্রীগণ ।

পুরুষগণ ।

রমাকান্ত গোড়া হিন্দু ।
 মিঃ ভোম ঐ পুত্র (কোন্সুমী) ।
 কুলচন্দ্র ঐ শ্যালক (এডিটার) ।
 গণেশগোবিন্দ বিলাত ফেরত ডাক্তার ।
 মতিলাল থিয়েটারের অভিনেতা ।
 ফটিক গণেশগোবিন্দের বাটার
 প্রেমিক ভৃত্য ।
 মিঃ পল্টু মিঃ ভোসের পুত্র ।
 বাচস্পতি, আকরা, চুরটওয়ালা, আর্দালী,
 খানসামা বালকগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ ।

সুশীলা রমাকান্তের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ।
 শশিকলা মিঃ ভোসের পত্নী ।
 রঙ্গিণী গণেশগোবিন্দের স্ত্রী ।
 আকরাণী, চুরটওয়ালা, মনি হাওদিল-
 ওয়ালা, নাপ্তিনী, রেজানীবেশী
 বেঞ্জাগণ, বালিকাগণ, বাউল
 রমণীগণ, অভিনেত্রীগণ
 ইত্যাদি ।

প্রস্তাবনা ।

স্কুলের ছাত্রীগণ ।

গীত ।

(ওলো) দিদি । বুঢ়লো যাওয়া থিয়েটার ।

স্কুলের পড়া, শিশুর ছড়া,

এ জীবনে হ'ল সার ।

মা মানা ক'রেছে, বাবা কত ব'লেছে,

গুরুমা দিবা দিগেছে ;

বলে 'যেওনাকো থিয়েটার, কুর্কি আধার ।'

যেথা নটী নাচে, নাইক' তাদের জাত,

(তবু) জেনে শুনে বাবু ভেগে, ফেরে সাথে সাথ,

(ছি ছি) মুখে বড়াই, একিরে ছাই, মনে জব্ব

ককিকার ।

হি'ছয়ানি গো টু হেল, পেয়েছি কালেজী-আকেল,

ভ'জ'বো কেবল শিশুপুটী, আর সকলি ভেল ।

চক্ষু বুজে, ভাবে ম'জে, গাইব শিশুর অন্ন জয়কার ।

বল 'শান্তি' 'শান্তি' বুঢ়লো ভাণ্ডি, উড়'লো

নিশেন সত্যভারি ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

[বৈঠকখানা ।]

(রমাকান্ত, গণেশগোবিন্দ, বাচস্পতি ও
এডিটার আসীন ।)

বাচস্পতি । বাই বলুন বড় বাবু, আপনি এক
জন গোড়া হিঁদু হ'য়ে, সমাজের নেতা হ'য়ে,
ছেলেকে বিলেত পাঠালেন কৌন্সুলি হবার
জন্তে—এটা যে বড় বুদ্ধিপূর্ণ কাজ হ'য়েছে।
তা' আমি কিছুতেই ব'লতে পারব' না।
আপনারা যেমন পথ দেখাবেন, পাঁচজনেও
সেই পথ অনুসরণ ক'রবে। তবে আপনি
ধনী, কাজেই আপনার কাজের প্রতিকূলে
কেউ দাঁড়াতে পারে না; আর সমাজের
অবস্থার দিন দিন যেক্রম অবনতি হচ্ছে,
তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, হিন্দু ধর্ম আর বড়
বেশী দিন টেকে না।

রমাকান্ত । দেখুন বাচস্পতি মহাশয়, দান বলুন,
দেবভক্তি বলুন, ধর্ম অমুরাগ বলুন, আর
যে কোন সংকারণ্যই বলুন, পৃথিবীতে কেউ
— নিঃস্বার্থ হ'য়ে করে না। আমার মনে মনে
ধারণা ছিল, যে আমি হিন্দুসমাজে বিশেষ
প্রতিপত্তি লাভ ক'রেছি; আমার জীবন
এক রকমে কেটে যাবে। তবে ছেলেটারত'
একটা হিলে করা চাই, আর ছেলে বেলা
থেকে ওর একটা কেমন বাই, 'বিলেত যাব,
কৌন্সুলি হব'। সাত পাঁচ ভেবে সেই
জন্তেই পাঠিয়েছিলুম। নইলে কোন্ বাপের
সাধ বলুন, পাঁচ পাঁচ বছর ছেলেকে কালা-
পানি পার ক'রে রাখা।

এডি । তা কি এমন অত্যায কাজ ক'রেছেন।
গোবিন্দ খাইয়ে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে নিলেই হয়,
আবার দলে গিশে বেতে কতক্ষণ!—হিন্দুধর্ম
আজকাল বাজারে জিনিষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে!

Last week-এর (লাষ্ট উইকের) কাগজে
আমার একটা article (আর্টিকেল) দেখে-
ছিলেন ? আমি সমস্ত হিন্দু Communityকে
address (কমিউনিটিকে আর্ড্রেস) ক'রে
লিখিছি, হিন্দু ধর্মের অবস্থা আজকাল যে
রকম শোচনীয়, তাতে কোন হিন্দুর আর
হিন্দুধর্মের উপর আস্থা রাখা উচিত নয়।

রমাকান্ত । আমার অদৃষ্ট!—ভেবেছিলুম বিলেত
থেকে ফিরে এলে বুঝিয়ে শুঝিয়ে প্রায়শ্চিত্ত
করিয়ে কোন রকমে যেমন ছিল, সেই রকম
করিয়ে নোবো,—ও বাবা! এ একেবারে
বিগড়ে গেছে। ধুতি চাদর প'রতে অনু-
রোধ করেছিলুম—আমায় খালি মারতে বাকী
রেখেছিল। তার উপর আবার কপালক্রমে
বৌমাটিও তেমনি হ'য়ে উঠেছে। চব্বিশ
ঘণ্টা গাউন প'রে, বডি এন্টে, বুকে ক্রচু
দিয়ে, কুলের কলসিনী হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।
আবার আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—

এডি । হাঁ সেইটাই বিশেষ একটি Difficulty
(ডিফিকাল্টি) হ'য়েছে বটে; আমার
Sister এর (সিস্টারের) একে Tender age
(টেন্ডার এজ) তাতে tender mind
(টেন্ডার মাইণ্ড)—আর বৌঠাক্কণও আড়ে
হাতে লেগেছেন Sistorটিকে (সিস্টারটিকে)
Reform (রিফর্ম) ক'রবার জন্তে; কবে
সাড়ী ছেড়ে, গাউন প'রে জুতো পায়ের দিয়ে
বসেন দেখ।

বাচ । সংসারে অসং—কার্যের ফল প্রায়ই বিষ-
ময় হয়, পৃথিবীতে সংকারণ্য কেবল চারটি,
আর সব অসং।

অসারে খলু সংসারে সারোমেব চতুষ্টয়ং ।

কাশ্চংবাসঃ সত্যং সঙ্গ গঙ্গামু শমু সেবনম্ ॥

রমা । আচ্ছা ডাক্তার বাবু! আপনিত' বিলেতে
ডাক্তারি পাশ দিয়েছিলেন, বিলেতের সব
খবরই রাখেন; শুনেছি নাকি বিলেতে গেলে
আর ফিরতে ইচ্ছা করে না। আর নেহাউ

দায়ে প'ড়ে ফিরতে হলেও কলকাতার চাল আর খাণে বসে না ।

গণেশ । Oh that is a place of great attraction (ও দ্যাট ইজ এ গ্রেট অফ্‌ গ্রেট এট্রাকশান্)—সে দৃশ্য দেখলে আর কখন ভোলা যায় না । সেখানকার ইংরাজদের ব্যাভার most charming (মোষ্ট চার্মিং) আপনারা বিলেতের নিন্দে ক'রছেন, English etiquette (ইংলিশ এটিকিট) গুলোকে condemn (কন্ডেম্) ক'রছেন, যদিও আমার এটা খুব unpleasant (আনপ্লেজ্যান্ট) বোধ হচ্ছে কিন্তু কি ক'রবো বলুন, Compelled (কম্পেল্ড) হ'য়ে চুপ করে আছি ; কারণ আমি আপনার Paid family Doctor (পেড ফ্যামিলি ডক্টর) । Financial question is the question in this world ফাইন্যান্সিয়াল কোশ্চ্যান্ ইজ্ দি কোশ্চ্যান্ ইন্-দিস্ ওয়ার্ল্ড্) ।

(মতিলালের প্রবেশ ।)

মতি । এই যে কটি রত্ন একতর হ'য়ে আলো ক'রে ব'সে আছেন !—কর কিছু শুরু ক'চ্ছ কাকে এক ঘরে ক'রবার মতলব আঁটছ ? আজ কার পালা ?

রমা । আমাদের আর বৃষ্টি অন্য কাজ নাই ?
মতি । বড়লোকের আর কাজ কি বাবা ! তা বাবা, আমার আরজিটার কি হবে বল দেখি । ডের রকম ক'রে বলেছি, বিস্তর রকমে বুঝিয়েছি, হাতে পায়ে পর্যন্ত ধ'রেছি, তবু বাবা ! তোমাদের ফুল ফেলতে পারিনি । একদিন কথাটা রাখ না বাবা, চল না একদিন থিয়েটার দেখে আসুন, হোগনা বাক-খারাপ যায়গা একদিন গেলেইত' আর ছোট লোক হ'য়ে যাবে না । অল্প-রোধে লোকে সব করে, জজকেও রায় ফিরিয়ে লিখতে হয় ।

এডি । ছি, ছি, আবার সেই কথা ? বাবালা

থিয়েটারে যাব আমরা ?

গণেশ । Native Theatre, nasty—nasty (নেটিভ্ থিয়েটার্ জাষ্টি—জাষ্টি) ।

মতি । একেবারে একটা ধারণা ক'রে ব'সে আছ কেন বাবা ? উনি বলেন বাবালা থিয়েটারে যাব আমরা ? কেন বাবা, কে তুমি মুর্শিদাবাদের লম্বাবের গুটি ? না হাজিকার-বালাদের পুষিপুতুর, কেন বাবা তোমাদের চেয়েও কি বড়লোক Native Theatre এ (নেটিভ থিয়েটারে) আসে না ? বড় বড় Independent (ইণ্ডিপেন্ডেন্ট) রাজা, গুরু দাস ব্যানার্জি, মহারাজা যোতীজমোহন ঠাকুর, এঁরা কি বড়লোক নন ?

রমা । আচ্ছা মতিলাল, আগাদের থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে তোমার এমন কি স্বার্থসিদ্ধি হবে ?
গণেশ । উনি সেখানকার একজন Actor (অ্যাক্টর) কি না ? পাঁচটা বড়লোক নিয়ে গলে টিকিট বিক্রী হবে, তা হ'লেই ওঁর মাইনে বাড়বে ।

মতি । না বাবা নিজের পিতৃসের জন্যে তোমাদের দ্বারস্থ হ'য়ে, এতটা জেদ ক'রছি, তা মনে করোনা । কি জানি বাবা ! আমি একটু মৃদিলে প'ড়ে গেছি, সোজা কথায় তোমায় বুঝিয়ে দিই, একজন Poet কে (পোয়েটকে) যদি বল, যে তুমি Poetry (পোইট্রি) লেখা ছেড়ে দাও, একজন Painterকে (পেণ্টারকে) যদি বল যে, তুমি Painting (পেণ্টিং) তুলে দাও,—এই বাবা তুমি বড়লোক, তোমায় যদি আমি বলি কোম্পানির কাজের সুদ নেওয়া ছেড়ে দাও, তুমি হয়ত ম'রে যাবে । সেই রকম বাবা—থিয়েটারের মধুর স্বপ্ন খাণে ব'সে গেছে । এ কাজের Fancy (ফ্যান্সী) টুকু হাড়ে হাড়ে বিধেছো কাজেই যাতে এ জিনিসটাকে জঁকিয়ে তুলতে পারি, ছোট

বড় সকলেরই আদরের জিনিস ক'রতে পারি, তা কি স্থায়ী না? তুমি বাবা সমাজের "নেতা",—বাড়ীটিত' একটা চিড়িয়া খানা ক'রে রেখেছ। সব মূর্তিই একত্রে বিরাজমান, গোঁড়া হিন্দু আছেন, কৌসুলি সাহেব আছেন, বিনাত ফেরত ডাক্তারও আছেন, তোমাদের একটাকে বাগাতে পারিলেই বাবা, কমিটির ক'রে টানতে পারবে।

বাচস্পতি। রামচন্দ্র ! রামচন্দ্র ! আজকালকার থিয়েটার নরক, নরক ! সেথায় নটা সংকীর্তন করে, ওরূপ স্থানে ভদ্রলোকে যায় ?

মতি। দেখুন বাচস্পতি মহাশয় ! বেশি কথা বলবেন না, আমি সকলকেই জানি, সকল কারই হাল আগার বিদিত, আপনাকেও জানি, ডাক্তার সাহেবকেও জানি, আর আমাদের ঐ এডিটার মহাশয়কেও জানি ; বাবা ! হিন্দুধর্মের গোঁড়ানী ক'রে বেড়াও ; কুলীনপুত্রের বাড়ী গিয়ে বিদের নিয়ে এস' এ কি রকম বাচস্পতি বাবা ! বেস্তাপল্লীতে গিয়ে পয়সার জন্যে ঠাকুরপূজা কর ; দিই দিকি বাবা অষ্ট গণ্ডা পয়সা হাতে, বেস্তায় হরিনাম করে ব'লে থিয়েটারে যেতে চাচ্ছনা, সেই বেস্তার বাড়ী নিয়ে গিয়ে হবিষ্য করিয়ে আনতে পারি কি না ?

রমা। শোন ! শোন, মতিলাল চোটোনা, আমি যে দোষগুলো দেখিয়ে দিই, সেই গুলো কালনের চেষ্টা করনা কেন ? তা হলেত' আমাদের যাবার কোন বাধা থাকে না।

মতি। আজ্ঞা বাবা ! এক একটা ক'রে বল, আমি অবাব দিচ্ছি ;—দোষ ব'লে প্রমাণ করিয়ে দিতে পার, মাথা হেঁট ক'রে দোষ স্বীকার ক'রে—সে গুলি পরিষ্কার ক'রে তবে এসে আবার তোমাদের নিয়ে যাবার জন্যে জেদ ক'রবে।

রমা। এই শোন,—প্রধান দোষ তোমরা বেস্তা নিয়ে থিয়েটার কর।

মতি। রোসো বাবা ! আগে এই কথাটার উত্তর দিই। "মানি বটে, বেস্তা সঙ্গ অতি যুগ্য !" তার চারা কি বাবা, গোঁপ মুড়িয়ে গোবিন্দ অধিকারী হ'য়ে বেরুলে তোমরা আসবে কেন বাবা ? তোমাদের পাঁচজনেরই উত্তমগিতে ভুলে, আসুমানের দুর্গো নির্মাণ ক'রবে আশা ক'রে ওরাজকৃষ্ণ রায় মোচমুওর একদল নিয়ে থিয়েটার ক'রেছিলেন। বাবা সে কাঁচা পাকা মুখ নেই, তাদের কোমর ঘুরান' ভাল লাগবে কেন বাবা ! ছুদিনেই পাতাড়ি গুটুতে হ'ল ! তাই বলছি বাবা, যে কাজ-টাই কর, তার স্থায়িত্বের উপর আগে দৃষ্টি রাখতে হয় ; সুতরাং থিয়েটার যদি স্থায়ী ক'রতে হয়, তবে মেয়ে মানুষের সঙ্গ, প্রধান দরকার ; তবে একটা কথা হ'চ্ছে বেস্তা।—উপায় কি বাবা ? অরহা বুঝে ব্যবস্থা ; তোমরাত' আর ঘরের মাগ বের ক'রে দেবে না ? আর আমার নেই, আমি দেবই না। দেশের অবস্থা এখনও ততটা উন্নত করা যায়নি। আর আমার মতে বাবা, ভদ্র-লোকের মেয়ে বের ক'রে, রক্ষমণ্ডে দাঁড় করান'র চেয়ে বেস্তা সঙ্গ খুব ভাল। বাজা-লির কুলজীরা অসুর্গ্যস্পষ্টা, একেবারে দশ হাজার লোকের সামনে বের ক'রে দেবে সেটা কি ঠিক কাজ হবে ? সেইবে কেন বাবা ? আর ইংরেজদের কি জান, ওদের ভগবান আলাদা রকমে গ'ড়েছে। দেখনা বাবা ফিক্‌ক ফিক্‌ক মেমগুলো, অসুর্গের মতন ইংরাজগুলোকে কেমন চিট্‌ রাখে ? আর এটা মনে ক'রনা বাবা যে ইংরাজি থিয়েটারে যারা আছেন, তাঁরা সকলেই সতী লক্ষ্মী, তবে তারা ইজ্জত রাখতে জানে, আমাদের এরা দশ টাকার মুখ দেখলে অস্থির হ'য়ে পড়েন।

গণেশ । অত তর্কাতর্কির দরকার কি ? থিয়েটার জিনিষটাই ভাল নয় ।

মতি । কেন বাবা ডাক্তার সাহেব, ভাল নয় ? মোহাই বাবা বুঝিয়ে দিতে হবে ।

গণেশ । সেখানে গেলে লোকের চরিত্র খারাপ হয় ।

মতি । তোমরা যদি খারাপ কর বাবা, সেকি থিয়েটারওয়ালাদের দোষ ? খালি মন্দটুকু নিতে জান বাবা, ভালটুকু নিতে জান না । এমন লোক ত' থিয়েটারে আসে বাবা, যারা ধর্মপুস্তকের অভিনয় দেখে কাঁদে ! তোমাদের মতন লোকে গিয়ে, কার মুখ-খানা ভাল, কার Cat's eye (ক্যাটস্‌ আই), কার Rosy cheek (রোজী চিক্) এই সব দেখ' বৈত না । থিয়েটারটা খারাপ, কেন বাবা ? এটা স্বীকার ক'রতে হবে যে এটা একটা Art (আর্ট), সকলেই মনে ক'রলে Actor (অ্যাক্টর) হ'তে পারে না, Painter (পেইন্টার) হ'তে পারে না, পোয়েট হতে পারেনা, ভগবান-দত্ত একটু Genious (জিনিয়স্) চাই, একটু কেন বিলক্ষণ চাই । দেখ বাবা ডাক্তার ! বাচস্পতির কুলের কথা বার ক'রে চুপ করিয়েছি, এইবার বাবা তোমায়ও চুপ করাচ্ছি । গেরস্থের ছেলে তুমি, যেই বাপ মারা গেল, ভদ্রাসনটুকু বেচে বিলেতে পাড়ি দিলে । মনে ক'রেছিলে, কলুকাতার ফিরে এসে একটা নাতকর হয়ে ব'সবো । পোষাকেরই চটকু বাবা ! ঘরে হাঁড়ি ঢন্ ঢন্ ; যেমনি হুগি, তোমার সহধর্মিণীও তত্পশুস্ত ; গাউনের জন্তে, আর ফাউলের জন্তে বাপাস্ত না ক'রেছে এমন দিনই নাই । ভাগ্যান্ রমাকান্ত বাবুর Family Doctor (ফ্যামিলি ডাক্তার) হ'তে পেরেছিলে ! তাই যা হোগ ক'রে চেয়ারের বদলে কেরোসিনের বাক্সায় ব'স, আর টেবিলের বদলে কুলুঙ্গিতে খাচ্ছ, আর দু একটা মর্তমান রস্তা, বদনে দিতে পাচ্ছ ।

এডি । থিয়েটার ত' আমোদের জিনিস, দাঁড়াও আগে দেশের দুঃখ দূর হোক, দরিদ্রতা নিবারণ হোগ, তারপর আমোদের বিষয়ে সন্নিয়োগ করা যাবে ।

মতি । দেশের দুঃখ দূর ক'রবে কে বাবা ! তোমার মতন এডিটার কাগজে Article (আর্টিকেল) লিখে ? কি ব'লবো বাবা ! কোম্পানীর কোন আইন নাই ! এডিটার হলেই হ'ল ; তা না হ'লে তোমার মতন এডিটারকে আমি নাকের জলে চোকের জলে ক'রতুম ! দরিদ্রতা নিবারণ হবে কোথেকে বাবা ! কায়েত বামুনের আর কি পয়সা থাকবার যো আছে ? আজকাল ছোট লোকদের ঘরে পয়সা । কায়েত বামুনের মধ্যে যদি একটা সম্মতিসম্পন্ন হ'লেন, অমনি কুটুম, তস্ত্র কুটুম, এসে জুটলেন । কাজেই বাবা, দিনে দুশোখানা পাত প'ড়তে শুরু হ'ল পয়সা কত দিন থাকে বাবা ! এই দেখ না বাবা, তুমি দ্বিতীয়পক্ষে রমাকান্ত বাবুকে বোনু দিয়েছ, নিজেরও এসে পুষিপুতুর হ'য়ে ব'সেছ । তবে পকেট খরচার কিছু চাই, ঐ এক কাগজের ধুরো বার ক'রে এডিটার হ'য়ে ব'সেছ । রমা । শোন, শোন মতি ! আর আমার যে দোষগুলো বলবার আছে, সেগুলো বলি ।

বাচ । বড় বাবু আর দোষে কাজ কি ?

“হুজুনা দোষঃ মিচ্ছন্তি, গুণমিচ্ছন্তি সাধবঃ ।

মতি । পথে এস বাবা বাচস্পতি, তোমায় দুশো প্রণাম, থিয়েটারের বাবুকে ব'লে আজই তোমার ছটাকা ক'রে বার্ষিক বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি, ঠিক সময়ে সময়ে গিয়ে নিয়ে এস । দেখুন রমাকান্ত বাবু, দোষ দেখাতে গেলে সকলেরই দোষ দেখান যায় । বাকী গুলো আর এক দিন শুনে যাব । দোষ দেখাচ্ছেন, আপনার দোষ গুলো আগে সোদরান্ দেখি, হিন্দুধর্মের নেতা ব'লে পরিচয় দেন ! এদিক চুলটিতে কলপ দিয়ে সোজা সিঁতেটুকু ফেরানি' আছে, কালাপেড়ে ধুতিখানি পরা আছে, তার উপর

দোপদন্ত কামিজের উপর হিন্দুশ্রমের মালা
ঝুলিয়ে ডঙান জ্বাহির ক'রছ' লোককে সচ্চ-
শ্রিত হ'তে শিক্ষা দাও, কিন্তু তোমার চরিত্রই
কি খুব মার্জিত বাবা ! প্রথম মাগ মারা
গেল গেলই, ফের আবার বে ক'রলে কেন
বাঁবা ? তোমার হিন্দুশ্রমে কি এটা ব্যবস্থা
আছে ? দ্বিতীয়পক্ষের বে করা আর ভদ্র
রকমের বেখা রাখা এ দুইই সমান । যাগ-
বাবা আর কথা বাড়িয়ে কাজ নাই । আচ্ছা
থিয়েটারে না যাও, নাই যাবে, আমার এই
অল্পরোধটা রাখ, বাগানে মেয়েমানুষ নিয়ে
যাও বাবা । একদিন ব্যবস্থা কর, থিয়েটারের
ক'টা অ্যাঙ্কেট্টে নিয়ে আমি তোমাদের
বাগানে যাচ্ছি, থিয়েটারে বেগন সেজেগুজে
তারা নাচে গায়, তোমাদের বাগানে সেই
রকম নাচবে গাইবে । দেখি বাবা তারপর
তোমরা থিয়েটারে আসতে রাজী হও কি না ?

রমা । আচ্ছা এতে আমি রাজী আছি ।

গমে । O yes, this is a very fair proposal.
(ও ইয়েস্ ! দিস্ ইজ্ এ ভেরি ফেয়ার
প্রোপোজাল) ।

এডি । Ditto Ditto, ডিটো ডিটো ।

রমা । কিন্তু একটা কথা, বতীনত' তোমার বন্ধু,
তাকে একবার বল ।

মতি । আচ্ছা বাবা সে ভার আমার রইল' । বারি-
ষ্টার সাহেব, লোক ভাল । কাকুতি মিনতি
ক'রে ব'ললে কথা এড়াতে পারবে না । তবে
বাবা আমি এখন উঠি, কৌন্সুলি সাহেবের
উদ্দেশে চল্লাম ।

রমা । হাঁ আমরাও তবে উঠি, বেলা হ'য়েছে ।

প্রথম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

[রাস্তা ।]

(নাপুতিনীগণ ।)

গীত ।

ছেড়ে ক'ল্কেতা বোন । হবো পণ্ডার পার ।
পুঁজি পাটা চুলোর গেল, পেট চালান হ'ল ভার ।
মুটী নিয়ে যাই বাড়ী বাড়ী, ছুঁড়ি খাড়ি বেরিয়ে বলে
এই খাঁটা বাড়ি,
গিন্নীরা সব গাউন প'রে ছেড়েছে সাড়ী,
দেখ বুটের বহর, বেজায় জবর, এগোবে কে সাধিকার ।
(তখন) গিন্নীরা সব যেতেন থিয়েটার,
সেধে সেধে নাপতিনীদের সব পেত'নাক' বার ;
হাতে পায়ে আলতা দিয়ে হ'ত' কি বাহার ।
(এখন) কলেজ গিয়ে নলেজ হ'ল থিয়েটার,
এক ব্যক্তিচার ।

প্রথম অঙ্ক ।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

ড্রয়িং রুম ।

শশিকলা ও সুশীলা ।

শশী । এই দেখ দেখি, আজ যা'হক্ তবু একটু
মানিয়েছে । মাথায় কাপড় না দিলে, কি
আর লজ্জা রক্ষা করা হয় না ? গাউন
তোমাকে পরতেই হবে । আজ না হয় ছুদিন
পরে, তোমায় পরাবই পরাব' । তুমি অমন
কর কেন ? আমার কাছে জড়সড় হও কেন ?
হলেই বা তুমি আমার স্বত্তরের জ্বী ।—দ্বিতীয়
পক্ষের ত বটে । আর বয়সত' প্রায় এক—
তোমায় আমি Dear mother-in-law
(ডিয়ার মাদার ইন্-ল) বলে ডাকবো ।

সুশীলা । তা—বো,—তা বো, আমার কি আর সাধ
যায় না ? চাষায় কি আর পায়েস খায় না ?

তবে কি জান, তবে কি জান, আমার স্বামী
গোড়া হিন্দু, তাতে ভগামি নাই একটি বিন্দু ।
আমি যদি গাউন পরি, তা হ'লে কি সে
বাঁচবে, দম ফেটে ম'রবে ।

শশী । মানলুম আমার শত্রুর মহা হিন্দু, ধর্মের
অবতার, সমাজে তাঁর খুব পসার, কিন্তু এটা
কি রকম বিচার, ছেলেকে পাঠালেন কালা-
পানি পার । এটার হিঁদুয়ানী বজায় রইল'
বেজায় ! আপনার বেলা যোলকড়া, পরের
ভাতে ছাই পাড়া ! অত' কি চলে, অত' কি
চলে । দেখাবে যেমন পথ, যাব সেই পথে
—চলে ; ধর্ম-অধর্ম-হিন্দুয়ানী, আমরা যাব কেন
অত গোলে ।

সুশীলা । তা—বৌ, তা—বৌ, তাঁকে কেমন ক'রে
দোষ দিই ? আদার ধ'রলে ছেলে, তিনি
করেন কি, করেন কি ?

শশী । ছি, ছি, ছি ! তুমি আপনার দিকে চাইতে
শিখলে না ? আপনার রাস্তা বেচে নিতে
জানলে না ? উনি যেন কচি খোকা, ছেলের
ছুটো কথা শুনে বোকা অমনি দিলেন বিলেত
পাটিয়ে । তোমায় বুঝি চুপ ক'রিয়েছে ঐ রকম
বুঝিয়ে !!

সুশীলা । তা—বৌ, তা—বৌ, তুমি যা ব'ললে,
আমি তাই করবো ! তবে সব কি পারবো,
সব কি পারবো ?

শশী । কেন পারবে না ? আমি কি একেবারেই
পেরেছি ? ক্রমে—ক্রমে—ক্রমে, তবে বদলিছি !

সুশীলা । তবে আমিও বৌ, ক্রমে—ক্রমে—ক্রমে,
সব বোঝানি প্রেমে—প্রেমে—প্রেমে ।

শশী । তাহা হ'ক আজ আর একটি কাজ ক'রতে
হবে, মাথায় কাপড় দেওয়া ঘুচিয়েছি, কাপড়
দেওয়া ঘুচিয়েছি, কাপড় ফেরতা দিয়েও
পরিয়েছি । কিন্তু খালি পা, এ মা আমি সইতে
পারবো না । র'য়েছে আমার ডিম্বীন স্লিপার,
পর পায়ে খুলুক বাহার !

সুশীলা । তা—বৌ তা—বৌ, একেবারে অত'টা,

সইবে কেন ততটা ? হ'ল আগে, এটা ওটা,
মেটা, তবেত জুতোটা—
শশী । ঠেলনা আমার কথাটা । কে আর দ্রুপ্তে
আসবে, কত এলে না হয় খুলে রাখবে ।
ক্রমেত' ক'রতে হবে, ধুতি চাদর ছাড়িয়ে,
কর্তাকে হ্যাট কোট ধরাবে ! আমি এই
হাতে ক'রে, মোহাগ ভরে, পরিয়া দিই মা
পায়ে ধ'রে । (স্লিপার পরাইয়া) দেখ !
খুললো কি বাহার ! নয়ন ফেরনাক' আর !
থাকলে কবি, আঁকত' ছবি, তার ঘরে ফেরা
হ'ত ভার ।

গীত ।

পরিয়া পায়ে ডিম্বীন স্লিপার, দেখ খুলেচে বাহার ।
বেয়ার ফুটে বেড়িয়ে ছুটে, লাজের মাথা খেওনা আর ।
ছুটি টোটে রুম অফ রোজ, (দিও) এমনি ক'রে রোজ রোজ
সাড়ী ছাড়' গাউন পর' হিঁদুয়ানীর মুখে ক্ষার ॥

সুশীলা । তা—বৌ তা—বৌ আমি এখন যাই ।
যতীন এসে প'ড়লে, হবে এক বালাই ! !
জিজ্ঞাসা ক'রলে, কি ব'লবো ছাই !

শশী । (ঘড়ি দেখিয়া) এইত মোটে চারটে, তাঁর
আদালত থেকে ফিরতে এখনও এক ঘণ্টা
দেবী ; ব'স' ব'স', আজ আমোদের দিন, তারি ।
কবে তোমায় ছাড়িয়ে সাড়ী গাউন ওঠাবো
গায়ে, বুট পরাব' পায়ে !!

সুশীলা । তা—বৌ, তা—বৌ তুমি যখন ধ'রেছ,
তখন কি আর ছাড়বে ? আমার বিবি বানা-
বেই বানাবে ।

(মনি ছাণ্ডবিল ওয়ালীর প্রবেশ)

(গীত)

মেখে যারে—

বড় দিনের রং বেড়েছে ক্রান্তিক থিয়েটারে ।
যত সব নতুন নতুন সাজ, রং বেরঙ্গের তরবেত' বাজ ;
দেখলে চ'খে ব'লবি ডেকে, এমন ত'আর হুণে না রে ।
শোনলো বলি সোণার কলি তোমার মত চের,
থাকলে সেধা, খাবে মাথা, বাবু ভয়েদের,
বুক ফুলিয়ে চেন কুলিয়ে, আমলো দেখে মাগ ভাতারে ॥

মনি। নাও গো দিদিমণিরা! কাগজ নাও।
সুশীলা। কিরে মনি এসেছিন্? হ্যাঁলা, বড় দিনে
ঠোঁড়াদের থিয়েটারে কি নতুন বই হ'চ্ছে!
মনি। বড় দিদিমণি—তুনি নাকি? আজ একি
বেশ? (ওমা) দিদিমণি—নজরে ঠেকেনি,
একি

কি সাজে সেজেছ আজ!
মাথার কাপড় দিয়াছ ফেলিয়া—
যুচাইয়া কুল লাজ!
রাঙা—রাঙা—রাঙা—চরণ দুখানি
আদরে হৃদয়ে ধরিত মাটি।
একি পোড়া সাপ, হায়! হায়! হায়!
সেই পায়ে দেছ' বিলিতি চটী!!

শশী। শোনু বলি ওলো মণি! মা ত' তেমন
শিক্ষা পায়নি—কাজেই সেই পুরোনো চাল।
মাথায় এক ধাবড়া সিঁদুর, তিন হাত ঘোমটা,
এসব এখনও ঘোচেনি। পায়ে জুতো দেখে
মান্চিন্ চমক, দেখ'বি বখন গাউনের
চটক,—হবি অবাক, মুখে কুটবে নাক' বাক।

মনি। ছি ছি কুলবালা, অবলা সরলা
শুনিয়া মরনে মরি!

* আপনি মজেছ, কুলে কালি দেছ,
মজাইছ কুল নারী।
লজ্জা যুগা ভয় দেছ জলাঞ্জলি—
আচার বিচার নাহিক লেশ।
চুরী কাঁটা হাতে, খাও টেবিলেতে,
প'রে আছ সদা বিবির বেশ।
বিলাত ফেরত পতি তব হায়!
এ কাজে ক'রেছে ব্রতী।

ধর্ম কর্ম যত, ঠেলিলে চরণে,
উচিত কি গুণবতী?

(সুশীলার প্রতি) শুন দিদিমণি, কহি হিতবাণী,
লজ্জানু ন'জোনা বিলিতি ছলে।

শত প্রমোভন, ধরিলে নয়ন,
শশী নারী মন কভু কি টলে?

বাধ বেগে গোঁপা, সীমন্তে সিঁদুর,
যতনে লেপিয়া দাও।
মাথার কাপড় টেনে দাও পুনঃ,
নাও চটী খুলে নাও॥
সমাজের নেতা, হিন্দু চুড়ামণি,
পতি তব প্রেমময়,
শুনিলে কাহিনী, মরনে মরমে,
জরজনে নাহি ভয়?

শশী। থাক থাক ও সব কথা থাক;—
রাখ রাখ তোরা রক্ষা রাপ।
বলি যা, শোনু তা।—

আমার একটা পুরাণো গাউন দিচ্ছি নিয়ে যা,—
প'রণে যা গায়ে,—

দিচ্ছি একজোড়া বুট, দিগে যা পায়ে।
চিরদিনই কি থাক'বি এমন,
হবি নি মানুষের মতন?
কে জানে তোদের কেমন মন!
বেড়ানু মধু পারে; যাবে যে পা খেয়ে,
খালি ভাতার নিয়ে গেলি!—

শশী। নৌবনটাতো কাটালি

বলু দেখি কি স্মৃগটা পেলি?

থিয়েটারের কাগজ হাতে বেড়িয়ে বেড়াস পথেপথে
এই বুঝি তোরা কাজ?

ঘোমটা যুচা'তেই যত লাজ?

মনি। ছি ছি ও কথা ব'লনা, ও কথা ব'লনা,
আই আই মরি লাজে।

সুচিকণ সাড়ী, অনাদর করি,
সাজিব বিবির সাজে?

ছাপিনী রমণী, পতি-সোহাগিনী,
পতি-প্রেমে থাকি ভোর।

গাউন আঁটিয়া, প্রাণের পতির,
কাটিব প্রেমের ডোর?

রমণী জনম পেয়েছি ধরায়,
পতিরে পূজিব খালি।

বুট পায়ে দিয়ে, পতিরে নজারে,
হইব চোখের বালি!

রেখে দেমা তোর উপদেশ কথা

জালয় জালয় চলিয়া যাই ।

এসেছি দে কাজে, করি সেই কাজ,

বাড়াইতে কথা আর সাধি নাই ;

দিয়েছি কাগজ, জ'নিতে গো চাই ।

কবে যাবে দ্বিদিগি ?

শুনিয়া হরমে যাইবে চলিয়া ;

তোদের অধীনা মণি ।

সুশীলা । খাও কি মণি ? যেতে ত' খুব সাধ !

কিন্তু সাধে যে পড়েছে ব্যর্থ । কষ্টের যত্নে !

কি করি বল বোন ! শুনলে থিয়েটারের নাম,

তিনি আশুন হ'য়ে যান । সেথা বেড়া নাচে

নানান ধাঁজে, শুন্নে পাছে, সমাজে নাম

খারাপ হয়, কষ্টের সেই ভয় ।

মণি । তোদের ভাট পায়ে গড়,

দিলে যাই মা আগুন ঘর,

কষ্টের এক অবতার,

জানো বলবো কারে আর !

মাগ দিচ্ছেন গাউন গায়ে,

টেনে প'রছেন বুট পায়ে,

লাজ লজ্জা গুলে বেয়ে,

হেঁতা সেথা বেড়ান দেয়ে,

এ সব কাজে সমাজে,

নামটা বুঝি খুব বাজে ?

যত দোষ থিয়েটার,

এই বুঝি বিবেচনা কর্তার ?

মিয়ে বুদ্ধির বাগাই,

দ্বিদিগি মরে যাই !

কাজ নেই মা কথায়,

তোর কথা থাক মাথায়,

সেজে থাক মা বিবি,

এই করেই কুলে কালি দিবি !

বাবুরা জানান হিড়্যানী,

ও গৌড়ামী আনি খুব জানি,

এমন দিন আসবে,

শাতে নাতে সব ধরবে ;

এ যদি না হয়,

তবে আমার নাম নয় ;—

গীত ॥

তোদের ভুটী পায়ে গড় ক'রে মা বিদেয় হই—

আর কি হেথা রই ।

ছি ছি বিবি সেজে আপনি ম'জে কুল মজাতে,

পারি কই ?

বজল যেতে থিয়েটার, মানা করলো ভাতার

একি রে বিচার কুলে ওঠা তার,

কুলনারী কুল হারালি, আরত আমি তোদের নাই ॥

(প্রস্থান)

সুশীলা । ই' বৌ চন্দ্রনা কেন একদিন থিয়েটার ।

দিয়ে খাটানব মজার ঘরে ব'সে থাকা হবে

ভার । বুট পায়ে গায়ে বেড়ান কোথায় ?

চন্দ্রনা এই টি এই টি বেচন সে এক দার । এক

দিন ব'সেই সে জেনা দেবে আমি চন্দ্রনা ?

শশী । কি বলবে বোন ? তিনি বলেন ইংরেজী

থিয়েটারে চল, সে দিন অত' ক'রে ব'লে

ছিনুগ কথা এক মানাতে পারলুম,—বলেন

নেটিভ থিয়েটার, ছি, ছি, বেশি কথা বলবো

কি ? মেইন' গেলুম সেথা, ঠেলেতে আছে

কি স্বামীর কথা, মাঝের মাঝগা ঢের আছে,

ওঁরা যাবেন, পাছে পাছে, মাঝ গড়ের মাঠে

হাওয়া খেতে ; তুমিও আমুরে সাথে সাথে ।

সুশীলা । তা—বৌ,—তা—বৌ, গোরায যদি ধরে

ছাড়াবে কেমন করে ?

শশী । হটিয়ে দেব বুটের জোরে । তবে মা তুমি,

এস ; তাঁর সময় হ'য়েছে আসবার ; কাল

এমনি সময় এস আবার ।

সুশীলা । তা—বৌ, তা—বৌ ব'লতে হবেনা

আব ।

(সুশীলার প্রস্থান)

শশী । Charity begins at home ! আগে,

নিজের ঘর ঠিক করি, মল্লকে দিবি বানিয়ে

ছাড়ি, গাউনের বাই একবার ধরলে আর

বক্ষ নেই

(মতিলাল ও যতীন ওরফে জে, ভোসের প্রবেশ)
শশী । My dear you are late to-day.
ভোস । Excuse me dear ! I had a very
interesting case. In fact I was on my
legs, hence the delay. !

শশী । খানসামা, খানসামা, চা লে আও ! চা
লে আও !

মতি । ও বাবা ইংরেজি love এর দাপোট কি ?
বাস্তবিক বাবা, বিবি মাগ না হ'লে শরীর
চলে না ! তোয়াজ ক'রতে জানেনা !! এই
রকম দিন কতক 'চা'র বাটী, আর কুটীর
টোষ্ট খেলে, ফুলে যাই বাবা ! তবে ওই
সুটকি পানা চেহারার মাগ, ওতে তেমন
ভোগ হয় না বাবা ! কে জানে বাবা ইংরাজি
পছন্দ কেমন ?

ভোস । I say Mutty Lall take your seat
take your seat.

মতি । হাঁ বাবা কৌন্সুলি সাহেব ! একটু ধাতে
এসেছো ত' বাবা । 'চা'র বাটি আর টোষ্টত'
মন্দ হ'লো না ! এইত বাবা, ছুটোর সময়
গো-গ্রাসে টিফিন্ গিলেছ, এরিই মধ্যে জঠরা-
নল এমন প্রবল হ'য়েছিল যে, কিছু বদনে
দিয়ে, তবে আশায় ধ্যানে আনলে ? তবু
ভাল, ব'সবার হুকুম পেলুম । আচ্ছা বাবা,
কৌন্সুলি সাহেব একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ।
বেয়াছবি মাগ ক'র বাবা !! ছেলেবেলাকার
বন্ধু ! এখন নয় তুমি বড় লোক হ'য়েছ !
কথাটা একটু কড়া ঠেকলে নিজগুণে ক্ষমা
ঘেন্না ক'রে নিও । হাঁ বাবা তোমরা না খুব
Etiquette এর (এটিকেটের) গুমোর ক'রে
বেড়াও ? পান থেকে চুন খ'সলে তোমরা
চটে লাল হও । এ কি রকম Etiquette
(এটিকেট) বাবা ? একটা ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে
এগৌ, ছেলে বেলাকার বন্ধু, ছুবেলা যার
সঙ্গে বিলেত যাবার পরামর্শ আঁটতে, সে
এসে দাঁড়িয়ে রইল, তাকে ব'সতে বলা চুলোয়

যা'ক, দিবি ক'রে বৈকালিন ভোগ শুরু ক'রে
দিলে ? তোমাদের ভণ্ডামো দেখলে আমার
হাড় শুক্কু জলে যায় । আজ্ কালকার
Etiquette এর ডউল আমি বুঝে নিয়েছি
বাবা ! প্রথমেই খবর নাও, কখানা গাড়ি
আছে, কটা ঘোড়া আছে । প্রতি সপ্তাহে
খানা দিতে পারবে কি না, এই সকল খবর
যদি হয়, তবে বাবা তোমাদের Etiquetteই
শুভ (এটিকেটই) বল, Humbuggism-
বল, সেই সকলের মাত্রাগুলো বেড়ে উঠে,
অমনি অম্লান বদনে নিজের মাগকে নিয়ে In-
troduce ক'রে দাও । সেলাম বাবা তোমাদের ।

শশী । . Hallow dear ; Is he a friend of
yours ?

ভোস । Yes ; In our prime days we
were great friends.

মতি । Now in the beginning of our older
days we have become each other's
enemy because we do not approve
each others taste.

ভোস । No ! No ! what do you say
now ? will you have a cup of tea ?

মতি । না বাবা কৌন্সুলি সাহেব ! আর
তোমার খাতিরে কাজ নাই ! এখন আমি
যে কাজে এসেছি তার একটা বিলি কর ।

শশী । খান্ না একটুকু চা, চা খেতে দোষ কি ?

মতি । আপনি এতটা সৌজন্য কচ্ছেন কেন ?
আমার ত জুড়ি গাড়ী নাই, Hamilton
এর বাড়ীর Diamond Bracelet কিনে
দেবার Capacity ও নেই ! আমি একটা
ফাতুস বস্ত্রই হয় ! আমার আদর অপেক্ষা
করা বৃথা !

ভোস । Let it go ! Let it go ! কি জান
মতি, আমার যাবার অল্প কোনও বাধা নেই,
আমি native theater বড় prefor
করি না ।

মতি । কেন বাবা ! native theatre এর অপ-
ক্লান্ত কি ? ইংরাজদের মতন খালি নাক সিট-
কুতে শিখেছ বৈত নয়। আচ্ছা বাবা,
native theatre prefer করনা, কিন্তু
নিজের আচার ব্যবহারগুলো কি ক'রে pre-
fer ক'রলে ? হিন্দুর ছেলে তুমি, বাপ মার
মুখ পুড়িয়ে, বংশের মর্যাদা খুঁটিয়ে সাগর
পার হ'লে ! ধূতি চাদর ছেড়ে, হাট কোট
ধ'রলে । ছিলে বোস হলে ভোস । কুলঙ্গী —
কুলব্রত আচরণ ক'রতে শেখাবে, শশুরশাশু-
ড়ীকে ভক্তি ক'রতে অনুরোধ ক'রবে, স্বামীকে
দেবতার মতন পূজা ক'রতে বলবে, তা নয়,
গাউন প'রিয়ে, বুট পায়ে দিয়ে, হাত ধ'রে
ইডেন্ গার্ডেনে হাওয়া খেতে নিয়ে যাও !
হিন্দুর ছেলে তুমি, বাপকে old fool বল !
এসবগুলো কি খুব preferable বাবা
কৌন্সুলি সাহেব ! আর জালিও না বাবা !
অনেক কষ্টে কর্তা পক্ষের মত করিয়েচি ।
বাগানে হল ঘরে একটু পরদা খাটিয়ে তোমা-
দের থিয়েটার দেখাব । এতে আর আপত্তি
ক'রনা বাবা ।

ভোন্ । আচ্ছা সে যা হয় হবে । I have just
come back from court. I am not
in good humour, I shall think over
the matter seriously, and let you
know to-morrow, (শশীকলার প্রতি)
Now come along my dear ! let us
retire.

(মিঃ ভোন্ ও শশীকলার প্রস্থান ।)

মতি । খুব বিবেচনা বাবা ! এরি নাম English
Etiquette থাক বাবা ! আমিও ছাড়চিনি !
বাবুরা সব থিয়েটারের নামে লোক দেখানে
ভণ্ডামো করেন, কিন্তু গেলে ছাড়েন না ।
বাবুদের চরিত্র খাঁটি এইবার প্রমাণ ক'রছি
বাবা ! আমরা থিয়েটারের অ্যাঙ্কার ; হাজার
হাজার লোক চরিয়ে থাই ।

(প্রস্থান ।)

পন্টু ও অন্তান্ত বালক বালিকাগণের প্রবেশ ।
পন্টু । আমার বাবা ব্যারিষ্টার ।

গাউন পরা মা আমার ॥
বেড়িয়ে বেড়াই পাড়া পাড়া ।

ধ'রে আনি ছুঁড়ি ছোঁড়া ।

ধূতি চাদর ছাড়িয়ে নিই ।

হ্যাট কোট পরিয়ে দিই ॥

চুপি চুপি ডেকে ঘরে ।

খানা খাওয়াই যত্ন ক'রে ॥

বালকগণ । আমরা সাহেব হ'য়েছি ।

দেখ বাপের চোখে ধূলো দিয়েছি ॥

টেবিলেতে খাচ্ছি খানা ।

পাঁউকটী আর মুরগীর ছানা ॥

বালিকাগণ । আমরা বিবি সেজেছি ।

দেখ শাড়ি ছেড়েছি ॥

দেশলাইটা দেনা ভাই ।

সিগারেটটা ধরিয়ে থাই ॥

(সকলে সিগারেট টানিতে টানিতে)

গীত ।

হা হা কেমন মজা, সাহেব মজা, বিবির হাত ধ'রো

সেজে সব হ্যাটে কোটে, বেড়াব গড়ের মাটে,

ঠেকিয়ে বুটে বুটে, ক'জনে এমনি ক'রে ।

সুট হ'য়েছে এটিকেট, দেখ টানছি সিগারেট,

হয়েছি পাপা মামা পেট,

হিঁহুয়ানি আর কি মানি, বীণুর পূজা ঘরে ঘরে ॥

প্রথমাক্ষ ।

চতুর্থ গর্ভাক্ষ ।

রাস্তা ।

(সেকরা ও সেকরাণীর প্রবেশ)

গীত ।

সেকরা । রসান দেলো সেকরাণী !

পোড়খেগো তোর সোণা টুকু

কাটতে কেন পারবে ছেনী

সেকরাণী । (তোর) ভোঁতা ছেনী একিরে বালাই,

খাঁটি সোণা কাটে নাক তাই ।

সেকরা । খাদ পোড়া তায় আগা গোড়া
মেজে ঘসে বেশ জানি ।

সেকরা । (ও) তোর কটি পাথরে,
সোণার রং কিরে ধরে,
খাঁটি ফাঁকি চিন্‌বি কি ক'রে ।
উভয়ে । (তবে) দিই ফেলে হাপরে সোণা,
টে ক্লেত, মানি ॥

(উভয়ের প্রস্থান)

(সিগার ও সিগারওয়ালীর প্রবেশ)

গীত ।

এস'না নাওনা কিনে, সস্তা জেনে, খাসা এই তাজা সিগার ।
টানে টানে প্রেমিক প্রাণ খেলবে কত ভাবের বাহার ॥
বড় মোলায়েম প্রস্তুত, তাজা আছে বেজায় জুত,
রোজ এ্যানিসিড, শাপনি কিউপিড, বাজে নদা তার ।
আমার এ নেতি কাটে, সুবহির যোবন দোটে,
মেবে বধু করপুটে চাইসে লো আবার ॥

(উভয়ের প্রস্থান)

(এডিটারের প্রবেশ)

এডিটার । বা—বা—বা—তোমরা সিগারেট
ওয়ালীত' ! বেশ ভবিষ্যত রকম সন্ধান
আছে । ঠিকানাটা নিই কি করে ? তাইত
এগিয়ে গেল যে ! দোঁড়ে ফেরান' যাক !

(মতিলালের প্রবেশ)

মতি ! কোথা যাও এডিটার বাবু ! এমন সময়ে
বোনায়ের বৈঠকখানা অধার ক'রে,
রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ যে বাবা ! মতলবটা
কি ?

এডিটার । মতলব আর কি ? আমার ডিউ-
টিই এই ! রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে
নিউজ কলেক্ট করি ! আমি রিপোর্টার-
দের উপর বড় নির্ভর করি না ! কারণ ওরা
অনেক সময় ভুল খবর দেয়, তাই ছাপিয়ে
পাবলিকের নিকট হাত্মশ্লাদ হ'তে হয় ।

মতি । বাবা ! থিয়েটারে অ্যাকটরি করি,
অতটা বোকা ঠাওরাচ্ছ কেন ? নিউন্

কলেক্ট ক'রতে বেরিয়েছ কার ? ঐ সেক-
রাগীটার বুদ্ধি ? বাবা ! থিয়েটারে যাওনা,—
কি না সেখানে সব unfortunates
(আনফরচুনেটস্) আছে ! কিন্তু ঐ
সেকরাগীটির প্রমাদ পাবার জন্তেত' একটুও
Hesitate (হেজিটেট্) কচ্চ'না, যে রকম
দেশহিতৈষীতার ধূয়া তুলেছ বাবা এমন
Refined fortunatesএর (রিফাইন্ড
ফরচুনেটস্ এর) রাস্তায় গাঁদি লেগে যাবে !
Unfortunates (আনফরচুনেটস্) নামে
নয়, Literally (লিটারেলি) তাই হ'য়ে
দাঁড়াবে ! ক্রমে তাদের অন্ন উঠবে ।

এডিটার । মতিলাল ! তোমার কেবল বাজে
কথা তুলে, থিয়েটারের Pioneerই (পায়ও-
নিয়ারি) করা বৈত নয় ! তোমাদের
থিয়েটারে গেলে, Moral degradation
(মরাল ডিগ্রাডেশন্) হয় ।

মতি । তা হয় বই কি বাবা ! এই ভাবনা
কেন, তোমার মতন স্ন-চেহারা যদি কোন
সমাজ-দর্পণে চিত্রিত হ'য়ে, থিয়েটারে অভি-
নীত হয়, তা হলে আর্সির পারা গায়ে ফুটে
বেকবেইত বাবা ! দেখ বাবা নাক সিট্-
কানো সহজ, কিন্তু নিজের নাকটাই আছে
কি না দেখে তবে সিট্‌কো ।

এডি । মিছে বোকোনা—বোকোনা. থিয়েটার
একটা বাপে খেদান'—মায়ে তাড়ান' ছেলের
আড্ডা । সেখানে ভদ্র লোকেও যায় !

মতি । পথে এস বাবা ! এখন একটু এস ছেড়ে
একটার ধ'রেছ ? দেখ বাবা ! আমাদেরত
বাপে খেদায়, মায়ে তাড়ায়, আমরা
তাড়াই না ! তোমরা যে বাবা Moralityর
Champion হ'য়ে ভদ্র লোক সেজে, ওটা
ভাইন্সি-ভারসা ক'রে নিয়ে, নিজের বাপ
মাকে তাড়াও । তাদের এক মুঠো ভাত
দিতে মাথায় বজ্রাঘাত হয় । বাপকে বাপ
বলতে—মাকে মা বলতে তোমাদের লজ্জা

হয় । এখন বলত' বাবা ! তোমরা বেশি
ভদ্র, না আমরা বেশি ভদ্র ?
এডি । যাও যাও বাজে ব'কোনা । আমাদের
time valuable, তোমার সঙ্গে বকাবকি
ক'রে এমন ক'রে waste ক'রতে পারি না ।
মতি । এডিটার বাবু ! যেও না হে ! Fresh
attraction দেখা দিয়েছে । অনেক
Further news collect ক'রতে পারবে !!
(রেজানিবেশী বেগ্নাগণের প্রবেশ ।)

গীত ।

বেগ্নাগিরি কি বাক্‌মারি ক'রবোনা, আর ।
জেনে শুনে প্রাণে প্রাণে সম্ভিছি এবার ।
গিয়েছে যৌবন কেটে ; (দিতে) এক মুটো ভাত পেটে,
জোটে নাকো মোটে,
(এখন) ছাত পিটি পট্ পট্, করি থিদের জালায় ছট ফট
নাচার হ'য়ে আচারহার, হারিয়েছি বিচার !!
মতি । কি গো তোমাদের কি হ'য়েছে ?
বেগ্নাগণ । (ঈর্ষিত) ।
মতি । সত্যি তোমরা খেতে পাও না ?
বেগ্নাগণ । (ঈর্ষিত) ।
মতি । বটে ! তা তোমাদের আজ সুপ্রভাত !
ইনি একজন এডিটার ! দেশহিতৈষী মহা-
পুরুষ ! এঁকে ধর, তোমাদের কিছু নিশ্চ-
য়ই দেবেন ।

বেগ্নাগণ । (ঈর্ষিত ও এডিটারের পদ স্পর্শ)
এডি । যা—যা—যা—মোলো যা, ফের যদি অমন
করবি ত' পুলিশ ডেকে ostensible means
of livelihood (অষ্টেনসিবল্ মিনস্ অফ্
লাইভলিহুড্) নেই ব'লে—Vagrant
(ভ্যাগ্র্যান্ট) ব'লে ধ'রে দেবো । কুলে
কালি দিয়ে এসে, আবার ভদ্র লোকের পা
ছোঁয়া ।

মতি । বাবা এডিটার ! বলিহারি তোমার
বিচার !! বাবা ! তোমারি মতন ত' একজন
এদের প্রত্যেকের Ostensible means of
livelihood (অষ্টেনসিবল্ মিনস্ অফ্ লাইভলি

হুড) ছিলেন ! ওরাত, আর আশুমান্ থেকে
বেগ্না হ'য়ে নেমে আসে না !! ওদের যা
ছিল, তা লুটে পুটে নিয়ে, তোমার ঝুঁড়িদার
রূপ “অষ্টেনসিবল্ মিনস্” গুলি সরেছেন !!
আর ওরা এখন পেটের দায়ে কিছু ভিক্ষে
চাইলে Vagrant (ভ্যাগ্র্যান্ট) ব'লে চালান
দেবার সম্পূর্ণ Moral responsibility
(মর্যাল রেস্পন্সিবিলিটি) তোমার আছে
বই কি বাবা !!

এডি । তা যাও না তোমাদের থিয়েটারে এদের
নিয়ে যাও না, তোমাদের এসব সঙ্গ তো
অভ্যাস আছে ?—ভদ্র লোকের পায়ে হাত
দেওয়া ? ওদের Touchএও contagion
(টচেও কন্ট্যাগিয়ন) আছে !!

মতি । আর জালাও কেন বাবা এডিটার ?
Full stop (ফুলস্টপ্) দাওনা বাবা !! পায়ে
হাত দিয়েছে ব'লে,—ভেরমা যাচ্ছে, আর
তোমারি ভাই ব্রাদার হয় ত, ওদের একটী
পা বুকে তুলে টিপে বর্তে গিয়েছিলেন ।
আর যে এদের থিয়েটারে নিয়ে যাবার কথা
বললে, বাবা ! তা সে পক্ষে ত—কাঁটা
দেবার ষোল আনা আছে !! নিজেদের
কীর্তিস্তম্ভ গুলিকে নিজেও খেতে দেবেনা !
আর তারা যদি থিয়েটারে থেকে Honest
wayতে (অনেষ্ট্ ওয়েতে) গতর খাটিয়ে,
তাদের উদরারের ব্যবস্থা করে, তাও তোমা-
দের প্রাণে সহিবে না ! অমনি Condem-
nation, agitationএর (কন্ডেম্‌নেসন্
এজিটেশন্ এর) রাশী রাশী Articleএর
(আর্টিকেল্‌এর) Publication (পাব-
লিকেশন্‌)।

এডি । আচ্ছা তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা
করি, তুমিত, হিন্দু ব'লে পরিচয় দাও !
বেগ্নারা সতী কি সাবিত্রী সেন্ধে বেকলে
প্রাণটা কেমন হয় বল দেখি ?

মতি । তা বটে বাবা ! বেগ্নারা সতী, সাবিত্রী

সাজলে, তোমার প্রাণে লাগবার কথা বটে ! কিন্তু ম'শায়ের মতন, “ধরি মাছ না ছুঁই পান্ন” রকমের প্রেমিক,—যারা দিনে বৈষ্ণব, রাত্রিরে শাক্ত সাজেন, তাঁরা যদি ভণ্ডামির আবরণ প'রে দেশহিতৈষী বা ত্রৈলোক্যস্বামী সাজেন, তা হ'লে বেশারাত, কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারে। আর ওকথা তোল কেন বাবা ! দেখ বাবা ! যে এককান কাটা, সে গ্রামের ধার দিয়ে যায়, কিন্তু যে দুকান কাটা, সে মাঝ খান দিয়ে চলে ! হ'লেইবা বাবা বেশা ! অনাহারে আসন্নজীবন হ'য়ে, এক মুঠো উদারামের জন্ত ভিক্ষে চাইলে, তাকে এক মুঠো দিলে কি তোমার মরালিটির মাথায় বজ্রাঘাত হয় ! রাস্তায় কুকুর বেরাল গুলোকেত খেতে দাও বাবা ! দেখো বাবা ! মরালিটির বজ্রাঘাত প'ড়তে প'ড়তে যেন কোন্ দিন তোমাদের মাথায় না বজ্রাঘাত হয়। বেশা আর তুমি, যখন জীবনরক্ষা নিয়ে কাজ, তখন ঈশ্বরসৃষ্টির বিভিন্ন পদার্থ নও। তা যাক বাবা এডিটার ! আর কথায় কাজ নাই ; আমার যথাসাধ্য ওদের কিছু দিচ্ছি ! তোমাদের দেশহিতৈষীতার মূলে কুঠারাঘাত ক'রতে চাইনে ; তবে বাবা একটা কথা, কাল্‌কের Engagementটা (এন্‌গেজমেন্টটা) যেন মনে থাকে। আমাদের থিয়েটারের অ্যাকট্রেন্স ক'টিকে নিয়ে আমি কাল রমাকান্ত বাবুর বাগানে যাচ্ছি ! তাদের সাজিয়ে গুজিয়ে, তোমাদের থিয়েটার দেখাব ! দেখো বাবা ! Promiseটা (প্রমিস্‌টা) ঠিক থাকে যেন !

এডিটার। My promise is always so (মাই প্রমিস্‌ ইজ অলওয়েজ সো)।

মতি। (বেশাপ্রণের প্রতি) ওগো বাছারা, দেশহিতৈষী মহাশয়, অধর্মের প্রশয় দেওয়া হবে ব'লে, তোমাদের কিঞ্চিৎ ভিক্ষা স্বরূপ দিতেও নারাজ !! কি ক'রবো বল ? আমার

সঙ্গতি অনুসারে, তোমাদের কিছু কিছু দিচ্ছি !

(সকলকে এক এক টাকা দান)

কি বাবা এডিটার ! হাঁ ক'রেচেয়ে আছো যে ? নেহাৎ বাজে বাজে মনে ক'চ্ছ ? তোমায় দিলে উপযুক্তে যেত, কেমন—না ? পকেট খরচার স্মৃতি হ'ত ! নেহাৎ বাজে দিলুম মনে ক'রনা বাবা ! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীতে এই রকম অবস্থায় দানের দুটো একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এখন এস বাবা যাওয়া যাক।

(মতিলাল ও এডিটারের প্রস্থান)

গীত।

দেশহিতৈষী বাবুরা সব মাথায় থাক।
তাদের রীতি নীতি চুলোয় থাক ॥
ধর্ম জাহির ক'রে বেড়ান, ভণ্ডামো খুব দেখাতে চান,
যোল কড়া কাণা শুধু মুখে বাজে জাঁক।
ছুখী গরিব কেঁদে মরে, চোক দিয়ে জল খালি ঝরে ;
একি জ্বালা তারি বেলা বাবুরা নির্দাক ॥

প্রথম অঙ্ক।

পঞ্চম গভাক্ষ।

গণেশগোবিন্দের বাণী।

গণেশগোবিন্দ ও রঙ্গিনী।

রঙ্গিনী। তবেই মুখ পোড়া মিন্‌সে “ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোসাঞি ? ওর কুটি টোষ্ট হয়নি কেন ? জল গরম করা হয়নি কেন ? কামিজের সাবান দেওয়া হয়নি কেন ? ওঃ—তবির ধূম দেখ ? অমন ফোতো সাহেবের মুখে মারি জুতোর বাড়ী !!

গণেশ। তা মারবে বই কি ? এজুকেশন

পেয়েছ কি না? ওয়াইফের ডিউটি তুমি যতটা বুঝবে 'র' উইমেন' ততটা বুঝবে কি? রঞ্জি। আর বচন ঝাড়তে হবে না! ওঁর বাড়ীতে আমি দাসী বৃত্তি ক'রতে এসেছি—না? এক পয়সার মুরোদ নেই, একটা ঝি রাখবার ক্ষমতা নেই, উনি বিলেতফেরত ডাক্তার!!

গণেশ। কেন—অমন চাকর র'য়েছে, আবার ঝিয়ের দরকার কি?

রঞ্জি। আহা হা! যেমন নিজের চাকরটিও তেমনি, তিনিত চব্বিশ ঘণ্টা প্রেম প্রেম ক'রেই অস্থির। কাজ ক'রবে কখন? মাইনে দিতে হয় না, পাতের যাহ'ক কিছু খায়, কাজেই চাকরটা খুব পেয়ারের! আমি আর পারবো না! বিলেত ফেরতকে বে ক'রে, জাত দিয়েছিলেম, স্নেহে থাকবার জন্তে,—ভাল খাওয়া, ভাল পরা চুলোয় বাক, এদিকু ওদিক থেকে যা ছোটো একটা গাউন যোগাড় ক'রেছিলাম, তা পর্যন্ত হাড় হাবাতে মিন্‌সে বিক্রি ক'রে মেরে দিলে।

গণেশ। চুপ—চুপ—চুপ, কর কি? কর কি? কে কোথায় শুন্বে, পসার একেবারে মাটি হ'য়ে যাবে!

রঞ্জি। আ মরন! পসার থাকলেত, মাটি হবে! ছগণ্ডা পয়সা ভিজিট দিয়ে কেউ ডাকে? মুখপোড়া! বাড়ী বেচে বিলেত না গিয়ে, সেই বাড়ী বেচা টাকা গুলো আমায় দিলে আমি যে তোকে স্নেহস্বচ্ছন্দে রাখতে পারতাম! এক ফুলুরির দোকান ক'রতুম, তুই তেলের কড়া নিয়ে বসতিসু, আমি ডাল গুলো যোগান দিতুম।

গণেশ। কি ক'রব বল? তোমার সঙ্গে সেই সময় পরামর্শ ক'রতে ভুলে গেছলুম। তা দেখ মনের খেদ রাখতে হবে না, ফুলুরীর দোকানে কাজ নেই, এসো ছজনে ছখানা সেকেন্স ক্লাস গাড়ী ক'রে ফেলি! তুমি

এক খানা নিয়ে, ইংরেজ টোলার দিকে যাবে আর আমিও আর একখানা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে থাকবো! গড়ে এক রীকম পুঁথিয়ে যাবে!! তা যা হয় হবে, আপাততঃ কিছু এনে দাও, ক্ষিদেয় দাঁড়াতে পাচ্চিনে যে!

রঞ্জি। কি আছে যে এনে দেব? খীন ছুই রুটী আছে, একটু ফাউলের বোল রেখেছিলেম, তা তোমার আসুতে দেরি দেখে আমি থানিকটা খেয়েছি, আর বাকী যেটুকু তোমার জন্তে রেখেছিলেম, তা তোমার গুণধর চাকর বাবুটি উদরস্থ ক'রেছেন!

গণেশ। চাকরের কি এতটা সাহস হয়, সে মণি-বের খাবার খেতে পারে? ছোকরা চাকর কি না? বোধ হয়, তোমার মেহেরবাণী আছে, তাই স্বামীর বোলটুকু পর্যন্ত তার উদরে যায়।

রঞ্জি। আমরা ছোকরা চাকর কি না—তোর কিরে মুখ পোড়া আমার যদি তার উপর নেক নজর থাকে! বে করবার সময় কি ব'লেছিলি মনে আছে? জজের মেগের মত খেতে প'রতে দিবি, আর একশো টাকা ক'রে মাসোহারা দিবি! এই লোভে জাত খুইয়ে বে করেছিলুম। তোর কথাটার কি রেখেছিস মুখপোড়া! বেশ খুসি—আমার ইচ্ছে, ছোকরা চাকর, আমার ছোকরা চাকরই মই।

গীত ।

[রঞ্জিনী ও গণেশগোবিন্দ ।]

রঞ্জিনী। বিলেত গিয়ে বিজি হয়ে ফিরিজি হলি,
মাগের গারে গাউন পরালি।
ঘুচিয়ে দিয়ে ঘোমটা, নাচিয়ে দিলি খেমটা,
মুছিয়ে আলতা পারে বুট দিলি,

গণেশ। কুলের বো ছিলি, পথ বেচে নিলি,
ডাক্তারি-পাস পতির প্রেমে গুমোর ভাঙালি।

রঞ্জিনী। (ওমা) পেতুম খেতে মাঝে-ভাতে,
(এখন) কাঁটা ছুরী নিয়ে হাতে,
ব'সে থাকি টেবিলেতে,

ফাউল মটন চুলোয় গেল,
পোড়া রুটী কই দিলি ? মোর মাথা খেলি ।
উভয়ে—তুই খেলি কি মুই খেলি ।

(ফটকের প্রবেশ ।)

ফটিক । মনিব ঠাকরুণ ! মনিব ঠাকরুণ ! প্রেম—
প্রেম—প্রেম—প্রেম অতি সুন্দর পদার্থ !
প্রেমেই চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহণ লাগে । বটবৃক্ষে
আটা সঞ্চার হয় । বড় বড় পুকুরে পাঁক
বিকাশ পায় ! !

গণেশ । ওরে শালা ফটকে, আমার ঝোল রাঁধা
ছিল, খেয়েছিস যে ? মনিব ব'লে মানিস
নি ? আমার মুখের জিনিষটা অনায়াসে
খেলি ?

ফটিক । প্রেম—প্রেম—প্রেম—প্রেমে এক-
জনের ঝোল আর একজনে খায় ! জগতের
রীতিই এই ! ! খেয়েছি—খেয়েছি, সে কথা
আর তুলে কাজ কি ? ছোটো প্রেমের কথা
শুনুন । মনিব ঠাকরুণ ! মনিব ঠাকরুণ !
প্রেম—প্রেম—প্রেম—প্রেমের চূড়ান্ত আজ
বাবুর্চিখানায় দেখে এলুম, আহা—সে
অতি রমণীয় দৃশ্য ! একটা মাদি মুরগী, আজ
একটা ছানা প্রসব ক'রেছে, প্রেমময়-জগদী-
শ্বরের প্রেম লীলার কি নিগূঢ় তত্ত্ব ! কাল
দেখলেম সেই মাদি মুরগীটা একাকিনী ইত-
স্ততঃ ক'রে বেড়াচ্ছে । মনে ক'রেছিলাম,
আজ প্রাতেই তার সদগতি ক'রব, কিন্তু
উপস্থিত হ'য়ে দেখলেম, মুরগীটা একটা ছানা
প্রসব ক'রেছে । অমনি প্রাণ, প্রেমে বিগ-
লিত হ'য়ে কঁদে উঠলো । মনিব ঠাকরুণ,
মনিব ঠাকরুণ, ছানা প্রসব কি সুন্দর !

গণেশ । শালায় ঘরের শালা ! মনিব ঠাকরুণকে
প্রেম শিক্ষা দিচ্ছ ? বেরো আমার বাড়ী
থেকে ।

রঞ্জিনী । কৈ বের কর দেখি ? মারবো বুটের
বাড়ী ! হাবাতে ! তুই ওকে তাড়াবার
কৈ রে ?

গণেশ । ও বাবা দুধ দিয়ে কালসাপ পুষেছি ?
ভিতরে ভিতরে এই ?

ফটিক । প্রেম—প্রেম—প্রেম—! আহা ! প্রেম
কি বিমল পদার্থ !—মনিব ঠাকরুণ ! মনিব
ঠাকরুণ ! মাদি মুরগীটা একটা ছানা
প্রসব ক'রেছে ।

গণেশ । তা ক'রেছে ক'রেছে তো'র বাবার কি ।
রঞ্জিনী । খবরদার ওর বাবার, তো'র বাবার
কি ?

ফটিক । মনিব ঠাকরুণ ! প্রেম—প্রেম—প্রেম !

গণেশ । দেখি শালা ! আজ তোমায় কে রক্ষা
করে ? ও বাবা অন্তরে অন্তরে এত ?
তার ত আমি কিছুই জানিনে ! ! বেরো
শালা আমার বাড়ি থেকে বেরো ! ! (তাড়া)
রঞ্জিনী । বেরো শালা—তুই বাড়ী থেকে ! !
হাড়হাবাতে পোড়ার মুখো হত'ছেড়ে !

ফটিক । আহা ! মনিব ঠাকরুণ ! প্রেম—
প্রেম—প্রেম !

(মতিলালের পুনঃ প্রবেশ)

মতি । কি ডাক্তার সাহেব ! Husband wife
Civil war চলছে নাকি ? কি রকম
বাবা ! মাঝেতো এক নটবর গোছেল
ছোকরা দেখছি, war এর root (রুট) ইনিই
নাকি ? হোতে পারে বাবা ইংরাজি Edu-
cation পেলেন মেজাজাতটা উপর দিকে
উটুক না উটুক, নীচের দিকে খুব চে'লে
আসে বটে ! !

গণেশ । কেও ? মতিলাল বাবু এসেছে ! দেখ
দেখি ভাই, কি অত্যাচার ! স্বামীর অবস্থা
থারাপ হ'লে, স্ত্রীর উচিত ত, মানিয়ে
শাণিয়ে চলা ! তা চুলোয় যাগ, রোজত
বাগড়া আছেই, তার উপর দাদা বলকো
কি,—এই চাকর বেটাকে খাইয়ে দাইয়ে
মানুষ করলুম, আর আমারই সর্বনাশের
চেপ্টা ! !

মতি । কি ডাক্তার সাহেব ? আমার বোধ হয়
কেল্লা ফতে হ'য়ে গেছে । এই এক দিনের
মধ্যেই Divorce এর চিঠি পাবে ।

ফটিক । আহা !—প্রেম—প্রেম—প্রেম ! মহাশয়
গো ! প্রেমের চরম আজ বাবুরচি খানায়
দেখেছি ! একটি মাদি মুরগী, একটি ছানা
প্রসব ক'রেচে । মনিব ঠাকরুণ ! মনিব ঠাক-
রুণ ! প্রেম—প্রেম—প্রেম ।

মতি । বাহবা ! ডাক্তার সাহেব ! বাহবা ! কপাল
গুণে গোপাল মিলেছে বাবা ! হাঁ বাবা, তুমি
তোমার বাপের কোন্ পক্ষের ? কৃষ্ণ পক্ষের
না শূক্ৰ পক্ষের ?

ফটিক । আজ্ঞে আজ একটি মাদি মুরগী, ছানা
প্রসব ক'রেছে ।

মতি । এত' বাবা এক অদ্ভুত রকম জানোয়ার
দেখছি ! Mrs. গণেশগোবিন্দ ! Excuse me
একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা এ রত্নটিকে
কি কুড়িয়ে পেয়ে, আপনি আঁচলে গের দিয়ে-
ছেন, না উনি এসে উদয় হ'য়েছেন ?

রঞ্জিণী । তুই কে রে মিন্সে ?

মতি । ও বাবা ! এ যে দেখছি শূর্ণপথা মেজাজের
মেয়েমানুষ । তা না হ'লে আর গণেশগোবি-
ন্দের মতন কুন্তকণটিকে টিটু রাখতে পেরে-
ছেন ! আজ্ঞে আমি একজন থিয়েটারের
অ্যাক্টর ।

রঞ্জিণী । আপনি থিয়েটারের অ্যাক্টর ? বেশ
হ'য়েছে, মহাশয় ! আমার অনুগ্রহ ক'রে থিয়ে-
টারে নেয়ন ? মিন্সের খালি হোমরাই চোম-
রাই আছে । খেতে দিতে পারবেন না, প'রতে
দিতে পারবেন না ! খালি ভাবি ! ! ব'লবো কি
মহাশয় ! কদিন ধ'রে মুখ পোড়াকে ব'লছি,
একদিন থিয়েটার দেখিয়ে আন । বলেন,
“ছোট লোকে থিয়েটারে যায় ” ! হাঁরে মুখ
পোড়া, তোর চেয়ে ছোট লোক আছে কি ?
ঠান্ডালেও একটা পয়সা বে'রয় না, থিয়েটার
দেখাবি কি ক'রে ?

মতি । আচ্ছা, আপনি যে দিন ইচ্ছা যাবেন । আপ-

নার পয়সা লাগবে না । তা ডাক্তার সাহেব !
আমি এসেছিলাম, আপনার সেই মিশ্টি
স্বরণ করিয়ে দেবার জন্তে, কাল রমাকান্ত বাবুর
বাগানে, আমার থিয়েটারের ক'টি একট্রেসকে
নিয়ে আমি যাচ্ছি, তারপর যেন কথা আছে,
সেইমত হবে, কালকের এনগেজমেন্ট কোন
ক্রমে না ব্রেক হয় ।

গণেশ । নো নো ইউ নিড নট অ্যাক্লেড ফর
দ্যাট । যখন কথা দিয়েছি, তার আর নড়চড়
হবে না । তারপর যদি আমি বুঝি, যে তোমা-
দের অ্যাকট্রেসরা জেনারেল প্রট্রিটিউড ক্লাস
থেকে অনেকটা উন্নত হ'য়েছে, তাহ'লে আমি
রমাকান্ত বাবুকে ইন্ডিউস্ ক'রে থিয়েটারে
নিয়ে যাব । বটু ফর গড্ সেক, এই সব
ডোম্যাষ্টিক ব্যাপার যা দেখে গেলে, কারকে
বোলো না দাদা !!

মতি । রামচন্দ্র, সে জন্ত আপনার কোন চিন্তা
নাই । তবে এখন আসি ।

ফটিক । মহাশয় গো ! প্রেম ! প্রেম ! ! প্রেম !!!
বাবুরচিখানায় একটি মাদি মুরগি, একটি ছানা
প্রসব ক'রেছে ।

মতি । কথার ভাবার্থটি কি বল দেখি বাবু ?
মনিব ঠাকরুণের সঙ্গে একটু আসনাই হ'য়েছে
না ? তা বাবা বিলাত ফেরতের ঘরে ব'লে
টোঁকে যাচ্ছি, আমাদের গেরস্তর ঘর হ'লে তুমিত
খুন হোতেই, আর তোমার মনিব ঠাকরুণও
ইহলীলা সম্বরণ কোর্তো । নাউ শুডবাই ফর
দি প্রজেক্ট টু অল ।

মতিলালের প্রস্থান ।

গণেশ । কি ঠাউরেছ বল দেখি ? ঘরের কেল-
কারি গুলো বাজারে বের কছো নাকি ? তোর
চাকরের নিকুচি ক'রেছে !

ফটিক । মনিব ঠাকরুণ, প্রেম ! প্রেম ! ! প্রেম !!!

গণেশ । তোর প্রেমের নিকুচি ক'রেচে ! এক-
খানা পোড়া রুটি ছব্যালো পেটে দিতে পারি-
না, আবার চোক রাঙাতে এসেছেন ! আমার
খুসি, আমার ইচ্ছে, আমি একশোনার হাজার

বার করবো, চাকর, চাকরই সই, তুই কেরে
খুব পোড়া, তোর মুখে আগুন দিই ।

গীত ।

রঙ্গিনী । ~~তুই~~ নাহে কাণে কত, মজবো না আর তোর ছলে ।
(খেয়ে) পোড়া রুটি হোলেম মাটি, ক্ষিদেয় চোটে
পেট জ্বলে ॥

গণেশ । গম্ খেয়ে থাক আর দুদিন, পশার বাড়ছে দিনের
দিন ।

রঙ্গিনী । (মরি) মুখে জারি, জোটে নাক' কাঁচকলা টিফিন্ ।
কটিক । সঙ্গ গুণে, রঙ্গ বেড়ে, রত্ন হ'য়েছি,

ছিলেম চাষার ছেলে, কথার ভুলে সাহেব বোনেছি.

(তখন) পেটে যেত দু মটো ভাত

(এখন) পাশ জোটেনা কপালে ।

রঙ্গিনী । তুই দূর হ'রে মুখ পোড়া,

ধ'রে এই চাকর ছোঁড়া—হব দেশ ছাড়া ।

কটিক । আহা ! হুমতি দিক তোমায় বিধি ।

রঙ্গিনী । আয়, আয়, আয়, বাই চ'লে ।

নকলে । বোধ ভাই সকলে, এই দশা হয় বিলেত গেলে ॥

ষষ্ঠ গর্ভাক্ষ ।

রাস্তা ।

বাউল রমণীগণ ।

গীত ।

সকলে ।

ঘোর কলি ভাই আরত টা'কেনা ,

ভাবের ঢেউ নিত্য নতুন অবাধ কারখানা ।

ইংরেজি দুপাত প'ড়ে,

মাথার দফা ওমনি ওড়ে,

ছোট কোট ধ'রে তেড়ে, ধুতি চাদর রোচেনা ।

যত সব বেতর ধাঁজ,

ঠন ঠন ঠন ডিসের আওয়াজ,

চাম্চে কাঁটা হাতে আঁটা ফাউল কারীর চাই খানা ।

ফটিয়ে দিয়ে ঘোমটা ঘরে ;

গিল্লিরা সব গাউন গ'রে,

বেড়িয়ে বেড়াই বাবুর হাত ধ'রে ;—

না হো কেমন মজা, উড়লো ধজা, হিঙ্গুনীর নাই
নিশানা ।

সপ্তম গর্ভাক্ষ ।

(উদ্যানস্থ কক্ষ ।)

(মতিলাল, শশীকলা, সুনীলা ও

রঙ্গিনীর প্রবেশ ।

মতি । আশুন—আশুন—দেখবেন আশুন! আপ-
নারা ব্যস্ত হবেন না! অধৈর্য্য হবেন না।
মেজাজ খুব ঠাণ্ডা করুন। আপনার স্বামী
হিন্দুচুড়ামণি, হরি নামের মালা সর্বদাই গলায়
প'রে বেড়ান্, থিয়েটারের নাম শুন্লে মুখ
বাঁকাতেন, বেশী সঙ্গ অতি ঘৃণ্য ব'লে থিয়ে-
টারে পদার্পণ করতে সঙ্কুচিত হ'তেন, সেই
থিয়েটারের মেয়ে মানুষ নিয়ে ঘরের দরজা
বন্দ ক'রে বসে আছেন। আপনার স্বামী এজু-
কেটেড ইয়ং ফ্যান্সী জেন্‌টেলম্যান, হাই-
কোর্টের কৌশলী, কল্‌কেতার খুব রেস-
পেক্টেবল্ পজিসন হোল্ড করেন, বোধ হয়
আপনার মনে আছে, সেই সে দিন বিকেলে
আমি থিয়েটারে যেতে অস্বস্তি করেছিলাম,
আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাই কইলেন না।
নেটিভ থিয়েটার তাঁর মতন পজিশনাল ম্যান
প্রফার করে না স্পষ্টই ধল্লেন। সেই থিয়েটা-
রের মেয়ে মানুষের সঙ্গে প্রাইভেটে দুটো কথা

আমার হাতে পায়ে ধরাধরি
কাঁহবার জন্তে

ঐ ঘরে জোরে দরজা বন্দ ক'রে বসে আছেন ;
আপনার স্বামী বিলেত ফেরত ডাক্তার,
ঘরের খবর বাই হক, সে দিন রম্যাকান্ত বাবুর
বৈটকখানায় যে ক'রে তেড়ে তেড়ে উঠেছি-
লেন, নেটিভ থিয়েটার ত্রাষ্টি ত্রাষ্টি—আমি ত
চমক খেয়ে গিয়েছিলাম। সেই তিনি নেটিভ
থিয়েটারের অ্যাকট্রেস দেখে উন্মাদ। তাঁর
বাড়বাড়ী কিছু বেশী, তিনিও জোড়ে আছেন।
আর আমাদের এডিটার মহাশয় খুব পিউরি-
টিয়ানগিরি ক'লিয়ে বেড়াতেন, একদিন রাস্তায়
গোটা কতক বেশী খেতে পার না ব'লে কিছু
ভিক্ষে চেয়েছিল, তিনি অধর্মের প্রশংসা দেওয়া

হবে ব'লে, আমার সঙ্গে মহা তর্ক শুরু করলেন। সেই বৈশ্যার প্রসাদ পাঞ্জী হ'য়ে আমার আশুগতা স্বীকার ক'রেছিলেন, তাঁরাও জোড়ে বন্ধ আছেন। ভয় নেই, মনে করবেন না, আপনার বাবুদের চরিত্র কোন রকমে ~~খুঁজ~~ খুঁজ পাবে। আমার অভিনেত্রীরা তেমন নয়! সহজে ইজ্জত দিবে না? তবে আমিই কৌশল ক'রে, বাবুদের ভণ্ডামো জাহির ক'রে দেবার জন্তে এইটে ক'রেছি।

সুশীলা। ওমা! যাব কোথায়—যাব কোথায়! মরি যে ঘেন্নার হায়! হায়! হায়! এ হ'লো কি? হ্যাঁ বউ এ হ'লো কি? ছি—ছি—ছি—আমি মাথা খুঁড়ে মরি।

মতি। করেন কি? করেন কি? অমন ক'রলে সব দিক নষ্ট হবে।

কটিক। মহাশয় গো! প্রেম—প্রেম—প্রেম! মুরগীর ছানা! প্রেম—প্রেম—প্রেম!

মতি। কি আপদ! আবার ইটিকে সঙ্গে ক'রে আসলেন কেন?

রঙ্গিনী। আমি বাবু ওকে ছেড়ে একলা কোথাও যেতে পারিনি।

কটিক। মনিব ঠাকুরণ, মনিব ঠাকুরণ! প্রেম—প্রেম—প্রেম! মুরগীর ছানা—প্রেম—প্রেম—প্রেম।

রঙ্গিনী। চলতো চলতো মুখ পোড়া কোথায় আছে, একবার দেখাবে, চলতো মুখ ছিঁড়ে দেবো। সতীপনা দেখাতেন খুব! আজ সতীপনা বের ক'রে তবে ছাড়বো।

শশী। ফাই! ফাই! ইংলিস এডুকেশনের এই ফল! (মাইণ্ড) এখন এত কি কল্ আমার মাথা কাটা যাচ্ছে যে,—হাঁ মহাশয়! আগা গোড়। ব্যাপারটা কি বলতে পারেন?

মতি। দেখুন আপনার ধৈর্য্যশক্তি দেখে আমি খুব আনন্দিত হ'লেম। হাজার হ'ক্ কিছু এজুকেশন আছে কি না। ব্যাপারটা কি জানেন? শুনেছেনত, আমি একজন থিয়েটারের অ্যাক্টর! জনকতক লোক আছেন, অবশ্য

সমাজে তাদের একটু ইন্ফ্লুয়েন্স চলে, থিয়েটারটা ভারি একটা বদ জিনিস, এই আইডিয়া ক'রে ব'সে আছেন!—তাতে ক'রে আমাদের প্রফেশনের একটু ক্ষতি হ'য়েছে। এই যেমন রমাকান্ত বাবু, আর তাঁর আশু-মঙ্গিক কটি!! আমি বিস্তর চেষ্টা ক'রে দেখেছি, কোন রকমে এদের কটিকে ইন্ডিউস্ করে একদিন থিয়েটারে নিয়ে যেতে পারলেম না!! মনে ভারি অনুতাপিত হলেম? জেদ হ'ল, যেমন ক'রে হ'ক্ এঁদের ভণ্ডাম ভাঙ্গবই ভাঙ্গব! বুঝিয়ে সুঝিয়ে ক'জনকে রাজি ক'রলেম, বাগানে ক'টি অভিনেত্রীকে নিয়ে আনবো। থিয়েটারে যেমন সেজে গুজে তারা নাচে গায়, বাগানেও তাই ক'রবে। বাস্, তার পর বাবুরা দেখে, একেবারেই মোহিত! ইনি বললেন, আমাকে ইটিকে দাও, উনি বললেন আমাকে উটিকে দাও!—আমি অভিনেত্রী ক'টিকে টিপে দিয়ে এক এক ক'রে বাবুদের বন্দোবস্ত ক'রে দিলুম। তার পর আপনাদের খবর পাঠিয়ে নিয়ে এলুম। আবার একটা মজা হ'য়েছে কি জানেন, সকলেরই ভয় কেউ না জানতে পারে, রমাকান্ত বাবু ভয়, তাঁর ছেলে যোতীন না জানতে পারে, যোতীনেরও ভয় বাবা না জানতে পারে। আর ডাক্তার সাহেব ও এডিটার মহাশয়! ছ'জনে এক হয়ে গেল। লোক দেখান সব গাড়ি ক'রে বাগান থেকে বেরিয়ে গেলেন, আমিও এক এক ঘটা বাদ, সময় নির্ধারণ ক'রে দিলেম। টাইম মত এক এক ক'রে এসে সব উপস্থিত হ'লেন! যথাযথ বন্দোবস্ত ক'রে ঘরে পুরে দিলেম। সকলেই মনে ক'রলেন, কারুরই চরিত্র কেউ জানতে পারলে না! শশী। আর সময় মা—আর সময় না, জুতো—জুতো জুতো!

সুশীলা। আর সময় না—আর সময় না, জুতো—জুতো—জুতো!

রঙ্গিনী। জুতোয় হবে না—জুতোয় হবে না, ~~সি~~ যাবে, ছিঁড়ে যাবে!—কিন্তে পারব না, ~~মহ~~

পারে বেড়াতে হবে!—মুড়ো ঝাঁটা—মুড়ো
ঝাঁটা! মুড়ো ঝাঁটা!
ফটিক। মনিব ঠাকরুণ! মনিব ঠাকরুণ! প্রেম—
প্রেম—প্রেম মুরগীর ছানা!—জুতো—জুতো
জুতো!!!
মতি। তুই থাম্ বাবু! আশুন আশুন—আপ-
নারা আশুন!!
(শশীকলা, সুনীলা, রঞ্জিনী ও ফটিকের)

গীত ।

গোল ক'রো না গোল ক'রো না কোথায় নিয়ে যাও,
কোথা আছে ফাকে নিয়ে দেখিয়ে স্নেহ দাও।
জালা আর কারে ফুটি, মারবো চটি টানবো সুটি,
নিয়ে থিয়েটারের নটি এ কিরে নটখটি—

হারে কলিকাল বাবুদের বেজায় হাল,
মনে ক'কি স্নেহই দেখি মুখে লম্বা চাল;
কাজের খতম হবে যে আজ করি কি তা দেখে নাও।

মতি। বাহবা—বাহবা! দেখা যাক বাবা কি হয়!
বলেছিলেন না আমরা থিয়েটারের অ্যাক্টর!
হাজার হাজার লোক চরিয়ে খাই! আমাদের
সঙ্গে ভগ্নমো সুরু ক'রেছিলে;—কেমন বাবা
হাতে হাতে ফল পাও দেখ! হিঁহরানী পিউ-
রিটিয়ান গিরি, এডিটারসিপ, বিলাতের ফেরত
চাল, সব হাল আজ মালুম হবে বাবা।

(রমাকান্ত, মিঃ ভোস, এডিটার ও গণেশ
গোবিন্দকে লইয়া সুনীলা, শশীকলা, রঞ্জিনী,
ফটিক এবং অভিনেত্রীগণের প্রবেশ।)

সুনীলা। তোর ভগ্নমীর মুখে ছাই! মুখে হিঁহ-
রানী দেখাতে তাই! কানই গাউন পর'বো।
বউয়ের সঙ্গে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাব!
থিয়েটার বড় খারাপ না? ওমা একি, নটী
নিয়ে থিয়েটার ক'রছ ঝটাপটী! ছি ছি কি
জালা কি জালা, দিই ছিঁড়ে হরিনামের মালা!

শশী। বা—বা বেশ বেশ! এমন না হ'লে নয়?
পেয়েছ ইংলিশ এডুকেশন, হয়েছ পিলার অফ-
দি নেশন! মোজে রঞ্জিনীর সঙ্গে, মাথা মুড়লে
বাঁপের সঙ্গে।

রঞ্জিনী। ওরে মুখপোড়া, এসব কি? য'রে মাগকে
খেতে দিতে পারিসনি, লজ্জা নেই! আবার
এই সব ক'রে বেড়াস! আজ তোর কিকরি
দেখ!

ফটিক। মনিব ঠাকরুণ—মনিব ঠাকরুণ, প্রেম প্রেম
প্রেম!! মুরগীর ছানা,—প্রেম—প্রেম—প্রেম!
এডিটার মহাশয়! ঘরেরত' আপনার আর কেউ
নাই, আমি আপনাকে দুটো মিষ্টি ঠোনা দিই!!!
কেমন মিঠে লাগছে? তবে একটা কথা,
আপনার ঘরে পরিবার নেই, ক্লিফা মনিব ঠাক-
রুণও নেই, আপনি এদিক ওদিক একটু ক'রলে,
কেউ দোষ দিতে পারবে না! তবে বক্তব্য এই
ভগ্নমোগুলো আর ক'রবেন না! খালি প্রেম
প্রেম—প্রেম!—মুরগীরছানা!—প্রেম—প্রেম
প্রেম!!

১ম অভি। ওগো বল'বো কি, তোমার কর্তাটিকে
বল'লুম, আপনি হিন্দুচুড়ামনি, থিয়েটারের
নিন্দে করেন, আর আমার সঙ্গে ব'সে প্রেম-
লাপ ক'রছেন!! তাতে ব'ল'লেন কি, “শ্রীকৃষ্ণের
ষাট হাজার গোপিনী ছিল! আমার না হয়!
ঘরে একটি, আর তুমি নিয়ে দুটি হ'ল”!

২য় অভি। তোমার কর্তাটিকে ব'ল'লুম, আপনি
বিলেত গিয়েছিলেন, কত রাঙা রাঙা মেম
দেখে এসেছেন, ঘরে আপনার অমন সুন্দরী
শিক্ষিতা স্ত্রী!! আপনি থিয়েটারের নারকোল
তেল মাখা, বেস্তার সঙ্গে রসাতাস ক'রছেন?
তাতে উত্তর ক'রলেন, আমি গুণের বড় পক্ষ-
পাতী! তোমার গুণে আমি যশ হ'য়ে গেছি!
তোমাদের থিয়েটার এমন, তা আমি জান্-
তেম্ না!!

৩য়। তোমার কর্তাটি বলেন, যে আমার মাগ বড়
ঝগড়াটে!!! ডাইভোর্স ক'রে, এইবার তোমার
বে ক'রবো!

৪র্থ অভি। এডিটার মহাশয় আমাকে ব'ল'ছিলেন
যে, তোমার রূপে গুণে, আমি মোহিত হ'য়েছি!
তুমি বিলেত চল, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে
যাব, সেইখানে গিয়ে, তোমার বিয়ে ক'রবো!!

মতি । আর কথার কাজ নাই !! এই খানেই
কাজের খতম, সব মাথা হেঁট ক'রে চুপ ক'রে
আছেন যে? হুটো একটা কথা কন?
দেখুন! বা হবার তা'ত হয়ে গেল! একটা
কথা ব'লে যাই !! থিয়েটারটা খারাপ জিনিস,
খারাপ লোকের পক্ষে হ'তে পারে একটা
প্রলোভনের বায়না। কিন্তু প্রলোভনটা যদি
চোখের সামনে পড়ে, ক্রমে অভ্যস্ত হ'য়ে, সে
প্রলোভন কাটান যায় !! কিন্তু প্রলোভনটা যে
কি, কখনও জানতেন্ না, শুনতেন না, তার
পরিণাম এই হয়!! থিয়েটারটাকে কন্ডেম
ক'রে একটা ভুল আইডিয়া নিয়ে যদি ঘরে
ব'সে না থাকতেন্, সেখানে যদি যাওয়া আসা
রাখতেন, তা হ'লে কি এতটা চট, এত মান
খাটো হ'য়ে যেত' !! না মানের জুতো খেতে
হ'ত! এটা বেশ জানবেন, থিয়েটার খারাপ
জিনিস নয়, লোকের মন খারাপ !! নাউ গুড
বাই কর্ দি প্রেজেন্ট; অল্ ওয়েল্ দ্যাট
এণ্ডস্ ওয়েল্ ।

[মতিলালের প্রস্থান ।

শশী । } জুতো—জুতো—জুতো! মাথায়
সুশীলা । } ছিঁড়বো মাথায় ছিঁড়বো মাথায়
রঙ্গিণী । } ছিঁড়বো!
কটক । প্রেম প্রেম প্রেম! মুরগীর ছানা! মুরগীর
ছানা!! প্রেম প্রেম প্রেম!!!

সুশীলা শশীকলা ও রঙ্গিণী ।

গীত ।

চেপে থাক্ আর কোস্বে কথা হলো কাজের খতম ।
প'রেছি ডিনীন্ চটি, পট পট তোদের পিটি,—
আহা পরিপাটি! আহা পরিপাটি!!

লইত নেকি জাননাকি আমরা তোদের ঘম,—
শুনলে থিয়েটারের নাম, বাবুদের আস্তো গারে ঘাম,
(এখন) কাদের প্রেমে হাবুডুবু ওগো বাবু) হারিয়েছ সরম।
আমরা যাব থিয়েটার, মানা ক'লে গো-বার,
ঠেকিয়ে কলা শুনবো কেন আর,
রাঙালে চোক মানবে কে রোক, খানে জুতো নয়ম গরম ।

[সকলের প্রস্থান ।

পাট পরিবর্তন ।

উজ্জ্বল দৃশ্য ।

গীত ।

কি গো দেখলে কেমন খেল ।

কিছু হ'লো কি আকৈল ॥

গলাবাজী বাবুদের নয় কি কেবল ভেল ?

(এখন) মন্দ ভাল থিয়েটার, কর'গো বিচার,

বেশী ব'লবো নাক' আর,

আজকে সুধু হাসি খেলা, মনের মলা গো টু হেল ॥

To-day-gay-day-x'mas day-goodbye-goodbye

"ALL'S WELL THAT END'S WELL."

টু ডে-গে ডে এক্সমাস ডে গুড বাই গুড-বায়

অল্ ওয়েল্ দ্যাট এণ্ডস্ ওয়েল ।

যবনিকা-পতন ।

THE WHIPS

OR

চারুক ।

(পঞ্চমঃ ।)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

মটুকমোহন	...	...	...	হুজু-পাগলী ধনস্বান উবিল ।
ময়ূরচাঁদ	...	...	...	ঐ পুল ।
ভাবাকান্ত	...	...	...	মটুকমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (তান্ত্রিক লোক) ।
গবাকান্ত	...	...	...	ভাবাকান্তের পুল ।
প্রিয়লাল	...	...	...	প্রতিবেশী ।
প্যালাবাম	...	...	...	মহবে চালাক লোক ।
মোলাচাঁদ	...	...	...	চাপরাসী ।

সম্পাদক চতুষ্টয়, কন্স্পেক্টর, জমাদার ও জনৈক মাড়োয়ারি ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ ।

তবঙ্গিনী	...	...	...	মটুকমোহনের প্রথম স্ত্রী ।
মদনমোহিনী	...	...	...	ঐ দ্বিতীয়া স্ত্রী ।

জ্যাপানিজ বেশধারিণী লেডীগণ, মদনমোহিনীর সঙ্গিনীগণ, নব-ধর্মাবলম্বী রমণীগণ
মাড়োয়ারী মহিলা, আশমানী জেনানাগণ ইত্যাদি ।

প্রস্তাবনা ।



লেডী ভলেন্টিয়ার্ গণ ।

গীত ।

আমরা লেডী-ভলেন্টিয়ার্ হাইল্যাণ্ডার্ ।
রঙ বেরঙা ঢংএ চলি মিলিটারি চাল এবার ॥
এ সহরে আগা গোড়া জাল,
ভেতর ঢাকা বাইরে চিকণ চাল,
ড্রেনেজ ব'য়ে যাচ্ছে নীচে, বাইরে প্যালাসের বাহার ।
কার' সাধুর সাজে মধুর বুলি, অস্তুরে ছুরি,
মরালিটার্ ফয়রা ঢাকা প্রেম লুকোচুরি,
পিউরিটী জিবের আড়ে ডুপ্লিসিটার্ অবতার ॥
প্রেক্ষিতিক্ কেউ বা এডিটার,
মাথায় উপহারের ভার,
কোথাও ছোটেন অয়েল নিয়ে, কোথাও বলেন হুঁসিয়ার ।
কেউ ঘাড় কামানে মুখেতে সিগার,
কালী এ বাজালা মন টেকেনা আর,
তার কোটের রঙে, মুখের রঙে, কারাক্ কত বোঝা ভার ॥
বড় থামের বড় রকম চাল,
চোবে দোবের ছুড়ে খেয়ে ভিকিরি নাকাল,
গোরার হাতে টাঁদা দিতে হাজারে তার নাই বেজার ।
কেউ দোকান খুলে সামলা মাথায় বাজান দোকাটা,
টাঁকেন্ কবে ভিটে ঘাটা ক'রবেন কার টাঁটা,
কেউ গুল্ মোহর নে সর্ষে ব্যাচেন ঢংখানি তার চমৎকার ॥
থিয়েটারে সাজ সেজেছি আমরাতো নকল,
মার আক্কেল আছে বুঝে নেবে কোথায় এর আসল,
পেট্রনন্স এ্যাণ্ড ফ্রেন্ডস্ ! উই উইশ্ এ ছাপি নিউ ইয়ার ॥

[প্রস্থান ।

চারুক ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

মটুকমোহনের বাগি ।

মটুকমোহন ও ময়ূরচাঁদ ।

মটুক । কোথাকার অকাল কুম্মাও ছেলে এসে আমার ঘরে জন্মেছে !—এত বড় লোক আমি, লেপ্টেণ্ট-গভর্নর,—চিফ্ জাষ্টিস,—আমার পার্শনেল্ ফ্রেণ্ডস্,—হাইকোর্টের এপিগেট্ সাইড্ আমার একচেটে—পশার । ছদ্ম বাদে আমি জজ্ হ'য়ে বেঞ্চে বসবো, আর আমার বংশধর কিনা একটা (fool) হুল্, ('fools of the worst nature) হুলস্ অব্ দিওয়ার্ন্ট নেচার্ । আমিও ম'রবো,—আমার বংশেরও নাম ডুববে ।

ময়ূর । বাবা ! এত খাবুড়াক্ক কেন ? “বাপ্ কো বেটা সিপাইকো ঘোড়া, কুচ্ নেই হোতাভো ধোড়া ধোড়া”—তুমি আইন নিয়ে শাইন্ ক'রেছো, আমি “সার্কেল্” নিয়ে দেশ মাতিয়ে তুলিছি । দেখদেখি আজ একটা কি ওয়াওবুফুল্ ডিস্কভারি ক'রেছি !—

এই দেখ্ ছো “কচুপাতা”, আর এই দেখ “ছাগল”, ছাগলের মুখে কচুপাতা দাড়, চুপ্টি ক'রে থাকবে, নড়ন চড়ন রহিত, তবে মানুষের মুখে কচুপাতা দিলে, সে চুপ্ ক'রে না থাকবে কেন ? ডাবুউইনের মতে মানুষের অরিজিন্ হ'চ্ছে বাদর । বাদর ও চতুষ্পদ,—ছাগল ও চতুষ্পদ । সুতরাং ছাগলে আর মানুষে বড় কিছু প্রভেদ নেই ; এই এক কচুপাতার সাহায্যে, আমি মনে কল্পে দেশ উদ্ধার ক'র্তে পারবো । যেই ইংরাজেরা বন্দুক আর কামান নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াবে, বেশী নয়—জন কতক লোক, এক এক কচুপাতা হাতে দিয়ে খাড়া ক'রে দোব, তেড়ে গিয়ে ফৌজের মুখে চাপা দেবে,—বস্, আর পিক্টি নট্ । বিনা বুদ্ধে ফোর্ট উইলিয়াম অকুপেসন্ ।

মটুক । —রে বাটা, আমার কাছে যা ব'ল্লি ব'ল্লি
—ও সকল কথা মুখে আনিবু নি । আম
আজ বাবে কাল জজ্ হ'ব, আর আমার ছেলে
ইংরাজের সঙ্গে লড়াই ক'ত্তে চায়; একথা
গভর্ণমেন্টের কাছে পৌঁছিলে, —আমারও
আপের মাটি, তো' বেটারও শ্রীঘর বাস ।
আমি যার ঐ ভয়ে কংগ্রেসে পর্য্যন্ত জয়েন
করিনি ।

ময়ূর । কংগ্রেসের মুখে ছাই, পেট্রীয়েটের কপালে
আগুন । এই এক কচুপাতাতে, ভারত
ভূমি উদ্ধার; —তুমি জজ্ হবার আগেই,
আবার হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হবে, তবে আর
ইংরাজদের খোসামোদ ক'রে দরকার কি ?

মটুক । যা যা বেটা পাগলাম' করিসু নি, ছাগল-
টাকে নিয়ে, এখান থেকে চলে যা; ভাল
এক পাগলের জন্ম দিচ্ছি ।

ময়ূর । এখন পাগল ব'লে মনে হবে বটে, আমে-
রিকা ডিস্কভারি করবার আগে, কলহসুকে
সকলে পাগল ঠাউরে 'ছিল । সেই কলহসের
নাম এখন সিভিলাইজড নেশনের মুখে
মুখে । এক্সপেরিমেন্ট দৈপ্তে চাও, আচ্ছা,
চুপ ক'রে দাঁড়াও । এত' এত কথা ক'চ্ছে
একেবারে নিজীব করে দোব দেখনা ।
মুখ দেখি—মুখ দেখি—বেশ করে এক বার
কমালে পুছে নাও, এই কচু পাতা বসালেম,
এই বার কথা কও দেখি ।

মটুক । দূর হ' ! দূর হ' ! হতছাড়া ছেলে, আমার
শুকু কেপিয়ে তুলি নাক ? ওরে বেটা
দম শক্ হ'সে যাচ্ছে যে—ছাড়—ছাড় ।

ময়ূর । বোঝা—বোঝা—সারেস কতটা দখলের
ভেতর এনেছি দেখ, গ্রাণ্ড ডিস্কভারিং,
(Grand discovering) —এইটখ' ওয়াণ্ডার

অব দি ওয়ার্ল্ড (Eighth wonder of
the world) কচু পাতা—কচু পাতা—
ভারত উদ্ধার— ভারত উদ্ধার— ছাগল—
মানুষ—ছাগল—মানুষ । (প্রবাসী) ।

মটুক । ভক্তার সরকারের সঙ্গে একবার কন্সাল্ট
(consult) ক'ত্তে হবে, ছেলেটির মাথা
দিন-দিন আরও বিগড়ে যাবে । যা করত'
কোন ছিলস্ স্টেশনে চেঞ্জ পাটিয়ে দেওয়া
যাগ । জজের ছেলে পাগল হ'লে ক'রে
বলবে কি ?

(প্রিয়লালের প্রবেশ) ।

প্রিয় । কিহে মটুক মোহর ? ক'রে নাকি জজ্
হবার জন্ত কেপে উঠেছ ? এ কিফয়না
কেন ? বাপের যচেষ্ট পয়সা হাতে পেয়েছ,
মজা ক'রে খাও দাও' বাড়ীতে ব'সে থাক ।
~~ভাত-কম-করবার-জন্ত-এক-একবার~~
কোটে-চাফির হস্ত, সেইভাল আর বাড়ী-
বাড়িতে কাজ কি ?

মটুক । প্রিয়লাল' যে, এস এস । হ্যাঁ ডাই
শিগ'গিরই জজ্ হচ্ছি; সব ঠিকঠাক হ'য়ে
গেছে, আর খাটুন্ত পারিনি, পালি "ল"
পয়েন্ট যার ক'ত্তে ক'ত্তেই —আমি —
এ বাবা গদীয়ান হ'য়ে বেকৈ স্ব'সের কলহ,
উকীলে কৌশলিতে খুঁজে খুঁজে নজীর
বার ক'রবে, আমি বড় জোর টোয় বুজে,
নাক ডাকীতে ডাকীতে, একটু কমন্সেন্স
খাটিয়ে, যে পক্ষে বড় উকীল, কি স্ব'ক
কৌশলি দেখ'বা, সেই পক্ষেই গোড়
দোব । মাসে মাসে ক্রিয়ার চার-হাজার
টাকা পকেটে আসবে, বসু বাবা খালি
আমিরি কর ।

প্রিয় । কে তোমায় নাচাচ্ছে, আমার বলতে

পারি? কলকাতার লোক এমন বোকা হয়, তাত' জানতুম না, তার উপর তুমি লেখা পড়া শিখেছ। কে তোমার ব'লেছে জর্জ্ ক'রে দেবে,—তুমি মেতে উঠেছ। তোমার চেয়ে ঢের সিনিয়ার উকীল ম'রেছে, তাদের চান্স (Chance) আগে।

মটুক। নাহে না, সব সেটেল্ হ'য়ে গেছে। জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ রিটারার হ'চ্ছেন, তাঁর প্লেসে চিফ্ জাষ্টিস্ আমাকে নমিনেট্ করবেন ঠিক ক'রেছেন।

প্রিয়। তবে আর কি, এইবার থেকে প্রতি শনিবারে উকীল কোন্সুলিদের বাড়ীতে ইন্ডাইট্ ক'রে ফিষ্ট দিতে শুরু কর। কিন্তু একটা অনুরোধ আমার, অনেক রকম দেখেছি, পৃথিবীর হাল্ চাল্ ভাল রকমই বুঝেছি। বা কর, তা কর,—নিজের দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী মাগটীকে নিয়ে, ফ্রেণ্ড্‌দের কাছে ইন্ট্রোডিউস্ ক'র'না, মেয়েমানুষ ঘটিত ব্যাপারে কোন বেটা বন্ধু বান্ধবকে বিশ্বাস ক'র' না। চ'বে কাণে দেখতে দেবেনা, সাক্ গোপাট্ ক'রে নেবে।

মটুক। তোমার যেমন বুদ্ধি, সেই রকম কথা কইচ'। কখনত' হাইসার্ক্‌লে মুভ্ ক'লেনা, এন্লাইটেণ্ড্ জেন্টলমেন্‌দের ডিউটী কি বুঝে বল? ওয়াইফ্‌কে ইন্ট্রোডিউস্ করার প্রাইভেসি কি জান? সোসাইটীতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই খুব পপিউলার হওয়া যায়,—পশার প্রতিপত্তি হহ ক'রে বাড়তে থাকে।

প্রিয়। যথেষ্ট হয়েছে, আর চাপক্য শ্লোক আওড়াতে হবেনা। তাই বুঝি প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতে থাকতেই একটা কচি কাচ' দেখে

আবার বে ক'লে? জজ'ত' হ'চ্ছে, হ'টো মাগ নিয়ে সামাল দেবে কি ক'রে? উত্তর সঙ্কট ব্যাপারে প'ড়বে বে।

মটুক। আমার প্রথম স্ত্রী, সে না থানারই মধ্যে, কি করি আমাদের ঘরে ডাইডোন' চলন নেই, নইলে এতদিন দূর ক'রে বাড়ী থেকে ভাড়িয়ে দিতুম। দিন রাত্রি শিব পূজা ক'চ্ছেন, বিষ্ণুপত্র চড়াচ্ছেন, আর যেখানে সেখানে গজাজল ছড়াচ্ছেন। তোমার ব'লবো কি! আমি যদি তাঁর ঘরে ঢুকি, ঘড়াথানেক গজাজল আমার মাথায় ঢেলে শুকু ক'রে নিয়ে, তবে প্রবেশ অধিকার দেন।

প্রিয়। বড় অজ্ঞায়, বড় অজ্ঞায়, হিন্দুর ঘরে এ সব কি অনাচার! তোমার দ্বিতীয় পক্ষের রাজনীটী কি করেন? বোধ হয় খালি “বিস্কুটের” গুঁড়ো ছড়ান, “কেকের” আদ্যশ্রাদ্ধ করেন, আর গজাজলের বদলে তোমার মাথায় “চা” ঢালেন?

মটুক। যাও যাও (Don't be fickle in serious matters) ডোণ্ট্ বি ফিকিল্ ইন্ সিরিয়াস্ মেটার্‌স্। আর দিন কতক দেখবো, যদি শিবপূজা আর গজাজল ছড়ান' না ছাড়াতে পারি, কম্পেন্ড্ হ'য়ে বাড়ী থেকে বিদেয় ক'রবো।

প্রিয়। আর তিনিও মেছোবাজার গিয়ে, গহর জানের দির্দি হ'য়ে, ঘর ভাড়া ক'রে বসবেন। তোমার উজ্জল কুলে পার্মানেন্ট্ মুন্ লাইট্ হেঁকে বোসবে। কেন আর ধান্নাবাজী ছাড়ছো, অনেক দিন আগেই সেটীকে সরাতে, তবে বাপের ওক মেয়ে, খণ্ডের অনেকটা বিষয় হ'গত

কোরবে, এই আশায়, যো সো ক'রে
মানিয়ে চ'লছে।

মটুক । (I care a fig for my father-in-law's
properties) আই কেয়ার এফিগ্ ফর্ মাট
ফাদার্স-ইন্-লজ্ প্রপার্টিজ্ । আমার
নিজের সম্পত্তি বা আছে, তাই যথেষ্ট,—
একটা বই ছেলে নয়, হুঁহাতে খরচ ক'রেও
ফুরবে না,—তার উপর জজ্ হচ্ছি। চার
হাজার মঙ্গল ইন্কম্—আমার ভাবনা কি?

প্রিয় । বেশ কথা,—ভগবানের কৃপায়, তোমার
আরও ধনে পুঞ্জ লক্ষী লাভ হোক । আজ
একটা বিশেষ দায়ে প'ড়ে, তোমার কাছে
এসেছি, যা হয় একটা উপায় তুমি ক'রে
দাও ।

মটুক । কোথায় কিছু টাকা টাঁদা দিতে হবে
নাকি? কারকে কোন রকম সাহায্য
টাহায্য ক'ত্তে হবে নাকি? না ভাই ও সব
বাজে কাজে আর আমি নেই ।

প্রিয় । আচ্ছা মটুকমোহন ! তোমার বিবেচনায়
কারকে সাহায্য করা,—কি উপযুক্ত পাত্র
বুঝে কিছু দান করা,—এগুলো সব বাজে
কাজ ! তবে কাজের কাজটা কি আমার
বলতে পার? হাঁহে মটুকমোহন ! যেরে
শালগ্রাম শিলা টিলা আছেত? পূজা আশ্রা
হয়,—না সে সব পাট্-তুলে দিয়েছ?

মটুক । যে দিন জজ্ হব' ব'লে পাকা জানতে
পেরেছি, সেই দিন থেকে ও সকল আপদের
শান্তি ক'রেছি। তবে প্রথম জুটীকে কিছুতে
বাগাতে পাচ্ছি না, তাঁর দৌরায়ে এখনও
হুঁটো একটা মাটির শিব আর বিষ্ণু পত্রের
গাদা, আমার সিঁতলাইজড্ আইডিয়ান্
করাপ্ট (corrupt) করে।

প্রিয় । আরে ভিছি !! মটুকমোহন ! তোমার
ধৈর্য্য হিমালয়ের মতন । এত অত্যাচার
এখনও তুমি সহ্য ক'র? এ সকল পৈশাচিক
ব্যাপার এখনি বাড়ী থেকে তুলে দাও,
নইলে পারণাম বড় শোচনীয় হবে । এমন
হঠাম দেখটীকে যখন চিতের উপর চড়াবে,
হাঙ্গা হাঙ্গা ক'রে গরুর দল পেটের ভেতর
থেকে উঠবে, আর গুনারের কিচিমিচিতে
নিমতলার ঘাট মেতে উঠবে ।

মটুক । থাম—থাম—হাম্বাগিজিম্ ছেড়ে দাও ।
কি মতলবে এসেছ খোলসা বল, আমি
আর ওয়েট (wait) ক'ত্তে পারছি না,
ব্রেকফাস্ট খাবার সময় হ'য়েছে ।

প্রিয় । বন্ধু সেজে এসে তোমার বাড়ী পেগ্-
টানবার মতলবে ঢুকিনি; কিছা তোমার
জজিয়তীর ভাগ নোব' ব'লে আসিনি ।
তোমার বড় ভাই, যাকে পৃথক ক'রে
দিয়েছ, তাঁরই অনুরোধে দূত হয়ে, একটা
আবেদন জানাতে ইচ্ছা করি। যদি অনু-
মতি হয় ত' বলি ।

মটুক । কোন রকম ফেডার তাকে ক'ত্তে হবে
নাকি? না ভাই আমার দ্বারায় তা হবে
না । (I have no sympathy for the
drunkard's) আই হাভ্ নো সিম্পেথি
ফর্ দি ড্রাঙ্কার্ডন্ । তিনি বড় ভাই হ'ন্,
আর বাবাই হোন্ । সব কাজ কর্ম ছেড়ে
দিয়ে, বাপের সম্পত্তি ভেঙ্গে ভেঙ্গে খাটা
খেয়ে তিনি যদি বেগার হন্, তার দরুণ
আমি রেস্পন্সিবল্ (Responsible)
হ'তে পারিনি ।

প্রিয় । কথাটা না পাড়তে পাড়তেই চাপা দিচ্ছ
যে? হাজার হোক “জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা”

তা' জানত' । খাঁটি খেয়েই হোক, আর যে রকম বদ খেয়ালী ক'রেই হোক, এক রকমে তিনি সর্বস্বান্ত হ'য়েছেন । নগদ টাকা কড়ি, কোম্পানির কাগজ, বাগান, জমী জমা, যা কিছু ছিল, সবই গেছে ; ভরসার মধ্যে ভদ্রাসন বাড়ীটুকু এখনও বজায় আছে । তিনি আমায় ডাকিয়ে বিশেষ ক'রে অনুরোধ ক'রে বলেন, তোমার সময় ভাল, মাসে মাসে এলাউয়েন্স (allowance) স্বরূপ তাঁকে ১০০ টী ক'রে টাকা দিতে হলে, কি বল এ অনুরোধটুকু বড় ভাইয়ের উপর ক'রবে কি ?

মটুক । একটা ফার্মিং নর, একটা ডাউটি পাউন্স নর' । যখন বুক ফুলিয়ে বাপের বিষয় চুল চিরে ভাগ নিয়ে, এখান থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখন আমার মুখ চেয়ে ছিলেন কি ? নেশাখোর হ'য়ে বদ খেয়ালী ক'রে সব ওড়ালেন । এখন আমি তাঁকে (help) ক'রবো । (There are ten thousand poor to be supported with) দেয়ার আর টেন থাউজেণ্ড পুরর টু বি সাপোর্টেড উইথ । জজের ভাই খাঁটি খেয়ে, ভৈরবী চক্র করেন, এর চেয়ে আর কি স্কাণ্ডেল (scandle) হবে !

প্রিয় । মটুকমোহন ! তোমার এখনই এই, তুমি বেকে বোস্লে, সকলের, হাতে মাথা কাটবে দেখছি । শেষ ডালকুড়ো হয়ে না কোন্সুলি গুলোর গালে কামড় দাও ।

মটুক । তবে যদি দাদা তাঁর ভদ্রাসন বাড়ী আমার কাছে মর্টগেজ ক'রে রাজী হন, আমি (sufficient margin) সাফিসিয়েন্ট মার্জিন রেখে টাকা যাডভান্স ক'রে রাজী আছি ।

প্রিয় । উত্তম ! তবে এখন আমি চলুম । তোমার দাদাকে এই সকল কথা বলিগে, তার পর তিনি তাঁর বিবেচনা মত ক'রবেন । কিন্তু দাদা একটা কথা ব'লে রাখছি, জজ হ'লে আমাদের সঙ্গে কথা বার্তাটা উঠিয়ে দিও না । বাড়ীতে এলে, চাপ্রাণীরা গলা ধাক্কা খেয়ে না বিদেয় হ'তে হয় । (প্রস্থান ।)

মটুক । বড় গুড অপারচুনিটী এসেছে, অল্প স্বল্প কিছু টাকা দিয়ে, দাদার বাড়ীখানা মর্টগেজ ক'রে নেওয়া যাবে । একবার বাঁধা প'ড়লে আর খোলসা ক'তে হবে না । শূঁড়ির দোকানেই সব টাকা যাবে । আবার ভাইপোটা যা জন্মেছেন, একটা জুয়েল্ ব্লিই হয়, দাদার উপর যান্, দেখা যাগ্ কতদূর কি হয় ?

(তরঙ্গিনীর প্রবেশ ।)

তর । সর্বনাশ ক'রেছ ! সর্বনাশ করেছ ! আমার মাথাটা একেবারে কচুমচিয়ে চি'বয়ে খেয়েছ তোমার মুসলমান বাবুর্চি তোমায় খুঁজতে 'চা'র বাটা নিয়ে আমার ঘরে ঢুকেছিল । ছি ছি ছি ! ! ধর্ম কর্ম সব গেল । ওমা আমি কোথায় যাব ? আমার মাথা মোড় খুঁড়তে হচ্ছে হচ্ছে ।

মটুক । বলি এখানে গঙ্গাজল ছড়াচ্ছ কেন ? এখানে ত' আর বাবুর্চিরা আসিনি, কোথা-কার এক ছুঁটীবেয়ে মাগ্ পেয়েছি বাবা, হাড় জালালে ।

তর । এখন যেন আমার ঘরে ঢুক' না । গঙ্গাজল দিয়ে আগাগোড়া সব ধুয়ান হচ্ছে, চাকরাণীরা গোবর জল ছড়িচ্ছে, তুলসী-তলার মাটি নিয়ে ন্যাতা বুলুবে হচ্ছে ।

ছি ছি! আমার ঘরে বাবুর্চি! দোহাই মা
গঞ্জে! দোহাই মা গঞ্জে!! কলুষ নাশ কর
মা, কলুষ নাশ কর!

মটুক। শোন দেখি, আমার কথাগুলো বেশ ক'রে
বোঝ। ছুদিন পরে আমি জজ হচ্ছি।
লেপ্টেন্যান্ট গভর্নরের নীচেই জজের মাল্ল;
সেই জজের তুমি স্ত্রী, তোমার একটু সিভি-
লাইজড্ হ'তে ইচ্ছা যায় না? গাউন না
প'রতে চাও, পিরিলি শাড়ী পর, চামড়ার
জুতো না পায়ের দিতে চাও, বন্দাবনী জুতে
আনিয়ে দিচ্ছি। মোমদের টুপী প'রতে লজ্জা
হয়, খোট্টাই টুপী পর। ব্লুম অব রোজ
গালে না দাও, দিলী আলতা গুলে শিশি
পুরে রাখ, নিদেন্ পানের পিক, গোলাপ
জলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগাও। অন্দি হোল
এক রকম একটু অডিনারি ফ্যানসান্ হবে।
তোমার চেহারা মন্দ নয়, আমার কথা শুনে
দেখ দেখি, কেমন চমৎকার মানায়। খোলা
ফিটন্ গাড়ী ক'রে আমার সঙ্গে না বেড়াতে
পার, তু খানা পাকী পাশাপাশি চ'লবে,—
একখানা পাকীতে তুমি থাকবে, আর এক
খানাতে আমি থাকবো। আমার পাকীর
দরজা বন্ধ থাকবে, তবে ওরই মধ্যে একটু
ফাঁক ক'রে তোমার হাত থানি আমার
পাকীর ভেতর দেবে। আমি এমনি ক'বে
ধোরে হেঁইয়া মারি হেঁইয়া মারি ক'বে
ছ'জনে বেড়াতে যাব।

তর। কল্লেকি! কল্লেকি! গঙ্গাজল না স্পর্শ
ক'রেই আমার ছুঁলে—ওমা ছি ছি ছি!!
আমি ক'রি কি? দাঁড়াও, দাঁড়াও শুদ্ধ
ক'রে নিই, শুদ্ধ করে নিই। (গঙ্গাজল
চালিরা দেওন।)

মটুক। ওরে গেলুম যে রে—এই দারুণ শীতে কন্
কনে গঙ্গাজল ছড়্ ছড়্ ক'রে গারে মাথায়
ঢাল'ছিনু ঘেঁরে—রঞ্জে কর—রঞ্জে কর,
আমার ঘাট হ'য়েছে, আর তৌকে কখন
ছোঁব না।

(মদনমোহিনীর প্রবেশ)।

মদন। কি কি? হয়েছে কি? হয়েছে কি?
মারডার কেন্ না কি? এত টেটামেচি
কিসের?

মটুক। ওগো দেখ গো—আমায় মেঁরে ফেল্লে
গো—এই পৌষ মাসের শীতে কন্কনে
গঙ্গাজল আমার সর্কাদে ঢাল'ছে।

মদন। বলি ই্যাগো বড় গিন্নি! তোমার কি রকম
আকেশ্ণ গা? তুমি না খুব হিঁহয়ানির শুমোর
কর। এই শীতকালে স্নোয়ামীর মাথায়
ঠাণ্ডা জল ঢাল'ছো।

তর। বড় অনায়া ক'রেছি না? ও আমার ছুঁলে
কেন? আমি স্নেচ্ছ আচারের স্নোয়ামীকে
গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ না ক'রে আমার অঙ্গ
স্পর্শ ক'তে দোব না।

মদন। যদি শুদ্ধ ক'রে নেওয়াই দরকার বুঝে
ছিলে, তবে গঙ্গাজলের বদলে জাল্পিনের
বোতল ঢাল'লে না কেন? বিস্কুটের শুঁড়ো
গঙ্গা-যুক্তিকার চোন্দ-পুরুষ।

তর। বুদ্ধির ঢেঁকী, কচী খুঁকাটা আমার,
সোটাগ ক'তে হয়, তুমি করগে যাও,
আমার অমন বেয়াড়া সাধ নেই।

মদন। ওরে আমার কলির কুস্তী, নাকে খুস্তী
শুঁজে দোব জান? আমার কাছে বেশী
বুলি চালী কেট'না, এখনি পাল উল্টে
দোব তা'জান। খেজুর গাছ তেল পানা
দেখবে।

তর । থাম, ছোটগিন্নি থাম,—আমিও তোমার
নাইকোন্ গাছ ছুঁচপানা দেগিয়ে দোব ।

মটুক । বলি তোমারত' ভজনে গাছ দেখাদেখি
কিছো, আমি যে পাণের দায়ে সরষে ফুল
দেপছি কার কি ?

মদন । বেশী চালাকী ক'র না বড় গিন্নি ! ওসব
ভণ্ডামি আমি জানি । স্নেহ আচার, স্নেহ
আচার ক'রে নাক সিটকোচ্ছ, তুমি কি
“এনি বেসেস্ট্” হ'য়ে ফেলোছ নাকি ?

তর । দেখ, হাত মগ নাড়তে নাড়তে যেন
আমায় ছুঁয়ে ফেল'না, এখনি আমি খুনো
খুনি ক'রবো । আদরের মাগ ব'লে, আমি
তোমার তোষাফা রাখবোনা ।

মদন । বটে; তাইতো !—ওরে আমার পাণের
টার লক্ষ্য তেলী এই তোমায় ছুঁলুম,
কি ক'রবে কর ?

তর । আমিও তোমার সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গাজল ঢেলে
শুকু ক'রে নিলুম, কি ক'রবে কর ?

মদন । দেখলে ! দেখলে ! বুড়ো মাগীর বিবে-
চনাট' দেখলে ! এমন ভেসটা মাটি ক'রে
দিলে । তুমি আমার সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গাজল ঢাললে,
আমি তোমার মাথায় গরম চা ঢাললুম ।

তর । ওমা কি হ'লো ! ওমা কি হ'লো ! চাড়
হাৰাতে ডাইনি মাগীর সাজ থেকে, আমার
ঠিককাল, পরকাল দুইই গেল ।—মারবো
এই ঘটীর বাড়ি মাগায় ।

মদন । এসনা ! এগোও না ! এই কাঁচের বাটী
তোমার মাথায় ভেঙ্গে রক্তারক্তি ক'রবো,
কাঁচ ফুটে থাকবে, মাথা অপারেশন্ ক'র্ত্তে
হবে ।

মটুক । ওরে বাবা ! তোদের গুপ্তির পারে পড়ি
কেমা দে । এ “পিকিন” নয় “চায়না

ওয়ার” এখানে আর শুরু করিস্নি । গরিব
মিশেনারি আমি, আমার আর প্রাণে
মারিস্নি ।

তর । তবেই মিলে ! আমার জাণাতে, পোড়াতে
আর একটা বিয়ে ক'লে,—এখন ছুঁড়ী
মাগের দিকে টানছো—এই সব জল তোর
মাথায় ঢালবো ।

মদন । বলি ওগো গুণোপুরুষ, তুমি আজ বাদে
কাল জজ্ হবেনা ? একটু প্লিরিট নেই ;
একটা ডাটী ক্রিচার তোমার মাথায় জল
ঢালছে, তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ ?
আমিই বা বাদ যাই কেন ? তোমার
মাথায় চা ঢালবো ।

মটুক । এই চেপে সিটুডাউন করুম বাবা !
তোদের যার যা মনে আছে, প্রাণ পুরে
কর—তুই “গঙ্গাজল” ঢাল, আর তুই “চা”
ঢাল ঠাণ্ডা গরমে মিশ, “অক্সিজেন”
গ্যাস তোয়েরি হয়ে যাক ।

গীত ।

তর । আমার খাঁটী গঙ্গাজল ।
মলা মাটি ধুয়ে খাঁটী প্রাণ হবে শীতল ।
মদন । আমার গরম রাস্তা চায়ের জলে মনের গাঙে
নাব্বে চল

মটুক । আমার নরম গরম দু'টী সোণার চাঁদ ।
তর । ক'রবে জজগিন্নি, মাথা গরমেছে ভারি,
সোহাগ ভরে গঙ্গাজলের দিচ্ছি তাই আরি,
মদন । রাস্তা চা গরম গরম, এজলাস্ হবে খুব সরগরম,
দুহাতে দু'শা ছেলাম্ প'ড়বে দুধারি ;
উভয়ে । গরম চায়ে গঙ্গাজলে থাকবে মেজাজ্ সমশীতল ।
মটুক । জলতরঙ্গ ছুটছে মাথায় ভেঙ্গে প্রেমের বাধ,

(আমার নরম গরম দু'টী সোণার চাঁদ

উভয়ে । নরম গরম চলেছে দমকুল ।
[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য ।



রঙ্গপট ।

জ্যাপানিজ বেশধারিণী লেডীগণ ।

গীত ।

ফ্যান্সি ড্রেসে, ফ্যান্সি ফেসে, ফ্যান্সি হেসে ফ্যান্সি বল ।

* ফ্যান্সি লেডী, ফ্যান্সি বডি, ফ্যান্সি ভরা হৃদকমল ।

আছে বার রোমান্স, নেভার মিস্ দি চান্স,

ফ্যান্সি কয়রা খেলবে বুকে দেখে ফ্যান্সি ডান্স ।

ফ্যান্সি রিং ভেরি মেরি,

ফ্যান্সি সং ভেরি চেরি,

এয়ারি ফেয়ারি ব্যাণ্ড, ফ্যান্সি ঘোরে চল চল ।

চিয়ার! চিয়ার!! চিয়ার!!!

এ ছাপি নিউ ইয়ার টু অল ।

[প্রস্থান ।]

তৃতীয় দৃশ্য ।



ভ্যাবাকান্তের কক্ষ ।

ভ্যাবাকান্ত ও গবাকান্ত ।

ভ্যাবা । ওকি কথা বলিস্ ব্যাটা, খাঁটি নেই
কিরে ? দেখ্ দেখ্ ঘরের ভেতর বোতল
গুলো ঝেড়ে ঝুড়ে দেখ্ ।

গবা । আর ঝেড়ে ঝুড়ে দেখ্ বো কি, রেক্স ফাঁক ;
সম্বলের মধ্যে কোয়াটার খানেক এই
বোতলের ভিতর আছে, এই শেষ ।

ভ্যাবা । যা বলি বলি ব্যাটা, আর আমায় একথা
শোনান্—এখন পক্ষাঘাত হ'য়ে মরবো ।

গবা । পয়সায় পক্ষাঘাত হ'লেই, খাঁটিতে পক্ষা-
ঘাত হবে, সঙ্গে সঙ্গে খাঁটিখোরদেরও
দেহপাত হবে ।

ভ্যাবা । লক্ষ্মী বাপ্ আমার, আর দুবোতল নিয়ে
আয় । এক কোয়াটার যে কুলকুচি ক'ত্তেও
কুলোবে না ।

গবা । আর বাড়ী বাধা দেওয়া ভিন্ন উপায়
নেই । বাগান, রেঙতি জমী, কোম্পানির

কাগজ, নগদ টাকা, রূপোর বাসন, যা কিছু ছিল, তোমার জন্মেই সব গুঁড়ির দোকানে গেছে। বাকী এই ভদ্রাসন টুকু—এবার এখানি মটগেজ করা ভিন্ন আর উপায় নেই।

ভাবা। ব্যাটা আমার ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, রাজার মেয়েমানুষের বাড়ী গিয়ে, মুটা মুটা টাকা ছড়ালেন, এখনও হুড়চ্ছেন! আমি তোরা বাবা, আমি খাই খাঁটী, তুই ব্যাটা কার্লটন্ হুইফির আদ্য শ্রদ্ধ করিস। যত শালা অথদে অথদে ফ্রেণ্ড জুটিয়ে ফিষ্ট দিয়ে আমার সর্বস্বান্ত করি, এখন বোলবি বইকি যে আমার জন্মে গুঁড়ির দোকানে যথা সর্বস্ব গেল। পরিবারের কাল হওয়ার পর থেকেই গৃহ শূন্য হওয়া অবধি আমি এক রকম সন্ন্যাসী বলিই হয়। তান্ত্রিক শাস্ত্রের আলোচনা করি, তাই একটু আধটু মদের ও মাংসের প্রয়োজন হয়। রোজ রোজ চার বোতল, ছ'বোতল খাই—তার বেশীতো নয়। আমি যে ফকির হ'লেম সে কেবল তোরাই দৌরায়ে।

গবা। চেপে যান্না বাবা মহাশয়! ঐ ক্ষুদ্র পেটটার মধ্যে চাবুটি মদের লালদিঘী আছে। আর ছাগ মাংস এত বোঝাই হয়েছে, যে এক ডজন কালীঘাটের অষ্টমী পূজা হয়। রোজগার ক'রেতো আর কিছু কর'নি! কলসীর জল গড়াতে গড়াতেই ফুরিয়ে এল।

ভাবা। তুই দেখিস্ অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমি সিদ্ধ হ'চ্ছি। সোনা, রূপো, হীরে, জহরত যত মনে ক'রবো, মস্তুরের চোটে সৃষ্টি ক'রবো। মটুক মোহন আমার ছোট

ভাই। তুই ভাইয়ে সৈমান বকরা পেয়ে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসছি। তার বোল বোলা দেখে, লোকে ধন্ত ঠা ক'রছে, আর আমার গুণধর পুত্রের জন্মে যথা সর্বস্ব জলাঞ্জলি গেল। এবার খাঁটী কিন্তে হ'লে, বাড়ী বাধা দিতে হবে। কি করি বল দেখি, সোনার সংসারটা ছারে খারে দিলি।

গবা। আহা বাবা আমার বেদব্যাসের মতন গভীর উপদেশের কথা ক'চ্ছেন; যেন শ্রীগানেশ্বরের আকর্ষণী হ'চ্ছে।

ভাবা। আচ্ছা প্রিয়লাল এখনো আসছে না কেন? মটুক মোহনের কাছে একটু বিশেষ কাজে পাঠিয়েছি, কি হ'লো, না হ'লো খবরটাত' পেলুম না।

গবা। মনে ক'রেছ', কাকা মহাশয় আমাদের কিছু সাহায্য কোরবেন; তবেই হয়েছে, উকিলী ক'রে যা কিছু পান, তাত' আমার জানা আছে; ঠাকুর দাদার বিষয়টা তোমার মতন বর্বাদ করেন নি,—তাই এক রকম ক'রে মান সন্তম বজায় ক'রে চ'ল'ছেন। তাঁর আবার দুটি সংসার, সেই খরচই জোগাতে পারেন না, হীন আশার হেল্প ক'রবেন। ঐ যে প্রিয়নাথবাবু আস'ছেন, আমার অনুমান সত্য হয় কি না এখনি শুন্তে পাবে।

(প্রিয়লালের প্রবেশ ।)

ভাবা। কি ক'রে এলে প্রিয়লাল! কিছু সুবিধে হ'লো? ক্রমে অচল হয়ে দাঁড়িয়েছে, মান সন্তম আর বজায় থাকে না, এই হতচ্ছাড়া ছেলের জালায় সর্বস্বান্ত হলুম।

গবা। জান প্রিয়লালবাবু বাবা আমার “প্রিয় অব ওয়েলস্”—যা রঙ্গটার একটু তুফান, ওঁর কথার উপর কে কথা কইবে?

প্রিয়। আহা বাপ্ ব্যাটার ঘেন ভারি। ভাই সম্পর্ক;—এ বলে আমার দেখ, ও বলে আমার দেখ। তোমাদের মতন আর এক-জোড়া বাপ্ ব্যাটা থাকলিই সমাজের মুখ খুব উজ্জল হয়, আর কেন এইবার থেকে একটু সামলে চলে হয় না।

ভাবা। ভাইরে সব পারবো খাটা খাওয়া টুকু ত্যাগ ক'তে পারবো না। এতদিন ধ'রে তত্ত্ব শাস্ত্রটা তোলপাড় করুম,—শেষ দিক হবার সময় সব কাঁচিয়ে দোব? তার চেয়ে খানিকটা “নাইট্ ক্যাসিড্” এনে দাও, আমি খেয়ে দেহত্যাগ করি।

গবা। আমিও সাফ ব'লে রাখছি প্রিয়লালবাবু। সব পারবো, চরিত্র শোধরাতে পারবো না। নেহাত পেড়াপেড়ি কর, খানিকটা “ক্লোরোপটাস্ কিনে দাও, আমি “সেটের” সঙ্গে সেজে খেয়ে তোমার সামনে পড়ে মরি।

প্রিয়। তার চেয়ে খানিকটে সেকো বিষ এনে দিই, বাপ্ বেটায় খেয়ে মর না কেন? ঢের ঢের নেশাখোর দেখেছি বাবা তোমাদের জোড়া নেই।

ভাবা। কি বলে? কি বলে? প্রিয়লাল! মটুক-মোহন হাইকোর্টের জজ হচ্ছে? তা' এত খুব সুস্বাদ,—আমার জন্তে কিছু টাকা কড়ি জোগাড় ক'তে পারে?

প্রিয়। জোগাড় ব'লে যোগাড়, ছোট বাজার কুল'বে না, টাকা টাকা ক'রে যেজালা বিক্রী হয়, তারিই গোটা পঞ্চাশেক কিনে নিয়ে এস। শোবার ঘরের ভেতর দারু দারু ক'রে সজ্জিও, নগদ টাকা কড়ি সব তারিই মধ্যে রাখবে। মটুকমোহন তোমাদের চাক্ষু ফিরিয়ে দিচ্ছে আর কি?

ভাবা। কি ব'লছে প্রিয়লাল! আমি কিছু বুঝতে পারছি নি;—

গবা। বুঝবে আর কি? “আচ্চা ভুয়ার বোঝা চাক”।

প্রিয়। তার চেয়ে “হুতুম পেচার নম্বা” ব'লে আরও ভাল হয়। মটুকমোহন বলেন, তাঁর মাতালদের উপর সিম্পাখি নেই। তবে যদি ভ্রাসন খানি মটুগেজ ক'তে রাজী হও, তা হ'লে মারজিন্ রেখে, লোন স্বরূপ তোমার টাকা র্যাডভান্স ক'তে পারেন। তিনি আপনার লোক কিনা? বাইরের লোকের কাছ থেকে এ রকম ফেভার পাবার আর কোন আশা নেই, এখন তুমি বা ভাল বোক' কর।

ভাবা। প্রিয়লাল! তুমি আর একবার যাও ভাই, আমার আশীর্বাদ জানাইও, আর ব'লো আর তাঁর অমুগ্রহ ক'রে দরকার নেই, আমার উপায় আমি ক'রবো। যদি যথার্থ তত্ত্ব শাস্ত্রের মর্ম আমি বুকে থাকি, তাঁর জজ হওয়া ঘুরিয়ে দোব, হৃদপায় শেরাল কুকুর কাঁদিয়ে তবে ছাড়বো। এ যদি না পারি, খুড়িথাক আমার ভৈরবী চক্রে।

প্রিয়। তাইত' হে ভাবাকান্ত! ক' ক'রে মেজাজ বদ'লে ফেললে কি ক'রে বল দেখি। “ছিল ফুট কড়িই, দাঁড় করালে নাড়ে আঠার ভাঙ্গার”—কি একটা ঠাউরেছ, ভাব খানা ভাঙ্গবে কি?

ভাবা। যাও যাও এখন আর কথা ক'ও না, মাথায় এখন ভয়ানক পলিসি খেলছে। আজ বাঁচি কি মরি তার ঠিক নেই।

গবা। ম'র' না বাবা, ম'র' না—অমন কাকটী ক'র' না, ঘরে একটি পয়সা নগদ নেই, বাড়ী

বাঁধ না দিয়ে নিতলার ঘাটের খাঁচ পর্যন্ত
দোপাতে পারবে না। তুমি এ সময় ম'রলে,
মুককরাম নেটাদের ঠেলানির চোটে, আমার
হাড়গোড় চূর্ণ হ'লে যাবে।

প্রিয়। বাহবা কি বাহবা! ফেলতে' নয় যেন
সাক্ষাৎ "দার বেডভাস'বুলার"—তবে এখন
আনি চলুন জাণাকান্ত বাবু!—আমি আর
কি ক'রবো বল ভাট! যপাসাধা তোমার
জন্ত লড়েছি, তারপর তোমার বরতে
হ'ল'না, আমার আর দোষ কি বল? এখন
বটে, কি সময়ে আমার দেখা হবে।

[প্রিয়ালালের প্রস্থান।]

গবা। কি ঠাণ্ডা পলেন বাবা মশায়?

ভাবা। আর ঠাণ্ডাব' কি, আজ র'য়েটে আমি
মর'ছি—নিশ্চয়ই মর'ছি।

ভাবা। সেখান থেকে লাস্ বাবা, আর এক
বোতল খাঁচী আমার এনে দে। হুইল্ দুর
গেছে, মগজের ভেতর "সেপোলিয়ানের"
প্রোভ মুষ্টি আবির্ভাব হ'য়েছে, পলিসি—
জরুর পলিসি।

গবা। এক সোতল খাঁচী বিজর্ভ টুক রেখেছি,
তোমায় দিচ্ছি চপ। কিন্তু বাণারটা কি
খুলে বন দিকি? সত্যি সত্যি তুমি ম'রবে
নাকি?

ভাবা। আজ রাতে ম'রবো বটে, কিন্তু সময়
কি বেঁচে উঠলো। খাঁচীর বোতলটা
আমায় দিয়ে বা। বা শোক একটা জিনিষ
জরুর বাধা দিয়ে একখানা খাটেরা কিনে
নিয়ে আয়; আর এক জোড়া নতুন খান
কিনে আন'ত ভুলিস নি।

গবা। কেন কেন, বাবা গলায় দিয়ে কাকার
বাহে গিয়ে পিতৃদার জানিয়ে ভিলে ব'লবে

হবে নাকি? তাতে কাকা এক পরসাত
উপুড় হাত কর্বে না, একথা পাকা বলছি।

ভাবা। ভিলে কিরে বাটা!—কাচি গলায় দিয়ে
কাপ্তানী করি।

গবা। রাভী আছি; বাবা—কাপ্তানীতে তোমার
রাভী আছি এখন আঁচে ইসারায় অঙ্কটো
ভাল দেখি, বুঝি কি রকম কর্বে।

ভাবা। শোন্ বলি, বেশী আড়পরি কিছু কর্বে
না। আজ রাতেই ফুল'বো আর কর্বে!

তারপর তুই আমার শা দেহটা নিয়ে
আখীর স্বজন সঙ্গে ক'রে নিমতলার ঘাটে

পোড়াতে নিয়ে যাবি। নেট চিতের উপর
চড়াবার উজ্জুগ করি, অম্নি আমি দাঁত

মুখ খিঁচিয়ে, গিল গিল ক'রে হেনে, টেয়ে
বোঁকে ভুত হয়ে দাঁড়াব'। তুই অম্নি "ভুত

ভুত!" করে সেইখানে মূর্ছা বাবি। আর
আর সকলে প্রাণের ভয় তখনি চোঁ চোঁ

পিটটান দেবে। তারপর তুই তোমার বেলায়
গজদান ক'রে, কাচা গলায় দিয়ে, মটুক

মোহনের কাছে গিয়ে দাঁড়াবি। আমার
মৃত্যু সংবাদ দিয়ে বলবি, যে বাবা ভুত

হয়েছেন, গলায় গিয়ে পিড়ি দিতে হবে।
হাতে একটা পরসাত নাট, তা ছাড়া দেনা

টোনাও চের ক'রে গেছেন, জঙ্গালন বাড়ী
খানি রক্ষা কর, এমন উপায় নাই। প্রিয়-

লালের মুখে তো শুন্লি, বাড়ী বাঁধ দিবেই
মটুবমোহন বৈকি হাৎতে রাভী আছে।

তুই বুক ঠুকে রীতিমত লেখা পড়া ক'রে
দিয়ে বাড়ী মটগেজ ক'রে হাজার পনেরো

টাকা হাতে করি শিল্প বিপ্লবদার বাট্ট
সে দিন যেন বেভেটারী করে। দম্ভিনো

কোন রকম মতলব খাটিয়ে তারপর দিন

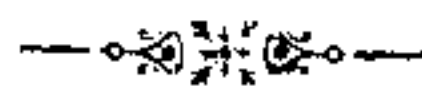
রেজেষ্টারী করে দেব এই টুকু বুঝিয়ে দিস্।
তার পর সেই রকমেই আমি পলিসি
খাটিয়ে, যেমন ক'রে পারি সেই মর্টগেজ
ডিড্, মটরমোহনের কাছে থেকে বার ক'রে
আনবোই আনবো।

গবা। পলিসি খুব সংঘাতিক বটে, কিন্তু দেখো

বাবা যেন বাপ ব্যাটায় না জেলে যায়।
ভাবা। কোন ভয় নাই—কোন ভয় নাই; তুই
খাঁটির বোতল সঙ্গে নিয়ে ঘরের ভিতর
আয়। পানী পড়ার মতন ক'রে তাকে
সব কথা বুঝিয়ে দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য ।



শ্বে-গ্রাউণ্ড ।

মদনমোহিনী ও সঙ্গিনীগণ ।

সকলের গীত ।

সকলে। পুরুষ নিয়ে খেলবো লো কুটবল।

ফুলের মতন উই আর অল ।

১ম। বাপ হেসে আড়নকমে, ঘুরিয়ে বদন করি চল।

টুইট্, টুইট্, টুইট্, পুরুষ বলে আমরা হুইট্,

সকলে। মনের মতন ভাসি গড়ি, পুরুষ লেডীর মোমের ডল্।

১ম। হেসে হেসে বলে তারা ভালবাসে,

ভাতে কি যায় আসে,

সকলে। হুঁসিয়ার সামলে থাকিস্, যেন ভালবেসে হয়না 'ফল'।

১ম। পুরুষ ক'রে কত কাণ,

বাঁধতে চায় হাওয়ার মত প্রাণ,

সকলে। তরল নারী সরল ভেবে কাপড় দিয়ে বাঁধে জল।

১ম। ওয়ান্—টু—থ্রি,—ফোর্। আয় ভাই তোরা

ডাইনিং রুমে আয়। চা,—বিস্কুট্—কেক্

তোয়েরি আছে খাবি আয়।

সকলে। ওয়েল্ প্রোপোজড্—ওয়েল্ প্রোপোজড্।

[প্রস্থান।]

(মটরমোহন, পেলারাম ও

চাপ্রানীর প্রবেশ।)

মটর। (Thank you ! Thank you !) থেক্

ইউ—থেক্ ইউ—বড় ওব্লাইজড্ হ'লেম।

আপনি আমার জন্তে যে রকম লেবার্

ক'ছেন, আমি এখন আর কি রিটার্ণ

দোব! আগে জজ্ হ'য়ে বেঞ্চে বসি,

তারপর গ্র্যাটিচিউড্ কি করম ক'রে দেখাতে

হয়, তা বুঝিয়ে দোব।

পেলা। আপনি আমার বেষ্ট্ ফ্রেণ্ড্, আপনার

জন্তে সেল্ফ্ সাক্রিফাইজ্ করা আমার

ডিউটি। আজ বারটার সময় "সার জন্

উদ্ভবের” সঙ্গে দেখা করেছি। আপ-
নার সম্বন্ধে অনেক কথা হ’লো। আপনি
যে একজন খুব কম্পিটেন্ট লোক, তা
আমি তাঁকে কন্ভিন্স ক’রে এসেছি।
ছোটলাট অতি সজ্জন লোক। নিজের
সিগার কেন্দ্র থেকে আমায় চুরুট দিলেন,
চা টা খাওয়ালেন, পটিক্ সম্বন্ধে ডের
কথাবার্তা হ’লো। সেখানকার ফেরত মনে
কল্পম একবার “ভাইসরয়ের সঙ্গে” ইন্টার-
ভিটটা করে আসি। আবার ভাবলুম, তিনি
অল্প দিন হ’লো, গিমলা হিল থেকে এসে-
ছেন, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হোক, তারপর
দেখা করা যাবে। তারপর ট্রেন্টি চিফ্
জাষ্টিসের বাড়ী গেলুম; “জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব
ঘোষ” কবে রিটারার হ’চ্ছেন, তা জিজ্ঞাসা
ক’রে জানলুম। আপনার নমিনেসনের
কথাটাও পাকাপাকি ক’রে এলুম। এই
মোল্লাচাঁদ মিঞা, চিফ্ জাষ্টিসের খুব পেয়া-
রের চাপরাশী। জজ্ হ’লে কি রকম চালে
চলতে হবে, ডোউন্ ডাউন্ কি ভাবে
ফেরাতে হবে, এই মোল্লাচাঁদ মিঞা লিভার
মত আপনাকে এসে শিক্ষা দেবে, মাঝে
মাঝে কিছু কিছু বক্শিশ্ কোরবেন,
তা হলিই খুসী হ’য়ে যাবে এখন।

মটুক। বেশ! বেশ! আপনি আমার বিষয়
খুব ইণ্টারেস্ট্ নিচ্ছেন। দেখ মোল্লাচাঁদ
মিঞা, আমায় তোফা ক’রে বানিয়ে ছেড়ে
দাও, জজ্ হ’লে লোকের কাছে না হস্তা-
স্পদ হ’তে হয়।

মোল্লা। হজুর জজ্ হইবার লেগে, কত উকীল
বাবু যে মোরে পাকরা পাকরি ক’রছে, তা
আর বলবো কি! পেলারাম বাবুর মুখে

মুই শোনলাম, হজুর বুনিয়াদি ঘরের লোক,
আপনি জজ্ হইলে সরকার বাহাদুরেরও
ভাল, আমাগোরও ভাল।

পেলা। মোল্লাচাঁদ মিঞা! চিফ্ জাষ্টিস্ কোর্ট
থেকে বাড়ী এসে, গাড়ী থেকে নেবে
কি রকম ক’রে ডেসিং রুমে ঢোকে
একবার দেখাওত’। মটুকমোহন বাবু!
বেশ করে ষ্টাডি ক’রে নিন্।

মোল্লা। দ্যাক্ বা—দ্যাক্ বা—আচ্ছা—দ্যাহ দ্যাহ।
মুই হলুমালতীর মতন গাড়ীর কোচ্
বাক্স বইসে থাছি। গরগর গরগর গরগর
ক’রে গারি আইসে দোরজায় লাগলো,
আমি তরাক্ ক’রে লাফায়ে কোচ বাক্স
হ’তে লাগলাম। সাব্ ডাক্লো—“চাপ্-
রাশী” মুই কইলাম—“হজুর খারা আছি!”
তারপর হন্ হন্ ক’রে মুই ডেস্ ঘরের
বাগে আগু আগু চলত লাগলাম। মোর
সাব্ গাড্ মাড্ ক’রে পাছু পাছু আস্তি
লাগলো। পোষাকের ঘরের মধ্য ঢুকেই
টুপীটা লইয়া—টুপীতো নাই, দ্যাও দ্যাও
পেলারাম বাবু তোমার মাথার টুপীটা
দাও—মোর ভাব আসুছে, মুই আর খারা
হইতে পারছি না। তারপর মাথা হইতে
টুপীটা এই রকম কইরে লইয়া টিবিলের
উপর রাখে দ্যান্ তারপর গায়ের কোর্তার
বোদাম এইভাবে খুলতি শুরু ক’রেন।
কোর্তাতো নাই, মুই যে চাপকান পরে
রইচি—দ্যাও—দ্যাও পেলারাম বাবু, চট্
পট্ তোমার কোর্তাটা খুলি—দ্যাও দেরি
ক’রনা দেরি ক’রনা গরমা গরম না হ’লি
জুত লাগাতি পারবো না।

পেলা। মোল্লাচাঁদ মিঞা! আর কাক্ নেই

ক. দাও-ক্রমে কি আমার দ্রোণদীর
বস্ত্র পরিণ ক'রবে নাকি? ছাশোন রূপে
উপর হ'লে কেন বাপ?

মটুক। না না পেলারাম বাবু আপনি বুঝছেন
না, বুঝছেন না— দিন্ দিন্ কোট্টা খুলে
দিন্, চাল্ চাল্ ডাউল ডাউল কি মাথা
এসেছে, মোর চাঁদ মিক্রা তারি জমি হচ্ছে।
ফিলিং নষ্ট কো'রবেন না— ফিলিং নষ্ট
কোরেন্ না!

পেলা। বে অ'জ্ঞে! তাই হ'চ্ছে; কিন্তু চাপা শী-
মিক্রা, অ'র যন কিছু বাড়াবাড়ি কোর'না।

মোলা। দাও দাও জলদী দাও। মুরির ডাক্তারী
গরম গরম না হটলে কচ্ মচ্ করেন।
(মটুক মোহনের প্রতি) দ্যা'হেন হুজুর!
ভাল ক'রে দ্যা'হেন্। টুপিটা টিনিলের
উপর রাখবার পরই, মোর সাব্ কোর্টার
বোদাম কট্ + ট্ খুগতি শুরু ক'রেন।
কোর্টা খোলা হইলেই, মোরে ডা'হেন্
“চাপরাশী” মুই সালাম বা'জিয়ে কই
“হুজুর!” তহনি মোর তাতে কোর্টাটা
এমন কইরে ফেইল দ্যান্। তারপর
ভারাতারি একখানা চৌকী টানি লয়ে,
তার উপর বইসে—পেলারাম বাবু! পেলা-
রাম বাবু! কুর্শিতা চাই!—তা, না হইলে
টিকঠাক ভাব বুঝতে পার্ মুন।

পেলা। আর চৌকিতে কাজ নেই,—এক রকম
ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেয়ে নাও।

মোলা। মটুকমোহনবাবু! তবে মোর দোষ নাই,—
মুই-চিনাম্।

মটুক। না না, তাকি হয়? তুমি কোথায় যাবে?
যখন পাগা আঁড় হ'লো, তখন শেষ
ক'ত্তেতো হবে! তাইত' চৌকির কি

করি? এ প্র-গ্রাউন্ড এখানে চৌকি পাঠ
কোথা?

মোলা। আসো—আসো পেলারামবাবু! তুমি
চৌকী ত'রে বস'। আমি আল্-গাছে
তোমার উপর বসবো। চিন্তা ক'রবার
কোন কারণ নাই।

পেলা। ওরে ব্যাটা বলিস্ কিরে? আমি চৌকী
হব। আমার উপর তুই বোস'বিকিরে?

মটুক। দেখুন আমার জন্ত যখন এতটা ক'চেন,
এইটুকু ক'রুন। ঘরের ভেতর থেকে চৌকী
আন'তে গেলে ঢের দেরী হ'রে যাবে।
মোলা চাঁদ মিক্রা ও স্পিরিট ড্যাম্প হ'রে
ফিলিং ম'রড হ'রে যা য়।

পেলা। বে অ'জ্ঞ! আমি ম'রবো ক'রেছি। আজ
এস্পার কি ওস্পার। পাঁচ হাজার টাকার
লোভে যখন এতটা ব'জি, চাপাশী ব্যাটার
চৌকী হওয়াটা আর বাকী থাকে কেন?
এর দরুন আর হাজার টাকা চাই—এ কথা
কিন্তু ব'লে রাখছি।

মটুক। আচ্ছা—আচ্ছা—তাই হবে এখন। আর
আপনি দেরী করবেন না, শীঘ্রি চৌকী
হোন্।

পেলা। এস মোলা চাঁদ মিক্রা,—তোমারই ভর কর
কার। যুবরাজ অ'জনের মত কাঠালমে
বস'বে এস।

মোলা। (পেলারামের উপর বসিয়া) দ্যা'হ দি'হি—
দ্যা'হ দি'হি—কেমন বাহার হইল—দ্যা'হ
দি'হি। কোর্টা খোলবার পরই, মোর
সাব্ কুর্স'র উপর এসনি ক'রে পা ছড়ারে
বসেন। তার পরই আমি চুকট লইয়া
হাতে দি। সাব চক্ষু বুজ চুকট টান'তে
শুরু করেন।

মটুক । কি রকম ক'রে চুপট টানেন ? ডাইনে
যেঁকে না বামে ? চোখ ছুঁটো
কতটা বোজেন ? একে-পারে-সমস্তটা না
একটু একটু মিট্ মিট্ ক'রে চেয়ে
থাকেন ?

মোলা । চুপট একটা দ্যান্— দ্যাশেলটো দেন ।
চুপট ধরাইয়া টানত টানতি দ্যাহাইতে
পারি । শুধু শুধু কেমন ক'রে বুঝাইয়ু ।

পেলা । যা কর বাবা—চট্ পট্ সেয়ে নাও—
আগটুকু আমার জিনের গোড়ার এসেছে ।
ভগবান যেন মাক্‌স্‌ গানের ওজনে
ব্যাটাকে সজ্জন ক'রেছিল ।

মোলা । স্মরণ কর কর্তা—স্মরণ কর,—ভারা-
ভারব কাম লর । দেও ! দেও ! মকুটবাবু
চট্ পট্ চুপট দেহ । পেলাদামবাবু কাবু
হয়ে পড়্ ছন ।

মটুক । এই নাও—এই নাও—আমার পকেটেই
আছে । দেশলাটোও নাও ।

মোলা । দিরাশগাই মোর হাতে দিচ্ছ কি ?
তবেই তুমি জজ্‌ ! জজ্‌ কি কখনও
আপন চুপট ধরায় ! তুমি দিরাশগাই আল,
মুঠ চুপট টানেন ধরাছি ।

মটুক । আচ্ছ বাবা মোলা টান মিক্সা তাই বোঝ্ ।
(চুপট ধরাইয়া দেওন)

মোলা । দ্যাহি দ্যাহি এই এমনি করে চোখ বুজতি
হবা । এই এতটুকু ফাঁক থাক্‌বা । আর
ধোঁয়া ছাড়্‌বা—এই এই রকম কইরিয়া ।

পেলা । (স্বগতঃ) আর তা পারা যায় না বাবা !
কি ঝক্‌মারি ক'রেই এই ব'বুঁচ ব্যাটাকে
চিক্‌কাটিসে চাপ্রাসী সাজিয়ে এনেছি ।
(প্রকাশ্যে) আরতো পারিনি মটুকমোহন
বাবু ! একে রহনের গন্ধ, তাতে প্রকৃমাদ

নের চাপ্, “বাপ্ বাপ্” ডাক ছাড়িয়ে
দিয়ে । অয়রাম ! ওড়্‌বাই !

(চাপ্রাসীকে ফেলিয়া দিয়া পেলারামের বেগে
পলায়ন ।)

মোলা । হালার পুত মগজটা একেবারে ওড়াইয়া
দিতে । হাড় গোক্ ওলা আর নাই ।
পেগ্‌দেও পেগ্‌দেও নইলে এহানিই
ম'লাম ।

মটুক । যাও যাও মোলা টান মিক্সা ! ওই বড়ের
ডেতর যাও । পেগ্‌ টেগ্‌ সবই তৈয়ারী
আছে, যা পার খাওগে যাও ।

মোলা । হালার পুত খোঁড়া ক'রে দিয়ে গেল,
চলি ক্যামনে ।

[খোঁড়াইতেই প্রস্থান ।

(মদন মোহিনীর প্রবেশ ।)

মদন । হুমো ডি হি ! তুমি এখানে ? অমি
তোমার এক খোঁজার মত খুঁজে বেড়াছি ।

মটুক । আহ ডার্লিং ! এসব রসিকতা কোথা
হ'তে শিখেছ ? “মেকের্ এসে” পড়ে
বোধ হয় ? এখন অচুমতিটা কি ?

মদন । তুমিই জজ্‌ হ'চ্ছে, সব কিক্‌টাক্‌ হ'য়েছে
ওন্‌লুম । আমি বিজ্‌ ক'রে দেখ্‌লুম, তোমার
ওমাইকের একটা পেশাল্‌ পজিসান্‌ হওয়া
দা'কার ।

মটুক । আর কি রকম পজিসান্‌ ক'রতে চাও
মাইডার । “ম্যাড্‌ ভোকেট্‌ জেনারেলকে”
বে ক'রবে নাকি ?

মদন । থাম থাম বাজে রসিকতা ক'রনা । আমি
মমে ক'ছি বিলেত যাব । কীরিষ্টাস্টা হ'লে
আসবা । ক্যান্‌কাটা হাইকোর্টে লেডী
ব্যারিষ্টার নেহ, আমার এক চেটে গণার
হবে ।

মটুক । সোণার টাদ ! সব পারবো, তোমার
বিলেতে ছেড়ে দিতে পারবো না, জাহাজ
থেকে নামতে না নামতে ছাড় হ'য়ে যাবে ।

মদন । এই না তুমি ফিমেল্ ইম্যান্সিপেশনের
খুব দক্ষপতী ? আমার বিলেত পাঠাতে
ভয় ক'চ্ছে ?

মটুক । যে শালা মুখে যতই লম্বাই চণ্ডাই কক্ক
নিজের স্তম্ভরী মাগকে পরের সঙ্গে ছেড়ে
দিতে সব ব্যাটারই প্রাণ ধুক পুক করে ।
অনেক পেট্রিগট মুখে “ফিমেল্ ইম্যান্সিপে-
সন্—ফিমেল্ ইম্যান্সিপেশন্ করেন বটে,
কিন্তু আপনার ঘরে আগে ভাল ক'রে কুসুপ
দেন, পরের উপর দিয়ে যা হয় হোক !

(গবাকান্তের প্রবেশ) ।

কিহে গবাকান্ত ! তোমার এরকম বেশ যে ?

কাকা । কাকা মশাই ! আমার সর্বনাশ হ'য়েছে ।
কাল রাত্রে বাবার কাল হ'য়েছে । হঠাৎ
জ্বর হ'লো, গাল গলা ফুলে উঠলো ;—
দেখতে দেখতে চোখ দুটো কপালে
উঠলো ! ডাক্তার আন্ত আন্তে শেষ
হ'য়ে গেল ।

মটুক । তা হ'লে বোধ হয় প্রেগ হয়েই মারা
প'ড়েছেন । এদানি যে মদ খ'রেছিলেন ।
এত দিন যে টেকে গিয়েছিলেন এই তাঁর
বাহাদুরী !

গবা । কাকা মশাই ! আমার তো আর কেউ
নেই, সহায় সম্বলের মধ্যে আপনি ! ঘরে
নগদ একটা টাকা নেই, শ্রদ্ধ শাস্তি কেমন
ক'রে হবে, তাতো বুঝতে পারছি না । তা
ছাড়া অনেক টাকা দেনা ক'রে গেছেন,
পাওনাদারেরা এসে এখনিই বাড়ী থানি
ক্রোক ক'রবে ।

মটু । শ্রদ্ধ এক রকম তিল কাঞ্চন ক'রে সেরে
নাওগে যাও । কি আর কোরবে, যেমন
অবস্থা সেরূপ ব্যবস্থা ।

গবা । তিলকাঞ্চন ক'রে সারবো কি ! আমার
গরায় গিয়ে শ্রদ্ধ ক'তে হবে ।

মটুক । কেন ? কেন ? গরায় গিয়ে শ্রদ্ধ ক'তে
হবে কেন ?

গবা । বিপদের কথা কাকা মশাই ! আপনাকে
আর কি বলবো ! আমরা যখন বাবার শব
দেহ নিয়ে নিমতলার ঘাটে গেলুম তখন
ঘুট্ ঘুটে অন্ধকার, জন প্রাণীর দেখা নাই ।
কেবল মুন্সোফরাস ব্যাটারা মদ খেয়ে
টেঁচা মেচি করছিলো । আমরা চিতে
টিতে সাজিয়ে শব দেহটার আশুন ধরিয়ে
দিলুম—ধু ধু ক'রে জলতে লাগলো । আধ-
পোড়া হয়ে এসেছে, এমন সময়ে চিতের
ভিতর থেকে, খল্ খল্ ক'রে হেসে, বাবার
প্রেতমুষ্টি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠে দাঁড়াল ।
যে'যে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব গাটে উপ-
স্থিত ছিল,—“ভূত—ভূত” ক'রে ছুটে
পালাল ! আমি তো দাঁত কপাটী লেগে
সেইখানে মুচ্ছা গেলেম । তারপর ভোর
বেলা, জ্ঞান হ'য়ে উঠে দেখি, চিতে জলছে
কিন্তু বাবা নেই ! তারপর কঁাদতে কঁাদতে
গঙ্গাস্নান ক'রে কাচা গলায় বেঁধে, আপনার
কাছে এসেছি ।

মদন । ভূত হয়েছে ! ভূত হয়েছে ! নিশ্চয় ভূত
হয়েছে, তার আর কোন সন্দেহ নাই ।
ও আপদ শীঘ্র বিদায় কর । ভূতের ছেলে
কন্দকাটা ! তোমারও যাড় মটকাবে, আমা-
রও যাড় মটকাবে । বাড়ীথানা গিলবে,
গাড়ী ঘোড়া গুলো সব থাকে—লোহার

সিদ্ধকটা পর্যন্ত উদয়স্থ কর্কে । থাকতে
হয় তুমি থাক আমি তো সট্‌কালুম ।

[মদন মোহিনীর প্রস্থান ।

মটুক । তাঁইত' হে গনাকান্ত ! তব্ব শাস্ত্রের
আলোচনা ক'রে দাদা মরে শেষে ভূত
হ'লেন । অপঘাত মৃত্যু হয়নি তো ?

গবা । না কাকা মশাই ! এমন চোস্ত মরণ কেউ
কখন দেখেন নাই । ফুল্লো আর ম'লো ।

মটুক । তবেইতো ! গরায় পিণ্ড দেওয়া বিশেষ
দরকার বটে । তা দেখ, এক কাজ কর,
বাড়ীখানা আমার কাছে মটগেজ কর ।
আজি অল্প সুদে টাকা ব্যাড্‌ভান্স্‌ করছি ।
বেশ জাক জমক্‌ ক'রে শ্রদ্ধা শাস্তি কর ।
আর খুচরা দেনা টেনা যা আছে, সব
চুকিয়ে ফেল ।

গবা । কাকা মশাই ! আপনিই এখন আমার
ভরসা । আপনি যেমন পরামর্শ দেবেন,
আমি সেই রকম ক'রোঁ ।

মটুক । দেখ এটপীর বাড়ী যাবার দরকার নেই ।
আমিতো একজন উকীল । মটগেজ ডিড্‌
কি করে লিখতে হয় ভালই জানি । ঘরাঘরি
লেখা পড়াটা হ'য়ে যাগ্‌ আমি পেমেণ্ট্‌
করি, তারপর তুমি রেজিষ্টারি ক'রে দিও ।

গবা । আপনার অমুমতি শিরোধার্য্য । (স্বগতঃ)
তোমার বিপদ অনিবার্য্য- কার্য্য দেখেই
বুঝতে পারবে ।

মটুক । তবে এস, আমার নামে একটা ইন্‌স্ট্রাক্‌-
সন্‌ লিখে দেবে । তার পর যা ক'র্ত্তে হয়
আমি ক'রোঁ ।

গবা । যে আছে চলুন । (স্বগতঃ) খুড়ো ভাই
পোর লড়াই ! কে হারে কে জেতে দেখা
মাক ভাই ।

মটুক । (স্বগতঃ) দাদার বাড়ী খানার উপর
অনেক দিন ধবে টাঁক ছিল, শুড়লাক্‌
মিলিয়ে দিলে, যো সো ক'রে আমার
হাতেই এসে পড়লো ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(অপর দিক দিয়া তরঙ্গিনী ও ময়ূরচাঁদের
প্রবেশ ।)

তর । ওরে হতচ্ছাড়া ! ওরে হাড় ভাঙাতে !
ক'রেচিস্‌ কি ? গোয়াল থেকে বাছুরটাকে
টেনে বার ক'রে চোখে ঠুলি দিয়ে ছুট
করিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চিস্‌ কেন ? এ আবার
তো'র কি বাট হ'লো ?

ময়ূর । কথা কওনা মা ! কথা কওনা মা ! চুপ্‌
চাপ্‌ এখান থেকে সরে যাও । বন্‌ বন্‌ মাথা
ঘুর্দে, সন্‌ সন্‌ সারেসের আইডির। ছুট্‌ছে,
গন্‌ গন্‌ বুদ্ধির আশুণ জ'লে উঠেছে ।
(Another grand discovering—
Ninth wonder of the world.)
এনাদার্‌ গ্রেণ্ড্‌ ডিস্কভারিং নাইনথ্‌
ওয়াণ্ডার্‌ অব্‌ দি, ওয়ারল্ড । নিজ্ঞানের
চরমোৎকর্ষ ! অভিনব আবিষ্কার !! ডাক্তার
সরকারের মুণ্ড ঘুরিয়ে দেওয়া গেছে !
“সায়েন্স্‌ র্যাসোসিয়েশন্‌” তওরা পর্যন্ত,
ক'টা নতুন ডিস্কভারি হ'য়েছে !!

তর । ওরে ছোঁড়া ! মাথা ঠাণ্ডা কর ! শেষটা কি
তোকে পাগলা গারদে দিতে হবে নাকি ?
আমিত' বাচ্চা তোদের কোন কণায়
থাকিনি !! নিজে সংসারের কাজ কর্ম করি,
একটা ঝিয়েরও তোয়াক্কা রাখিনি !! আপনি-
ফুল তুলি, পূজা আশ্রা করি, গরুগুলির সেবা
শ্রদ্ধা করি । কাকুর সাথেও নেই, পাঁচেও
নেই । বাছুরটাকে নিয়ে অমন ক'রে টেনে

ছুট ক'রবে বেড়'ছি নু. ওটা মনে বাবে যে !
একটা ঘোরতর পাতকে পড়'বি ?

ময়ূর । শেখি, শোন ! 'ডিন্কাভারি' পাটি
কু'রাসু শোন । গুরু চোখে ঠুলি দিয়ে
কসুরা ঘনিপাছে জুতে দেয় জানত ? আচ্ছা
বল দেখি, চোখে খোলা রেখে জোতে না
কেন ? (Because) দিকচ চোখে ঠুলি
দিলে, কি ম'মুখ কি গুরু সকলেরি শক্তি
অর্থ (power) পাওয়া, কিনা (physical
power) ফিজিকেল পাওয়া একটা সীমার
মধ্যে এসে পড়ে । (Comes within
the radius of a circle you may
call within the radius of a limit)
কামসু উইদিন্ দি বেডিয়াসু অব এ সার্কল,
ইউ মে কল্—উইদিন্ দি বেডিয়াসু অব এ
লিমিট । বোঝ দেখি, আমরা ইচ্ছা দেশের
ফিউচার চোপ'নু. এট যে ভারত উদ্ধার
ভারত উদ্ধার ক'রে সব বাবুর চৌকামেচি
ক'রেন, কেবল মুখেই আড়ম্বর । কেউ যে
মাথা খেলিয়ে একটা সোজা উপায় বার
ক'রবেন সে দিকে খেয়াল নেই । আমি
আজ যে ডিন্কাভারিটা করু'ম, তার দ্বারা
কি তবে জান ?—বিনা রক্তপাতে ভারত
উদ্ধার !!

ভর । হার হার ! ছেলেটা একেবারে উন্মাদ
পাগল হ'য়ে উঠ'ল । নিজের ক'ব'রেজের

কাড় থেকে একটা মাথা ঠাঙা ক'রবার
হেল্ টেল্ আনাতে হবে ! ওরে তোকে
মিয়ে আমি করি কি ?

ময়ূর । করো আর কি,—ভারত উদ্ধার ক'রবোই,
তোমার "কুটন ডিক্টোরিয়ার পদে সমানো" !
যেই ইংরেজের ফোর্স (march) মার্চ ক'রে
অ'সবে, অ'নি তেড়ে গিয়ে, সব বাটার
চোক, চামড়ার ঠুলি দিয়ে বন্ধ ক'রে
দেওয়া !!!—তারপর ফোর্স জুলোকে এক
এক ক'রে ধর, আর পাতকের দেহের
কেন'!!—তাদের বন্ধুক, তলোয়ার, গোবাক,
ইপী সব কেড়ে নিয়ে আমরা নিজেরা
প'রবো ! বুঝলে কি ? কত সোজা ভারত
উদ্ধার হবে ! তবে আমাদের ডিউটির
ভিতর এখন কি ভান,—এক ফ্রো'র চ'মড়ার
ঠুলি (Special order) পোশেল্ ও'ডার
দিয়ে (Ready) বেডি ক'রিয়ে রাখা ।

ভর । যা ক'রবি—ক'রবি এখন বাছু টাকে
ছেড়ে দে !!

ময়ূর । কিছুতেই না ! কিছুতেই না ! মাকুষ গুরু—
মাকুষ গুরু—চোখে ঠুলি—চোখে ঠুলি—
ভারত উদ্ধার—ভারত উদ্ধার ।

[ওহান ।

ভর । ওরে শোন, শোন ! বাছু টাকে ছেড়ে
দিয়ে যা, বাছু টাকে ছেড়ে দিয়ে যা ।

[ওহান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

—❦—

রাস্তা ।

নবধর্মাবলম্বী রমণীগণের প্রবেশ ।)

গীত ।

(আমরা) নূতন সালভেসন্, বোঝ' কি ডাটি ডাম্ নেসন্ ।

ইট্ পাটকেল্, পাহাড় পাথর, খানা পানার জল,
পূজ' আইডলেটর দল,

(আমরা) নিক্তি ধ'রে শক্ত ক'রে, মুক্তি দিতে জাঁধার ঘরে,
জ্বানের মশাল জালিয়ে তুলে ঝালাই পাপের মন ।

আমরা নূতন সালভেসন্ ॥

তিলক কেটে হাটে বাটে, ভজ্জ' কেন মালা সেঁটে,

(আমাদের) ফান্সি কাটের পলিস করা ফান্সি রিলিজন্,
হাই ইন্ভেন্সন্, নিউ ফরমেশন্, টু সালভেসন্ ॥

(ওকে) মুক্তি নিবি আয় ছুটে আয়,

মুক্তি জোয়ার জোর ব'য়ে যায়,

ধুয়ে পুঁছে ক'রে দেব' নভেল্ ফরমেশন্,

(হুৱে ! হুৱে !! হুৱে !!!)

আমরা নূতন সালভেসন্ ॥ [প্রস্থান ।

(প্রিয়লালের প্রবেশ ।)

প্রিয় । এ এক ঢং ধ'রেছে মন্দ নয় ! যেখান

• দিয়েই হোক,—যেমন ক'রেই হোক,
যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন চাই । সালভেসন্
আর্মি সেজেই হোক, আর মুদ'ফরাসের
বেশ ধ'রেই হোক । কল্কেতা সংরের
রাস্তা, আর “থ্যাকারের” ডাইরেক্টরী দুইট
সমান । পদ্মপলাশ লোচন থেকে কোটর
চক্ষু পর্দাস্ত সব পাবে । কথায় বলে কল্
কেতার সহরে রাস্তায় রাস্তায় পয়সা ছড়ান'
র'য়েছে, কেবল কুড়িয়ে নিতে জানা চাই,

অনেক অখদ্দে অবদ্দে কল্কেতার মাটির
ঙুণে ক'রে পাচ্ছেন, নইলে এতদিন
দ্বীপান্তর বাস ক'র্তে হ'তো ।

(চ'রিজন সম্পাদকের প্রবেশ ।)

১ম সম্পা । মশায় ! মশায় ! “মরুদ্যোম পত্রিকার”

গ্রাহক তবেন ? সুবিধাত সাপ্তাহিক
পত্রিকা—ঘণ্টায়, ঘণ্টায় প্রকাশিত হয় ।

জলে, স্থলে, মরুদ্যোমে, কখন জাহাজের
মতন ঝব্ ঝব্ করে,—গরুর গাড়ীর চাকার

মতন গড়্ গড়্ করে,—আবার টাউন্
যুঁড়ির মতন কড়্ কড়্ করে ।

আমার
পত্রিকায় সব পাবেন । রাজনীতি, সমাজ-
নীতি, দেবরাজনীতি, মায় জাহাজ নীতির

হরিহর ছত্র । মূল্য নেই বর্ল্লিই হয় । বৎসর-
কার একটি দিনের জন্ত আঠার আনার

পয়সা । মফঃস্বলের মহাশয়ের একটি পয়সা
দিতে হয় না, বরং ঘর থেকে ঝক্‌মারির

কিঞ্চিৎ মাণ্ডল দিয়ে পাঠিয়ে থাকি । আমার
কাগজে আরও ঢের রকম মজা পাবেন ।

২য় সম্পা । মশায় ! মশায় ! ওর কথা শুনিবেন

না । খাঁটি খাবার জন্ত আঠার আনার
পয়সার দরকার হ'য়েছে, তাই সম্পাদক

সেজে, আপনার কাছে জুজুরি ক'র্তে
এসেছে ! আপসি আমার কাগজের গ্রাহক

হোন । আমিন-ব'ল্‌ছিনি, তবে কি কল :

কেতায়, কি, মফঃস্বলে—সকলেই বলে আমার কাগজ এখন ফাটল। নাম “পশু-গতি” কিনা পশুর গতিতে অদিরাম চলেছে। নিয়ম নেই, ধরাধরি নেই, বাঁধাবাধি নেই, বল্গার আল্গা টানে, যেন ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া, ক্রমাগতই ছুটেছে। আবার তার উপর “ব্যার ওয়ার” থেকে, মায় হুগ্গো পূজোর প্যাণ্টো-মাইম পর্যন্ত, নানাবিধ মন মজান ছবি পাবেন। জেনারেল বুল্গারের সম্বন্ধী আগাদের ওয়ার নোট্‌ কনট্রিবিউট করেন। নর্থপোল্‌ সাউথ্‌ পোলে দু'জন রিপোর্টার হিলিয়োগ্রাফে অনবরত রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন। “সি” রিপোর্টার ও চের আছে। এমন কি সরকারদের বাড়ীর “বিমলা খিটী” পর্যন্ত আমাদের রেগুলার করে নু পন্ডেট্‌। তার উপর আবার উপহারের ঘট কি শুন্বেন ব্যাপারটা? বিখ্যাত কবি মক্কেলের সমগ্র গ্রন্থাবলী,—এই খানিরই দাম ৮৮০ আট টাকা ছয় আনা, তার উপর আবার কৃষ্ণবংশ ধর্মপুঁথি।—ছেলে, বুড়ো যুবতী সকল শ্রেণীর মন মজানে চার। মূল্য লেখা আছে দুই টাকা—আপনি পকেট থেকে এখন যা দেবেন তাই। কি বলেন মশায়? আমার কাগজের গ্রাহক হ'য়ে ভারতের মুখোজ্জ্বল কোর্বেন, কিনা মুখ পোড়াবেন? আমায় যে সে লোক ঠাওরাবেন না—“চাটের দোকান থেকে এখন পাঁটাওয়ালা হ'য়েছি।” গাঁজা খাইয়ে, আর পোয়াটক রাবড়ির লোভ দেখিয়ে, আমি বড় বড় লেখককে বেঁধে রেখেছি।

প্রিয়। বেশ ভাই! বেশ! বাঙ্গালা কাগজের খুব শ্রীবৃদ্ধি ক'রেছ। এই বার থেকে এক কাজ করো। যখন ফিরি কত্তে বেরুবে, সঙ্গে ক'রে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন নিয়ে বেরিও আর পার যদি এক বোতল মদ, আর গোটা কতক হাঁসের ডিম সঙ্গে নিও। ও সর্বনাশ! তুমি কে বাবা? বৃন্দে দূতী-প্যাটার্ণ লোক! তুমিও কি একজন এডিটার নাকি?

৩য় সম্পা। আজ্ঞে আমি একজন মার্কী মারা এডিটার, “স্বনাম পুরুষ ধন্ত!”

৪র্থ সম্পা। মশায়! ওর কথা কেন শোনেন? ওটা বাওয়াজুরে এডিটার, আমার কাগজ সাবস্ক্রাইব করুন, হাতে হাতে মোক্ষ পাবেন, কাগজ খানির নাম “বিশ্ববাদী” অর্থাৎ বিশ্বের লোক ও লোকী আমার কাগজ-খানার বাদী, কারণ আমি হক কথা কই। আমার কলমের জোরে, জ্যাক্ত মানুষ ম'রে যায়, আর মরা মানুষ জ্যাক্ত হয়। ভদ্রলোক মাত্রেই সশক্ত, অনেকের কুলের কথা আমি জানি। তাই সকলেই চায় যাতে আমার শ্রীবর বাস হয়। ও তিন শালাই জোচ্চোর, ওদের কাগজের গ্রাহক হ'লে আপনি নিশ্চয়ই ঠকবেন।

১ম সম্পা। মশায় শুন্লেন? শুন্লেন? ও ব্যাটা আমাদের শালা বল্লে।

২য় সম্পা। মশায় শুন্লেন? শুন্লেন? আম্পদ্বার কথা শুন্লেন? যত বড় মুখ তত বড় কথা।

৩য় সম্পা। চাঁদা ক'রে চাঁটা দিয়ে বেটার মাথাটা ভেঙ্গে দেওয়া যাক।

প্রিয়। মুখোমুখি চ'লছে চলুক, আর হাতা হাতিতে কাজ কি? বাঙ্গালা কাগজের

হাল ত' এই, কিন্তু তোমাদের চাল ত' লাট
সাড়েবের উপর । সে যাতোক তোমাদের
ভেতর কা'র কাগজের গ্রাহক হই বল
দেখি ?

১ম সম্পা । ওর আর কথা আছে ? আপনি
আমার কাগজের গ্রাহক হোন । পকেট
ঝাড়া দিয়ে বার করুন দেখি,—কি আছে
দেখি ?

২য় সম্পা । তাইত' হে ! তুমি যে ভারি রসিক
দেখতে পাই । তা হচ্ছেনা ! আপনি
আমার কাগজের গ্রাহক হোন, সার জিনিষ
পাবেন । গৃহীণীকে প'ড়ে শোনাবেন, ভারি
খুশী হ'য়ে যাবে ।

৩য় সম্পা । টানাটানি ক'লেই যদি কাজ উদ্ধার
হ'ত,—তা হলে আর ভাবনা কি ?
জোচোরদের কথায় ভুলবেন না মশায় !
আপনি আমার কথা শুনুন । পুরা টাকা
না সঙ্গে থাকে, যে ক' আনা পরসাদ আছে
দিন । উপহারের বই সঙ্গে নিয়ে যান,—
আর এক বৎসর ঘরে ব'সে কাগজ পাবেন ।

৪র্থ সম্পা । “জোর বার মুলুক তার” । আমিহ
মশায় আপনাকে আর ছাড়ছিনি । ভারি
খাজি,—চাক্তির বিশেষ প্রয়োজন ।

প্রিয় ।—ওরে বাপু ! আমি তোদের পায়ে পড়ি
আমায় ছেড়ে দে,—নড়া ছিঁড়ে গেল ।
যা ঠাউরেছিন্ আমি তা' নয় !—আমি
তা' নয় !—আমি কল্কেতার লোক, মফঃ-
স্বলের আমদানি নয় । পরসাদ দিয়ে বাঙ্গলা
খবরের কাগজ পড়ি না । প্রাণ গেল !—
প্রাণ গেল !—পকেট খুঁজে দেখ বাবা
একটী পরসাদও সঙ্গে নেই । পাহারা-
ওলা !—পাহারাওলা !—বাঁচাও,—বাঁচাও,

উন্পাঁজুরে যেটাদের হাতে প'ড়ে জান
যায় ।

১ম সম্পা । চলছে !—চলছে ! এখানে কিছু সুবিধে
হবে না ।

২য় সম্পা । কল্কেতায় সব মিঞাই কাপুড়ে বাবু ।

৩য় সম্পা । কাঁটাটা মার',—কাঁটাটা মার'—গ্রাহক
জোটাবার আর লোক পেলুম না ।

৪র্থ সম্পা ! ছ্যাকড়া গাড়ীর গাড়োয়ানের মতন
আপনা আপনি ঝগড়া ক'রে ভাল করি
নাই । চল—চল—মফঃস্বল থেকে অনেক
লোক এসেছে—এই মরসুম ।

সকলে । তাই চল—তাই চল ।

[সম্পাদকগণের প্রস্থান ।

প্রিয় । এই সব বাংলা কাগজ ত' লোকে পরসাদ
দিয়ে কিনে পড়ে ! আচ্ছা বাবা মরি বাঁচি
একখানা কাগজ ত' বার ক'ছি । সব সম্পা-
দক বাবুর কুলের কথাই আমার জানা
আছে । ঠাটের মাঝখানে হাঁড়ী ভাঙছি,
সবুর কর । (গবাকান্তের প্রবেশ) কি হে
গবাকান্ত—এ রকম বেশে কোথা থেকে ?

গবা । প্রিয়লাল বাবু শোন'নি আমার যে সর্ক-
নাশ হ'য়ে গেছে—বাবার কাল হ'য়েছে ।
উপদ্রিষ্ট লেগে নিমতলার ঘাট থেকেই
বাবা ভূত হ'য়েছেন । বাড়ীতে ভারী উপদ্রব
শুরু হ'য়েছে । তিলকাঞ্চন শ্রদ্ধ ক'রে
গুদ্র হই এমন পরসাদ নেই ।

প্রিয় । তার পর এখন কি ঠাওরাচ্ছ ।

গবা । আর ঠাওরাব' কি । বাবা মশাই দেনা
করতেও ত' কমতি করেন নি—নিভান্ত
নিরুপায় বুঝে কাকা বাবুর কাছে প'নর
হাজার টাকায় বসত বাড়ীখানি বন্ধক
দিলুম । আজ রেজেষ্ট্রী আগিৰু বন্ধ হ'য়ে

গেছে বলে, হাজার টাকা কেটে বেগে
দিলেন কাল রেজিষ্ট্রী হ'লে পরে, সেই
হাজার টাকা দিবেন ।

প্রিয় । ভাল ভাল—নগত চৌদ্দ হাজার টাকা ত'
এখন তোমার হাতে—দেখো যেন বাজে
বরবাদে দিও না । এখানে যা হোক ক'রে
শ্রদ্ধটা মেঝে নিয়ে গয়ায় গিয়ে পিণ্ডিটা
দিয়ে এস, নইলে বাড়ীর উপদ্রব কিছুতেই
কমবে না ।

গবা । তবে আমি এখন যাই । পাণ্ডনারদের

ডেকে যা হ'ক বন্দোবস্ত ক'রে দেনাটা
শোধ ক'রে ফেলি ।

প্রিয় । চল আমিও যাই । আমারও চের কাজ
র'য়েছে ।

গবা । (স্বগতঃ) কাকা ম'শাই আঁচ'চেন বড় দাঁও
করুন, কিন্তু বাবা সে গুড়ে বালী । বাবা
ত' বেঁচে উঠবেই, টাকাকে টাকা হজম
ক'রব' । তার উপর পুলিশ কেস ক'রে
ভিটে মাটি চাট ক'রে তবে ছাড়ব' ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।



রঙ্গপট ।

জনৈক মাড়োয়ারী ও তাহার পত্নী ।

গীত ।

পুরুষ । কোল কোলায় আয়া হায় চংসে ।

স্ত্রী । দেখো থিয়েটার কেসে চলেছে দমসে ॥

পুরুষ । আশী হাত কাপড়ে পাগড়ী বানা,
রেণ্ডীকা পাশ বহত জুতী থানা,
রুপিয়া ডাল দেনা,
তোমতো নেহি মানা,
নিচি মাড়োয়ারী, বহত হ'সিয়ারী,

রেণ্ডীকো নজরসে হোয়ে বেরং,

হাম দেখা বহত, তোম্‌নে বহত মজপুত,

উভয়ে । বহত ছয়া খেলা,—আঁথিকা রং—আঁথিকা চং,

পুরুষ । তু না ছোড়'নেওয়ালী,

স্ত্রী । তু নে ছোড়'নেওয়ালী,

উভয়ে । লটকে পটকে ছয়া খেলা,

দেখো থিয়েটার, এ বহত মজেদার,

থিয়েটারী কাম বহত রংসে ।

[প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য ।

—০০০—

মটুকমোহনের ড্রয়িং রুম ।

মটুকমোহনের প্রবেশ ।

মটুক । যাক বাবা ! আজ একটা তারি কাজ ক'রে আনা গেল ! ভাইপো বাবাজীকে আর বাড়ী খোলসা কর্তে হবে না ! যে সব পাঁচোয়া ক্লজ মটগেজ ভিডের ভেতর চালিয়েছি, তার উপর কম্পাউণ্ড ইন্টারেস্টের ছড়ো, চমাস বই টাইম নয়, ও বাড়ীত' আমার হোইইটে । এইবার থেকে ছোটো মাগকে ছখানা বাড়ীতে রেখে দেওয়া যাবে । আর আমার বাড়ীর আস্তাবলটা একটু ছোট হ'য়েছে, গাড়ী ঘোড়া গুলো দাদার বাড়ীতে রেখে দেওয়া যাবে । কাল ফাষ্ট' থিং এগারটার সময় "গবাটাকে" পাকড়ে রেজেষ্টারিটা ক'রে নিতে হবে । পনর' হাজার থেকে হাজার টাকা কেটে রেখেছি বাবা, তাতে ঠিক আছি, সব কাজের আগে, মটগেজ ভিড খানা বাজর ভেতর পুরি ি আমার সব দিক বোল বোলাও হ'য়ে আসছে, এখন জজটা চটপট চ'লেই হয় । প্যালারাম বাবু চাপরাশী ব্যাটাকে ইন্ট্রোডিউন্ ক'রে দিয়ে, বিশেষ উপকার ক'রেছেন । চিফ্‌জাষ্টিসের ডোল্‌ ডাউন্— গুলো অনেক দোরস্ত ক'রে এনেছি । টুপী কোট্‌ এখনিত' খুলতে হবে বটে । এই তকে একবার রিহাণাল দিয়ে নেওয়া যাকনা

কেন ? রসো—রসো । প্রথমে টুপি খোল তারপর কোট—তারপর চেয়ারে বসা— তারপর চুরুট খাওয়া, কেমন এইত ? দেখ যাক কতদূর সাক্সেসফুল হওয়া যায় ।

[টুপী কোট খুলিয়া তাড়াতাড়ি চেয়ারে বসিয়া

ভঙ্গী করিয়া চুরুট সেবন ।]

দেশলাইটা নিজেই জেলে নিতে হ'লো, ক'রিকি । জজ্ হবার আগেই চাপরাশী রাখলে লোকে ঠাট্টা ক'রবে । বাবুর্জি বেটাদের দিয়ে চাপরাশীর কাজটা করান ভাল নয়, আউট অব্ প্লেস্ এণ্ড আউট অব্ মানারস্ ।

(মদনমোহিনীর প্রবেশ ।)

মদন । হ্যালো ডিয়ার্ ! অমন বেকে চুরে জিভক হ'য়ে চুরুট টানছো যে ?

মটুক । তোমার প্রেমে অষ্টাবক্র মূনি হ'য়েছি ডার্লিং । সন্ধ্যার সময় সেজে গুজে চ'লেছ' কোথায় ? ইস্ আজ যে ড্রেসের তারি বাহার ! যেন "হানিমুন্" ক'ন্তে চ'লেছ ।

মদন । আমি একটু সাজি, গুর্জি তুমি বুলি লাইক্ করনা । বেশ এইবার থেকে "আয়ার্" ড্রেস প'রে থাক'না ।

মটুক । অকল্যাণের কথা ক'ওনা ডার্লিং । তুমি

“আয়ার” ড্রেস প’রলে, আমাকেত’ এক রকম বিধবা করা হবে । পোষাক আসাক তুমি যত পার পর,—আমি তোমার টেলারের বিলমিট্ করবার জন্ত সর্বস্বাস্থ্য হ’তে রাজী আছি । তুমি “বেগম্ অব গিজনী” সাজ’না কেন তাতে আসে যায় কি । কিন্তু ডিয়ার ! বাড়ী থেকে বেরিও না ।

মদন । বাজে কথা ছেড়ে দাও, শোন ! আমি “বাণুমান্ অপেরা কোম্পানীর” প্লে দেখতে যাচ্ছি । ফিরতে দুপুর ১টা হবে ।

মটুক । কার সঙ্গে যাবে ? আমি তো তোমার সঙ্গে যেতে পাচ্ছি নে । হোল্ ডে মাথা বদার ক’রেছি, বড় টায়ার্ড । আজ আর গিয়ে কাজ নেই আর একদিন বেও ।

মদন । থ্যাঙ্ক ইউ ! অতটা পায়ে ধরা হ’য়ে থাকতে পাচ্ছি নে প্রাণনাথ ! আমার ডিউটী, তোমায় একবার বলা তাই, ব’লতে এসেছি । যদি কথার উপর কথা কও, এইবার থেকে ডিনারের সময় পর্যন্ত ডাকবো না । আর বোধ হয় ডাইভোর্সের জন্তও অ্যাপ্লাই ক’তে হবে ।

মটুক । না না—আর কথায় কাজ নেই—আর কথায় কাজ নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছে যাও । (স্বগতঃ) চুলোয় গেলেও আপত্তি নাই ।

মদন । আমি বাড়ীতে আজ আর ডিনার খাচ্ছি নে । হোটেল্ কন্টিনেন্টালেই এরঞ্জেমেন্ট্ করেছি । তুমি কেবল একটু “চা” তোয়ে ক’রিয়ে রাখিও, আর খানকতক “টোষ্ট্ ।”

মক । একলা রোষ্ট্ হ’য়ে থাকবো ডিয়ার ! একটু সকাল সকাল এসো । পুরুষেরই বার

বেড়ান রোগ থাকে জান্তেম, ক্রমে মেয়ে মহলেও এ ব্যাধি ঢুকলো ।

মদন । তার আর চারা কি ! যেমন শেখাবে তেমন শিখবো । এলেম পেরেক্তর বউ—হেঁসেলে ঢুকতে চাইলুম,—হাত ধ’রে টেনে নিয়ে এসে ব’লে “ছিঃ ছিঃ !! ও কাজ তোমার নয় ।” ঘোমটা টেনে কস্তা পেড়ে সাড়ী প’রে, কুলের কুলবধু হ’য়ে ছিলুম জোর ক’রে সাড়ী ছাড়িয়ে গাউন পরালে । বলে “ছিঃ ছিঃ—গাউন না হ’লে কি তোমায় মানায় ?” কখন স্বর্ঘ্যের মুখ দেখতে সাহস কতুম না, সোহাগ ক’রে ইডেন গার্ডেনে ব্যাণ্ড শোনাতে নিয়ে গেলে, ব’লে—ছিঃ ! ছিঃ ! তুমি কি ঘরের কোণে থাকবার জিনিষ ?” স্বামীকে দেবতার মত-পূজা ক’তে হয় শিখেছিলুম, তোমার অনুগ্রহে বুঝলুম—স্বামী দেবতা নয়, “আস্ত বাঁদর !” মাটির তাল ছিলুম—যেমন গড়েছ তেমন খাড়া হ’য়েছি । এখন নাড়া চাড়া দিলে চলবে কেন ডিয়ার ।

গীত ।

সিঁরি খেয়ে এগিয়ে কেন, কোঁৎকা দেখে পেছোও প্রাণ
কুলবধুর তুমি বঁধু, ঘোমটা ধ’রে দিলে টান ।

ছাড়িয়ে সাড়ী গাউন সেন্টে,

বুকে বুকচ দিলে এঁটে,

রুম মাথিয়ে রাঙ্গা টোঁটে, বাড়ালে হে নারীর মান ।

ঘরের কোণে আর কি থাকি, নইত’ এখন পোষাপাখী,

বুঝতে কি আর আছে বাকী কেন মিছে কর ভান ।

[মদনমোহিনীর প্রস্থান ।

মটুক । বাহবা কি বাহবা !—যেন ইলেকট্রিসিটি দিয়ে মুখ বন্ধ ক’রে চলে গেল । ইংরাজি চাল যে ব্যাটারি চালেন, সকলেরই হাল আমার মতন । বাজার মাগণী ক’রে

চাল আর ঘোড়া মোড়া কিনে নৈবিদ্বি
খাড়া করুম। ভোগ হবে পাঁচটা চণ্ড
চামুণ্ডার। আমি হয়ত কালে ভদ্রে বড়
জোর একটু কোণ ভেঙ্গে প্রসাদ পাব।
যা হোক এখন দিনকতক চেপে চুপে
থাকতে হবেতো বটে। ঘরের স্কেণ্ডল
বেকলে আমারই ক্ষতি। আগে জজ শিপটা
পাকা হ'য়ে যাক,—তার পর ঘর ঠিক
ক'রতে বড় দেরী হবে না।—আঃ আবার
বড় গিন্নিটি আসছেন। আবার কি মাথায়
গঙ্গাজল ঢালবে না কি? মাগীকে নয় ভূতে
পেয়েছে, নয় ব্রহ্মদত্তি ঘাড়ে চেপেছে।

(তরঙ্গিনীর প্রবেশ ।)

শ্রিয়। ওগো শুন্টো,—শেতলার চন্ডামৃত আনি-
য়েছি, একটু খাও দেখি। মার কৃপা
থাকলে বিপদ আপদ সব ঘুচে যাবে।

মটুক। আমার আর কেন? আমার আর কেন?
তুমিত' খেয়েছ, তা হলেই আমার খাওয়া
হ'ল।

তর। ছিঃ ছিঃ ও কথা বলতে নাই, ও কথা
বলতে নাই। শেতলার চন্ডামৃত খেতে
অশ্রদ্ধা করো না। মার কোপ দৃষ্টিতে
পড়লে ডায়মণ্ড কাটা বদন হয়ে যাবে।

মটুক। তা সে যা হয় হবে তুমি এখন ঘরে গিয়ে
শোওগে যাও আমার এখন খানকতক
ইম্পর্ট্যান্ট চিঠির জবাব দিতে হবে, হেড্
কুল্ থাকা চাই।

তর। যাব না ত' কি আর থাকতে এসেছি।
হাঁ কর'—হাঁ কর'—একটু ঢেলে দিয়ে যাই
আবার চুপ ক'রে বসে রইলে কেন? হাঁ
কর—গো—হাঁ কর।

মটুক। তুমি কি যশোদা রূপে উপস্থিত হ'লে

নাকি শ্রীকৃষ্ণের বদন ব্যাদান
ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ক'রবে? খামকা খামকা
ক'রব' কেন?

তর। দেরী ক'রো না—দেরী ক'রো না, হাঁ
গো—হাঁ কর'। তোমার নাম ক'রে চমক
নিয়ে এলুম, ফিরিয়ে নে গেলে
অকল্যাণ হবে।

মটুক। কি আপদ তুমি আমায় খে
দেখছি।

তর। আচ্ছা খ্যাপ' পরে খেপবে, এই টুকু
গোছে খেয়ে ফেল দেখি। দেখো
আমায় ছুঁয়ে ফেলো না।

মটুক। কেন বল দেখি, তুমি কি গোঁসাই ব
মেয়ে না কি? আর আমি রামা
ফরাসের ছেলে।

তর। তা—নয় তা—নয়! তুমিত জান
তোমায় গঙ্গাজল স্পর্শ না করিয়ে ছুঁই
বাবুর্জির রান্না খানা যে খায়,—কিছু
করো না—সে রামা সুন্দরাসেরও অধ

মটুক। এ কি রকম আচরণ তোমার।
ঘরে এসে আমাকেই গাল দিচ্চ।
ব'সে দাড়ী ওপড়াচ্চ।

তর। অধিনীর অনুরোধে একটু চটপট
আমি ভেসে পড়ি। শ্রীমুখ একটু
করুন, আমার চোদ্দ পুরুষের উদ্ধারের
শেতলার একটু চন্ডামৃত ঢেলে দি।

মটুক। লে বাবা লে, তোমার মনে যা আছে
নে! এই হাঁ করলুম কি ঢালবি ঢাল

তর। মা শেতলা! এই উর্কালি গদতটিক
দাও মা।

(চন্ডামৃত ঢালিয়া দেওন)

মটুক। ওবে কিছু ঢাললি রে, কি ঢাললি?

মাছের জল দিলি না কি? আমার গা বমি
বমি ক'চ্ছে (ওয়াক্ ওয়াক্)।

তর। চন্ডামেস্ত কনে আর পেজুর রস হয়রে
মিন্‌সে? কল্পে কি—কল্পে কি—সব চন্ডা-
মেস্তটা ফেলে দিলে। মহাপাতক শুধু
তোমার হবে না, আশায়ও যে ভাগী হ'তে
হবে। মুখপোড়া মিন্‌সে, যেমন কর্ম তেমনি
ফল। এই সব চন্ডামেস্ত তোমার মাথায়
ঢেলে দিয়ে চলুম।

[প্রস্থান।

মটুক। ওয়াজাদ আলি সার বরাত ক'রে জন্মেছি
বাবা! মেয়েমানুষের সোহাগের অজস্র
ধারায় চক্ৰিণ ঘণ্টা স্থান ক'রচি। দূর হোক
সুখ দুঃখ ত আমার হাত নয়। ইজি চেয়ার
টার ব'সে একটু রেটে নেওয়া যাক। মিষ্টি
অফ্‌ দি কোর্ট অফ লণ্ডনটা পড়ি।

(ভূতবেশে ভ্যাভাকাস্ত ও গবাকাস্তের
প্রবেশ।)

ভ্যাভা। ওঁরে ম'টুকো—ম'টুকো আমি এসেছি।
তোমার ঘাড় ম'টুকাতে এসেছি।

গবা। আমি বৈষ্ণবদ্বির বাঁবা কন্দকাটা। তোমার
সুঁগোল গাল দু'টিতে প'মেটম মাথাতে
এসেছি।

মটুক। একি বাবা দুই মামদো কোথা থেকে
এলো। কে কে তোমরা? কি কি চাও?

ভ্যাভা। আমার চিন্তে পাচ্ছিসনি, আমি তোমার
ভ্যাভা দাদা ম'রে ভূত হইরেছি।

গবা। আর আমি তোমার ভ্যাভাদাদার ভায়রা-
ভাই—একটা চুঁমো দৈবে ভাই?

মটুক। ওরে কে কোথায় আছিস রে শীগ্‌গির
আয়, জোড়া ভূত আমার ঘরে এসে
চুকেছে।

ভাবা। টাচাস্‌ নি—খবরদার টাচাস্‌নি—
এখনি ধ'ড় থেকে মু'ণ্ডুটি না'বিরে দৌব
দৌয়াল ধ'রে না'ড়া দৌব, হুঁড়মুঁড় ক'রে
বাড়ীখানা পড়ে যাবে। যে যেখানে আছে
পানতুয়ার ম'ত গিলে ফেলবো।

গবা। কঁচুরি খাব, কঁচুরি খাব—হাঁসের ডিম খাব
হাঁসের ডিম খাব। তোমার মু'ণ্ডু নি'য়ে
ভাটা খেঁলবো। বাঁসম মা'থিয়ে তোমার
গাল কঁমড়াব। আঁয় আঁয় স'ব ছানা পোনা
স'ব ছ'স ছ'স কঁরে টলে আঁয়।

মটুক। বাবা দাদা ভূত! ও বাবা দাদা ভূত!
কি নিয়ে বিদেয় হবে বল—আমি এখনি
দাঁতে ক'রে এনে দিচ্ছি।

ভাবা। (অমুনাসিক পরে) যদি বাঁচতে চাস
যদি বাড়ী ঘর দোর বজায় রাখতে চাস
শীগ্‌গির বন্ধকী কওয়ালাখানা বার কর।
চেয়ে রইচিস কি? চটপট বার কর।
আমার ছেলেকে দিয়ে আমার ভদ্রাসন
বাড়ীখানা বন্ধক করেছিস,—এখনও
দাঁড়িয়ে রইলি? আরতোরে মটুকো ব্যাটার
মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাই।

গবা। রাঁজী আঁছি, রাঁজী আঁছি,—অনেক দিন
শুঁয়ারের মাংস খাইনি। মটুকমোহন অতি
উপাদেয় শুঁয়ার। হাঁউ—মাঁক—খাঁউ—
ম'নিষ্যার গন্ধ পাউ।

[মটুকমোহনের প্রতি ধাবমান।

মটুক। বাবা দাদা ভূত ও বাবা দাদা ভূত! আর
এঁকে পৈকে নৃত্য ক'রে কাজ নেই বাবা
আমি মটগেজ ডিড্‌ দিচ্ছি বাবা, ভালোয়
ভালোয় বিদেয় হও। জানে বাঁচলে আমার
চের টাকা হবে। কিন্তু বাবা একটি মিনিতি
আর যেন দেখা টেখা দিও না।

ভাবা । (অসুনাগিক স্বরে) হাতে ক'রে নয়,
হাতে ক'রে নয়, দাঁতে ক'রে মর্ডগেজ ডিড
বার ক'রে দাও, নইলে ভূত বিদেয় হকেনা ।
(মটুক মোহনের দাঁতে করিয়া মর্ডগেজ ডিড
বাতির করিয়া দেওন) ।

মটুক । তবে দাদা ভূত, বাবা এবার বিদেয় হও ।
আমি সবেমিরে হ'য়ে রইছি ।

ভাবা । (অসুনাগিক স্বরে) আচ্ছা—আচ্ছা—
যাচ্ছি—যাচ্ছি । যদি বদমাইসি কর' আবার
সশরীরে দেখা হবে ।—হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ ।

গবা । (পা তুলিয়া) আশীর্বাদ গ্রহণ ক'র মটুক
দাদা ? আমরা চ'লেম । ভূতের আশীর্বাদ
এই রকম হয় ।—হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ ।

[ভাবাকান্ত ও গবাকান্তের প্রস্থান ।

মটুক । তাইতো কি হ'য়ে গেল কিছুই ত বুঝতে
পাচ্চিনি । রেজিষ্ট্রী অফিসে কাপি পর্যাস্ত
নাই । ঘরাঘরি লেখা পড়া হ'য়ে, একটা
এটর্নি পর্যাস্ত সাক্ষী নাই । চে'দ হাজার
টাকা হার্ড কাস ডাছা ফাঁকি পড়লুম,—
এখন উপায় কি । গবাকান্ত যদি টের পায়
যে, মর্ডগেজ ডিড আমার হাত থেকে বেরিয়ে
গেছে, তা হ'লেই ত' গেছি । এক কাজ করা
যাক, বাঁ ক'রে পুলিশে খবর দেওয়া যাক
যে মর্ডগেজ ডিড আমার বাস্তব থেকে কে
চুরি ক'রে নিয়ে গেছে । আর একখানা
উকিলের চিঠি গবাকান্তকে দেওয়া দরকার,
একরাস করাতো পাল্লি আর যাবে কোথা ।

(ময়ূরচাঁদের প্রবেশ ।)

ময়ূর । বাবা—বাবা ! আজ আর এক ভয়ানক ডিস্-
কভারি ক'রেছি । (The Tenth wonder
of the world) দি টেন্ড ওয়াণ্ডার অফ্ দি
ওয়ার্ল্ড । তুমুল ব্যাপার—হৈ হৈ ব্যাপার ।

আর তোমার জজ হবার জজ ইংরেজের
খোলামোদ ক'রতে হবে না । ভারত উদ্ধার
করবার অতি সোজা উপায় বার ক'রছি ।

মটুক । বা বা বেটা দূর হ । মাথার আগুন জ্বলচে—
উনি ভারত উদ্ধার ক'রে এসেছেন । আমোলা
ঘরের ভেতর কুকুরটা ঢোকাইলি কেন ?

ময়ূর । বি সিরিয়ান্স ! বি সিরিয়ান্স ! শোন' শোন'
কারখানাটা শোন' । কুকুরগুলো যখন গেপে
যায়, সে অবস্থাকে হাইড্রোফোবিয়া বলে ।
সেই পাগলা কুকুর যদি কারকে কামড়ায়,
যত বড়ই জোয়ান হোক কিছুতেই বাঁচেনা ।
লাখ ফৌজ নিয়ে ইংরেজ এসে দাঁড়াক না,
আই কেয়ার এ ফিগ্ । আমিও হাজার
খানেক কুকুরের মাথায় লাটি মেরে, ত্রেন
থারাপ ক'রে দিয়ে হাইড্রোফোবিয়া জন্মিয়ে,
ঐ সব ফৌজের সামনে ছেড়ে দেব । ক্যাঙ্ক
ক্যাঙ্ক ক'রে ধ'রবে—খ্যাঙ্ক খ্যাঙ্ক ক'রে
কামড়াবে । দশ মিনিটের মধ্যে লাখ ফৌজ
পপাত ধরণী তলে নিশ্চেষ্টাভবতদা ।—এক
ফোঁটা ব্লড্ শেড্ হবে না অথচ পনের
মিনিটের মধ্যে ভারত উদ্ধার ।

মটুক । এক চড়ে তোর পাগলাম' বার ক'রে
দেব । আমার সর্বনাশ হ'য়ে গেল, উনি
আমোদ ক'রছেন ।

ময়ূর । আমোদ ক'রবো না—কি বল ? এক একটা
ডিস্কভারি ক'রতে এক একটা সায়েন্টিফিক্
ম্যানের হোল্ লাইফ কেটে যায় । আমি অল্প
দিনের মধ্যে তিনটে ইন্ভেনশান করলুম ।
প্রথম ছাগল—দ্বিতীয় গরু, তৃতীয় কুকুর ।

মটুক । বিদেয় হবি তো হ', নইলে, রাচ্ছেতাই—
একটা কাণ্ড ক'রবো, আবার এখন মাথার
ঠিক নেই ।

ময়ূর । সাম্প্রতিক ম্যানের বাপ তুমি—তোমার মাথা খারাব হ'লে চ'লবে কেন ! তোমার হাইড্রোফোবিয়া হ'লে কুকুরের দলের সঙ্গে তোমায়ও মিশিয়ে দোব । শোন বাবা শোন, এই কুকুরের মাথায় লাঠী মেরে আজই হাইড্রোফোবিয়া ক'রবো, যাকে কামড়াতে আর দেখতে শুন্তে হবে না । এক্সপেরিমেন্ট তোমাকে দেখিয়ে তবে আমার অস্ত্র কাজ । কুকুর কুকুর—হাইড্রোফোবিয়া—

হাইড্রোফোবিয়া, ভারত উদ্ধার—ভারত উদ্ধার । [ময়ূরটাদের প্রস্থান ।

মটুক । আমি পাসপোর্ট এখন একবার ইনস্পেক্টরের কাছে যাই । মটগেজ ডিফ্‌চুরির ব্যাপারটা বেশ শুচিত্রে বলিগে, তারপর তার যাতায়াতইস্ মত কাজ করা যাবে । বাবা চোদ্দ হাজার টাকা নগদ ফাঁক তাল্লায় যাবে—তাই তো—কি হলো, কি হলো । [প্রস্থান ।

অষ্টম দৃশ্য ।



রক্তপট ।

আশমানি জেনানীগণ ।

আসমানে হাওয়ার ঘুরি কখন কার চড়ি বাড়ে ।
কেউ চোদ্দ হরক হুদ ক'রে মেঘের নাদে ডাক ছাড়ে ।
কোথাও ধারা চ'লেছে বক্ষিম,
প্রেমের ঘোরে কুলবধু খায় কত অক্ষিম,
কেউ পলাসির মাঠে ব'সে শুড়ুম শুড়ুম তোপ ঝাড়ে ।
কোথাও রবির কিরণ রাজা মেঘে গোধূলি উষা,
নবীন প্রেমে রাজা-রাণী খুব ভালবাসা ।
সুখানি সদাই মোছে দাঁড়িয়ে জোছনার পাড়ে ।

শুকিয়েছে কার মাধবীকঙ্কণ, সে তো নয় যেমন তেমন,
ইংরাজি বেদের ভাষা বুঝিয়েছে ছাড়ে ছাড়ে ।
জুলুম ক'রে নদীর ধারে, বুনলে নীলের চাব, লীলাবতীর কুট লো
প্রেমের শুসুনি শাক আর খাস,
শতধারা সুরধনী ডুব দেছে ঝোড়ে ঝাড়ে ।
মন মজানে মনমোহনে গান, জগৎ জুড়ে শুনেছে তাঁর টাঁকি
কবির তান ।
কেউ দামোদরের বস্ত্রায় ভেসে যা মেয়েতে ডুব পাড়ে ।

নবম দৃশ্য ।



মটুকমোহনের গৃহ ।

মদনমোহিনী ও চাপরাসীর প্রবেশ ।

চাপ । ওগো ছোট গিল্লী, এ কি রকম পোষাক পিন্ধ' গো । ঠিক যেন “গারথ্‌ সাহেবের” মক্‌নু দেখ'তি হইচে । কৌন্সিলির সাজ সাজ্জা কানি ।

মদন । তা বুঝি জান না চাপরাসী মিত্রা । আজ

হাইকোর্টের সব জজেরা আমাদের বাড়ীতে আসছেন । আমার কর্তাটা জজ হ'ছেন কিনা । তিনি কি রকম বিচার করেন জজেরা তাই দেখতে চান । দেখ'ছ' না ঘরের ভেতরে এজলাস তৈয়ারী হ'য়েচে ।

আমি লেডী ব্যারিষ্টার হ'য়ে, প্লিড ক'রব'।
ত্রিলিগান্ট ট্যালেন্ট দেখিয়ে এই উপলক্ষে
সব জজদের সঙ্গে ইনটো ডিউস ড্ হব।

চাপ। অঃ বুজ্টি,—বুজ্টি। এই সকল পেলারাম
বাবুই খোল। রগড় ক'রচে মন্দ নয়।
সাহেব বিবির “বল” নাচের চেয়ে জুত
লাগাইচে। তা খানা টানার কিছু যোগাড়
ক'রচ'। হু এক বোতল স্যাম্পেন আনা-
ইয়া রাখ্চ'। জজ সাবরা, বড় পোড়ী
খাতি ভালবাসে।

মদন। সব ঠিক আছে চাপরাসী মিঞা, সব ঠিক
আছে। আমাদের রিজার্ভড্ ষ্টকে ডজন
ডজন স্যাম্পেন, ডজন ডজন ব্র্যান্ডি, ডজন
ডজন হুইস্কি মজুত। রোজ গ্রেট ইষ্টার্ণের
হোটেল থেকে আট দশ রকমের কাঁকা কাঁকা
কেকু প্যাড়ী আসে। তুমি একখানা প্যাড়ী
খাবে। এক কাপ্ স্যাম্পেন এনে দো'ব।

চাপ। আমার মোহাই—ছোট গিন্নী,—মুই গরীব
চাপরাসী, মোর সাথে আর বৈটখিরা
ক্যান্। খুব স্যাম্পিন খাইচ বুঝি? মাজাজ
বুজ্টি ফুর্ডি দোহি যে?

মদন। হাঁ বাবা চাপরাসি মিঞা, একটু স্যাম্পিন
টেনেছি বটে। ফুর ফুরে হাওয়া লেগে
প্রাণটা চুর চুরে হ'য়েছে। তুমি কি ঠাট্টা
মনে ক'চ্চ? আরে, ছি! তবে তুমি
প্রেমিক নও। আমি মনে ক'রেছিলাম
তোমায় “দীয়ে” ক'রব'।

চাপ। তা যদি কও ছোট গিন্নী, আসুনাই মুঠ
খুব জানি। মোর বাপ্ দাদা লবাবের
খাস দেওয়ান ছোল। মোর ঠাকুর দার
ঠাকুর দা, আকবর সার কুশুন্দির ভগ্নিপোত
ছোল। আসুনাই তেই আমাগোর জন্ম।

তবে করি কার সাথে—আর সমজ ক'রেই
বা কেডা।

মদন। দেখ চাপরাসী মিঞা, তোমার ছাগল দাড়ী
গুলিতে প্রেমের অমাবশ্য বিরাজ করছে।
আহা কি মধুর,—কি অন্ধকার।

চাপ। তা ছোট গিন্নী, চাদের রোসুনাই তোমার
মেহেরবাণী হ'লেই ফুট্‌তী পারে।

মদন। দেখ চাপরাসী মিঞা! তোমার গাল দুখানি
যেন পাউরুটির শাঁশ,—তোমার নাকটী
যেন মন্থমেন্টের চুড়ো, চক্ষু দুটী যেন
দারজিলিংএর কড়াই দুটী, কিছু মনে করো
না চাপরাসি মিঞা! চার কাপ্ স্যাম্পেন
খেয়েছি। একেবারে দিল্ দরিয়া হ'য়ে
গেছে। তাই সিরাজু পারবার মত ছটো
বকম্ বকম্ কচ্চি। ধরা ছোঁয়ার পাবে
না চাপরাসি মিঞা—তাতে খুব হুঁসিয়ার
আছি। এটা কি জান স্যাম্পেনের প্রলাপ—
প্রাণের আলাপ নয়—

গীত।

ফুলের চেয়ে মরম নারীর মন।
ভেমস, রাজা আর কিসে হয় স্যাম্পিনে যেমন।
লতার চুমো খেয়ে যেমন চলে মধুর বায়,
মিহি নেসায় চ'ল'কে প্রাণ ঝ'ল'কে চলে যায়,
চ'খের পরদা করদা ক'রে, লুটিয়ে দিতে ঠায় যৌবন।
টীয়ে পাখীর মতন শিখি, আমি জজের মেস,
সেটু হবে না এটিকেট? শেম—শেম—শেম।
নেশায় সঙ্গে দেখি খুঁজে বুকের মাঝে প্রেমের ধন।

চাপ। চুপ্ দাও চুপ দাও মটুক মোহন বাবু
আসছেন। প্যালারাম বাবুও সাদুখু আছেন—
দেহি। দারারে দারারে দেহি বাবা কি
রগড়টাই হয়।

মদন। চাপরাসী মিঞা, এখন আর প্রেম সম্ভাবণ
নয়। এখন আমি লেডী ব্যারিষ্টার

(মটুকমোহন ও প্যালারামের প্রবেশ)

প্যালা । টাইম হ'য়ে এল—টাইম হ'য়ে এল, আর
দেবী নয়, আপনি এজলাস জম্কে বসুন ।

মটুক । আপনি টাকাটা গুণে নিয়েছেন ত । পাঁচ
হাজার টাকার খুচরা নোট বড় কন্ন ত' নয় ।

প্যালা । যা আছে এ কাস-বাক্সর ভেতরই আছে ।
আপনি দিয়েছেন, তা আর গুণে নেব কি ?

মটুক । আমার কথার কি রকম ঠিক দেখুন ।
আমি ত বলেছিলুম, পাকাপাকী হ'য়ে
এলেই দোব ।

প্যালা । আপনি রাজা লোক, আপনার কথা আর
হোলি বাইবেল (Holy Bible) দুইই
সমান । (স্বগতঃ) টাকাটা ত' হাতিয়েচি
বাবা, কি উপায়ে এখন স'রে প'ড়ি ।

মটুক । হ্যাঁ প্যালারাম বাবু ! কে কে জজ আমার
বিচার দেখতে আসছেন ? আমার খুব
গম্ভীর হ'তে হবে কেমন ?

প্যালা । নিশ্চয়—ত'লো হাঁড়ির চেয়েও মুখ ভারি
করা দরকার । চিফ্ জাস্টিস্ বাধ হয়
আসতে পারবেন না । তাঁর অল্প কি এন্-
গেজমেন্ট (Engagement) আছে, তা
ছাড়া ষ্ট্যান্‌লি সাহেব আসছেন, সেল
সাহেব আসছেন । রায়স্পনী, স্টীভেন্স,
ঘোষ, ব্যানার্জী, সকলেই আসছেন ।

মটুক । আমার (wife) ওয়াইফকে কেমন বারী-
ষ্টার সাজিয়ে রেখেছি দেখুন । এন্‌ভেল
ইন্‌ দি শেপ্ অব এ লেডী কাউন্সিল ।

প্যালা । (Plan) প্লান মন্দ করেন নি । সব জজ
তোমার মুণ্ডু ঘুরে যাবে । মানিয়েছে বড়
চমৎকার ।

মদন । প্যালারাম বাবু কি ঠাট্টা করছেন নাকি ?
সত্যিই কি আমি এতটা কুৎসিৎ ।

প্যালা । কোন্‌ শালা কুৎসিৎ বলে, তার বাবার
মাথায় ঝাড়ু মার । বিউটীফুল—বিউটীফুল—
যেন ব্রিটেনিয়া । (মটুকমোহনের প্রতি)
যাক্ আর বিলম্ব নয় । আপনি এখন এজ-
লাসে গিয়ে বসুন । চাপ্রাসী ! চাপ্রাসী !

চাপ । হাজীর আছি বাবু !

পেলা । তুমি পাশে গিয়ে দাঁড়াও ।

চাপ । এহনি দাঁড়াচ্ছি । হজুর গা জারা দিরা, আল্লা
আল্লা কইয়া, কুরসির উপর গিয়া তাল
ঠুইকা বসেন । মুই জাম্বুবানটীর মতন পাশে
থারা অই !

মটুক । (এজলাসে বসিয়া) এইত' ব'সলুম । তার
পর কি ব'লতে কইতে হবে, সব নিখিরে
পড়িয়ে দাও ।

প্যালা । অমন কাজটী ক'রবেন না—কথাবার্তা কিছু
নাই । বোবার শত্রু নেই । “তাবচ্‌ শোভতে
মুখ, মাবদ্‌ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে” । আপনি
ঘাড় গুঁজে কেবল কলম পিসুতে থাকুন ।
আপনার ওয়াইফ্ এক পক্ষের ব্যারিষ্টার
হউন, আর আমি এক পক্ষের ব্যারিষ্টার
হ'য়ে দাঁড়াই । আপনি যেন হু পক্ষের
কাউন্সিলের আরগুমেন্ট শুন্‌চেন—আর
নোট কছেন । তবে ঘাড় টাড় গুলো মধ্যে
মধ্যে ফ্যাসানেবেল্ ক'রে নাড়া চাড়া চাই ।

মটুক । থ্যাক্ ইউ, থ্যাক্ ইউ, প্যালারামবাবু !
ফর ইউর ইম্পর্ট্যান্ট ইন্সট্রাক্‌শন্‌ । তবে
তোমরা দুজনে ঠিক ব্যারিষ্টার হ'য়ে
দাঁড়াও ! বাঃ বাঃ ! ঠিক হ'য়েছে, ঠিক
হ'য়েছে ! থ্যাক্ ইউ, থ্যাক্ ইউ ডার্লিং !
তোমার ইন্টেলিজেন্স্ একসূত্রা অর্ডিনারী-
তোমায় দেখচি,—আর আমার উজ্জ্বল-
সাহেবের ছেলেকে মনে হ'চ্ছে ।

মদন । বেঞ্চে ব'সে অমন সিলি (silly) হ'য়েনা ।
এখন তোমার আমার কোন কনেক্সান্
সেই ।

প্যালা । ঠিকতো—ঠিকতো—এখন আপনাতে এঁতে
শালা ভগ্নীপোত্ সম্পর্ক ব'লেও এসে যায় না ।
(খড়ি দেখিয়া) চুপ্ আর কথা নয়--টাইম
হ'য়ে এল । সার্--সার্ জজের গাড়ী
আসতে শুরু হয় ব'লে । আপনি ঘাড় গুঁজে
কলম চালাতে শুরু করুন, আমরা আরও
মেন্ট আরম্ভ করি । (সকলে তদ্রূপ করণ ।)
(ইনস্পেক্টর, কনষ্টেবল, ডাবাকাস্ত ও
গবাকাস্তের প্রবেশ ।)

মটুক । ও বাবা আবার ভূত ঘেরে!—দিনের
বেলায় ভূত দেখা যায় ! বাবা ! দাদা ভূত—
আবার আবির্ভাব কেন বাবা ?

মদন । রাম ! 'রাম !! রাম !!! তোমার দাদা যে
ম'রেছে শুনেছি.—আবার দাদা পেয়েছে,
তাও শুনেছি । রাম ! রাম !! রাম !!! ভূতের
হাতে আজ বুঝি প্রাণ গেল ।

প্যালা । সত্যিই ভূত প্রেতের লীলা নাকি ? ডাবা-
কাস্তাবাবু যে ম'রেছে শুনেছি । এই তাকে
পিটটান্ দি বাবা ।

চাপু । এ মামদোর হেজামের যদি ক্যান্ আলাম
ঝাঝা ? হালার পুত বুত হইয়া ঝাড় মট্-
কাইতে আইচে ।

ডাবা । (ইনস্পেক্টরের প্রতি) কেমন মশার ব'লে-
ছিলুম, বাড়ীটা ঠিক একটা "লিউনেটিক্
এসাইলম্" ।

গব । তার চেয়ে ছদ্মুলালের "মোহনমেলা" বলে
আরও পরিষ্কার হয় ।

ইকন । তাইতো দেখছি মশায় ! আমরা আস্কা-
মাত্রই, যে যে উপস্থিত আছে,—সকলেই

ভূত ভূত ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো । এ
মিষ্টি ত' কিছু বুঝিনি ? (মটুকমোহনের
প্রতি ।) হ্যাঁ মশায় ! আপনার রকমখাম
কি বলুন দেখি ? আপনি আমার কাছে
গিয়ে "ডায়েরি বুক" এন্টারি করালেন যে
আপনার দাদার কাল হওয়ার পর, আপনা
ডাইপো গবাকাস্তবাবু, ভদ্রাসন বাড়ী মট্
গেল করেন । সেই মট্গেজ ডিড্ আপনা
আগমারি থেকে চুরি গেছে । তার এন্
কমারি ক'রে জানলুম, আপনার দাদা জীবিত
রয়েছেন, এই আমার সঙ্গেই এসেছেন
গবাকাস্তবাবু কার সম্পত্তি মট্গেজ করবেন
মশাই ? পুলিশকে ফল্ন্ ইন্ফরমেশন
দেওয়ায় কি সাজা হয়, তা' জানেন ? ইউ
হাভ কমিটেড্ এ ভেরি সিরিয়ান্ ক্রিমিনেল
অফেন্স্ (you have committed a very
serious criminal offence) ।

মটুক । হায় ! হায় !! হায় !! ভূতের গাদার ভেত
প'ড়লুম বাবা, আর ছাড়ান্ চোড়ান্ নেই—
বাবা দাদা ভূত !—ও বাবা দাদাভূত
আবার ইনস্পেক্টর ভূত, জমাদার ভূত
সাজিয়ে আনলে কেন বাবা ? গবাকাস্ত
ভূতটীত' দেখছি ঠিক গবাকাস্ত হ'য়েছে
কাল রাত্রে সেই বিকট মূর্তি পরিত্যা
ক'রে এ বাবুয়ান ভূত সাজলে কেন বাবা

মদন । দোহাই বাবা ভাস্করভূত ! বিদেয় হও বাবা
আর দেবী নেই, আমি মুর্ছে গেলুম ব'লে

প্যালা । চাপ্রানী মিঞা ! ও চাপ্রানী মিঞা
তোমায় আমার জড়াজুড়ি বঁধির কোণঠাম
হ'য়ে দাঁড়াই এস—ঝাড় মট্কা মট্কা ব্যাপা
যা হবার, ঐ দিক দিয়েই হ'য়ে যাক্ ।

চাপ্ । রাজী আছি বাবু ! জরাজরিতে মুই থ

রাগি আছি। মোরে বাচাও কর্তা, আজ-
কার স্তন মোরে ভূতের হাত হ'তে বাচাও।
ইমে। (ভাবাকান্তর প্রতি) কি করি বলুন দেখি
মশায়! এ পাগলের মেলায় নিয়ে এসে,
আমারি শুক পাগল বানাবেন নাকি?

ভাবা। একটু দাঁড়িয়ে যান মশাই! আরও রকম
পাবেন এখন।

গবা। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ইনস্পেক্টর বাবু!
অঘোষ্যাকাণ্ড দেখলেন, কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ড না
দেখলে আদ কপালে ধ'রবে।

(ভয়ঙ্গী ও ময়ূরটাদের প্রবেশ।)

ভয়। ওগো! দেখগো! সর্বনাশ হ'লো গো!
ছেলেটা মুখি মরে। ঐ দেখ, কি এক
বাকুদ ত'য়েরি ক'রেছে, বলে পৃথিবী উড়িয়ে
দেব। পৃথিবী উড়ুক না উড়ুক, ও মুখ-
পোড়া যে এখনি পুড়ে ঝুড়ে ম'রবে।

ময়ূর। সাবধান! সাবধান! যে যেখানে আছ
সব সাবধান! নতুন রকম "গান্ পাউডার"
ত'য়েরি ক'রেছি, এক সেকেন্ডের মধ্যে
পৃথিবী উড়িয়ে দেব। "ফোর্ট উইলিয়মের"
চিহ্ন থাকবেনা, "গভর্নমেন্ট হাউস" ধাপার
মাঠ হ'য়ে যাবে। সাধের "বেলভেডিয়ার"
গুঁড়ো হ'য়ে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে যাবে।
সব ফাঁক! সব ফাঁক!

ভাবা। কি রকম দেখছেন?

ইমে। পাগলা গারদেও এমন ব্যাপার কখন
দেখিনি মশায়।

মটুক। এরাও কি ভূত হ'য়ে এল নাকি? মাথার
খি বুড়িফটে বেরুগ'রে,—আর থাকে না!

ভয়। ঐ দেখগো কি করে দেখ? বাকুদ নিয়ে
ফাঁটছে, এখনি দেশলাই জালবে, মুখ টুক
পুড়িয়ে একাকার ক'রবে।

ময়ূর। ভয় নেই! ভয় নেই! ম'রতে হয় সব এক
সঙ্গে ম'রবো। চুপ ক'রে দাঁড়াও, এইবার
আগুন দোব। দেখতে দেখতে সব ভূষ
করে তুষ হয়ে যাবে। পৃথিবীর এতটুকু চিহ্ন
পর্যন্ত থাকবে না।

ইমে। বাপু! যা ক'ন্তে হয় ঐ ধারে গিয়ে করগে
যাও। আমরা কোম্পানির কাজ ক'ন্তে
এসেছি, এ সময় আমাদের বিরক্ত ক'ন্তে
বিপদে প'ড়বে।

ময়ূর। ভাল, তাই হচ্ছে! সকলে ত'য়েরি হ'য়ে
থাক, পৃথিবী উড়লো ব'লে, আর দেরি
নেই। "ইলেভেন্থ ওয়ার্ল্ড অব দি
ওয়ার্ল্ড,—টেরিবেল্ ডিস্কভারি অব্ দি
ফেটাল্ গান্ পাউডার। (Eleventh won-
der of the world. Terrible Dis-
covery Of the fatal Gun Powder.)

[ময়ূরটাদের প্রস্থান।]

ভয়। দেখি দেখি হতছাড়া ছেলে কোথায় গেল?
কি আপদেই প'ড়েছি গো? [প্রস্থান।]

মটুক। বাবা দাদা ভূত!—ও বাবা দাদা ভূত!
দলবল নিয়ে বিদেয় হও, আর কেন মমতা
বাড়াচ্ছ?

মদন। ও বাবা ভাস্কর ভূত! তোমার পায়ে পড়ি
বাবা! পুলিশ ভূত গুলোকে নিয়ে সরে পড়।

ইমে। বাড়ী শুকু সব পাগল। আর কেন চলুন
যাওয়া যাক।

ভাবা। আর একটু অপেক্ষা করুন! ববনিক প'ড়
প'ড় হ'য়েছে। শেষটা দেখে যাই চলুন।
(নেপথ্যে ভয়ানক শব্দ।)

ইমে। ওকি? ওকিসের আওয়াজ?

গবা। বুঝছেন না? "গান্ পাউডার" ফাটল
হ'লো, আর পৃথিবী উড়লো।

(বেগে ময়ূরটাদের প্রবেশ ও পতন ।)

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ তরঙ্গিনীর প্রবেশ ।)

ভর । দেখগো হতচ্ছাড়া ছেলে, মুখটুক পুড়িয়ে
এল । দূর হুক্কে ছাই—সংসার ধর্ম ছেড়ে
বুন্দাবনে যাই ।

ময়ূর । ডিস্কভারির অর্ধেক একেই ক'রেছি । আট
মশখানা চৌকি উড়ে গেছে, তিনটে তিনটে
ঘোড়া ম'রেছে—হু'টো সহিস জখম হ'য়েছে,
ক্রহ্ম গাড়ী খানার অর্ধেক নেই । পৃথিবী
উড়লো না—তার কারণ—ক্রোরাপটাসের
ভাগ একটু লাইট হ'য়েছে । শোম—শোন—
যে যেখানে আছ শোন,—কাল পৃথিবী
ওড়াব'—ক্রোরেট অফ পটাসের ভাগ একটু
বেশী ক'রে দোব । নাউ জেন্টলমেন, ইয়োর
হাথল্ সায়েন্টিফিক্ সার্ভেন্টে বিডিং ইউ,
গুডবাই ফর টুনাইট । (Now gentlemen
your humble scientific servant bid-
dig you goodbye for to night.

[প্রস্থান ।

ভর । হাড়হাতে আবার কোথায় গেল, দেখি—
কি জালাতনেই পড়লুম গা ? [প্রস্থান ।

গবা । কেমন মশায় ! মিনিটে মিনিটে নভেল্টি
পাচ্ছেন কিনা বলুন ?

ইনে । আর কিছুক্ষণ থাকলে,—আমি ওক্স্ কেপে
যায় মশায় !

ভাবা । শুধুই একটা কথা বলি । (চুপি চুপি কথা
কওয়া) ।

ইনে । বেশ ! বেশ ! এ এক ফান্ হবে মন্দ নয়
(মটুকমোহনের প্রতি) দেখুন আপনি যা
ঠাউরেছেন তা' ঠিক, আমরা আপনার দাদা
ভুতেরই চণ্ড চামুণ্ড বটে । ভুতে কিছু না
নিয়, যায় না তা জানেন ? আমরা সব

পুলিশ ভূত কি না ? ঠিক উল্টো ।—কিছু
দিয়ে তবে যাব ।

মটুক । কি দেবে বাবা দাও !—আমি ভরপুর
রাজী আছি । যা দিয়ে খুশী হ'য়ে তোমরা
বিদের পাও, আমি তাতেই প্রস্তুত আছি ।
ইনে । বেশ কথা । ভাবাকান্ত বাবু ! আপনার মাল
মশলা বার করুন ত' । (মটুকমোহনের
প্রতি ।) এই দেখুন কি দিয়ে যাব । শুধু
আপনি নিলে হবে না, যে যে এখানে
আছে,—সকলকেই সেরায় নিতে হবে ।

মটুক । ও বাবা ! তাড়া তাড়া হা'লিঃ চাবুক দেখছি
যে !—বাবা দাদা ভুত ও বাবা দাদা ভুত !
ছোট তাইকে "চাবুক" দিয়ে যাবে কি বাবা ?
মদন । বাবা ভাস্কর ভুত ! ভাস্কর বউয়ের গায়ে
শেষে "চাবুক" ?

প্যালা । যে যে খানের ভেতর আমিও ত' একজন
আছি বাবা—ভুত বাবা ! আমার আর
"চাবুক" কেন ?

চাপ । ওমুন্দি বৃত্তির হাতে শেষে চাবুক খাতি হবে ।
ইনে । মটুকমোহন বাবুর ভায় আমার উপর ।
ভাবাকান্ত বাবু ! আপনি প্যালারাম বাবুর
ভায় নিন্ । পা'ড়ে সিংহ জমাদার ! ঐ
চাপরাণী শালার ভায় তোমার উপর । আর
গবাকান্ত বাবু তুমি সৌধিন-ভুত কিনা,—
তুমি এই সৌধিন্ মেয়ে মাহুঘের ভায় মাও ।
আপনারা সব সার সার হ'য়ে দাঁড়ান, দেরি
ক'রবেন না ।—দেরি ক'রবেন না । তা
হ'লে সব ভুত এখনি কেপে উঠবে । বাঃ
বাঃ বেশ বাহার হ'য়েছে । এইবার এক
এক ক'রে শুরু করা যাক ।—মটুকমোহন
বাবু ! কিছু মনে কোরবেন না ! ভুত বিদের
হচ্ছে ; উপহার নিন্ । (চাবুক প্রহার)

মটুক । তাড়ে হাড়ে বিধছে বাবা ! কালই গরায়
গিরে পিণ্ডি দিচ্ছি ।

ভাবা । পুন্নাৰুস বাবু সিংটুকে থাকবেন না,
আপনার উপহার, আলগোছের উপর
সাম্ভি ! (চাবুক প্রহার) কেমন লাগলো
বলুন দিকি ?

পালা । বড় মিঠে ! বড় মিঠে ! যেন “বেদানার
সিরাপ” এখন ভুত ছাড়লে যে বাঁচি বাবা !

জমা । কেঁওজি যোরা সাব ! থোরা সরবত তো
পিজিয়ে ! এজলাস পর খাড়া হোক পিয়ার
লাগ গিয়াতো ? (চাবুক প্রহার) কেঁও ভেঁইয়া
ক্যায়সা মিঠা ?

চাপ । জমাদার সাব ! তোমার মুখের খুখু চেয়েও
মিঠা । এমন সরবৎ মুই জীবনে কহন গাইনি ।

গবা । কাকীর আমার মোলায়েম্ পিঠ ! চাবুক
ঠেকাই কি ক’রে ? উপায়ত নেই ! তা না
হ’লে আবার ভুত ছাড়বে না ; কাকী তুমি
মনে কর’ যেন “কনসেন্টে এন্টের” সময়
পবর্ণমেন্টে হাউসের দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে
“আইন চাই না” “আইন চাই না” বলে

চেচাচ্ছ ! আর মাউণ্টেড পুলিশ তোমার
পিঠে দু’এক ঘা দিচ্ছে । (চাবুক প্রহার)

মদন । হায় ! হায় ! জজের মাগের এই হাল হ’লো ।
শেষে চাবুক খেলুম ।

[প্রিয়লালের প্রবেশ ।]

প্রিয় তবে আর কি ! যবনিকা পড়ুক ! আড়ালে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগা গোড়া সবই দেখলুম
একখানি ছোট খাটো “ম্যারেবিয়ান” নাইট
প্রে হ’য়ে গেল ! “মিষ্ট্রীজ্ অব দি কোর্ট অব
লণ্ডন” ড্রামাটাইজ্ ক’লেও এমন সাজেস্-
ফুল হয় না । যা হোক এই চাবুকে যদি
সকলের আক্কেল হয়, তা হ’লে চাবুক—
“চাবুক” বটে ।

সকলের গীত ।

ছুনিয়ার নয় কেবা অঙ্গবুক ।

খুজলে পয়ে ঘরে ঘরে, কার পিটে না পড়ে চাবুক ।

জুং বুঝে খুঁত ধ’রতে গেলে,

অলি গলি দেদার মেলে,

আপন ফাদে, জড়িয়ে কাদে, বল দেখি ভাই কি কোতুক ।

ছুনিয়া ভুতের আমরা ভুত, কক কাটার অক পুত,

মনের মতন হয় বা না হয় (এবার) চাবুকই যতুক ।

পট পরিবর্তন ।

উজ্জ্বল দৃশ্য ।

সমাগত সুধীজন, করিপদ বন্দন,

নব বরষে, নব হরষে, আজি শুভ সন্মিলন ।

প্রোগ পুলকে, প্রাণ বলকে,

আমোদ-মদ চলে দমকে দমকে,

নব বশ যশচিত্ত, হেরি মন বিমোহিত,

যতনে রসিক জনে জীবন অর্পণ ॥

যবনিকা পতন ।

নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।



পুরুষগণ ।

শ্রী কৃষ্ণ ।

সদানন্দ উপাধ্যায়	...	...	...	...	সুক্রমচাশয় ।
যশ	...	...	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র ।
কুশাণ্ড	...	...	...	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র ।
জটিল	...	...	...	...	দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বালক ।
পরমানন্দ	...	...	...	...	বনবাসী চির অন্ধ ব্যক্তি ।
কিশোর	...	...	...	...	ঐ পুত্র ।
নিমটাদ	...	...	...	...	নীচবংশ উদ্ধৃত যুবক ।

বালকগণ, শিকারীগণ, কাঠুরিয়াগণ, পক্ষী-বিক্রেতাগণ, ব্রাহ্মণবালকগণ,
ভারবাহকগণ, প্রহরীদ্বয় ইত্যাদি ।



স্ত্রীগণ ।

শ্রীরাধা

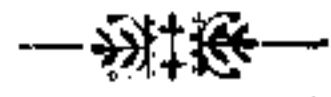
নির্মলা	...	...	...	...	সদানন্দের উপপত্নী ।
বীশরী	...	...	...	...	পরমানন্দের কন্যা ।
জটিলের মাতা					
জটিলের মাতা					
কালিন্দী	...	...	...	...	নীচবংশ অদ্বৃত স্ত্রীলোক ।

হরের মা, ভট্টনৈক গ্রাম্যস্ত্রীলোক, শিকারী-পত্নীগণ, কাঠুরিয়া পত্নীগণ,
পক্ষী-বিক্রেতা পত্নীগণ, বস্ত্র-বালকগণ, কুসক-কন্যাগণ,
সহচরীগণ ইত্যাদি ।

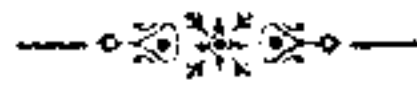


নির্মলা ।

(গীতি-কাব্য ।)



প্রথম অঙ্ক ।



প্রথম গর্তীক ।

বনমধ্যে কুটীর ।

(জটীল ও বালকগণ ।)

গীত ।

রাঙা চাকি ঝিকি মিকি, রাঙা আলো পাতায় পাতায় ।
ঘুচলো জ্বালা, কমলবালা, উঁকি মেয়ে আড়চোখে চায় ।
পিউ পিউ ডাকছে পাখী, ফুলের কলি খোললো আঁখি,
জলে ঢেউ নাচ্ছে কেমন, ফুর ফুরে হাওয়ায় ।
নিশির শিশির গায়ে মেখে, গাছের পাতা মোহাগ শেখে,
ধীর পবনে, আপন মনে, ছলে ছলে মোহাগ বিলায় ।

১ম বালক । চ' ভাই জটীল, মাছ ধরিগে চ' ।

২য় বা । ও ভাই মাছ ধরবি, ছিপ্ পাৰি কোথায় ?

৩য় বা । কেন, হাতে ক'রে ধ'রব ।

৪র্থ বা । বা ! রে বুদ্ধি, হাতে ক'রে মাছ ধ'রবি ?
একি না ব্যাঙাচি যে, পুকুর-পাড়ে গাদা
হ'য়ে থাকবে ?

১ম বা । তোরা অত ভাবছিস কেন ? চ' না
গাছ থেকে একটা কঞ্চি নেবো এখন ।

৪র্থ বা । তোরা দেখছি খুব বুদ্ধি, কঞ্চি না
হয় ভাংলি, ফাতনা পাৰি কোথায় ? বড়সি
পাৰি কোথায় ?

১ম বা । তাওত' বটে, তবে চ', পাখীর ছেনা
পাড়িগে চ' ।

জটীল । না ভাই, এখন পাঠশালে প'ড়তে যাবার
সময়, এখন খেলা ক'রলে গুরুমশাই
ব'কবে ।

২য় বা । বকে ব'কবে, যাবার সময় চাল থেকে
ছোটো কুমড়া পেড়ে নিয়ে যাস, তা হলেই
খুসী হ'য়ে যাবে ।

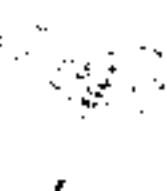
জটীল । না ভাই, গুরুমশাইকে কি কঁাকি দিতে
আছে ? তা হলে বিদ্যা হলে না, চিরকাল
মুখা হোয়ে থাকতে হবে, মুখা হোলে ছঃখ
যুচবে না ।

১ম বা । ওরে, উনি পাঠশালে গিয়ে লেখা-পড়া
শিখে বড় লোক হবেন, কোটা বাড়ীতে
থাকবেন, মাকে রাজরানী ক'রবেন ।

জটীল । কেন ভাই ঠাট্টা ক'রছ কেন ভাই ?
আমি তো তোমাদের কখন ঠাট্টা করিনি ।

৩য় বা। দেখ্ জটিল, ভাল চাস্তো শোন, সকলে
এই খেনে পাততাড়ি জমা ক'রে রাখি আয়,
আর যদি কথা না শুনিস, তাহোলে আমরা
সকলে তো'র সঙ্গে আড়ি ক'রবো।

জটিল। কেন ভাই? খেগারত' সময় আছে,
পড়ার সময় না পোড়লে মা দুঃখ ক'রবে,
গুরুমশায় মারবে, আমিও মুখা হ'য়ে
থাকবো।

৪র্থ বা। গুরুমশায়কে ভয় কেন করছিস?  আমরা যে রোজ দে'রি ক'রে যাই, পড়া
বোলতে পারিনি, গুরুমশায় কি বলে?
হলো একদিন এক পো তামাক, হলো বা
ছোটো তরি-তরকারি, নয়তো বা একটা কুই-
মাছ, এই এনে দি, আর গুরুমশায়ের মুখ
বন্দ হ'য়ে যায়।

জটিল। ভাই তোরা দিতে পারিস দিস! আমি
যে বড় দুঃখী ছু বেলা ছুটো পেট পুরে
খেতে পাইনি। মা একবেলা না খেয়ে
থাকে। আমি কোথায় কি পাব যে, দেবো
ভাই?

১ম বা। তোদের ঘরের চাল থেকে ছোটো কুমড়ো
যাবার সময় পেড়ে নিয়ে যাস, দেখিস্ গুরু
মশাই ঠাণ্ডা জল ভোয়ে যাবে! বলবে, জটিল
বাবা! বেস্ করিছিস্ রোজ এই রকম
দে'রি কোরে আসিস্। আর আসবার সময়
ছোটো কুমড়ে নিয়ে আসিস্।

জটিল। না ভাই! ও কুমড়ো আমি পাড়নো না,
মা ওই চালের কুমড়ো বেচে পয়সা কোরে
চাল কিনে নিয়ে আসে, তাই আমরা
পাই।

১ম বা। কথা শুন্লিনি, তবে যা, তো'র সঙ্গে
আড়ি।

সকলে। এই আড়ি, আড়ি, আড়ি; আমরা চলুম।
জটিল। না ভাই! আমার একলা ফেলে যাস্‌নি
ভাই। আমার ব'নে যেতে বড় ভয় করে।
সে দিন তোরা আমার ফেলে চ'লে গেছিলি,
আমি সেই বাশঝাড়ের নিচে দিয়ে যেতে
বড় ভয় পেয়েছিলুম।

২য় বা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ যাও না, দেখতে পাবেন
এখন মজা, সেই বাশঝাড় পার হয়েই
দেখতে পাবে এখন! অশত গাছে একটা
পা, আর তেঁতুল গাছে একটা পা, যাবে
আর ঘাড়টী ম'টকে খাবে।

জটিল। না ভাই! আমার একলা ফেলে যেওনা,
আমার একলা ফেলে যেও না!

৩য় বা। হ্যাঁ, যাব না বই কি, তুই কথা শুন্‌লিনি
তো'র সঙ্গে আবার কিসের ভাব।

সকলে। এই আড়ি—এই আড়ি—এই আড়ি।

(জটিল বাতীত বালকগণের গীত।)

এই আড়ি—এই আড়ি—এই আড়ি।

শোন যা বলি, নয়ত' ম'লি, ফেলেদে পাততাড়ি।

খেলতে হবে ছোটোছুটি, ধুলোর উপর আর না লুটি,

চুপি চুপি ওঠ'না গাছে—পাখীর ছানা চল'না পাড়ি।

এবার যদি আসিস্ ক'ছে, মাথা ঠুকে দেব গাছে,

একলা ঘরের বাকলা হ'য়ে, থাকতে হবে পাজীর খাড়ি।

[বালকগণের প্রস্থান।]

জটিল। তাইত, আমি কেমন কোরে একলা
পাঠশালে যাবো! মা! মা! মা! ওমা!

(কুটীর অভ্যন্তর হইতে জটিলের
মার প্রবেশ)

জটী-মা।—কেনরে জটিল! কি হয়েছে, ডাকছিস্
কেন?

জটিল।—মা! এরা সব আমায় একলা ফেলে
চোলে গেল, আমি একলা কি ক'রে পাঠ-

শালে যাব ? আমার বড় ভয় করে, তুমি আমার সঙ্গে ক'রে রেখে আসবে চল ।

জটী-মা ।—বাবু ! আমি গেলে কুঁড়ে আগলানে কে বল ? ভয় কি বাবা, কাঙাল গরিবের মধুসূদন আছেন । যখন তোমার ভয় পাবে তুমি মধুসূদন দাদা ব'লে ডেকো, তিনি এসে তোমায় সঙ্গে কোরে রেখে আসবেন ।

জটীল ।—হ্যাঁ মা, সত্যি ? মধুসূদন দাদা বোলে ডাকলেই তিনি এসে দাঁড়াবেন ?

জটী-মা ।—হ্যারে হ্যাঁ, আমি তোকে মিছে কথা বলছি !

জটীল ।—তবে আর ভয় কি ? মধুসূদন দাদা ! মধুসূদন দাদা ! ভয় পেলে তুমি দাঁড়িও ।

[জটীলের প্রস্থান ।

জটী-মা ।—আহা ! ছুধের ছেলে, কোল থেকে মাঝাতে ইচ্ছে করে না, তুলে খাওয়াতে হয় ; এমনি পোড়া কপাল, তাকে একলা ছেড়ে দিতে হয় । একে বন, তাতে সাপ খোপের ভয়, কি জানি অদৃষ্টে কি আছে ? বাছা ভয় পেয়েছে, আশ্বাস দিলুম, মধুসূদন দাদা ব'লে ডেকো, তিনি এসে দাঁড়াবেন । আর ভেবে কি ক'র্কে ? মধুসূদন ! কাঙাল গরিবের তুমিই সম্বল ।

(চরের মার প্রবেশ)

হ-মা । হ্যাঁলা ! জটীল পাঠশালে চ'লে গেছে ? আমি ছুটো পিটে ভোয়ের কোরে এনেছিলুম, আহা হা ! খেতে পেলেন না ।

জ-মা । তা মা ! সে প'ড়ে এসে থাকে এখন, তুমি রেখে যাও না ।

হ-মা । স্কুলা, পিটে কি বাসি কোরে খায় ? টাটকা টাটকা খেলে কেমন মিষ্টি লাগে, নইলে পোড়ার পিটে খাওয়া কেন ?

জ-মা । তা মা ! আমার কাঙাল গরিবের ছেলে নয় বাসি পিঠেই থাকে । তুমি যত্ন কোর দরদ্ দেখিয়ে এনেছো, ফিরিয়ে নিয়াবে, সেটা কি ভাল হয় ।

হ-মা । তা না হয় ফিরিয়ে নিয়ে গেলুম, আমার রোত' ঘরে ছেলে পুলে আছে ।

জ-মা । ভয়ে এনেছিলে কেন মা ? কে তোমাকে মাথার দিব্য দিয়েছিল ?

হ-মা । ই লো ! তুই যে লম্বা লম্বা কথা ক'র্ছিস্ দেখতে পাই ? না হয় তোর চালে একটা কুমড়ো নিতেই এসেছি, তা অঠোকার কিসের ?

জ-মা । তাই বুঝি, ওমা, তা আমি বুঝতে পারি নি ; আমারই ঘাড় মটকাত্তে এসেচালার কুমড়ো চাই, তাই দরদ্ দেখিয়ে পিটে খাওয়াতে এসেছিলে ?

হ-মা । বুঝিছিস্ লো বুঝিছিস্, তা বেশ ক'র্কে ছিস্ । দে একটা কুমড়ো দে ! তুই তে সব জানিস্ মা, আমি তোর চেয়েও গরিব আমার তিনটি ছেলে !

জ-মা । দেখ মা ! আজ দিচ্ছি নিয়ে যাও । কিংবা মা, আর চেও না । মুখের ওপর না বলতে পারিনি, কিন্তু ঐ বেচে আমাদের পোট চলে ।

হ-মা । তা মা আজকের মতনই দিবি চ' । এবার যে দিন কুমড়ো নিতে আসবো, জটীল জন্মে সত্যি গোটা কতক পিঠে তৈরির ক'রে নিয়ে আসবো ।

জ-মা । তা এস, ঘরের ভিতর এস । চাল থেকে আর পাড়বো না, ঘরের ভেতর পাড়া আছে ।

[উভয়ের কুটীর অভ্যন্তরে প্রস্থান ।

শিকারী ও নিকারী-পত্নীগণের
প্রবেশ ও গীত।

পালারি কোথায় পাখী, (একি) ছেলের হাতের মো।
ঠোঙা হাতে, পখে যেতে, চুপি-সাদে মারুবি ছোঁ।
ষাপটী মেরে, চুপটী ক'রে,

যেথায় থাকিস্ ধ'রুন তোকে,
মক্ষা মাগী, বেজায় যাগী, জানিস মোদের বিষম গোঁ।

একটী তীরে বিধবো বুক,
কর'বো ভোঁতা খোঁতা মুখ,
পড়বি ফুরে, দেখবি ওরে, চোদ্দ ভুবন ভোঁতা ভোঁতা।
[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গভীক।

বনমধ্যস্থিত পথ।

(জটীলের প্রবেশ)

জটীল। এই ত এতটা পথ চ'লে এলুম, এইবারেই
সেই বাশ ঝাড়; এই বন পার হ'লেই
সেই বাশ-ঝাড়ের নিচে দিয়ে যেতে হবে।
সেই সে দিন—যেখানে ভয় পেয়েছিলুম।
সে কথা মনে হ'লে, এখনও আমার গা
কাঁপে! কে যেন বাশগুলো মড়মড়
কোরে আমার মাথার ওপর কেলে দিয়ে,
আমার মেরে ফেলবার চেষ্টা ক'রছিল।
মা ব'লে দিয়েছে ভয় পেলে মধুসূদন
দাদাকে ডেকো, তিনি এসে দাঁড়াবেন।
মধুসূদন দাদা! মধুসূদন দাদা! আমি
পাঠশালে যাচ্ছি; আমি একলা, সঙ্গে
কেউ নেই, আমার বড় ভয় হ'চ্ছে; আমার
সঙ্গে কোরে রেখে আস'বে চল। মধুসূদন
দাদা! মধুসূদন দাদা!

(গীত গাইতে গাইতে হৃদ্যবেশে শ্রীকৃষ্ণ
ও রাধার প্রবেশ)

ডাকলি করে, আদর ক'রে, কোলে নিতে এসেছি।
সোণার বরণ, করে রতন, এমন ত' আর দেখিনি।
মুখখানি তোর মুছিয়ে দিই, আয়রে কোলে তুলে নিই,
সোহাগ আদর উঠ'বে লহর, বুক পেতে দেখ' রেখেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। ওরে আমি এসেছি।

জটীল। তুমি আমার মধুসূদন দাদা?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ, আর ইটি তোর দিদি।

জটীল। তোমার কে হয়?

শ্রীকৃষ্ণ। আমার সখী।

রাধা। না রে না, আমি ওর বউ।

জটীল। ওমা! সে কি কথা গো! তুমি দাদা,
তুমি দিদি, দাদার সঙ্গে দিদির বে!

রাধা। তুই বে ক'রবি? আমি তোর একটি রাঙা
বউ দেখে রেখেছি।

শ্রীকৃষ্ণ । হাঁরে ! আমায় ডাকলি কেন ?

জটিল । মধুসূদন দাদা ! আমার একলা পাঠশালাে যেতে বড় ভয় করে, আমার সঙ্গীরা আমায় ফেলে চ'লে গেল, আমি মাকে বল্লুম, আমায় সঙ্গে ক'রে রেখে আসবে চল ; মা একলা আমাদের কুঁড়েটুকু আগ'লায়, কেমন কোরে আসবে বল ? আমায় ব'লে দিলে, কাঙাল গরিবের মধুসূদন আছেন, তুমি মধুসূদন দাদা ব'লে ডেকো, তিনি এসে দাঁড়াবেন ।

শ্রীকৃষ্ণ । তোর সঙ্গীরা তোকে ফেলে চ'লে গেল কেন ?

জটিল । তারা ব'লে, খেলা ক'রবি আর । আমি বল্লুম, এখন পাঠশালাে যাবার সময় কি খেলা করে ? খেলার সময় খেলবো, পড়ার সময় পোড়তে হয় ; তারা শুন্লে না চ'লে, আমি কত বল্লুম, আমায় একলা ফেলে যাস্নি, আমার বড় ভয় করে ; তারা সে কথা কাণেও তুললে না ।

রাধা । তারাতো ভারি ছুটু !

শ্রীকৃষ্ণ । জটিল ! তুই দিনকতক আমাদের সঙ্গে থাকবি ? আমরা তোর মনের মতন সঙ্গী হ'বো । খেলার সময় খেলবো, পড়ার সময় প'ড়বো ।

জটিল । মধুসূদন দাদা ! তোমার কথাগুলি বড় মিষ্টি, যেন মধু-মাখান, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো, তুমি ছুটু নও ।

রাধা । না রে জটিল না, ওর সঙ্গে বেড়াসনি, ওর সঙ্গে থাকিস্নি, ও আবার ছুটু নয় ? ওর প্রাণে একটু মায়া মনতা নেই, ওর গুণাগুণ শুন্বি ? একজন মেয়েমানুষ ওকে ভারি ভালবাসতো, সে কুলের নারী, ওর জন্ম

সর্বভাগী হ'য়েছিল ; মান, অভিমান, ধর, দোর, আপনার, পর, স্বামী, ওর জন্মে সব জলাঞ্জলি দিয়েছিল । ও এমনি ছুটু, তাকে একশ বছর ধোরে ক্রমাগত কাঁদালে, একটু দরদ' ক'লে না । আবার শুন্বি, তাকে ছেড়ে একটা কুঁজ বার করা মেয়েমানুষকে রানী কোরে, উনি রাজা হ'লেন । বুড়ো বাপ মার উনি একমাত্র সখল ছিলেন, তারা একদণ্ড চোকের আড় ক'রত না । পলকে প্রলয় দেখতো ! তাদের জন্মে একবার ভাবলে না, বুড়ো বাপ কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'য়ে গেল, মা পাগল হ'য়ে গেল । তোর মতন ছোট ছোট অনেকগুলি ছেলে ওর সঙ্গী ছিল, তাদের ভাসিয়ে দিয়ে, বুকে পাষাণ বৈধে, পায়ে দ'লে চলে গেল । ও ভারি ছুটু রে, ও ভারি ছুটু, ওর সঙ্গে বেড়ালে তুইও ছুটু হ'য়ে যাবি । মার ভালবাসা ভুলে যাবি, আপনাকে ভুলে যাবি ।

শ্রীকৃষ্ণ । জটিল ! ওর কথা শুনিস্নি, ও ভারি মিথ্যাবাদী, মেয়েমানুষ জাত ভারি মিথ্যাবাদী, মেয়েমানুষকে কখনও বিশ্বাস করিস্নে । আমার অপরাধ শুন্বি ? তোকে বুঝিয়ে বলি শোন । যে মেয়েমানুষটির কথা ব'লে, সে আমায় ভালবাসতো বটে, আমিও তাকে খুব ভালবাসতুম, প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসতুম, মেয়েমানুষ জাত ভালবাসা দেখালেই মাথায় চড়ে, আমার কাঁধে চ'ড়তে চায়, মই করিয়ে নিয়ে পীরিত ক'ন্তে চায়, কোটাল সাজিয়ে পাহারা দেওয়াতে চায়, আমি তার দোরে দোরে কেঁদে বেড়িয়েছি, চোকের জলে তার পা ভাসিয়ে দিইছি, তার পায়ের নুপুর গলায় বৈধে জলে উলতে

চেয়েছি, তার জন্তে যোগী সাজেছি, তবু তার মন পাইনি, তবু তাকে আপনার ক'ত্তে পাঙ্গুম না। আমি হলুম ছুটু, আর তিনি হলেন সাধু। বুড়ো বাপ মার কথা শুনবি ? তাঁদের আক্কেলটা বোঝ, আমি কচিছেলে, ভোর বেলা উঠে ক্ষীরটুকু, ছানাটুকু খাই, রোদের আঁচ লাগলে কাতর হই, মাটিতে পা ফেলতে ব্যথা পাই, বাবা আমায় ছালা বইয়ে নিয়ে বেড়াতেন, আমি পারবো কেন ? মা একপাল গোকু নিয়ে আমায় চরাতে পাঠিয়ে দিতেন ! আমি দেখলুম, কোন দিন সাপে খোপে থাকে, না হয়, বাঘে টাঘে ধোঁর্বে, কাজেই স'রে পড়তে হ'লো ।

জটিল ।—না মধুসূদন ! তুমি ছুটু হও আর যাই হও, আমি তোমার কাছে থাকবো । তোমার সঙ্গে খেলবো, তুমি যখন প'ড়বে, তোমার সঙ্গে প'ড়বো । তুমি কোন্ পাঠশালাে যাও মধুসূদন দাদা ? আমার গুরুমশায়ের পাঠশালাে আসবে ? তা হ'লে ছুটিতে এক সঙ্গে যাবো, দুটিতে এক সঙ্গে আসবো ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—(রাধার প্রতি) কিগো প্রেমময়ি ! কে হারলে, কে জিতলে ?

রাধা ।—তুমি চিরকাল কপট, ছলনার বাজার খুলে ব'সেছ, যে তোমার কাছে আসবে, সেই ভুলের ব্যাসাত ক'রে যাবে তুমি ছেলে বুড়ো মজাও, তোমার বাহাদুরী আছে ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—জটিল ! চল তোকে পাঠশালাে রেখে আসি । বেলা হ'য়েছে, আবার তোর গুরু মশাই বোকবে ।

জটিল ।—মধুসূদন দাদা, তুমি রোজ আসবে রোজ আমার সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমি রোজ আসব ।

জটিল ।—কবে তোমার সঙ্গে আমার খেলতে নি যাবে ?

শ্রীকৃষ্ণ ।—কালই হোক কি পরণ্ড হোক, একদিন তোকে নিয়ে যাবো ।

জটিল । দেখো মধুসূদন দাদা ! আমার ভুলো আমি বড় কাঙ্গাল, আমার কেউ নেই কেবল মা আছে, সে বড় দুঃখিনী, আপ খেতে পায় না, আমারও পেট পুরে থাক রাতে পারে না । আমরা বড় দুঃখী ; বা আমায় ভুলবে না ?

শ্রীকৃষ্ণ । না রে না, ভুলবো না । আমার এ চোক দুটির মতন তোকে যত কোরে সঙ্গে নিয়ে বেড়াবো ।

জটিল । দিদি ! তুমি ভুলবে না ?

রাধা । আমি তোর সঙ্গে একটি রাজ্যমেয়ের দিয়ে তবে ভুলবো ।

জটিল । না দিদি, আমার রাজা বউ চাইনি তোমরা আমায় ভুলোনা । আমি কাঙ্গাল ।

(শ্রীকৃষ্ণ, জটিল ও রাধার গীত ।

জটিল ।—ভুলি যদি ভুলনা'ক, মনে রেখ কাঙ্গাল ব'লে ।

দুঃখিনী মা ছালায় সারা, সদাই আসে নয়ন-জলে ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—কাদিসু না আর এমন ক'রে, হেরে তোরে নয়ন কা যত ছালা যাবে দূরে, নেবো তুলে অভয় কোলে ।

রাধা ।—রাডা বউ দেব তোরে, বেড়াবি তার গলা ধ'রে,

ক'বি কথা সোহাগভরে, গঁথে মালা দিবি গলে ।

জটিল ।—ভুলি যদি ভুলনা'ক, মনে রেখ কাঙ্গাল ব'লে ।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।



বনমধ্যস্থিত রক্ষতল ।

পরমানন্দ ও বাশরী ।

পরমা । হ্যাঁ মা, আজ চুপ্ কোরে আছ কেন ?
কথা কচ্চো না, বাবা ব'লে ডাক্ছেন না—
তুমি বালিকা, আমার বড় আদরের ধন,
এ অন্ধের যষ্টি তুমি, এ অন্ধের নয়ন তুমি,
এ অন্ধের সম্বল তুমি । এ সংসারের সঙ্গে
তিসে । নিকেশ অনেক দিন ওঠাতুম, কেবল
তোমার মায়ায় প'ড়ে পারিনি । কিশোর
মানুষ হ'য়েছে, সে আপনার পথ আপনি
চিনে নিতে পারবে । তুমি মা আমার সোণার
শেকল হয়েছ, এমন কোরে বেঁধেছো
যে, টেনে ছিঁড়বো মনে কল্পেও পারিনি ।
মা, চুপ্ ক'রে আছ কথা কও ।

বাশরী । বাবা ! আমরা কে ছিলাম ? কেন এখানে
এসেছি ? এ বনের মাঝে কেন ? রাতিরে
যখন শোঁ শোঁ ক'রে বাতাস বয়, আমার
বুকের ভেতর কেমন ক'রে, গাছপালা নড়ে,
আমি চমকে উঠি । বল বাবা বল, আমরা
কে ছিলাম ? কেন হেথা এসেছি ? তুমি
কে ? আমি কে ? দাদা কে ?

পরমা । (স্বগতঃ)—আহা পরমেশ্বর ! বালি-
কার ঈশে এ অতীতের স্মৃতি কেন এনে
দিলে ? তার চিরজীবনের ঘুম, চিরজীব-
নের স্বপ্ন কেন ভাঙচো ?

বাশরী । বাবা ! তুমি ব'লে, আমি কথা কই-
লুম, এখন তুমি কথা কইছো মা কেন ?
পরমা । মা ! আমি কে, শুনবে ? তুমি কে,
শুনবে ? তোমার দাদা কে, শুনবে ?
বাশরী । হ্যাঁ বাবা, শুনবো ।

পরমা । আমি কে জান ? এই বনের ভেতর
কার একটা প্রকাণ্ড শুকনো গাছ, লতা
পাতা সব ঝ'রে প'ড়ে গেছে, কেবল
একটা শুকনো ডাল, আর একটা শুকনো
কুঁড়ি লেগে আছে । তাই গাছটা এখনও
বেঁচে আছে । সে শুকনো ডাল কে জান ?
তোমার দাদা । আর সে শুকনো কুঁড়ি
জান ? তুমি ।

বাশরী । হ্যাঁ বাবা, আমার কি মা ছিল না ?

পরমা । ছিল, চ'লে গিয়েছে ; এ সব কথা
জিজ্ঞাসা কচ্চো কেন ?

বাশরী । কি জানি বাবা, আমার মনে কেমন
হ'য়েছে, কত কথা ব'লবো মনে করি,
বলতে পারিনি,—মনের কথা মনে ওঠে,
আবার মনেই মিলিয়ে যায় । আমার মনে
কি হয় জান ? আমরা এখানকার মানুষ
নয় যদি আমরা এখানকার মানুষ হ'তুম,
যদি আমাদের ঘর দোর চিরদিন বনে

হ'তো, তবে বন দেখে ভয় পাবো কেন ?

পরমা । হ্যাঁ মা, বনে কি তোমার কিছু মিষ্টি লাগে না ?

বাঁশরী । না বাবা, আমায় কিছু মিষ্টি লাগে না ।
হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! লাগে, একটা জিনিস মিষ্টি লাগে । কি জান ? এই যখন চাঁদ ওজ্জ্বল গাছের পাতার ভেতর দিয়ে, বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়ে, উঁকি মেয়ে আমাদের মুখের পানে চায়, সেই সময়টা আমার বড় মিষ্টি লাগে । আমার মনে হয়, যাই, ঐ চাঁদেতে গিয়ে মিশিয়ে যাই । হ্যাঁ বাবা, বল না বাবা, আমরা কে ছিলাম ?

পরমা । (স্বগতঃ) মা ! তুমি রাজার মেয়ে, তোমার কিছুরই অভাব ছিল না, সে কথা ব'লে কেন তোমার চিরজন্মের সুখ-টুকু বিদায় দেবো । (প্রকাশ্যে) মা ! আমি কি তোমায় মিছে কথা বলছি ! এই বন তোমার গৃহ ; বনের পাখি— তোমার সঙ্গিনী ; এ বনের ফুল, তুমি । হ্যাঁ মা চাঁদের হাসি মিষ্টি লাগে, বনের অন্ধকার মিষ্টি লাগে না ? নিবিড় অন্ধকারের ভিতর কেমন মিটমিটে তারার আলো তোমার চক্ষু ছুঁতীর মতন জ্বলে, যদি মিষ্টি কোরে নিতে পার মা, এতেও খুব মিষ্টি আছে । ফুলের মধুর চেয়েও মিষ্টি ।

বাঁশরী । বাবা ! এইবার থেকে শিখবো । চাঁদের হাসি দেখে যেমন হাসি, এবার বনের অন্ধকার দেখেও হাসবো । কিন্তু গাছ পালা নড়ে, শাঁ শাঁ করে বাতাস বয়, ওতে আমার কেমন ভয় হয় ।

পরমা । দেখ মা, কথা কইতে গেলে ঢের কথা

কইতে হবে, কথার শেষ নেই ; তুমি বালিকা, তোমার বেশী কথার অধিকার নেই । এখন আমার কথা শোন, তেমনি ক'রে হাত তালি দিয়ে নেচে মেচে একটি হরিণ গান কর দেখি, প্রাণভোলার গুনি ! দিন কাছে আসছে, পরকালেরও একটু কাজ হ'ক ।

(বাঁশরীর গীত ।)

বাঁশরী বাজায়, ফিরে ফিরে চায়, কদমতলায় কেঁরে ।
বনমালা গলে, নেচে নেচে চলে, প্রাণধনে এনে দেরে ।
বলনা কেমনে, প্রবোধিব মনে, মন ত না মানা মানে ।
অবশ্য এ চিত, মোহে বিমোহিত, কি জানি কি গুণ জানে ।

(কালা কি জানি কি গুণ জানে ।)

সরম পাশরি, ছিছি কুলনারী, ফিরি তারি পাছে পাছে ।
কুল-লাজ-মান, ভুলেছে এ প্রাণ, ছুটে গেছে তারি কাছে ।
লাহুনা গঞ্জনা, আরত সহেনা, পশিব যমুনা-জলে ।
মরণ সময়, যেন রসময়, দেখা দেয় দাসী ব'লে ।

(যেন মনে করে দাসী ব'লে ।)

(কিশোরের প্রবেশ ।)

কিশোর । বাবা ! এখনও তুমি এ গাছতলায় ব'সে র'য়েছ ? ঘরে চল, আমি ফুল মূল পেড়ে এনেছি, খাবে চল ।

পরমা । বাবা, আমার ঘরও যা, গাছতলাও তা । সেখানেও অন্ধকার দেখবো, এখানেও অন্ধকার । বাঁশরী যখন হরিনাম ক'রে নাচে, আমি চক্ষুহীন, আমার চোকে যেন ফুটে ওঠে । এই গাছের তলায় যেন কিসের একটা আলো দেখতে পাই, তাই এ গাছ-তলাটা আমার বড় ভাল লাগে । ঘুম থেকে উঠেই বাঁশরীকে বলি, আমায় হাত ধরে

সেই গাছের তলায় নিয়ে চল । কিশোর !
তুমি বন ভালবাস ? বাঁশরী বলে, গাছের
পীতাম্বর ভেতর দিয়ে যখন চাঁদের আলো
উঁকি মারে সেইটুকু ওর মিষ্টি লাগে ।
গাছপাশা নড়লে শোঁ শোঁ কোরে বাতাস
বইলে ওর ভয় হয় ।

কিশোর । বাবা, বালিকার প্রাণ—অয়ে ভোরে
যায়, অতদূর যেতে পারবে কেন ? বন
আমার বড় ভাল লাগে । চাঁদের আলোর
কথা বলছিলাম বাঁশরী, বনে চাঁদের আলো
কি ভাল ? যখন রাজপ্রাসাদে থাকবো,
সুখের সাগরে গা ভাসিয়ে আনন্দের তুফান
তুলবো, ফুলের রাশির উপর শোব, তখন
চাঁদের হাসি ভাল । এখন বনে আছি,—
বনের অন্ধকারের সঙ্গে প্রাণ মিশিয়ে, বনের
পাখীর ডাকে প্রাণ বিকিয়ে, গাছ-পালাকে
আপনার কোরে, এই নির্জন রাজ্যে রাজত্ব
ক'রতে হবে । বাবা ! বন আমি বড়
ভালবাসি ।

পরমা । কিশোর ! একটা কথা জিজ্ঞাসা করো,
সত্যি বলবি ? আমি বাপ, তোরা ছুটি ছাড়া
এ সংসারে আমার আর কেউ নেই !
আমার সঙ্গে প্রতারণা করিসনি । হ্যাঁরে,
তোরা বন ভাল লাগে কেন ? বন ভাল লাগে
ছুটো অবস্থায় ! যখন সংসারের সুখ, তৃপ্তি
কামনা, লালসা, আকাঙ্ক্ষা মিটে আসে,
এ সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ ওঠাবার দিন কতক
পূর্বে বন বড় আদরের জিনিস হয়, সেই
অবস্থায় লোক এইখানে আসে । আর কার
ভাল লাগে জানিস, যার প্রাণ পুড়ে গেছে,
মকুভূমি হ'য়ে গেছে, ইহ জগতের সুখ
ছঃখুর পাট ঘুচে গেছে, যে ভালবাসায় দাগা

পেয়েছে, যে ভালবাসার ধনকে হারিয়েছে,
যার পূর্বের সুখ আর ফিরে পাবার আশা
নেই, তার বন ভাল লাগে । সত্যি বল ?
তুই কাউকে ভাল বেসেছিস ? আমি পিতা
পরমেশ্বরের মতন, আমার কাছে লুকোন্নি ।
চুপ ক'রে রইলি যে ? বুঝিছি । তা দেখ,
যদি কাউকে ভালবেসে থাকিস, ভালবার
চেষ্টা কর, আমি অনেক দেখে গুনে, তবে
বলছি । ভালবাসাটা কি জানিস, সোণার
স্বপ্ন, ঘুম ভাঙলেই ফুরিয়ে গেল, তার পর
কান্না,—ভালবাসা ভাল নয় ।

কিশোর । হ্যাঁ বাবা ! ভালবাসা ভাল নয়, এ কথা
ত আমায় কেউ শেখায়নি ! আমার বোধ
হয়, ভালবাসা বড় মিষ্টি, বনের ফুলের চেয়ে
মিষ্টি, বরণার জলের চেয়ে মিষ্টি, চাঁদের
আলোর চেয়ে মিষ্টি, পাখীর ডাকের চেয়ে
মিষ্টি, বনের অন্ধকারের চেয়ে মিষ্টি । যার
প্রাণে ভালবাসা নেই, সে প্রাণ তো শ্মশান ।
পরমা । হারে অবোধ বালক ! সর্বনাশ ক'রেছ ?
ভালবাসা মিষ্টি বটে বাবা, কিন্তু আমরা
ভালবালুতে জানিনি, ভালবাসায় মোহ এনে
ফেলি ; তাই, শেষে ভালবাসা কষ্টের জিনিস
হয় । চল, ঘরে চল । তোরা সব কথা শুন্বো,
তুই আমায় ভারি ভাবিয়ে দিলি । আয়
বাঁশরী !

[বাঁশরী ও পরমানন্দের প্রস্থান ।

কিশোর । পিতা পরমেশ্বর, তুমি জিজ্ঞাসা করলে,
আমি মিছে কথা কইতে পারলুম না ।
সত্যিই আমি ভালবেসেছি । আমার প্রাণ
এখন পরের প্রাণে গিয়ে মিশেছে । নির্মল
বনকুসুম—নির্মল ! নির্মল স্থির চপলা—
নির্মল ! নির্মল নিষ্কলচাঁদ—নির্মল !

আমি তাকে ভালবাসি ! ভালবাসলে সব
ছাড়তে ইচ্ছা করে, ত' জান্তুম না ! ভাল
বাসলে সর্বত্যাগী হ'তে হয়, এখন বুঝছি !
নির্মলা ! নির্মলা ! আমি ভাল বেসেছি !
কে জানে পরিণাম কি ? কে জানে কোন্
পথে গিয়ে পড়বো ।

[প্রস্থান ।

(সাজীহন্তে বস্ত্রবালাগণের প্রবেশ ও গীত ।)

তাড়ালো অলি, যেন না বসে ফুলে ।
আড়াল থেকে, আঁচল ঢেকে, শুন্বা কেঁদে সে দ্বি বলে ।
বাধা বুঝবো তবে তার,
ছাই দিয়ে সে মানের মুখে (যদি) আসে লো আবার,
(নইলে) ছার পিরীতে ঢেলে দেলো খার ;
বাধার বাধী না হ'লে সই, ম'জবো না ত' ওর ছলে ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গভীক ।



পাঠশালা ।

(যণ্ড ও কুয়াণ্ডের প্রবেশ)

যণ্ড । বলি তোর আঁকলটা কি ?
কুয়াণ্ড । বেয়াঁকলটা কিসে দেখলে ?
যণ্ড । এই পাঠশালার ভেতর গাঁজা টান্ছিন্ ?
তোর বাপার কি ?
কু । একটু তাজা হয়ে নিচ্ছি, আর কি ।
যণ্ড । যদি বাবা এসে পড়ে, ছেলেদের পড়তে
আসবার সময় হ'য়েছে ।
কু । তা আমিই কোন্ অসময়ে গাঁজা টান্ছি ।
যণ্ড । বাবা এসে মেঝে হাড় গুঁড়ো করে দেবে ।
কু । না হয় হাড়গোড় ভাঙা 'দ' হয়ে থাকবো ।
যণ্ড । তুই গাঁজাপোর হ'য়ে একেবারে উচ্ছন্ন
গেছিস্ ।

কু । আর তুমি লম্পট-চুড়ামণি কি না, বেশ
মান্সা আছ ।
যণ্ড । দেখ, আমার মৎলব শোন, আমি তোর দাদা,
আমার কথা ঠেলতে নেই ; গাঁজা ছেড়ে দে ।
কু । রাজী আছি, তুমি লোচ্চামো ছেড়ে দাও ।
যণ্ড । কথা কাটাবি বইত নয় । লোচ্চামি তুই
যত পারিস্ কর, তাতে দোষ নাই ।
কু । কি জান দাদা ! যে যেমন বর্কর, আপন
কাজেতে তৎপর ; তুমি লোচ্চা, তুমি মনে
কর লোচ্চামিতে দোষ নাই, আমি গাঁজা-
খোর, আমি জানি গাঁজার পাপড়ী নন্দম-
কাননের ফুল ।

যশ। ওরে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র লম্পট ছিলেন ।

কু। দাদা, দেবাদিদেব মহাদেব গাঁজাখোর ছিলেন ।

যশ। গাঁজা খাওয়ার কত দোষ জানিস ? চব্বিশ ঘণ্টা ভেঁট হ'য়ে থাকতে হয় যেন হুনিয়ার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, যক্ষাকার্ষ ব্যাগরাম জন্মায়, কাঁচা উষোর থাকতে থাকতে শিংগে ফুকত হয়, আর চক্ষু ছুটি যেন ধূতুরার ফুল, সদাই ঢুলু ঢুলু ক'ব্ধে ; ভরসা ক'রে সংসারের ছ একখানা ভাল মন্দ জিনিষ দেখবার যো নেই । আর বাবা লোচ্চামো কর, প্রাণকে কুটোর মতন ভাসিয়ে দাও, কোন জঞ্জাল নেই ।

কু। যা বলো, আপনা আপনি মোহিত হয়ে আছি ? লোচ্চামোর সুখ যত, তা আমার জানা আছে । কোথায় কোন গৃহস্থের ফুট-ফুটে মেয়ে দেখলুম, অমনি ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের ভাব মনে উদয় হলো, তিনি গোপালনাকুল মজিয়ে ছিলেন, আমিই বা এ গৃহস্থের কুল উদ্ধার করি না কেন ? তাকে তাকে ঘুরতে শুরু করলুম, ইচ্ছা করে, প্রাণের ভেতর আগুন জ্বাল্লেম ! রাত্রে ঘুম নেই, দিনে খাওয়া নেই, বোসে টাড়িয়ে সুখ নেই, কতক্ষণে সে অবলার জাত কুলটি খাব । তারপর, হয়ত তার বাপ, মা, টের পেয়ে তোফা কোরে একদিন গোড়ে দিলে,—ঘন্টা ঠাণ্ডা ; বছর খানেক বিছানায় পোড়ে পাটার কং খাও । কাজ কি বাবা, আমার অত হাঙ্গামে,—ঘণ্টা ছুই তিন ঘোঁরে টিপ্তোয়ের করলুম, কন্ধের চড়া-লেম, চক্ষু বুজে—বোঁ বোঁ টান্, মুখ দিয়ে ঘোঁয়া ছাড়বোনা বাবা, গিলে ফেলবো,

তারপর আর কি, একেবারে কৈলাস পর্বত চল । বোঝো বাবা প্রাণ দিয়ে বোঝো কুবের যার ভাগ্যরী, যার কিছুই অভা নেই, যে রাজার রাজা, ইন্দ্রচন্দ্র বায়ু বর যার তাঁবে, সেই লোক, হাতে গাঁজার কব্ধে রুদ্রাক্ষের মালা ঝাঁটা, বাঘছাল ভরসা ধূতরা ফুল আহার, কতকগুলো সাপ আছুতের দল নিয়ে মজলুল হ'য়ে বসে রয়েছে খালি গাঁজার ধোঁয়ার জোরে, এটুকু বুঝো ব্যাপারটা কি সোজা ঠাওরাও নাকি ?

যশ। ওরে মুখ্যা, আমি বুঝবো কি ; তুই বোঝো গাঁজার ধোঁয়ার জোরে সব ছেড়ে ছেলেন ত নিজের শক্তিটিকে ত' ছাড়তে পারেন নি যে যত বড় লোক হওনা কেন বাবা ! যা মেয়ে মানুষ নেই তাকে আমি বিশ্বাস করিনি ।

কু। তোমার বিশ্বাসের মুখে ছাই, তোমার বিশ্বাস নিয়ে ধুয়ে খাও ।

যশ। আহা হা, কি মজা ! কি মজা ! পালবে পাল গোপিনী এসে পায়ে লুটিয়ে পড়বে যেটাকে ইচ্ছে বুকে তুলে নিলুম । তারপর বসন চুরির ব্যাপারটা কি মজাদার ! পালবে পাল ছুঁড়ীর কাপড় নিয়ে গাছে উঠলুম মিহিসুরে বাঁশীটা বাজালুম, আবার বাপ ক'রে কাপড়গুলি ফেলে দিলুম, বসন এক পালা প্রেমের যাত্রা বেশ হ'য়ে গেল ।

কু। মেয়েমানুষের সঙ্গে পিরিত ত সোজায় হয় ন দাদা, লোচ্চামো বড় শক্ত জিনিষ, অড়ো ডাল আর পটল ভাগার বন্দোবস্ত করে তবে একাজে নাবতে হয় ।

যশ। দেখ তোমার এই গাঁজাখুরী বুদ্ধির দোষে এক দিন ভারি প্যাচে প'ড়বি ।

কু। বেয়াদবী মাপ কর দাদা, তোমার লোচ্চামির
সরলতায় একদিন প্রাণে মারা যাবে।

যণ্ড। বলি এখন এ পাঠশালা হ'তে বিদেয় হবি ?

কু। আমার হাতে গাঁজার ককে আছে ব'লে
আমার এখানে থাকতে দোষ, আর তুমি
প্রাণের ভিতর পাপের বোঝা নিয়ে বেড়াচ্ছ,
তুমি এখানে থাকলে বাবারকিছু ব'লবে না
বুঝিছি দাদা, ছুনিয়ায় ভণ্ডামির আবরণ
না প'রলে জয়-জয়কার নেই।

যণ্ড। আচ্ছা, এতটা বেলা হ'য়ে গেল, বাবা
বেটা এখনও কি ক'চ্ছে ?

কু। আজডায় জ'মে আছেন বোধ হয়, এই
আসেন আর কি—দিকি তেলক টেলক কেটে
হরিনামের ছাবা এ'টে বৈষ্ণব চুড়ামণি
নিকুঞ্জ-কানন থেকে এসে পড়েন আর কি ?

যণ্ড। বাবা বেটা মজায় আছে বাবা! আচ্ছা
ও মাগীটাকে জোটালে কোথেকে।
কাটালেও ত কম দিন না, পাঁচ পাঁচ বৎসর
হতে চালা।

কু। এই যে বছর মা মারা গেছেন আর কি !
শুন্তে পাই, ও বেটা এক গৃহস্থের মেয়ে,
ওর ভাতার বেটা ভারি মাতাল ছিল, এক
দিন গর্ভাবস্থায় এমনি লাথি মেরে ছিল যে,
মাগীর গর্ভপাত হয়; এই রকম অনেক
জালা মন্ত্রণা পেয়ে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু
যাই বল দাদা, বেটা লোক ভাল। মা, মা,
ক'রে গিয়ে পড়া যায়, খোরা খোরা ভাত
মেরে আসা যায়, আর টাকাটা সিকেটা
চাইলেই পাওয়া যায়।

যণ্ড। গুণধর পিতাঠাকুর দ্বিতীয় পক্ষের সংসার
চুটিয়ে কচ্ছেন।

কু। যতই মাথামাথি হোক দাদা, ও জাত এমন

নয়, ফস্ ক'রে একদিন কপূর হ'য়ে উপে
যাবে।

যণ্ড। আহা! গাঁজাখোরের প্রাণ কিনা!
মেয়েমানুষ জাত কত মোলায়েম জিনিষ তা
জানিস, ওঁদের অমন কোরে অবিশ্বাস
ক'রতে নেই।

কু। দাদা তোমার লোচ্চামোর প্রাণটুকু
নিয়ে তুমি ধুয়ে খাও।

যণ্ড। তুই যে কথার চটপট জবাব করিস
দেখি, দাদা ব'লে মানিসনে ?

কু। হলেই বা তুমি দাদা, যে দাদা বলে
মেয়েমানুষ মোলায়েম জাত, তার মতন
- মুখ্যর সঙ্গে আমি কথাই কইনি।

যণ্ড। তোর গাঁজাখোরের নিকুচি ক'রেছে।

কু। তোর লোচ্চার নিকুচি ক'রেছে।

(উভয়ের গীত ।)

যণ্ড।—ছে'কে খাওয়া গাঁজার ধোয়া, পাকা গাঁজাখোর।

(তুই পাকা গাঁজাখোর)

গাঁজাখুরি বুদ্ধিটুকু তার এত গুমোর ।

কু।—লোচ্চা হ'য়ে সরম খেয়ে, কে গো তুমি এলে ধোয়ে,
কার চালেতে কোন্ গাছেতে ব'স মন-চোর ।

যণ্ড।—কল্কে কুঁকে, নেশায় বুঁকে, হাত ছথানি রেখে বুক,
ঝুপসী হ'য়ে থাকিস শুয়ে, কাটেনাক' ঘোর ।

কু।—দেখলে ছুঁড়ী আর কি কর, তেড়ে গিয়ে আঁচল ধর,
লাটু হ'য়ে ঘুমে মর, ভাবে থাক ভোর ।

যণ্ড।—গাঁজাখোরের মুখে ছাই,

কু।—লোচ্চা যে তার মাথা খাই,

উভয়ে।—বুঝবো এয়ার কার কত গুণ, কিসের এত জোর ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(সদানন্দ উপাধ্যায়ের প্রবেশ ।)

সদা। “হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ কলৈ
নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা ।” না
ছেলেগুলো জালালে! এত বেলা হলো এক

বেটার ছেলের দেখা নেই, বেটারা সব লেখা পড়া-শিখবেন ! ওরে ব্যাটারা ! পাততাড়ি বগলে ক'রে পাঠশালায় এলেই বিদ্যা হয় না, তা যদি হ'তো, তা হ'লে এমন পণ্ডিতের ছই হেলের নাম যও আর কুশাও রাখতুম না । আহা ! আমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ । ভাগ্যগুণে জীবিসোণের পর লক্ষ্মীটীও জুটে-ছেন বেশ ; ছেলে দুটীও বংশ উজ্জ্বল ক'রে-ছেন, আর মণি কাঞ্চনেও গৃহ পূর্ণ । ঠাকুর ! আর কেন, যথেষ্ট হ'য়েছে । তাইতো, পিতা ঠাকুরের আবার সাপ্তাহিক শ্রাদ্ধটাও এগিয়ে আনছে, সংসারধর্ম্য কত্তে হলে, এগুলোও ত চাই । নেহাৎ মণিকাঞ্চনের সঙ্গে সম্বন্ধ ওঠালে চলে কই ? দেখা যাক, ছেলে গুলোর ওপর দিয়ে কত দূর আদায় করা যায় ।

(বালকগণের প্রবেশ)

সদা । হ্যারে নিধে ! তুই ব্যাটা ঠাউরেছিস্ কি বল্ ত' ? আজ বেতের চোটে সব ব্যাটার গা দাকড়া দাকড়া কর্ণো, এই কি পাঠশালা আসবার সময় ? এগিয়ে আয় বেটা, এগিয়ে আয়, বেটারা আমার লেখা পড়া শিখতে এসেছেন ।

১ম বা । গুরুমশাই ! আজ তোমার তামাক আনতে দোকানে গেছলুম । তখন ভোর বেলা কিনা, দোকান খোলেনি, তাই নিয়ে আনতে দেবী হ'য়েছে ।

সদা । কহু, দে—তামাক দে ।

২ম বা । এই বে, (তামাক প্রদান) ।

সদা । নিধে ! কতটা তামাক রে ?

১ম বা । আজ্ঞে গুরুমশাই, এক পো ।

সদা । বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক, আজ আমি তোমার ওপর ভারি খুসি হ'য়েছি । হরে ! তোমার ব্যাপারটা কি বল্ ত ? রোজ রোজ ত্রাকাম পেয়েছ—না ? আজ তো ব্যাটাকে মেরে হাড় গুঁড়ো কর্ণো । কাছে আয় ব্যাটা কাছে আয় । ২য় বা । গুরুমশাই ! আজ তোরে উঠেই দেখি, আমাদের মরের সামনে দিয়ে একটা জেলে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে আমাদের পুকুর থেকে এই কইমাছ ধ'রে এনেছি । তাই আনতে দেবী হ'য়েছে ।

সদা । বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক, আহা ! তোরা আমার ছেলের তুল্য । আর বাবা, এ বয়সে তোদের ঠেঁয়ে যদি না নেবো, তো নোবো কাদের ঠেঁয়ে । (অপর বালক-গণের প্রতি) তো ব্যাটারা, কে কি এনে-ছিস্ রে ?

৩য় বা । আজ্ঞে গুরুমশাই ! আমি চাটি তরি তরকারি এনেছি ।

৪র্থ বা । আমাদের বাগানের দোফলা গাছের ছুটো আঁব এনেছি ।

সদা । দেখ্ আমি আজ তোদের উপর ভারি খুসি হ'য়েছি । মোট কথা বাবা, দেবীই কর, আর পড়া মুখস্থ নাই কর, পাঠশালা আসবার সময় কেউ শূহ হাতে এসোনা । হ্যারে, জটলে ব্যাটার খপর কি বল্ ত ? সে ব্যাটা কি ধরা সরা দেখেছে নাকি ? এখনও পাঠশালা আসবার নাম নেই ।

১ম বা । আজ্ঞে গুরুমশাই, আমরা পাঠশালা আসবার সময় কত ডাকলুম, সে এলো না, বল্লে, আমি এখন খেলা ক'রব ।

সদা । আজ আমুক ব্যাটা, তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠিয়ে ছাড়ব ।

বা-গণ । (জনান্তিক) ও ভাই ! কেমন মজা
হ'য়েছে ? যেমন আমাদের কথা শুন্লে না,
পাজী আজ তেমনি জক হবে ।

বা গণ । বেশ হ'য়েছে, বেশ হ'য়েছে, যেমন কর্ম
তেমনি ফল ।

সদা । ঐ যে ব্যাটা নবাব পুত্র আসছেন ।
ব্যাটার মরবার পাখনা উঠেছে ।

(জটিলের প্রবেশ)

ওখানে দাঁড়াতে হবে না, ওখানে দাঁড়াতে
হবে না, এগিয়ে আয়, এগিয়ে আয়, এ বেত
গাছা আজ তোর গায়ে ভাংবো ।

জটিল । না গুরুমশাই তোমার পায়ে পড়ি, আমায়
মেরোনা, আমার কোন দোষ নাই । এরা
আমায় ফেলে চ'লে এল, আমার একলা
আসতে ভয় হয় ব'লে মাকে ডাকলুম, মা
ব'লে দিলে, বনের মাঝে ভয় পেলে মধু-
সুদন দাদাকে ডাকিন্, তিনি এসে দাঁড়া-
বেন । বাঁশ-বনের কাছে এসে আমার বড়
ভয় হ'ল, মধুসুদন দাদা, মধুসুদন দাদা ব'লে
ডাকতে তিনি এলেন, আর পাঠশালার
কাছে আমায় সঙ্গে করে রেখে গেলেন ।
আমি পথে কোথাও খেলা করিনি গুরু-
মশাই ।

সদা । আচ্ছা, আজকের মতন মাপ করুম ।
এখন কি এনেছিন্ দে ।

জটিল । গুরুমশাই ! আমি বড় ভুখী, কোথায়
কি পাব ?

সদা । তবে রে ছুঁচো হারামজাদা ! (বেত প্রহার)

জটিল । না গুরুমশাই । আমায় মেরোনা, আমি
মরে যাব গুরুমশাই । আমি ছবেলা ভাল
ক'রে খেতে পাইনি, আমার গায়ে কিছু
জোর নেই ।

সদা । তোর জোর নেই, তা আমার কি ? বেট
আমার সুধু হাতে পাঠশালে এসেছেন ।

২য় বা । গুরুমশাই ! ওদের চাল চল বোঁ কুমড়ে
ফলে । ও মনে কল্লিই আন্তে পারে ।

সদা । বটে ! দেখ জটিলে, যদি বাঁচতে চাস্ তে
কাল পাঠশালে আসবার সময়, বাপের সুপ
তুর হ'য়ে—ছটি কুমড়ে নিয়ে আসবে
ভাল কথায় বলি বাপধন, আর যদি সু
হাতে এস, টুটীটি টিপে পুকুর-পাড়ে নি
গিয়ে, ঘাড়টী পাকের ভেতর, আর পা ছ
ওপোরে কোরে পুঁতে ফেলবো ।

জটিল । না গুরুমশাই আমায় মেরোনা
আমি কাল নিয়ে আসবো ।

সদা । আচ্ছা ! সবাইকে বলি শোন, আমা
বাপের শ্রদ্ধ আসছে, চাল, ডাল, ছুন, তেল
ময়দা, ঘি, ক্ষীর, দই, সন্দেশ, যা চাই, আ
এক একজনের ওপর ভার দোবো, ঠিক
সময়ে নিয়ে এসে হাজির কর্তে হবে । জট
বুঝছিন্ কি ? ভুখী, গরিব, খেতে পাইনি
ও সব কথা শুন্বো না । যদি গায়ের ছা
বজায় রাখতে চাও, ত' এই বেলা থেকে স
জোগাড় কর্তে শুরু ক'রে দাও ।

জটিল ব্যতীত বালকগণ ।—যে আ
গুরুমশাই ।

সদা । জটিলে ! তুই কথা কচ্ছিসনি যে ?

জটিল । আজ গুরুমশাই, মাকে বোলবো ।

সদা । মাকে বলা বলি বুঝনি, যেমন ক'রে
পার, হাজির কর্তে হবে । যা, আজ স
তোদের ছুটি দিলুম । আজ আমি তোদের
উপর ভারি খুসী হ'য়েছি । কীলী যেন পু
মুখস্থ সব ঠিক থাকে, আজকের পড়া আ
কাল নেবো ।

বা গণ । যে আন্তে গুরুমশাই ।

সদা । যা, তোরা যা, আমি খেতে দেতে চলুম ।

(বালকগণের গীত ।)

পড়া হ'ল ঘরে চল পাততাড়ী বগলে তোল ।

বেতের ভয়ে অড়সড়, আর কেন ভাই--সিঁইলো গোল ।

গুরুমারা বিদ্যো জানি, চোক রাঙানি আর কি মানি,

যেমন রোজা তেমনি রুগী হরি হরি হরি বোল ।

[সকলের প্রস্থান ।]

পঞ্চম গভাক্ষ ।

—শান্তি—

পাতকো-তলা ।

(টিয়াপাখী হস্তে নির্মলার প্রবেশ ।)

নির্মলা । আচ্ছা বল দেখি পাখি ! তুই সুখী
কি আমি সুখী ? চোকটা বুজে থাকিস্,
পড়ালে পড়িস্, ছলে ছলে শিস্ দিস্ ?
কেন এমন হ'য়ে যাচ্চিস্ ! তুই ব'লবি,
আমি বনের ডিনিস, বনে বনে উড়ে
বেড়াবুম, বনের ফল খেতুম, গাছের
পাতা খেতুম, আমার সে স্বাধীন স্মৃতিটুকু
কেড়ে নিলে কেন ? আমার ধল্লী কেন ?
তোকে না হয় ধরইছি, অবত্ৰ ত' করিনি,
তোর মুখে চুমো খাই, গায়ে হাত বুনিয়ে
দিই, নিজের মুখের খাবার খাওয়াই, তবু
তুই সুখী নোস্ ! তোর পায়ে শেকল দিইছি,
এইটুকু কেমন— ? আর তোর কিসের
জালা ? আমার জালা শুন্বি ? আমি কে
ছিলুম জানিস্ ? কি হ'য়েছি জানিস্ ? আ
মরণ ! চোকটাই চা । একটু শিস্ দিতে
বুঝি ঠোঁটে আগুন লেগে গেছে । আচ্ছা,
ও কথা যাক । বল দিকি পাখী, এখন আমি

কি করি ? এমনি ক'রেই কি ঘোঁষনটা
কাটিয়ে দেব ? দেখ্, একটা লোক পেয়েছি,
সে আমি কে, তা জানে না, কিন্তু আমায়
খুব ভালবাসে । সাত রাজার ধন মানিকের
চেয়েও ভালবাসে, তোব ভয় নেই তোকে
ফেলোঁ যাব না । আ মরণ ! আবার মুখপোড়া
মিলে আসছে ।

(মদানন্দের প্রবেশ ।)

সদা । হাঁরে নিমি ! যখন তখন এখানে আসিস্
কেন বলত' ? কি, ঠাট্টাওরেছিস্ কি ?

নির্মলা । আ মরণ আর কি ! বতো বুড়ো
হ'ছেন, বায়ান্নুরে ধ'রছে, আমার নাগর
এখানে বাসর সাজিয়ে বসে থাকে কিনা,
তাই যখন তখন এখানে আসি । টিয়ে পাখি-
টাকে নাওয়াতে এয়েছি, আর তোমার মাথা-
মুণ্ড কর্কোঁ কি ?

সদা । আকামো পেয়েছ, পাতকোতলায় মুখ গুঁজড়ে
ধ'রবো জান ? ক'দিন ধ'রে মন উড়

উড়ু দেখছি, গেরস্থালি কাজ ভুলে
যাওয়া হয়, আঁচাবার এক ঘটা জল
পর্যন্ত ঠিক পাইনি। আশি কিছু
বুঝিনি? এবার যে দিন দেখবো পান
থেকে চুন খোসেছে, সে দিন খুন ক'রে
ফেলবো।

নির্মলা।—ঘরের মাগ পেয়েছ না কি! অতটা
বাদবাদি ক'চ্ছে কেন? আমার যদি
না পোষায়।

সদা।—তোমার বাবার পোষাবে, হারামজাদি,
কত বড় মুখ তত বড় কথা। দেখি!
আজ তোকে কে রক্ষা করে।

নির্মলা।—বেশী বাড়াবাড়ি করোনা, কেন
একটা কেলঙ্কারী ক'রছো? এতটা হ'চ্ছে
কেন? করা হ'য়েছে কি? সেই যে কথায়
বলে না—“যার জন্তে চুরি করি, সেই বলে
চোর!” মিসের জন্তে যত ক'রে মরি,
সুখাত তো নেই।

সদা।—ও সব ছেনালির কথা রেখে দে।
আমি কচি ছেলে কি না? তুলোয়
কোরে ছুধ খাই, যেমন বোঝাবে তেমনি
বুঝে যাব। ক'দিন ধ'রে একটা ছোঁড়ার
সঙ্গে এইখানে দাঁড়িয়ে কি ফিসির ফিসির
হ'চ্ছে? আমি জ্বাকা, এখন আর ভাল
লাগবে কেন? অসময়ে আশ্রয় দিইছি,
খাইয়েছি, পরিয়েছি, কাপড় দিয়েছি,
টাকাটা সিকেটা, হাত খরচার জন্তে
বরাবর জুগিয়েছি, সময় ফিরিয়ে দিইছি
কি না? এখন আর এ বুড়োকে ভাল
লাগবে কেন? এখন ছোঁড়া চাই।

নির্মলা।—তাই যদি হয়, তুমিত বল, তুমি
আমায় ভালবাস, আমি যাতে সুখী হই,

[৩] নিঃ

তাতে রিষ আন কেন? তুমি নিজের
হুখ চাও না? কই, একটা বুড়ীকে
এনে দি, ঘর কর দেখি?

সদা।—অবাক করলি যে রে নিমি! এ সব কথা

কি? বলি, মনের কথাটা কি তাড়ুনিধি?

নির্মলা।—কথা আর কি, দিন কতক একটু
সুখী হবো, তাই সাধ হ'য়েছে।

সদা।—তাই সে ছোঁড়ার সঙ্গে নিরিবিলি পিরিত
স্বরু করেছ, না? খপরদার বেটা,
এখনও বলছি, মুখ সামলে কথা ক'
নইলে চুলের মুটা ধ'রবো।

নির্মলা।—চুলের মুটা ধ'রে কাজ কি? তুমি
মাথার সমস্ত চুল মুড়িয়ে দিয়ে, ঝোল
ঢেলে আমায় এইখান থেকে বিদায় ক'রে
দাও, তাতেও আমার হুখ নেই।

সদা।—তবে এখান থেকে সরে প'ড়বে, এ
মৎলব এঁটেছ দেখছি।

নির্মলা।—এইরূপ বোধ হয়।

সদা।—তবে রে হারামজাদী! (চুলের মুটা ধারণ)

নির্মলা।—ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, লাগে—লাগে।

সদা।—বল, যাবি কি না?

নির্মলা।—না, যাব না, ছেড়ে দাও।

সদা।—চ', ঘরে চ'।

নির্মলা।—পাখীটাকে এখনও নাওয়ান' হয়নি,
নাইয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

সদা।—আচ্ছা, তবে শিগুগির আয়, আমি
চলুম। বাপের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ আসছে,
পরামর্শ কোরে একটা ফর্দ তৈয়ার
করতে হবে। যদি দেবী হয় তোকেটে
ফেলবো।

[সদানন্দের প্রস্থান]

নির্মলা।—কিরে পাখি! এখন তো চোক
চেয়েচিস্ দেখছি। বুঝছি, আমার
চুলের মুটি ধোরে মাগে দেখে তোর
হুঃখ হ'য়েছে, না? ঐ যে তোর চোখের
কোণে এক ফোঁটা জলও দেখা দিয়েছে।
হায় রে! বনের পাখী মানুষের জন্তে
কঁাদে, মানুষ মানুষের জন্তে কঁাদে না!
তুই কাদিস্ নি, আমি শিগ্গিরই তোর
মতন বনের পাখী হোয়ে উড়ে উড়ে
বেড়াবো, আর বাঁধা থাকবো না।

(কিশোরের প্রবেশ।)

কিশোর।—আমায় আসতে ব'লেছিলে, এসেছি,
এখন কি কর্তে চাও বল?

নির্মলা।—তুমি তো জ্বালাত ওপর আচ্ছা জ্বালা
বাড়িয়েছ? আমি তোমায় ছাড়তেও
পারিনি, তোমার সঙ্গে কথা না ক'য়েও
থাকতে পারিনি।

কিশোর।—দেখ, আমি তোমায় ভালবাসি,
তুমি যেমন তোমার হাতের পাখীটাকে
ভালবাস, আমিও তোমায় তেমনি ভাল-
বাসি। পাখীটা যেমন তোমার বুকের
ধন, তুমিও আমার তাই। তুমিও যেমন
ওকে কাছ ছাড়া কতে চাওনা, আমিও
তোমায় চখের আড় কতে চাইনি। তুমি
আশা দিয়েছ, তাই এতটা হ'য়েছে। যদি
ফিরিয়ে দিতে, তাহ'লে এতটা হতো না।

নির্মলা।—আচ্ছা, আমায় নিয়ে কি ক'র্কো?

কিশোর।—তুমি যা হ'তে চাও, তোমায় তাই
ক'র্কো। আর পিছনে ফিরিও না, আর
ব্যথা দিও না আর আশায় রেখো না।

নির্মলা।—আমায় কোথায় নিয়ে যাবে?

কিশোর।—যেখানে তুমি যেতে চাও।

নির্মলা।—আমায় কি থাওয়াবে?

কিশোর।—আমার বুড়ো বাপকে যা থাওয়াই,
তাই থাওয়াবো। না কুলোয়, আমার
মুখের খাবার থাওয়াবো। আর কি
জিজ্ঞেস কর্তে চাও, বল।

নির্মলা।—না, আর কিছু জিজ্ঞেস ক'রবার
নেই।

কিশোর।—এখন তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস
করি। তুমি কে? রোজই বল, কাল
বলবো; আজ তোমায় বলতে হবে,
তুমি কে?

নির্মলা।—কাল তুমি এনো, তোমার সঙ্গে যাব।
কাল তোমায় সব কথা বলবো। তবে
এইটুকু বলে রাখি, আমি একজন অবলা,
আমায় এখানে জোর কোরে ধ'রে
রেখেছে।

কিশোর।—তোমাকে জোর কোরে ধোরে
রেখেছে? আমার সঙ্গে ছল ক'রছো না?

নির্মলা।—ছি! তোমার সঙ্গে কি ছল কর্তে
পারি।

কিশোর।—আর একটা কথা, তুমি আমায়
ভালবাস।

নির্মলা।—বাসি বই কি, তা নইলে আর এতটা
হয়।

কিশোর।—যদি তুমি আমায় যথার্থ ভালবাস,
তাহ'লে এ পৃথিবী আমার স্বর্গ, এ কানন
আমার নন্দন-কানন, আমার জন্ম স্থল
জন্ম। তুমি দেখো, তোমায় আমি স্মৃতি
কর্কো, তুমি কঁাদলে আমি কঁাদবো,
তুমি হাসলে আমি হাসবো, তুমি মরতে

বলে, আমি মরবো। তোমার স্বপ্ন-
রাজ্যের রাণী ক'রে রাখবো। যত ভাল-
বাসা চাও, দেব। এত সুখী তোমার
কেউ কর্তে পারেন না, আর যদি ছল হয়,
কি করবো, মজেছি তার আর উপায়
কি? পায়ে ঠেললেও পায়ে প'ড়ে থাকতে
হবে, মুখ ফেরালেও মুখ দেখতে ছুটে
আসতে হবে। তুমি জান, তোমার
হাসিমুখ আমার জীবন।

নির্মলা।—আমি তোমার জন্ত এতটা কর্তে
পারবো কি? কি বোধ হয়? দেখা যাক,
কোথাকার জল কোথায় গিয়ে পড়ে।

কিশোর।—তবে আমি চলুম, কাল কখন
আসবো?

নির্মলা।—ঠিক কাল সন্ধ্যার সময় এস, যা হয়
করো।

[কিশোরের প্রস্থান।

নির্মলা।—হ্যাঁ রে পাখী! কি হবে বল দেখি?
এখানে থাকবি, না, এখান থেকে যাবি?
কোন পথ নিই, বল দিকি? চল, আজ
রাত্রে একটু শুয়ে শুয়ে ভাববো, তারপর
কাল যা হয় করো।

[নির্মলার প্রস্থান।

(কলসীকক্ষে বামাদলের প্রবেশ ও গীত।)

কিরেছি জল, চল ঘরে চল, ঘোমটা টেনে দে রে।

ওলো কুলের বালা ঘ'টবে আলা,

করে দেখবে উ'কি মেরে।

সোনাপানা বদন হেন, চুরি ক'রে দেখবে কেন,

নারীর মানের আদর বুকে, আপন কদর হাতে নেবে।

বেলা গেল চলো কিরে,

সাজের আঁলা আসছে ধীরে,

বোঝা ভারি, বইতে নারি, গেলো যে লো কাঁকাল ভেঁরে।



দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

বনমধ্যে পথ ।

(জটীল, জটীলের মাতা ও হ'রের মা ।)

জটীল-মা ।—কৈ বাবা, কোথায় তোর মধুসূদন দাদা ?

জটীল ।—এইখানটিতে মা, এইখানটিতে এসে রোজ আমি মধুসূদন দাদা বলে ডাকি, তিনি এসে দেখা দেন ।

জটী-মা ।—কৈ বাবা, একবার ডাক দেখি ।

জটীল ।—মধুসূদন দাদা, মধুসূদন দাদা ! আমি মাকে তোমায় দেখাব' বোলে ডেকে নিয়ে এসেছি, মধুসূদন দাদা, মধুসূদন দাদা ! একবার এসে দেখা দাও, মা তোমায় কি জিজ্ঞাসা করি ।

হরের মা ।—কই লো তোর ছেলের মধুসূদন দাদা এলো না, তোরও যেমন পোড়া কপাল, আমারও তেমনি পোড়া কপাল, এই পুঁটকে ছেলের কথায় বিশ্বাস ক'রে মধুসূদন দেখতে এসেছি । বোলতে কি বাছা, তোর ছেলের মাথা খারাপ হোয়ে গেছে, নাওয়াবার সময় মাথায় ভাল

ক'রে একটু তেল টেল মাখাস ।

জটী মা ।—ও কেমন কথা গা তোমার, শত্রুরের ছেলের মাথা খারাপ হোক ।

হরের মা ।—তা রাগ করিস্ কেন লা ? তোর ছেলের মাথা যদিও না খারাপ হোয়ে থাকে, তোর চোখের দোষ জন্মেছে । আমি একবার জগন্নাথক্ষেত্রে গেছলুম, পাণ্ডুরা আমার মন্দিরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বোলে, এই জগন্নাথ, এই বলরাম, এই সুভদ্রা । আমি বাছা কিছুই দেখতে পেলাম না, কেবল ধোঁয়া দেখতে লাগলুম । হ'হাতে খুব চোখ রোগুড় ভাল ক'রে চাইলুম, সেবার আমার চালের লাউশাক দেখতে লাগলুম । তাই বলছি, তোরও চোখের দোষ জন্মেছে, আমারও চোখের দোষ জন্মেছে ।

জটী মা ।—চোখের দোষ জন্মাবে কেন গা ? সত্যি তো আমি কচি খুকি নই । ছেলে

বোলে, মধুসূদন এসে দেখা দেয়, আমি
বুঝি মনে করুম, সত্যই বৈকুণ্ঠ থেকে
মধুসূদন এসে আমার ছেলেকে রোজ
পাঠশালে রেখে যায়। জটীল এসে
রোজ মধুসূদন দাদার গর করে, বলে,
তার চূড়া মাথায়, বাণী হাতে। আমি
জানি, বনে কে একজন ভাল লোক
বাস করে, ছোট ছেলে একলা বনে
যেতে ভয় পায়, দয়া কোরে সঙ্গে কোরে
রেখে আসে।

হরের মা।—তবে কুঁড়ে ফেলে এতটা পথ এলি
কেন ?

জটী মা।—এয়েছি কেন জান, জটীল যে পাঠ-
শালে যায়, সেই পাঠশালের গুরুমশায়ের
আস্চে শনিবারে বাপের শ্রাদ্ধ। আর
আর যে সব ছেলেরা সেখানে পড়তে
যায়, তাদের এক একজনের উপর ঘি,
ময়দা, চাল, ছুন, তেল, ক্ষীর, সন্দেশ,
এই সব আনবার বরাত দিয়েছেন, যত
দই লাগবে, জটীলকে দিতে হবে,
আমি ঙ্কে বোলেছিলুম, গুরুমশাইকে
গিয়ে বলিস্, আমরা ছবেলা পেট পুরে
খেতে পাইনে, তা এত দই কোথায়
পাব যে দোব। সে কথা শুনে জটীল
বোলে, তা হোলে গুরুমশাই মারবে।
আমি বলুম, তা তেমন তেমন যদি হয়,
তা হোলে ও পাঠশাল ছাড়িয়ে, আর

এক জায়গায় দেবো। ও কাঁদতে কাঁদতে
সে দিন পাঠশালে চোলে গেল, আমার
মনে ভারি দুঃখ হোল, মধুসূদনকে ডেকে
বলুম, “হে মধুসূদন! পেটে খোমেছিলুম
কি কাঁদাবার জন্যে ? সে দিন পোড়া
পেটে কিছু গেল না, চুপটি কোরে বোসে
ভাবছি, দেখি, জটীল পাঠশাল থেকে
ফিরে আস্ছে, একমুখ হাসি। আমি
জিজ্ঞাসা করুম, কিরে জটীল, এত হাসি
কেন ? ও বোলে মা! আর ভয় নেই,
আমার মধুসূদন দাদা বলেছেন, যত দই
লাগবে, তিনি দেবেন। আমি মনে
করুম যে, যে লোকটা দয়া ক’রে পাঠ-
শালে রোজ পৌছে দিয়ে আসে, সেই
বুঝি সব কথা শুনে সব দই দিতে রাজী
হ’য়েছে। তাই জানতে এলুম, সে
লোকটা কে, আর কথাটা সত্যি কি না ?

হরের মা।—এখন কি বুঝলি ?

জটী মা।—বুঝলুম ছাই।

জটীল।—না মা, তুমি কিছু ভেবোনা, মধুসূদন
দাদা মিছে কথা কন না, তিনি সব দই
দেবেন ব’লেছেন। তিনি বলেন, যেখানে
যত কাঙাল গরিব আছে, সকলকে তিনি
ভালবাসেন। আমার মতন ত আরো
ডের দুঃখী গরিব আছে, বোঝ হয় তাদের
কাছে মধুসূদন দাদা আছেন, তাই
আমার ডাক শুনেতে পেলেন না। এ

বনের ভেতর থাকলে তিনি ছুটে আস-
তেন ।

হরের মা।—ওলো চল চল ঘরে ফিরে চল,
তুইও পুন্নির ছালা পিটে বেঁধে এনেছিস,
আমিও পুন্নির ছালা পিটে বেঁধে এয়েছি।
কুঁড়ের গিরে দেখবি চল, মধুসূদন এসে
তোরা আমার জন্যে হা পিত্তেস ক'রে
বোসে আছে। আর লোকজন সঙ্গে
কোরে ভারে ভারে দই এনেছে। পোড়া
কপাল আর কি !

জটী মা।—যাও বাবা, আজকের মতন পাঠ-
শালে যাও। কাল থেকে আমি তোমায়
আর এক পাঠশালায় দিয়ে আসবো,
এখন আমরা চলুম।

[জটীল ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

(জটীলের গীত ।)

জটীল—দিয়ে দেখা, প্রাণসখা, আসবো বলে চলে গেলে।
সেধে কেঁদে ডাক্নু কত, কই হে তুমি ফিরে এলে।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও গীত ।)

কৃষ্ণ—এসেছি দেখনা ফেরে, প্রাণের টানে এলেম ধৈর্যে,
তেমনি ক'রে বাঁশী ধ'রে দাঁড়িয়েছি রে বামে হেলে।

জটীল—বুকের ভিতর লুকিয়ে থাক,

প্রাণছাড়া আর হ'য়োনাক,

তুমি আমার, আমি তোমার,

আর যে ওনা পারে ঠেলে ॥

জটীল।—মধুসূদন দাদা ! আমার কান্না পাচ্ছে,

আমার মা এসেছিল তোমাকে দেখবার

জন্তে, তোমাকে জিজ্ঞেস করবার জন্তে,
সত্যি তুমি গুরুমশাইয়ের কাজে যত
দই লাগবে, সব দেবে কি না ? তোমায়
এত কোরে ডাকলুম, মধুসূদন দাদা
দেখা দাও—মধুসূদন দাদা দেখা দাও
ব'লে কত মিনতি করলুম, তবু তুমি এলে
না। মা মনে করে, আমি মিছে কথা
কইলুম ! এই তুমি আমার ভালবাস ?
তোমার ভালবাসা এই রকম ? তুমি
বলেছিলে, আমি ডাকলেই তুমি আসবে,
কই, তুমি ত এলে না।

শ্রীকৃষ্ণ।—কি জানি কি ভোরে বেঁধেছিস তুই
ছুটে আসি তোরা কাছে।

কি জানি কি ভাবে হ'য়েছিরে ভোর,
ফিরি তোরা পাছে পাছে।

জীবনে মরণে, পরম যতনে,
করেছিরে তোরে সাথী।

সারা জনমের লয়েছিরে ভার,
হয়েছি ব্যথার ব্যথী ॥

ভুলিব কেমনে, ভোলা কিরে যায়
প্রাণের বঁধন প্রাণে।

অনন্ত এ প্রেম, তুলনা কোথায় ?
প্রেমিক যে জন জানে ॥

আনন্দ লহর উঠিছে এ প্রেমে,
মন দিয়ে মন বাঁধে।

প্রাণের সাথীর প্রাণের কথাটি
জাগে প্রাণে প্রাণে সাধে ॥

জটীল।—মধুসূদন দাদা, তোমার হাতে ধরে
বলেছিলুম, আমার ভুলোনা; আবার
আজ বলছি, মিনতি ক’রে বলছি, আমার
ভুলোনা, তুমি যদি আমার ভুলে যাও,
আমি বাঁচবো না।

শ্রীকৃষ্ণ।—না রে না, তোকে কি আমি ভুলতে
পারি, তুই আমার প্রাণে গাঁথা! তোর
মাকে বলিস, তাঁকে কিছু ভাবতে হবে
না, তোর গুরুমশায়ের বাপের শ্রদ্ধে
যত দই লাগবে আমি দেবো। তুই ভয়
করিসনে, পাঠশালে যা। তোর গুরু-
মশাই যদি জিজ্ঞাসা করে, বলিস,
আমার মধুসূদন দাদা সব দই দেবে।

জটীল।—তবে আমি নিশ্চিত রইলুম।

শ্রীকৃষ্ণ।—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমি তোকে কি মিছে
আশ্বাস দিচ্ছি।

জটীল।—হ্যাঁ মধুসূদন দাদা! তুমি বলেছিলে,
তোমার খেলার সঙ্গীদের একদিন আমার
দেখাবে; তাদের সঙ্গে আমার খেলা
কর্তে নিয়ে যাবে। বল না, কবে দেখাবে
বল না? আমার তাঁদের সঙ্গে খেলা
কর্তে বড় ইচ্ছে হোয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ।—আচ্ছা, আজই তাদের তোকে
দেখাব। তুই তাদের সঙ্গে খেলা কর্তে
পারবি ত?

জটীল।—হ্যাঁ, খুব পারবো, না পারি, তুমি
আমায় শিখিয়ে দেবে। তাদের সঙ্গে কি

কথা কইবো, তুমি বলে দেবে মধুসূদন
দাদা! তোমার যখনই দেখি, তুমি হাতে
বাঁশী নিয়ে থাক। কেন গা? তুমি বাঁশী
বাজাতে পার?

শ্রীকৃষ্ণ।—হ্যাঁ, পারি বই কি। বাঁশীটি আছে,
তাই আমি বেঁচে আছি।

জটীল।—কই একবার বাজাও না, আমি
শুনবো।

শ্রীকৃষ্ণ।—শুনবি, আচ্ছা শোন, বাঁশী বাজালেই
কিন্তু আমার খেলার সঙ্গীরা সব এসে
পোড়বে।

জটীল।—আমিও তাই চাই।

(শ্রীকৃষ্ণের গীত ।)

বাঁশী বাজ দেখি রে। আমার সাধের বাঁশী,
একবার বাজ দেখি রে।

রাখে রাখে ব’লে, প্রেমরসে গ’লে,

একবার বাঁশী বাজ দেখি রে।

সাধে উঠবে তুফান, বইবে উজান,

চেউয়ে চেউয়ে নাচবে রে প্রাণ,

ধাক্বে না আর অভিমান;

আপন হারা হ’য়ে বাঁশী একবার বাজ দেখি রে।

আসবে ছুটে ব্রজের বালা, আনবে গঁথে ফুলের মালা,

ভাসিয়ে দিবে মান অপমান,

যেচে এসে বিলাবে রে প্রাণ,

মোহন সুরে প্রাণতরে তার,

একবার বাঁশী বাজ দেখি রে।

ভুলবে তারা আপন পর, কদমতলা ক’রবে ঘর,

যেখায় বাজায় বাঁশী চিকণকাল,

আসবে ধেরে কুলের বালা,

রাখে রাখে ব’লবে বাঁশী, রাখানামি ভালবাসি,

বাঁশী বাজ দেখি রে।

আমার সাধের বাঁশী একবার বাজ দেখি রে।

(ছদ্মবেশী সহচরীগণের প্রবেশ ও গীত ।)

বাঞ্ছিয়ে বাঁশী কালশশী, মজালে হে কুলের নারী ।
শেষে কি ভাসবো জলে, কি জানি শ্যাম পারি হারি ॥
ব্রজের বালা চিকণম লা, এনেছে শ্যাম চকণকালা,
সোহাগের হার গাঁথা তার, কারিকুরী চাই ভারি ।
কি জানি কোথায় ছিলে চুরি ক'রে মনটা নিলে,
বাজলে বাঁশী মন উদাসী, নারী-প্রাণ বঁধিতে নারি ।

[প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—ওই যা ওরা পালিয়ে গেল ।

জটীল ।—মধুসূদন দাদা ! ওরা পালিয়ে গেল,
ওদের সঙ্গে আমি খেলা কর্কে, তুমি
ওদের ধর ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—তবে আয় আয়, তুই আমার সঙ্গে
আয়—ছুটে আয়, ওদের এখনি ধ'রছি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

বনপ্রান্তে বটবৃক্ষতল ।

(কিশোর ও নির্মলার প্রবেশ)

কিশোর।—চল চল, ছুটে চল, ছুটে চল, শত্রুর
চর, শত্রুর চর এখুনি আসবে—এখুনি
ধ'রবে। চল, এই প্রান্তরটা ছাড়িয়ে
যাই, তার পর বিশ্রাম কোরবো। এখন
যদি আবার তোমাকে হারাই, আবার
আমার সোণার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, আবার
আমার বড় সাধের পাখী, প্রাণের পিঞ্জর
ভেঙ্গে উড়ে যায়, তাহ'লে আর বাঁচবো
না, সেই দিন আমার শেষ দিন।

নির্মলা।—আর পারি নি, দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও,
ছুটো নিশ্বাস কেলে বাঁচি! অনেকটা
পথ চলে এসেছি, বনের প্রান্ত ছাড়িয়ে
এসেছি, তীরের মত ছুটে এসেছি, নক্ষ-
ত্রের মত ছুটে এসেছি, আর ভয় নেই;
এস, হ'জনে এইখানে একটু বসি।

কিশোর।—আশ্চর্য্য, তুমি জীলোক, তোমার প্রাণে
একটু ভয় নাই, যদি এসে পড়ে, তাহ'লে
তোমায় কি আর রাখবে? আমি মরি
তাতে ক্ষতি নেই, আমি মরতে
ব'সেছি। কিন্তু আমার মরণে সুখ
আছে, শান্তি আছে, সান্ত্বনা আছে আমি
তোমার জন্তে ম'রছি, তুমি কেন মরবে?

নির্মলা।—কি বোলবো বল, আমার হাসি আসচে।
মরণটাকে কি একচোখো মনে ক'রছো?
তুমি ম'রছো আমার জন্তে, আর আমি
মরবো—ঐ পাখীটের জন্তে, ঐ মাথার
উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

কিশোর।—তুমি হাস্চ, তোমার ভয় নেই?

নির্মলা।—ভয়, ভয় কিসের? যে কাজ কর্তে
বসিছি, যে পথে অগ্রসর হোয়েছি,
যে আগুন জ্বলেছি, তাতে কি কখনও
ভয় থাকে? যে ভালবাস্তে জানে, সে

ভয় বিসর্জন দিতে জানে। আর
বোলবো, আর তনবে? শেষ কি একটা
না ঠাউরে রেখেছি মনে করছো! যখন
দেখবো, যা ছিলুম আবার তাই হলুম,
যখন বুঝবো পিঞ্জরের বিহীন আবার
পিঞ্জরে ঢুকলো, প্রাণ বলিগান দিয়ে
আবার শ্মশান আলিঙ্গন করলুম, তখন
শেষ উপায় এই—এতে 'বিষমাখান'
আছে (ছুরিকা প্রদর্শন)। মুখের পানে
চাইচ যে? তুমি পুরুষ, তোমার প্রাণ
এত অল্পে বিচলিত হয়?

কিশোর।—মাধুরীর করনাময়ী স্বর্ণকুমুম, আমার
সর্বস্ব সার, আমার প্রাণের প্রাণ, একি
মূর্ত্তি!

নির্মলা।—ভয় পাচ্চো? আমরা যখন ভালবাসি,
প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, বুকের রক্ত দিয়ে
ভালবাসি, চোখ উপড়ে দিয়ে ভালবাসি
সে ভালবাসার মাঝে সমুদ্র প'ড়লে, শুকিয়ে
নিতে পারি। পর্ত্ত ব্যবধান পড়লে, মে
পর্ত্ত ভেদ ক'রে যেতে পারি। প্রলয়ে
অন্ধকার আচ্ছন্ন ক'রলে, পূর্ণিমার আলো
ফুটিয়ে দিতে পারি। আবার যদি মরে
করি, হাসতে হাসতে মরতে পারি! মাথা
এই চুল গাছটার মতন, প্রাণটা অনায়াসে
ছিঁড়ে ফেলতে পারি। এত যত্নের দে
যার তৃপ্তির জন্য আত্মবিসর্জন ক'রলে
প্রস্তুত, সেই দেহ মাটির মত পারে দলু
পারি। কিন্তু শুধু ম'রব না, অনেক
মেরে, তবে ম'রবো। অনেকের রক্ত
এই হাত পবিত্র কোরে, তবে মরবে
অমেকের বুকে এই ছুরি প্রাণভরে বিবি
দিয়ে, স্বর্গের পথ প্রশস্ত ক'রে, তবে মরবে
বুঝলে? ভয় পেও না। ভালবাস
শিখেছ, ভালবেশে এসেছ, ভালবাসার
সর্বস্ব ত্যাগ করছো, সেই ভালবাসার
ভয় ত্যাগ কর্তে পাচ্ছেছো? তুমি কে
প্রেমিক?

কিশোর । ক্রমে আমার চোখ ফুটছে, ভাল বাসা কখনও এতো তলিয়ে বুঝিনি, বোকা-বার অবকাশ পাইনি । আজ তুমি আমায় শিখিয়ে দিলে, কি ক'রে ভালবাসতে হয়, ভালবাসলে কোন পথের আশ্রয় নিতে হয়, আবার ভালবাসার নিরাশ হোলে এমন সর্গ-সুখ কি কোরে বিষ মাগিয়ে ছড়াতে হয় । আমার ধারণা ছিল, ভালবাসা বড় মধুর, বড় কোমল, বড় সুন্দর ! টাঁদের কিরণ, ফুলের পাপড়ি, প্রজাপতির বিচিত্র পাখা, স্বর্গের সুখ, জগতের যেখানে যত-টুকু সুন্দর আছে, সেই সকল উপাদানে ভালবাসা গঠিত । এখন বুঝছি, সুখ তা নয়, ভালবাসায় বিষ আছে, ভালবাসার আগুন নরকের আগুনের চেয়ে ভয়ঙ্কর, ভালবাসার প্রতিহিংসা রাজ্যভ্রষ্ট রাজার প্রতিহিংসা অপেক্ষা সহস্রগুণে ভীষণ ।

নির্মলা ।—ও কথা যাক্, এখন অন্য ঢের কথা ব'লবার আছে, আমি কে শুন্বে ? চমক খেও না, অধৈর্য হ'ও না, আত্মহারা হ'ও না, আমায় ভালবেসেছ, আমি সেই হই, আমি কে জান ? আমি—না থাক্, আজ থাক্, কাল বোলবো ।

কিশোর ।—না না, বল, আমি সংশয়ে ডুবে রয়েছি, বল ।

নির্মলা ।—আজ যখন বলবো না বলেছি, তখন বলবো না ! আমার অন্য কথা আছে । দেখ, আমি অর্থের ভিখারিণী নয়, স্বার্থের প্রত্যানী নয়, প্রেমে ততটা পাগলিনী নয়, তবে একটা জিনিসের কাঙালিনী—যত্নের, প্রাণের যত্নের ।

কিশোর ।—তোমায় কি রকম ক'রে যত্ন কলে তোমার তৃপ্তি হবে বল ? তুমি যেমন চাও, আমি তেমনিটি হবো, যেমন করে রাখবে, আমি তেয়ি থাকবো, তোমায় মাথার মণি কোরে রাখবো ।

নির্মলা ।—শোন, বলি । আমার কাছে তোমায়

সব সময় থাকতে হবে, একদণ্ড চোক ছাড়া হ'তে পারবে না, আমার একটু অসুখ হ'লে সারা রাত ব'সে সেবা করতে হবে, আমায় না জিজ্ঞেস ক'রে, একটা বুড়ীর সঙ্গে ও কথা কইতে পার্কে না । আমার অনুমতি না নিয়ে সাধ ক'রে একটা গোলাপ ফুল তুলতে পারবে না, আমায় সঙ্গে না নিয়ে টাঁদের আলোয় পর্যাস্ত বসতে পারবে না, আমি ছাড়া কোন কাজ কর্তে পারবে না । আমি তুমি—তুমি আমি, তোমার চোখ নিয়ে আমি দেখবো, তোমার কাজ আমি কর্কে, আমি তুমি হ'বো, আর তুমি আমার চোখ নিয়ে দেখবে, আমার কাজ কর্কে, তুমি আমি হবে । কেমন, এতে রাজী আছ ?

কিশোর ।—ভাল আমি সম্পূর্ণ রাজী । আর তুমি আমার জন্তে কি কর্কে ? আমার এতটা আত্ম বিসর্জনের কি প্রতিদান দেবে ? আমারোত একটু সুখ চাই । আমার প্রাণ শূণ্য থাকলে, প্রেম পূর্ণ হবে কি ক'রে ?

নির্মলা ।—সে কথা আমার জিজ্ঞাসা করো না, সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা করতে পারবে না । সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রবার তোমার কোন অধিকার নাই । আমি কি কর্কে আমি বুঝবো, আমার কাজ আমি কর্কে—তবে যেটুকু কর্কে, যেটুকু দেখাবো, সেটুকু আমার নিজের গুণ ।

কিশোর ।—আমরা কি এতটা হেলার হেনস্থার জিনিস ? ভালবাসবো—প্রাণ দিয়ে ভাল-ভালবাসবো, মন দিয়ে ভালবাসবো, তার প্রতিদানে যদি কিছু চাই, আর যদি তুমি দাও, সেটুকু তোমার অনুগ্রহ ? তাইত, কে জানে প্রেম কেমন ?

নির্মলা ।—হাঁ, সেটুকু আমার অনুগ্রহ । কেন জান ? আমি ভক্তি, তুমি ভক্ত ; আমি ফুল, তুমি, বোঁটা ; আমি চাঁদ তুমি কিরণ ।

কিশোর । ক্রমে আমার চোখ ফুটছে, ভাল বাসা কখনও এতো তলিয়ে বুঝিনি, বোঝবার অবকাশ পাইনি । আজ তুমি আমার শিখিয়ে দিলে, কি ক'রে ভালবাসতে হয়, ভালবাসলে কোন পথের আশ্রয় নিতে হয়, জানি ভালবাসায় নিরাশ হোলে এমন সর্গ-সুখ কি কোরে বিষ মাগিয়ে ছড়া'তে হয় । আমার ধারণা ছিল, ভালবাসা বড় মধুর, বড় কোমল, বড় সুন্দর ! চাঁদের কিরণ, ফুলের পাপড়ি, প্রজাপতির বিচিত্র পাখা, স্বর্গের সুখ, জগতের যেখানে যতটুকু সুন্দর আছে, সেই সকল উপাদানে ভালবাসা গঠিত । এখন বুঝছি, শুধু তা নয়, ভালবাসায় বিষ আছে, ভালবাসায় আগুন নরকের আগুনের চেয়ে ভয়ঙ্কর, ভালবাসায় প্রতিহিংসা রাজ্যভ্রষ্ট রাজার প্রতিহিংসা অপেক্ষা সহস্রগুণে ভীষণ ।

নির্মলা ।—ও কথা থাক, এখন অন্য চের কথা বলবার আছে, আমি কে শুনবে ? চমক খেও না, অধৈর্য হ'ওনা, আত্মহারা হ'ওনা, আমার ভালবেসেছ, আমি সেই হই, আমি কে জান ? আমি—না থাক, আজ থাক, কাল বোলবো ।

কিশোর ।—না না, বল, আমি সংশয়ে ভুবে রয়েছি, বল ।

নির্মলা ।—আজ যখন বলবো না বলেছি, তখন বলবো না ! আমার অন্য কথা আছে । দেখ, আমি অর্থের ভিখারিণী নয়, স্বার্থের প্রত্যাশী নয়, প্রেমে ততটা পাগলিনী নয়, তবে একটা জিনিসের কাঙালিনী—যত্নের, প্রাণের যত্নের ।

কিশোর ।—তোমায় কি রকম ক'রে যত্ন কলে তোমার তৃপ্তি হবে বল ? তুমি যেমন চাও, আমি তেমনিটি হবো, যেমন করে রাখবে, আমি তেমনি থাকবো, তোমায় মাথার মনি কোরে রাখবো ।

নির্মলা ।—শোন বিলি ।—আমার কাছে তোমার

সব সময় থাকতে হবে, একদণ্ড চোক ছাড়া হ'তে পারবে না, আমার একটু অন্থ হ'লে সারা রাত ব'সে সেবা করতে হবে, আমার না জিজ্ঞেস ক'রে, একটা বুড়ীর সঙ্গেও কথা কইতে পারবে না । আমার অনুমতি না নিয়ে সাধ ক'রে একটা গোলাপ ফুল তুলতে পারবে না, আমার সঙ্গে না নিয়ে চাঁদের আলোয় পর্যাস্ত বসতে পারবে না, আমি ছাড়া কোন কাজ কর্তে পারবে না । আমি তুমি—তুমি আমি, তোমার চোখ নিয়ে আমি দেখবো, তোমার কাজ আমি কর্বো, আমি তুমি হ'বো, আর তুমি আমার চোখ নিয়ে দেখাবে, আমার কাজ করবে, তুমি আমি হবে । কেমন, এতে রাজী আছ ?

কিশোর ।—ভাল আমি সম্পূর্ণ রাজী । আর তুমি আমার জন্তে কি করবে ? আমার এতটা আত্ম বিসর্জনের কি প্রতিদান দেবে ? আমারোত একটু সুখ চাই । আমার প্রাণ শূন্য থাকলে, প্রেম পূর্ণ হবে কি ক'রে ?

নির্মলা ।—সে কথা আমার জিজ্ঞাসা করো না, সে কথা আমার জিজ্ঞাসা করতে পারবে না । সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রবার তোমার কোন অধিকার নাই । আমি কি কর্বো আমি বুঝবো, আমার কাজ আমি কর্বো—তবে যেটুকু কর্বো, যেটুকু দেখাবো, সেটুকু আমার নিজের গুণ ।

কিশোর ।—আমরা কি এতটা হেলার হেনস্থার জিনিস ? ভালবাসবো—প্রাণ দিয়ে ভালবাসবো, মন দিয়ে ভালবাসবো, তার প্রতিদানে যদি কিছু চাই, আর যদি তুমি দাও, সেটুকু তোমার অনুগ্রহ ? তাইত, কে জানে প্রেম কেমন ?

নির্মলা ।—হাঁ, সেটুকু আমার অনুগ্রহ । কেন জান ? আমি ভক্তি, তুমি ভক্ত ; আমি ফুল, তুমি, বোঁটা ; আমি চাঁদ তুমি কিরণ ।

কিশোর ।—আর একটা নূতন জিনিস শিখলুম ।

প্রেমে গরু থাকে, তা আমি জানতুম না ।

নির্মলা ।—প্রেমে গরু থাকবে না ? যে প্রেমে গরু নেই, তেমন প্রেম কুঁচি কুঁচি ক’রে কেটে ধুলোর মতন হাওয়ার সঙ্গে উড়িয়ে দিই ।

কিশোর —সব বুঝলুম, সব শুনলুম, এখন তোমার পরিচয় দাও ।

নির্মলা ।—বলেছি ত’ আজ বলবো না, আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছে ?

কালিন্দী ও নিমটাদের প্রবেশ ।

কালিন্দী ।—হতচ্ছাড়া মিন্‌সে, গলায় কাঁস লাগিয়ে ঘরের বাড়ী পাঠাব জান ? ওপর নজর হ’য়েছে, একটার সানে না ? দেখি মুখপোড়া তোরই একদিন কি আমারই এক দিন ।

নিম ।—বিধুবদন ! ক্ষেমা দাও, আমি আর পেরে উঠিনি । দোহাই তোমার, ছেড়ে দাও, আমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই ।

কা ।—তা বলবি বৈকি, সর্ব্বনেশে বাটা ! তা বলবি বৈকি ! বলি, যখন পিরীত কর্তে এইছিলি, তখনত খুব ছপ্পি দেখিয়েছিলি । আমি যে ঘর দোর ছেড়ে দিয়ে কুঁড়ের এসে রইচি, আমার কি হিলে কল্লি বল দিকি ?

নিম ।—তোমার হিলে আমি কি কর্কো বল ? শুকনো কুঁড়ির মতন আদি ছটাক ভোর প্রাণটুকু ছেলো, সেটুকু অতি বহু ত্রীপাদপগে দিইছিলুম, তা বেটী প্রাণের কদর তোরা কি বুঝবি বল ? হাতে পেরে অমন মোলায়েম জিনিসটাকে

থানছাড়া মানছাড়া ক’রে দিলি !

আবার বলেন, হিলে করে দাও !

কা ।—মিন্‌সের ঘাড়ে বৈশ্বদত্তি চেপেছে, নেহাৎ মরণ পালক উঠেছে । তখ মিন্‌সে ! ভালয় ভালয় বলি শোন । যাবি যা, চুলোয় যা । আমি তোকে চাইনি । আমি কোন্ মুখ নিয়ে বাপ মার কাছে ফিরবো বল দেখি ? আমার কিছু দিয়ে যা, তা না হ’লে আজ আমি খুনোখুনি কর্কো ।

নিম ।—বলি কিছু পেলেই ত ঠাণ্ডা হও, আচ্ছা দিচ্ছি । আঁচল পাত, আঁচল পাত, তোমার মোলায়েম প্রেমে পেট পরিপূর্ণ হ’য়ে র’য়েছে, নাও, উগ্‌য়ে দিচ্ছি, ধর ।

কা ।—তবে রে আঁটকুড়ির পুত, ত্রাকাম’ (প্রহার) ।

নিম ।—বাবা, মেয়েমানুষের হাতের চড় চাপড় নরম বলে আমার আঁচ ছিল, তুই মাগী মেয়েমানুষের বাবা, তোর হাতের চড় যেন জাম্বুবানের সোহাগ । কি মিষ্টিই লাগলো ।

কা ।—আবার ত্রাকাম (প্রহার) ।

নিম ।—আহা ! কেন অমন কচ্ছে ? ছি ! তুমি জীলোক, এমন নির্দয় কাজ করতে আছে কি ?

কা ।—আহা ! কেগা তুমি ভালমানুষের ছেলে ? দাওত বাছা, এর একটা বিচার ক’রে দাও ত ! এই মুখপোড়া মিন্‌সে কেন আমার মজালে ?

নিম ।—মজালুম কিরে মাগী ! তোর কুল থাকলে, তবে ত মজবি ? বেটী ছোট-লোকের ঘরের মেয়ে ।

কা।—বেটা আমার কি বাদসার বংশের ছেলে
এয়েছে গো, কি বলব গো, মিসের জন্তে
আমার সব গেলো, বাপ মার মুখ পোড়া-
লুম, জাত খোয়ালুম।

নিম।—আর আমি যে আমার এমন সোনার
অঙ্গটাকে মাটি করলুম, সেটা বুঝি কিছু
নয়। বেটা রায় বাগিনী গো, রায়
বাগিনী! রক্ত শুবে খায়, শেষ কি
পিরীত কর্তে এসে প্রাণে মারা যাবো?
বাবা, বেটার জন্তে গাঁজা ধ'রতে হলো,
চণ্ডু ধ'রতে হলো, চরস ধ'রতে হলো,
আবগারী মহল প্রায় একচেটে হোয়েছে,
আর কেন?

কা।—তা বলবি বই কি মুখপোড়া, তা বলবি
বই কি! যখন কেঁদে এসে পিরীত জানা-
তিস্,—পা ছ'টো জড়িয়ে ধরতিস্, বন
থেকে ফুল তুলে এনে সাজাতিস্, রস-
গোল্লার ঠোঙা আনতিস্, সে সব বুঝি
এখন কিছু মনে নেই? নেমকহারাম
জাত! সর্বনাশ হবে, সর্বনাশ হবে,
সর্বাজে কুট মহাব্যাধি হবে, খোঁতা মুখ
ভৌতা হোয়ে থাকবে।

নিম।—দেখ বাবা, যদি হোঁচট খেয়ে মারা যাই,
তাতেও আমার দুঃখ নেই, তোমার
হাতে যে, চালকুম্ভি হোয়ে মরবো,
তা হচ্ছে না। তুমি যদি আর দিন
কতক চেপে কৃপা কর, মাটির শরীর
মাটিতে মিশিয়ে যাবে বাবা।

নির্মলা।—তুমি এমন নিষ্ঠুর, যে তোমায় ভাল-
বাসে তার প্রাণে দাগা দিচ্ছ?

নিম।—তুমি কেগা ঠাকরণ? তুমিও এ পথে
নতুন আসচ' বুঝি? তা দেখগা সত্যি বলি—

ভালবাসা জিনিসটা ভাল বটে—দিন কতক
ভালবেসেও ছিলুম, মনে করেছিলুম, যদি
কিছু সুখ থাকে ত এই সুখ। ও বাবা!
তারপর দেখলুম, কিছুদিন যেতে না
যেতে মাগী বলে, আমার হিল্লো কর!
কথাটা কেমন কেমন ঠেক্‌লো। আনুচি,
খাচ্ছি, খাওয়াচ্ছি, কথা কচ্ছি, ভালবা-
সুচি,—এইত সুখ, ভালবাসা আর কার
নাম? মাগী বলে, হিল্লো কর, আমি
বুললুম, মনে মনে বললুম—তবে রে মাগী—
আমার মরণতো টাঁক্‌ছো বটে! তারি
ঘেন্না হলো, ভাবলুম, দূর ছাই, নিজের কাজ
হারিয়ে, জন্মটাকে মিছে কাজে জলাঞ্জলি
দিয়ে, এমন জোয়ান্ দেহটাকে ফোঁপরা
ক'রে কি ফয়দা? কাল রাত্তিরে শুয়ে
আছি, মাগী আমার সঙ্গে বুটোপুটী
ঝগড়া আরম্ভ করলে; বলে, আমি কি
সুছ হাতে বেড়াব? নিদেন ছগাছা ছগাছা
বারগাছা রূপোর চুড়ি কোরে দাও, শাঁকা
আর আমি পরছি। আমি বললুম,
আরে মাগী! ভাল কোরে তোকে খাও-
য়াতেই পারিনি, আবার চুড়ি পরাব'
কোথেকে? মাগী বললে কি জান?
তোমার জোয়ান্ বয়েস, রোজগার ক'রে
নিয়ে এস। ও হরি! বাপ মাকে কখনও
রোজগার করে দিইনি,—তো বেটার
জন্তে মোট বোয়ে পয়সা এনে চুড়ি
পরাব? তখনই সরে প'ড়ছিলুম, রূপ-
রূপ ক'রে বৃষ্টি এলো, কাজেই রাতটা
চোক কান বুঝে কাটাতে হোয়েছে।
আর কাজ নেই বাবা, রাম রাম! আমি
চলেম। বড় গলা কোরে বলে যাচ্ছি,

যদি মেয়েমানুষের সঙ্গে পিরীত কর্তে
চাও বাবা, তবে আগে তাদের হিলে
ক'রে, তার পর প্রাণেশ্বরী বলে ডেকো ।

[নিমচাঁদের প্রস্থান ।

কালিন্দী ।—দেখ্লেগা দেখ্লেগা, মিসের
আক্কেলটা দেখ্লেগা, একটু দরদ কল্লে
না, যা'বায় সময় একবার কিরেও দেখ্লে
না, গেলো গেলো—একটা মিষ্টি কথা
বলে গেলো না । ওরে মিসে, তোর
জন্তে যে নিজের সর্বনাশ করিছিরে,
সব খুইয়েছিরে, ওরে তোকে যে আমি
ভালবাসতুম রে ! মুখপোড়া মিসে আর
কোথায় যাবি যা দেখি, তোকেও খুন
করোঁ, তাকেও খুন করোঁ । ওগো
আমার কি হলো গো, ওগো আমার
কি হলো গো, ওগো আমার কি হলো
গো ! (ক্রন্দন)

কিশোর ।—কৈদোনা কৈদোনা, ওঠ, কি কর্বে
বল, যা হ'বার তা হবে, কৈদে কি কর্বে ?
(নির্মলার প্রতি) নির্মলা ! তুমি যথার্থ
বলেছ, এখন বুঝছি, তোমার কথা
সম্পূর্ণ সত্য ; প্রেমে বিষ আছে, প্রেমে
রিষ আছে, প্রেমে প্রতিহিংসা আছে,
প্রেমে প্ররঞ্চনা আছে । যার তাড়নার
মানুষ পাগল হয়, মানুষ আপনার পর
ভুলে যায়, ধর্ম্যধর্ম্য জ্ঞান হারায় ।

নির্মলা ।—এখন বুঝছ' প্রেমে গর্ব্বিনী হওয়া
ঠিক কি না ? গর্ব্ব প্রেমের অলঙ্কার ।
যদি প্রেম চিরস্থায়ী কর্তে হয়, যদি প্রেম
অটুট কতে হয়, তবে গর্ব্ব চাই !
গর্ব্বের মুকুট পরে গর্ব্বিনী হোয়ে,

পুরুষকে তৃণজ্ঞান কর্তে হয় । কুটিল
পুরুষ ! নির্দয় পুরুষ ! ভুল পুরুষ !
তোমাদের কাছে আশ্রন হওয়া চাই,
তোমরা পতঙ্গ হোয়ে থাকবে । আমরা
পোড়ব না, তোমরা পোড়বে । পুরুষের
দাসী যে হবে, সে হাতে তুলে বিষ
ধাবে ।

কিশোর ।—(কালিন্দীর প্রতি) হিঃ কৈদোনা,
আমার কথা শোন । তুমি কোথায় থাক ?

কালিন্দী ।—আমি এইখানেই থাকিগো এই-
খানেই থাকি, বাপমার ঘর ছেড়ে মিসের
জন্তে কুঁড়েয় এসে রয়েছি । এখন কোথায়
যাই, কি করি ?

নির্মলা ।—কি কর্বে ? কেন ভাবছ ? যে গেছে,
সে গেছে ! যাওয়া জিনিসের জন্ত হুঃখ
কেন ? ফুল তুলে গন্ধ শুঁকে আনন্দ
পাওত ? সে ফুল যখন ঝরে যায়, তখন
ক' ফোঁটা চোখের জল ফেলো ? এও
তাই । সে যদি না ভালবাসে, তুমি কেন
ভালবাসবে ? প্রাণটাকে অত কোরে
হীন ক'রো না ।

কালিন্দী ।—ওগো, আমি বুঝেও বুঝিনি গো ।
আমি কেমন হ'য়ে যাচ্ছি । গেল—অমনি
ক'রে চলে গেল । বুকে একখানা
ছুরি মেরে গেল না কেন, তাহ'লে ত
সব মিটে যেত ? ওগো, আমি যে তাকে
ভালবাসি । আমি মরোঁ, আমি মরোঁ,
আমি মরোঁ ।

নির্মলা ।—হিঃ ! ও কথা মুখে এনো না । দেখ,
আমরাও দুজনে নিরাশ্রয় । আজ তোমার
কুটীরে আশ্রয় নোবো । আজকের মতন
আমাদের একটু স্থান দেবে ?

কালিন্দী ।—ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আজ
তোমরা আমার সঙ্গে থাক, আমি কি
করোঁ, কোথায় যাব, কি হবে, কিছুই
ঠিক করতে পাচ্ছিনি, হয়ত আমি জলে
ডুবে মরোঁ, নয় গলায় দড়ি দেবোঁ ।
এস, আমার সঙ্গে এস ।

নির্মলা ।—চল ।

কিশোর ।—তারপর কি করোঁ ?

নির্মলা ।—সে পরের কথা পরে ।

কিশোর ।—বলো না তুমি কে ? তোমার পরি-
চয় দিলে না ? থাক সে কথা আজ
পাক । তুমি বলবেনা বলেছ । (কালি-
ন্দীর প্রতি) আমার কাঁদছো ? ছিঃ
কেঁদো না ।

[সকলের প্রস্থান ।

[কাঠুরিয়া ও কাঠুরিয়া-পত্নীগণের গীত ।]

সকলে ।—হ'ল ভাই ভাল বকুমারী ।

সারাবন ঘুরে ফিরে, কাঠ কাটা আর কই পারি ॥

স্ত্রীগণ ।—উমোর, ওমোর গেল বাজে,

আই আই আই মরি লাজে,

সইবো কেন এত তোদের,

বল'না কিসের ধার ধারি ।

পুংগণ ।—আন'ব দেব তুলে হাতে,

বেড়ে ভাত দেব পাত্রে,

জড়িয়ে গোড়ে, থাক'বো পোড়ে,

এ যে ভাই জুলুম ভারি ॥

সকলে ।—ক'রবো ক্রি আর যখন যেমন,

চিরতে হবে তখন যেমন,

চুপ'টি ক'রে থাকি পোড়ে,

দেখি এবার পারি হারি ॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—o—

গ্রাম্যপথ ।

(ভারবাহকগণ সঙ্গে লইয়া সদানন্দ ও
বালকগণের প্রবেশ ।)

সদা ।—পাকী বেটারা, আলিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে,
ব্যাটারের ঘর ঘর তাড়া দিয়ে তবে এই
সব জিনিস পত্তর আদায় হ'লো ! আর
কি সময় আছে হতচ্ছাড়ারা ! কাল
রাত পোহালেই যে শ্রাদ্ধ । উদ্ভাগ
সুযোগ করবার কি আর দিন আছে ?

১ম বা ।—তা গুরুমশাই আমরা ঠিক সময়ে
হাজির ক'রুম, আমাদের কি বেতের
ভয় নেই ?

সদা ।—হ্যাঁরে এটলে ব্যাটার বাপার

দেখি ? ব্যাটার কুঁড়ের গিয়ে ত উঠে-
ছিলুম, কাকর সাড়া শব্দ পেলুম না,
দরজায় চাবি বন্ধ দেখলুম, ব্যাটা আমার
দয় ডোবাবে নাকি ? যত দই লাগবে,
সব দেবে বোলেছে । পংকি ভোজনের
শেষ রক্ষে দই আর সন্দেশে হয় । ব্যাটা
যদি শেষকালে দাঁত মুখ ছিঁকুটে বলে
যে, গুরুমশাই ! আমি পাল্লুম না,
তাহ'লেই ত প্রতুল ! লোক জনের
কাছে মুখ দেখাব' কি ক'রে ?

২য় বা ।—গুরুমশাই ! তার গা খেতে পায় না,
সে সব দই দেবে কোথেকে ?

সদা ।—না রে না, তোরা ছেলেমানুষ, বুঝিন'নি ।
যত দেখ'বি টেনা পরা বিধবা মাগী, এ
বাড়ী সে বাড়ী চেয়ে এনে দিন গুজরান
করে, হয়ত ভাঙ্গা মেটে ঘরে পোড়ে

থাকে, সে বেটীদের হাতে নগদ পয়সা কড়ি বিলক্ষণ আছে ! বালিসের ওয়াড়ের ভেতর, ডালের হাঁড়ির ভেতর, ভাঙ্গা কলসীর ভেতর, মাটির নিচে নগদ টাকা কড়ি লুকানো থাকে ! এদিকে বেটীরা ভরসা ক'রে ছপয়সার পাতি লেবু কিনে খাবেন না, ঐ যা করেন পান্তা ভাত আর পুঁই শাকের চড়চড়ি ! খালি গেঁট দিচ্ছেন, যেন মরবার সময় আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাবেন । তার পর যখন মোলেন, পাঁচবেটা চোর এসে পুঁজি পাটা যা কিছু ছেল সব সরিয়ে ফেলে । বস, ছল্লভ মানব জন্মটার ইহকাল পরকাল এই রকমেই অবসান হলো ! তোরা জানিসনি, জটিলের মা বেটা নেহাৎ কাটকুড়েনা নয়,—আরও আমি শুনলেম, ও বেটার কে এক মধুসূদন দাদা আছে, সেই বলেছে, যত দই লাগবে, সব আমি দোবো । আমার বোধ হয়, কে এক বেটা জোচ্চোর লোক বুড়ি বেটীর হাতে কিছু রেশ আছে জানে, দাদা বলে এসে পরিচয় দিয়ে বোসেছে, সময় অসময়ে কিছু সাহায্য করে, মনে ঢেঁকে আছে, মাগী আর ক'দিন ! আর ছেলেটাত নাবালক, যা কিছু আছে, সাফ হস্তগত করবে ।

৩য় বা ।—তা গুরুমশাই ! কটিল কোথা আছে খুঁজে নিয়ে আসনো ?

সদা ।—হ্যাঁ বাবা, বেঁচে থাক বাবা, সে বেটা কোথায় আছে, খুঁজে পেতে আমার কাছে নিয়ে এসে হাজির কর । তাকে বুঝিয়ে বলিস যে, ছেলেমানুষ বলে মানব না, বেতের চোটে অন্ধা পাইয়ে দেবো ।

৪র্থ বা ।—গুরুমশাই ! এইবার আমাদের দিন কতক ছুটি দিতে হবে । আমার দিন কতক মনের সাথে খেলা কর্কো ।

সদা ।—তা পাবি বইকি, তা পাবি বুইকি । হাঁরে, তোদের কাছে কিছু খুচরো পয়সা আছে ?

১ম ।—কেন গুরুমশাই ?

সদা ।—কেন কিরে ব্যাটারা ! মুটে ভাড়াটাড়ালো কি আমি দেবো নাকি ?

২য় বা ।—না গুরুমশাই, আমাদের ত সঙ্গে নেই ।

সদা ।—তবে এক কাজ কর । তোরা মুটে-গুলোকে সঙ্গে ক'রে এই জিনিস-পত্র-গুলো আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিগে যা । আর একজন ছুটে গিয়ে গাঙা-কতক পয়সা এনে, মুটেভাড়াগুলো চুকিয়ে দিগে যা, আমি আর একবার জটলে ব্যাটার কুঁড়েটা ঘুরে বাব ; আমার কেমন ধোঁকা লাগছে ; দ'য়ের ভারটা এসে পৌঁছিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই ।

৩য় বা ।—তবে গুরুমশাই, আমরা যাই ?

সদা ।—হ্যাঁ, যা' । দেখিস, মুটেভাড়াটাড়ালো যেন আমার বাড়ী থেকে নিয়ে দিসনি ।

৪র্থ বা ।—না গুরুমশাই, আমাদের বেতের ভয় আছে ।

[সদানন্দ ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

সদানন্দ ।—আমার ভীষনটা একরকমে কাটিয়ে দিলুম, ছেলে ছ-বেটার কি হবে ? একটা গাঙ্গাখোর, একটা লম্পট-কুঁড়ামনি ; এর পর ব্যাটারের ভিক্ষে জুটবে না, আমার ত অদ্যভক্ষ্যধনুর্জনঃ, যত্র আয় তত্র ব্যয়, পুঁজি-পাটার দফায় ছাট্ট, এর

পর ব্যাটারি থাকবে কি ? যাক, কে কার জেনে মরে, আমার অত মায়া মমতার দরকার কি ? জীব দিয়েছে যে, আহা দেবে সে । মায়া মমতার পাট প্রাণ থেকে ত একরকম তুলে দিইছি, কিন্তু একটা মায়া বিষম মায়া, সেটা কাটাতে পাচ্ছিনি ? হায় রে জীলোক ! তোমার বন্ধন বিষম বন্ধন ! জেনে শুনে অন্ধ হোয়ে থাকতে হয়, আমি এতটা কচ্ছি, নিজের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাবনা ভাবি, সে এটুকু বোঝে কি ? ক’দিন থেকে তার মনটা, কেমন আর এক রকম দেখছি, তবে কি মায়া কাটবে নাকি ? জগদীশ্বর তাই কর, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, শক্তির মায়ায় আর আচ্ছন্ন রেখোনা ।

(ষণ্ড ও কুস্মাণ্ডের প্রবেশ ।)

ষণ্ড ।—বাবা ! বাবা ! সর্কনাশ হোয়েছে, সর্কনাশ হ’য়েছে !

সদা ।—কি রে কি ?

কু ।—তোমার বড় বিশ্বাসের ধন পাতলা হ’য়ে প’ড়েছেন, যার জন্তে আমরা ছেলে, আমাদের পর্যন্ত পর কর্তে চেয়েছিলে, আমাদের জন্তে মুড়ির বন্দোবস্ত, আর তাঁর তোফা গাওয়া ঘিয়ে ভাজা পরোটোর ব্যবস্থা ; আমরা টাকাটা সিকেটা চাইলে কামড়াতে বাকী রাখতে, আর যথা সর্কস্ব যা কিছু রোজগার কোত্তে, তাঁর বাক্য বোঝাই ক’রে আসতে ; এখন আদরের নিধি রইল কোথায় ?

সদা ।—এঁয়া ! বলিস্ কি ! নিশ্চল নেই ?

কু ।—নেই কেন, আছেন, তবে তোমার কাছে

নেই, একটা ছোঁড়ার সঙ্গে সাফ ভেসে পোড়েছেন ।

ষণ্ড ।—তাইত, মেয়েমানুষ জাত এমন, তা জান-তুম না ।

কু ।—বোঝো দাদা বোঝো, গাঁজা বড়, কি মেয়েমানুষ বড় ?

সদা ।—তবে পাখী উড়লো ? বড় সাধ কোরে পুষেছিলুম, অনেক যত্নে প্রাণের ভিতর প্রাণ ঢাকা দিয়ে রেখেছিলুম, এত ভাল-বাসা, এত সোহাগ, এত প্রেম সব ছলনা ! উঃ ! আজ আমার পাষণ প্রাণ কেঁপে উঠছে ! যদি রাজা হ’য়ে ফকির হতুম, তা হ’লে এতটা চোট লাগতো না । গেলো, এমনি কোরে গেলো, একবার ব’লে গেলো না । হা রে অবিশ্বাসী জাত ! তোরা না শক্তির অংশ ? ওরে তোকে যে বড় ভালবাসতুম, কেবল তোর জন্তে মায়ায় আটকা পোড়েছিলুম, এত সহজে মায়া কাটালি ? একটুকুও ভাবলিনি ? এক ফোঁটা চোখের জল ফেললি নি ? বুকে ছুরি মেরে চোলে গেলি ? হাসিমুখে পায়ে দলতে দলতে পালালি ? তোর ভাল হবে ? তুই কখনও সুখী হবি ? না না, তোর কাঁদতে কাঁদতে দিন যাবে । ওরে তোকে যে আমি অসময়ে আশ্রয় দিই-ছিলুম । একটু কৃতজ্ঞতার ছায়াও প্রাণে বসালিনি ? যাবি কোথায়, যাবি কোথায় তোকে ধোর্বো, তোকে ধোর্বো । বনের ভেতর লুকিয়ে থাকিস, বন জালিয়ে দোবো, সমুদ্রে ডুবে থাকিস, সমুদ্র শুষে ফেলবো । পাহাড়ের ভেতর

টুকে থাকিস্, পাহাড় ফেঁড়ে ফেলবো ।
তোকে মার্কো, তোকে মার্কো, যে মনের
ওপর আর একজনকে বসিয়েছিস্, সেই
মন বিষের ছুরি দিয়ে কুচি কুচি কোরে
কাটবো ; তুই জালায় ছটফট কোরে
মরবি, আমি হাসিমুখে দেখবো । যে
চোকের চাউনীতে আমার পাগল ক'রে-
ছিলি, সেই চোক শাল-কুকুরকে দিয়ে
খাওয়াব । পালাবি কোথায়, পালাবি
কোথায় ? সর্বনাশী ! আমার সর্বনাশ
কোরে, শেষে এগ্নি কোরে আমার ফাঁকি
দিলি ?

যশু ।—বাবা ! তুমি পাগল হলে নাকি ? ঠাণ্ডা
হও, ঠাণ্ডা হও ।

কু ।—ছ যড়া ইস্গুণ্ডল খাওয়ালেও বাবার ধাত
এখন ঠাণ্ডা হচ্ছে না । ও মেয়েমানুষের
ছোবল, আর আস্ত কেউটের ছোবল
হুইই সমান ।

সদা ।—না রে না, আমি পাগল হইনি—পাগল
হইনি । আমি ঠিক আছি, ঠিক আছি ।
তবে সে বেটীকে খুন কোরো, খুন
করো ; নইলে এ জালা জুড়োতে পারবো
না । যাবে কোথায়, যাবে কোথায় !
ধ'রবো, ধ'রবো । প্রতি লোমকূপে ছুরির
এক এক ঘা বসিয়ে রক্তের ফিন্‌কি
ছোটাব, সেই রক্তে নাইব, সেই রক্তে
নাইব । ওই যায়, ওই যায়, ধরু ধরু ধরু ।

[সদানন্দের বেগে প্রস্থান ।

যশু ।—তাইত রে, সব যে ওলট পালট হোয়ে
যাচ্ছে । সে মাগীকে আমি ভাল বোলে
জানতুম ।

কু ।—নাকে কাণে খত্‌ দাও দাদা, নাকে কাণে

খত্‌ দাও ; দিবি্য কর যে, মেয়েমানুষের
সঙ্গ আর কোরবে না । দেখুলে ত,
আস্ত মানুষকে পাগল কোরে দেয় ।
গাঁজা খাও, গুলি খাও, চরস খাও, চণ্ডু
খাও, সবের পার আছে বাবা, 'মেয়ে-
মানুষের নেশা' যিনি কোরেছেন, তাঁর
ইহকালের দফা অষ্টরস্তা, আর পর-
কালেরও মুখে ছাই ।

যশু ।—সময় পেয়ে খুব বোলে নিচ্ছিস্ না ?
আমার ত আর উত্তর দেবার নেই,
কাজেই চুপ কোরে আছি ।

কু ।—দাদা ! বসন চুরির মাধুরীর ওপর এখন
যেহা জন্মাচ্ছে ? এখন বুঝছ, কেন আমি
গাঁজার কন্ধে সর্বস্ব সার করিছি । কি
নেমকহারামীটাই বেটী কল্লো ? ভাবতে
গেলে বুক শুকিয়ে যায়, থাইয়ে পরিয়ে
ভালবাসা জানিচ্ছে, বুকের ধন ক'রে
রেখে, পরিণাম এই দাঁড়াল ! তিনি
ভেতরে ভেতরে আর একটীকে পেয়ে
বোসেছিলেন, ঠিক সময় বুঝে পরিষ্কার
সোরে পোড়লেন । বস্ বাবা ! তুমি
এখন হাতমুখ চাপড়ে মর ! আবার এ
কাজের এমনি মজ্জ' দাদা, যখন বিদেয়
হন, তখন যদি ভালয় ভালয় বিদেয় হন,
তবু কতকটা রক্ষে ; যখন যাবেন, এমন
ছোবল দিয়ে যাবেন যে, সে ঘা শোধ-
রাতে এক যুগ কেটে যাবে । পাগল
হ'তে হয় দাদা, পাগল হ'তে হয় !
হাজারের ভেতর হুটো লোক ইহতো
সুধ্রে ওঠে আর না হয় আফিমের গুলি
কিন্ধা মোটা গোক-বাঁধা দড়ি—এখান-
কার লীলাখেলার অবসান করে ।

বঙ।—আর কথায় কাজ নেই, এখন চল ।

বাবার তো এখন উন্মাদ অবস্থা, কস কোরে কি একটা কোরে ফেলবে, শেষে হাতে দড়ি পোড়বে । চ, এগিয়ে গিয়ে দেখি ।

কু।—তা চল যাচ্ছি, কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা করি, গাঁজা বড়, কি মেয়েমানুষ বড় ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(অপর দিকে পরমানন্দ, বাঁশরী ও ছদ্মবেশী রাধার প্রবেশ ।)

রাধা।—দেখ, তুমি কাণা-মানুষ, আর কতটা পথ চোলবে বল ? আমি বলছি, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও, আমি তোমার ছেলেকে খুঁজে এনে দোবো ।

পরমা।—দেখ, তুমি যেই হও, তোমায় চোখে দেখতে পাচ্ছিনি বটে, কিন্তু তোমার কথা শুনে এ বৃদ্ধের শুকপ্রাণ আবার ফুটে উঠছে । সংসারের অনেক বড় ঝাপটা খেয়ে, কুটীল পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ কোরে ক্ষত বিক্ষত হোয়ে, নীরব জন-কোলাহল শূন্য বনপ্রান্তে এসে আশ্রয় নিইছি । কিশোর এ অন্ধের নয়ন ছিল, সেই বন থেকে ফল পেড়ে আনতো, আমি আর এই ক্ষুদ্র বালিকাটা খেতুম । সংসারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না, অথচ সাংসারিক স্ত্রে প্রাণ পূর্ণ ছিল । সে আজ ক'দিন ধোরে কোথায় গেছে খুঁজে পাচ্ছিনি । বাঁশরী কাদে, আমি কাদি, এ হৃৎখীর অশ্রুজল দেখে কে মহানুভূতি করবে বল ? দরিদ্রের অশ্রু-

জলের কি মূল্য আছে ? তুমি কে ? কৃপা কোরে এসে আমার হৃৎখে দয়া প্রকাশ কছো ? তোমার কণ্ঠস্বর শুন্ছি মনে হচ্ছে, যেন এ স্বর পৃথিবীর নয়, স্বর্গের । তুমি স্বর্গের জিনিস, আমার ছেলেটাকে খুঁজে এনে দাও, এ বৃদ্ধের জীবন রক্ষা কর ।

বাঁশরী।—ওগো তোমার পারে পড়ি, তুমি আমার দাদাকে খুঁজে এনে দাও । আমার তুমি যা বোলবে শুন্বো, তুমি আমার মুখে হরিনাম গান শুনতে ভালবাস, আমি তোমায় রোজ গেয়ে শোনাবো । আমার প্রাণ বাঁচাও, দাদাকে এনে দাও ।

রাধা।—(পরমানন্দের প্রতি) দেখ গা, আমি তোমার ছেলেকে খুঁজে এনে দিতে পারি । যদি তুমি আমার একটা কথা রাখ । আমার একটা ভাই আছে, তার সঙ্গে যদি মেয়েটির বিয়ে দিতে রাজী হও, তাহলে তোমার ছেলেকেও খুঁজে এনে দিই, আর তুমি কানা, চোখে দেখতে পাওনা, তোমারও চোখ করে দিই, আর এমন জিনিস তোমায় দেখাতে পারি, যা দেখলে তুমি আর সংসারে থাকতে চাইবে না ।

বাঁশরী।—তুমি আমার দাদাকে খুঁজে এনে দেবে ? আমার বাবার চোক কোরে দেবে ? আমার যার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাও দাও, আমি এখনি তাকে বিয়ে কোরো ।

রাধা।—(পরমানন্দের প্রতি) দেখগা, আমরা অজাত নই, খুব ভাল জাত, আমাদের

ঘরে মেয়ে দিলে, তোমাদের মান বাড়বে
বই কমবে না ।

পরমা ।—দেখ, আমি বুদ্ধ, চির অন্ধ, কিন্তু
জগদীশ্বরের কৃপায় আমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি
আছে । তুমি অন্ধের চোক ফোটাতে
• চাও ? পৃথিবীর সার জিনিস দেখাতে
চাও, যা দেখলে আর সংসারের সুখের
আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, তুমি সামান্য নও ।
আমি তোমায় কতকটা চিনেছি কেন
চিনেছি জান ? এখন আমার অবস্থা
একদম দেখচ বটে, কিন্তু আমার জীবনেই
আমি সঙ্গতিপন্ন ছিলাম । সুরম্য অট্টা-
লিকা, অসংখ্য দাস দাসী, অতুল ঐশ্বর্য,
কিছুই অভাব ছিল না । কারুর সঙ্গে
কখনও প্রবঞ্চনা করিনি, কারকে কথ-
নও মন্দপথে নিয়ে যাইনি, কুকার্য
কি, তা কখন জানিনি, চিরকাল
সৎপথে বাস, ধর্মকর্মের আচরণ,
দান ধ্যান, এই সকল নিয়েই সর্বস্বান্ত
হইছি । অবশেষে শিশু কন্যা ও শিশু
পুত্রের হাত ধরে বেরিয়ে এসে, এই বনে
আশ্রয় গ্রহণ করেছি । মনে মনে এক
একবার ভগবানের উপর অবিশ্বাস
আসিতো, ভাবতুম, কি পাপে আমার এই
হ্রদশা ? এখন বুঝি, সর্বস্বান্ত হইছি
বলেই পৃথিবীর সার জিনিস দেখবো,
চির অন্ধ আমি, চক্ষু পাবো । জগ-
দীশ্বর ! ধন্য তোমার লীলা ! ভাল,
আমি স্বীকৃত হলেম, তোমার ভায়ের
সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দেবো ।
আমায় চক্ষু দাও আর না দাও, মাঝে
মাঝে এসে আমাদের খোঁজ খবর নিয়ে

যেও, আপাততঃ আমার ছেলটাকে
খুঁজে এনে দাও ।

রাধা ।—তা দিচ্ছি, (বাঁশরীর প্রতি) কই, তুমি
একটা হরিনাম গান শোনাও । তুমিত
বলে, আমি যখন বলবো, তুমি গাইবে ?
বাঁশরী ।—তা গাচ্ছি, আমার দাদাকে আজই
খুঁজে এনে দেবে ?

রাধা ।—হ্যাঁ, তুমি গাও ।

বাঁশরী ।—আর আমার বাবার চোখ হবে কবে ?

রাধা ।—খুব শিগ্গির হবে । আমার কথা কি
মিছে হয় ?

বাঁশরী ।—তবে গাইচি, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে
গাও ।

(রাধা ও বাঁশরীর গীত ।

সে যে কদমতলার বঁকে দাঁড়ায়,
বাজায় মোহন বাঁশরী ।

বাঁশরী রবে ভুবন ভরে, ম'জলো শুনে কিশোরী ॥

কুলমান রইল কোথা, ছুটলো বাঁশী শুনে ।

রাধার মন টান্ছে বাঁশী, রাধামামের শুণে ॥

নীল বমুনা কুলু কুলু, উজান ব'য়ে যায় ।

বাঁশীর কান্দী গলায় প'রে, কোকিল কুহ গায় ॥

মিশে গিয়ে বাঁশীর সুরে, আপন হারা হই ।

বাঁশী পেলে দাসী হ'রে, পায়ে প'ড়ে রই ।

পরমা ।—আহা ! প্রাণ জুড়া'ল ।

রাধা ।—তাত, জুড়াবেই, এ আর নূতন কথা
কি বল ? অমৃত চিরদিনই অমৃত ! এখন
চল ।

[সকলের প্রস্থান ।

(পক্ষী-বিক্রেতা রমণীগণের পাখীস্বপ্ত
প্রবেশ ও গীত ।)

লাল পাখী তোর রাজা ঠোটে,

আদর ক'রে চুমো খাই ।

এমনি কোরে, বুকে ধ'রে, উধাও হ'য়ে উড়ে যাই ॥
 মিশিয়ে গিয়ে নীল আকাশে,
 লুকিয়ে থাকি. মেঘের পাশে,
 গলা ধ'রে মুচকে হেসে,
 প্রাণের সোহাগ অমনি চাই ॥
 পাখী তোর রঙা হাসি,
 রঙা প্রাণে ভালবাসি,
 মধুর হাসি, পরার কাসি, এমনিটী আর কোথাও নাই ।
 [সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

—০—

কুটীর সম্মুখ ।

(কিশোর ও নির্মলার প্রবেশ)

কিশোর ।—এই উবার আলো সাক্ষী, ঐ নীলা-
 কাশ সাক্ষী, আমার মন সাক্ষী, তোমার
 ভালবাসা সাক্ষী, সত্যি বল, তুমি কে ?
 আর আমার সন্দেহে রেখো না ।

নির্মলা ।—এই বন সাক্ষী, বনের গাছ-পালা
 সাক্ষী, তুমি সাক্ষী, আমি সাক্ষী, ভগবান
 সাক্ষী, সত্যি বল, তুমি আমার ভাল
 বাস ?

কিশোর ।—ভালবাসি ।

নির্মলা ।—ভালবাস ? আমিও ভালবাসি, খুব
 ভালবাসি । তবে শোন, আমি বেশ্যা ।

কিশোর ।—এঁয়া ! তুমি বেশ্যা ?

নির্মলা ।—হঁ্যা, আমি বেশ্যা । হলুমই বা
 বেশ্যা, বল্লে না, তুমি আমার ভালবাস,
 এখন আমি তোমার আরাধ্য দেবী,
 তুমি আমার উপাস্তদেবতা ।

কিশোর ।—তুমি বেশ্যা তা আমি জান্তুম না,
 তা জান্লে তোমায় ভালবাসতুম না,
 তোমার সঙ্গে আসতুম না, তোমার
 পেছনে ফিরতুম না । ছি ছি ! বেশ্যা
 যে কলঙ্কিনী, কলঙ্কের জীবন নিয়ে,
 এমন সোণার সংসার কলঙ্কিনী ক'রে,
 সরল মানব-প্রকৃতি কলঙ্ক পসরা ঢেলে
 বিষময় ক'রে দেয় । শুনিছি, বেশ্যার
 প্রাণে ভালবাসা নেই, তবে তুমি আমায়—
 কেমন কোরে ভালবাসবে ? আমার
 আত্মবিসর্জনের মূল্য তুমি দিতে
 পারবে কি ?

নির্মলা ।—দিতে পারি না পারি, দেখ না । পারি
 হারি ভেবনা, তা হ'লে প্রেম হবে না ।
 ভালবাসতে এসে পাত্রাপাত্র বিচার
 ক'চ্চ ? এমন ভালবাসা নাই বাসলে,
 আমার কি দিন যাবে না, - যাবে ।
 তবে তোমার গঞ্জনা স'য়ে প্রতি পদে
 পদ দলিত হ'য়ে, তোমার কুপার পাত্র
 হ'য়ে থাক্বো, তা মনে ক'রো না । যদি
 ভালবাস, প্রাণ ঢেলে দাও, আপনার
 পর বিচার ক'রো না । মান অভিমান
 রেখ না । দেখ না, দুদিন থাক না, আমি
 ভাল বাসতে জানি কি না বোঝোনা ।

কিশোর ।—কি বুঝ্বো, কি বোঝাবে ? বোঝ্ব
 বার আর কি আছে ? তুমি বেশ্যা,
 ভালবাসা কি জিনিসে গড়া, ভালবাসলে
 তার কত উচ্ছে স্থান, ভালবাসার ধনকে
 কত যত্নে রাখতে হয়, তুমি জান কি ?
 তুমি পারবে কি ? তোমায় ভালবাসলে
 পবিত্র ভালবাসার অবমাননা করা
 হবে ।

নির্মলা।—তুনে সুখী হলাম, এটুকু তুমি এখন বুঝতে পেরেছ ? ভাল তুমি সুখী হও, এই আমার প্রার্থনা। তবে একটা কথা জানতে চাই, এখন কি করতে চাও ? আমি—আমার কি হবে।

কিশোরি।—তোমার যা হ'বার হ'বে, তোমার ভাবনা আর কেন ভাববো ? আগে ভাবতুম, যখন তোমায় দেবী ব'লে জানতুম,—তখন ভাবতুম, এখন আর কেন ভাববো ? যখন তুমি সাজি হাতে কোঁরে বনে ফুল তুলতে যেতে, আমি দূর থেকে তোমায় দেখতুম, যখন পাতকোয়া থেকে জল নিতে আসতে, আমি অনিমিষনেত্রে চেয়ে থাকতুম, মনে হ'ত, এই আমার কলনা-কাননের হেমময় মূর্তি। তুমি বেশ্যা, তা আমি জানতুম না, এখন বুঝছি, কেন তুমি তোমার পরিচয় গোপন কোত্তে ছি ! ছি ! কি করিছি, কার জন্তে সর্বস্ব ত্যাগ কোত্তে যাচ্ছি, কার জন্তে বৃদ্ধ পিতা, অফুটন্ত কলি বাঁশরী, এত সাধের মানব-জীবন, সব জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হচ্ছি। আমার কথা শোন, আমি তোমায় ভাল-বেসেছিলুম, এখনও ভালবাসি। ইহ-কাল ত তোমার গেছেই, প্রায়শ্চিত্ত কর, যাতে পরকালের কিছু কাজ কোত্তে পার।

নির্মলা।—হা অদৃষ্ট ! তোমার মুখে এ সকল কথা শুনে হ'ল ? তুমি আমার পরকাল দেখাচ্ছ ? আমার কর্তব্যপথ তুমি দেখিয়ে দিচ্ছ ? দেখ, যতটা সোজা মনে ক'চ্ছ, তা নয়। আমিত তোমায় বলিছি যে,

আমরা বুকের রক্ত দিয়ে ভালবাসতে জানি, আবার পরের বুকের রক্ত নিজেও জানি। সাবধান ! সিংহিনীর জটা ধ'রে টেনো না, কালসাপিনীর কণ্ঠর ওপর পা দিও না, সাধ ক'রে হাতে তুলে বিষের আগুন জালিও না, সে আগুনে শুধু আমি একা পুড়বো না, তুমিও পুড়বে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে, নিশানাও থাকবে না। জগদীশ্বর সাক্ষী, তুমি সাক্ষী, তোমার ভগ্নপ্রেম সাক্ষী, যদি তুমি ছাড়া আমার এখন উপায় থাকতো, তা হ'লে তোমার মুখ চাইতুম না। তোমার কাছে আর এক মূহূর্ত্তও দাঁড়াইতুম না, আর তোমার পথের কণ্টক হতুম না। এখন কি হবে জান ? ছোটো চোক যে পথে নিয়ে যাবে, সেই পথে যেতে হবে। দেখ, সত্যি বলতে কি, ততটা সাহস আমার নেই। একেবারে নিরাশ্রয় হ'য়ে, নিজের মনের বলটুকু ভরসা কোরে, অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে, কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবো, তা বোধ হয় পারবো না। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই। আমি বেশ্যা বটে, কিন্তু আমার প্রাণ বেশ্যার প্রাণ নয়, আমি তোমায় ভালবাসতে পারবো। দেখ না, দু দিন সময় দাও না, পরীক্ষা কর না, আমি তোমার যোগ্য কি না, সে প্রমাণ আমি তোমায় দেবো।

কিশোরি।—এখন আমার মনে পড়'ছে তুমি ব'লেছিলে, গর্ব প্রেমের অলঙ্কার। কথাটা শুনে আমার মনে হ'য়েছিল, তবে বুঝি তুমি যথার্থ প্রেম জান না। প্রেম বড় কোমল, গর্ব আসবে কেমন কোরে ?

তুমি কাঁদাবে, তুমি পায়ে দ'লবে,
তুমি [মুখ] ফেরাবে, তবু আমি
তোমার । চ'থের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে,
মনের বাঁধন মিছে প্রবোধ দিয়ে আর
টেনে রাখা যায় না, সব বুঝি যায়, বুঝি
ডুরি ছেঁড়ে । যেই দেখলুম, আমার
সর্বস্ব ধন তার প্রেমময়ী মূর্তী নিয়ে
আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অমনি
তার পায়ে লুটিয়ে পোড়বো । চোখের
জল তার পায়ে মুছে, তার গলা ধ'রে
বলবো, আমি তোমার । আমায় ঠেল,
ফেল, দূর ক'রে দাও, তবু আমি তোমার ।
বল দেখি, এ সব কথা শুনে কি প্রাণ
কাঁদে না ? তোমার ভালবাসায় আর
এ ভালবাসায় কতটা প্রভেদ ? এ প্রেমে
গরু নেই, কিন্তু তবু কত মধুর, কত
সুন্দর, স্বর্গ আর কোথায় ? তুমি বেষ্টা
তোমার দারুণা—গরুর পুরুষ বশ হয়,
গরুর কটাক্ষ পুরুষকে পদানত করে ।
গরু প্রেমের অলঙ্কার । আর না, তুমি
বেষ্টা, যুগিত জীবন নিয়ে যে রকমে
সুখী হ'তে চাও হও আমি চল্লম । যত-
দূর সম্ভব, পরকালের জন্ত প্রস্তুত হও ।

নির্মলা ।—যাচ্ছ—যাচ্ছ, যাও । ছি ! ছি ! কি
যুগা, কি লজ্জা, নিজের পায়ে শেকোল
পোরবো, নিজের জীবন যৌবন বিলিয়ে
দেবো, আপনার বড় সাধের জীবন পরের
হাতে তুলে দেবো, তাতেও এত দুঃখ,
এত-কষ্ট, এত যন্ত্রণা, এত আত্ম-প্রবঞ্চনা ?
আমি দোষী, সহস্রবার দোষী, আমায়
মার্জনা কর । আমায় ফেলো না,
আমায় ভাসিয়ে দিও না, আমার সর্বনাশ

ক'রোনা । দেখ দাসী হ'তে এয়েছি,
আর ত কিছু না, তুমি নির্দয় নও,
তোমার প্রাণ কোমলতা পূর্ণ, তুমি করু-
ণার আদর্শ, দাসী ব'লে পায়ে ফেলে
রেখে দিও । তোমার শপথ, আজ হ'তে
গরু বিসর্জন দিলুম, ধুলার চেয়ে নীচ
হ'য়ে থাকবো, মাটির মতন তোমার
পায়ে মিশিয়ে থাকবো, তোমার পায়ে
কাঁটা ফুটলে বুক দিয়ে তুলে দেব । আমি
যথাখই অনাধিনী, আমার মুখ চাইবার
কেউ নেই ।

কিশোর ।—অনাধিনীর আশ্রয় অনাথনাথ, তাঁর
স্বরূপ নাও । তুমি বেশ্যা, তোমার প্রাণ
মকুভূমি, আমি চল্লম ।

[কিশোরের প্রস্থান ।

নির্মলা ।—সব ফুরুল, যেন একটা স্বপ্ন ব'লে
মনে হয় । এলো, গেল ! সুখ স্বপ্নের
মত চ'লে গেল ! হাওয়ায় মতন মিশিয়ে
গেল ! দীন, হীন, ক্ষীণ, মলিন, ক্ষুদ্র,
পদদলিত, অসার স্মৃতি, অতীতের সাক্ষী
দিতে র'য়ে গেল ! চোখ দিয়ে জল
পোড়েছে, চোখের জলে বুক ভেসে
যাচ্ছে, আমি কাঁদছি ! এ একটা নূতন
জিনিষ বটে ! কেঁদে কি হবে ? যত
কাঁদবো, যুগালের স্মৃতির মতন কান্না
ততই বাড়তে থাকবে । এখন, এখন
উপায় ! আর কেন, পৃথিবীর যতটুকু
সুখ, যতটুকু আনন্দ, যতটুকু তৃপ্তি,
তাতো সম্পূর্ণ পেয়েছি, এইবার সব তুলি
না কেন ? ভুলবো কি ক'রে ? স্মৃতির
হাত কি ক'রে এড়াব ? আছে, একটা

উপায় আছে, সেই ছুরী—যে ছুরী বুকে
ক'রে বেড়িয়েছি, যে ছুরীকে চির
সহচরী ক'রে সঙ্গে এনেছি, সে ত
আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছে, তবে আর
কি ! এখনি ত জুড়াতে পারি, এখনি ত
সব জালায় মুখে ছাই দিতে পারি ! তার
পর স্বর্গ কি নরক ? কিশোর যা বলে,
তাঁত ঠিক, ইহকাল পরকালের কথা এই
ত আমার মনে পড়েছে । এই ছুরী—
(ছুরী বাহির করণ) তুমি অনেকের
জালা জুড়িয়েছ, তুমি অনেক মর্ম-
পীড়িতকে চিরদিনের জন্য শান্তি দিয়েছ ।
অনেক হতভাগিনীর শূন্য প্রাণ পূর্ণ
ক'রেছ । অনেক পুত্রহীনাকে প্রবোধ
দিয়েছ । অনেক নিরাশ-প্রণয়ীর প্রিয়-
সহচরীর কাজ ক'রেছ । তোমায় বুকে
কোরে বেড়িয়েছি, অনেক যত্নে বুকে
স্থান দিইছি, এস শানিত ছুরি ! আমার
পণ মুক্ত কোরে দাও, আমার আশ্রয়
দাও, আমার প্রাণ বাঁচাও ! বড় জালা,
বড় জালা, ধ'রে রাখতে পারছিনি । মুক্তি
দাও, মুক্তি দাও ! না—থাক, আজ থাক,
মরণত হাতের ভেতর, কাজ আছে,
কাজ আছে, বড় সাধ ছিল, তার মুখে
মুখে থাকবো, সে আমার পায়ে পায়ে
ফিরবে, তার বুকে বুকে মিশিয়ে থাকবো,
সে সাধত মিটলো না, তবে, তবে, ছুরী !
আগে তার বুকের রক্ত নিয়ে এস । তার
পর আমার রক্ত নিয়ে আমার চির
জন্মের অপূর্ণ সাধ মিটিয়ে দাও ।—পারবে
ত ? পারবে ত ? ছি ! ছি ! কঁদছি,
কঁদছি, আবার চোখে জল, চোখ

উপড়ে ফেলবো, না না আবার কান্না,
আবার চোখে জল ! আবার তবু !
(ক্রন্দন)

(নিমচাঁদের প্রবেশ ৭) •

নিম — বাবা, ডাইনীর হাততো নিজে কোন
রকমে এড়িয়েছি, কিন্তু পরবার কাপড়
ক'খানা যে বেটী দখল কোর্কে, তাঁত
প্রাণে সহবে না । ও কে বোসে ? সেই
ছুঁড়িটা নয় ? বসে বসে কঁদছে ; একি
রকম বাবা ? মেয়েমানুষে কঁদে, তাঁত
জানতুম না ।

নির্মলা ।—উঃ ! বড় ভার ! বড় ভার ! প্রাণের
বোঝা আর বইতে পারিনি, প্রাণ বুঝি
ফেটে যায়, বুকের ভেতরকার সমস্ত
রক্তটা যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে
চাচ্ছে । মনে ক'রেছিলুম পুরুষত নিজীব
পুতুল, যেমন নাচাবো তেমনি নাচবে,
যেমন ফেরাবো তেমনি ফিরবে ; কি
লজনা ! ছি ! ছি ! কি গজনা ! পোড়া
মনের সাধ দেখ ! এখন মনে হচ্ছে,
আমি তার পেছনে ফিরি, ছুটে গিয়ে
আমি তার পায়ে ধরি—তবে সত্যি কি
প্রেমে গরু থাকলে সে প্রেম ফুটতে পার
না ? কোথায় যাব ? নিরাশ্রয় সম্বল-
হীন অনাধিনী স্ত্রীলোক, কোথায় যাব ?
কোথায় গিয়ে আশ্রয় পাবো ?

নিম ।—এইত বাবা মেয়েমানুষও ত প্যাঁচে পড়ে
দেখছি, মাগী সে দিন ঢের বুকনি
দিচ্ছিল, এক একটা কথা কয়, আর
কালসাপিনীর মতন চকর তোলে ! এইত
চাঁদ কঁদেত পড়েছ বটে ? (নির্মলার

কাছে গিয়া) ওগো ঠাকুর ! তুমি এখন এমন হোয়ে পোড়েছ ? তা কি করবে বাছা ! গেছে, গেছে, তার আর চারা কি ? আমারও কাঁচা বয়েস বটে, আমি এক কথায় ছেড়ে দিলুম, আর তুমি মন বাঁধতে পারবে না ? নিজের মন নিজের হাতের ভেতর নাও । কাঁদতে দিও না, ছট ফট করতে দিও না, হাঁক পাক করতে দিও না, ছুদিন একটুখানি ধুক ফুকনি থাকবে বটে, তারপর যেমন মন তেয়ি হোয়ে যাবে ।

নির্মলা ।—তুমি আবার এখানে এসেছ যে ?

নিম ।—পুরণো পিরীত ঝালাতে এসেছি, তা মনে করোনা, পরণের খানকতক কাপড় আছে, সেই কথানি যদি চুপি সাড়ে সরাতে পারি, সেই আঁচে এসেছি । কি জান ? নিজের পয়সা দিয়ে কেনা কাপড়-গুলো, বেটা আর একজনকে পরাবে, সেটা আমার পক্ষে বোকামো কাজ হবে সে কথা যাক, তোমার রত্নটী কি আঁচল থেকে ধ'সে পড়ে হারিয়ে গেছেন না কি ? আর তুমি বসে বসে চোখের জলে মালা গাঁথছ ।

নির্মলা ।—আমি তাকে বড় ভালবাসতাম, তাকে সর্বস্ব সার করেছিলাম, তার প্রেমময় মূর্তি আমার প্রাণে অতি যত্নে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, গেল, চলে গেল, পায়ে ঠেলে চ'লে গেল, অনেক কাঁদলুম, অনেক ব্লুম, চোখের জলে বুক ভাসালুম, সে এয়ি পাষণ, এয়ি নির্দয়, এয়ি নিষ্ঠুর—এক ফোঁটা চোখের জল পর্যন্তও কিয়তেরে দিয়ে গেল না, চলে গেল, সে

যেন আমার কখনো কেউ ছিল না । চলে গেল, যেন সে আমার বড় পর । চলে গেল, যেন আমিই তাকে এজিষে ছিলাম । এখন আমার দশা দেখ । কেবল কান্না ! কেবল কান্না ! জীলোকের আর কি সম্বল আছে বল ?

নিম ।—যা হোক বাবা ! একটা ধোঁকা আমার মিটলো । মনে করেছিলাম, মেয়েমানুষ বেটীরা যা কাঁদে তা লোক দেখান, যা ছটো হা ছতাশ করে, সে কেবল পুরুষ মারার অস্ত্র । তাত নয়, এখন দেখছি মেয়ে মদ কেউ একাজে ছাড়ান পান না । গোড়ায় গলদ দেখছি বাবা, পিরীত । এ ঝকঝারি যিনি করেছেন, মেয়েই হও আর মদই হও, শেষ রক্ষা বিষম রক্ষা ।

(নিমটাদের গীত)

* পিরীত করা কি ঝকঝারী মদামাগী বিচার নাই ।
বিষম রোগে ধ'রলে তেগে, বিষের জালায় বিষম খাই ॥
এ কাজের এমনি মজা, হওনা কেন রাজার রাজা,
তুললে কাঁধে প্রমের ধজা, নড়ন চড়ন রহিত ভাই ॥

(কালিন্দীর প্রবেশ ।)

কা ।—ওরে মুখপোড়া, ওরে হতচ্ছাড়া, ওরে সর্ব্বনেশে ! আবার এসেছিসু যে ? চোর ব'লে দারোগা ডেকে এখনি ধরিয়ে দেবো জানিসু ? বেরো বেরো, দূরহ দূরহ । মনে করেছিসু বৃষ্টি, তুই না হোলে আর আমার দিন যাবে না ?

নিম ।—দোহাই ভগবান ! আমি কোন মন্দ মংলবে আসিনি । পরণের কাপড় কথানা আছে, তাই নিতে এসেছি ।

কা ।—কাপড় তোর বাবার ঘরের না ?

নিম ।—না হয়, তোমার বাবার ঘরেরই হলো ।

এখন ভাল মানুষের মেয়ের মতন বের
কোরে দাঁও, আধি স'রে প'ড়ছি ।
মনে করো না বাবা, তোমার মোলায়েম
পিরীতের ঘূর্ণীতে আবার প'ড়তে
এসেছি । তোমার প্রেমে দূর থেকে
ছেলাম বাবা ।

কা ।—বলি শোন না শোন না, কেন বল দিকিন
আমার সঙ্গে অমন করিস্, আমি তোর
কি করিছি, তোর পাকা ধানে মই
দিইছি, না তোর বুক বাঁশ দিয়ে
ডলিছি ।

নিম ।—কি বাবা, আবার মায়া বাড়াচ্চো ?
আবার ডাকিনীর মন্তর কাড়ছো ?
আবার ফাঁদে ফেলাবার চেষ্টা করছো ?
আমার কাপড়ে কাজ নেই বাবা ! সূত্ই
রাম রাম ! অনেক কষ্টে বাঁদন কাটি-
য়েছি, আবার কেন আটা-কাটিতে
পোড়বো ? কেউটে সাপের জাত
তোমরা, একছোবলেই প্রায় কাৎ করে-
ছিলে, নেহাৎ বাপ্ মার পুণ্য, অনেক
কায়ক্লেশে ঝেড়ে পুড়ে উঠিছি, আর
কেন ?

• [নিমটাদের গীত ।]

যেমন আছ তেমনি থাক, আবার কেন নয়না হান ।

ভাঙা পিরীত জোড়া দিয়ে কেন মিছে ঝালিয়ে আন ॥

তফাৎ থেকে বিদেয় হই,

সুখে থাক রসমই,

খোঁষলে কাছে প'ড়বো প্যাঁচে,

তোমরা যে চাঁদ ভেকী জান ॥

[নিমটাদের প্রস্থান ।]

কা ।—যাবি কোথা মুখপোকা, আবার ঘুরে
ফিরে আসতে হবে, ওরে হতচ্ছাড়া,
অমন পারি কোথা ? নূতন ক'রে পিরীত
ক'র্কে এঁচেছ ? তাতে যে কিছু থোক
থাক্ চাই, বেটার টানার জোঁটে না,
থোক থাক্ পারি কোথা ?

নির্মলা ।—ওগো আমার সব ফুরিয়েছে, আমার
সোণার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে ! আমার যে
ছিল, সে চলে গিয়েছে ! আমি অনাধিনী
নিরাশ্রয়, আমার কেউ নাই । আমায়
বিদেয় দাও । এখন আমার এই দুটি
চোক সজিনী, যে পথ দেখিয়ে নিয়ে
যাবে, সেই পথে যাবো । আমার চঞ্চল
পাগল মন যে কাজ কর্তে বলবে, সেই
কাজ কর্কো, আর সময় নেই, আর
আটক থাকতে পারবো না ।

কা ।—আমরণ, এরই মধ্যে পিরীতের মুখে ছাই
পোড়ে গেল । ও ব্যাটার জাতই নেমক্-
হারাম জাত । ভগবান ! এত লোক
মরে সর্ব্বনেশে পুরুষগুলো মরে না ?
তা হ'লে যে আমাদের হাড় জুড়োর,
আমরা নিখেস ফেলে বাঁচি ।

[যতোর প্রবেশ]

যত ।—ওগো পালাও, পালাও, শিগুগির পালাও
আর দেরী করো না ।

কা ।—কেন, কে তুমি ?

যত ।—তুমি আমায় চিন্বে না । উনি আমায়
চিনেছেন । যাও, শিগুগির পালাও,
বাবা টের পেয়েছে তুমি এই বাঁনে আছ,
তোমায় খুন কর্তে আসছে, ঘর দোর
জালিয়ে দিতে আসছে, যাও যাও, দেরী
ক'র না ।

নির্মলা ।—সর্বনাশ ! কোথায় যাব ? হা ভগ-
বান ! কি কল্লে ।

যণ্ড ।—আর কথা কয়বার সময় নাই, যেথায়
পাও, লুকোওগে ।

কা ।—চল গো চল, হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে ভাবছ
কি ? কেন মরতে এমন সর্বনেশে
মাগীকে ঘরে জায়গা দিয়েছিলুম গা !
আপনিও মলো, আমাকেও মারলে ।
এস এস, আর দাঁড়িও না ।

[নির্মলার ও কালিন্দীর প্রস্থান ।

[মশালহস্তে সদানন্দ ও কুশাণ্ডের প্রবেশ ।

সদা ।—কোথা ? কোথা ? সে মাগী কোথা ? সে
মাগী কোথা ? শিগ্গির দেখিয়ে দে ?
শিগ্গির দেখিয়ে দে ? প্রাণ জলে যাচ্ছে,
প্রাণ পুড়ে যাচ্ছে, ঠাণ্ডা হ'ব, ঠাণ্ডা হ'ব,
সে বেটীকে খুন কোরে ঠাণ্ডা হ'ব !

যণ্ড ।—এই, এই কুঁড়ের ভেতর লুকিয়েছে ।

সদা ।—তবে দে—জালিয়ে দে, বেটী পুড়ে
মরুক, পুড়ে মরুক, যেই বেটী বেরবে,
ওমনি গলা টিপে আবার ঐ জলন্ত ঘরের
ভেতর পুরে দোব । হা ! হা ! হা ! হা !
আমাকে ফাঁকি দিয়েছিস ? আমার কাছ
থেকে পালিয়ে এসেছিস ? আমি তোকে
বড় ভালবাসতুম, আমার সর্বনাশ করে-
ছিস, তার এই পরিণাম,—(ঘর জালা-
ইয়া দেওন) আগুন জলছে, ধু ধু জলছে,
হু হু জলছে, লক্ লক্ শিখা এইবার
আকাশে গিয়ে ঠেকবে ।—সর্বনাশি !
আমার ফাঁকি দিয়ে তুই সুখী হ'বি মনে
করিছিস, আমার কাছে বড় অযত্নে
ছিনি না ? আমি তোমার বড় অসুখের

কারণ হয়েছিলুম না ? কেমন ? কেমন ?
এখন সুখ কত, তা বোঝ । কইরে
যণ্ড ! বেটী বেরুচ্ছে না যে ?

যণ্ড ।—আর বেরুতে হবে না, আগুন যে মূর্তি
ধরেছেন, তাঁর লীলাখেলা ঐখানেই শেষ
হয়েছে ।

কু ।—দাদা ! আমার বড় ভাল বোধ হচ্ছে না,
এখান থেকে সরে পড়ি চল । এখন
দারোগার কাণে যাবে যে, আমরা ঘর
জালিয়ে দিইছি । অমনি কড়াকড় হাতে
হাতকড়ি পড়বে ।

সদা ।—ঠিক বলেছিস ! ঠিক বলেছিস ! প্রাণের
জালা ত মিটলো, এখন নিজের রক্তার
উপায় চাই ।

[প্রস্থান ।

কু ।—বলি দাদা ; বুঝছ ত ? মেয়েমানুষের সঙ্গ
কত্তে গেলে, নিজের প্রাণের তোরাকা
থাকে না । কি ঝক্কারির কাজ বাবা !
সাধে কি আর নাকে কাণে খৎ দিয়ে
এ কাজে ইস্তফা দিইচি, চল, আর দেবী
কোরে কাজ নেই ।

যণ্ড ।—তাইত, যদি দারোগা এসে পড়ে ?

কু ।—এ সব কথা গোড়ায় ভাবা উচিত ছিল ।
এখন চল, আবার জিজ্ঞেস করি, গাঁজা
বড়, কি মেয়েমানুষ বড় ?

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

বন ।

[একদিক দিয়া ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ, জটীল,
ও অপরদিক দিয়া ছদ্মবেশী রাধা

ও বাঁশরীর প্রবেশ ।]

শ্রীকৃষ্ণ ।—জটীল ! এই তোর বউ, দেখু দেখি,
পছন্দ হয় ? কেমন রাজা টুক টুকে
বউ, গোলাপ ফুলের মত গাল, টাঁদের
মত মুখ, সর্ব্বাঙ্গে যেন ভালবাসা মাখান ।
তোকে রাজা বউ দোবো বলিছিলুম,
অনেক খুঁজে পেতে, অনেক ঘুরে ফিরে
তবে পেয়েছি । দেখু দেখু, একবার
চেয়ে দেখু ;—

সোণাপানা বদনখানি, সোণা করে গায় ।

হীরে মতি কোথায় লাগে, পায়ে লুটে যায় ॥

মুখের হাসি চুরি ক'রে, ফুল ফুটেছে বনে ।

এমনটি আর কোথায় আছে, বোঝনা মনে মনে ॥

আদর ক'রে হাতে ধ'রে, বুকে তুলে নে ।

প্রাণ দিয়ে তোর প্রাণের সোহাগ, যত্নে ঢেলে দে

এ বড় মজার খেলা, ভালবাসা নাম ।

বাস্লে ভাল পাবে যে সে, ধর্ম্ম অর্থ কাম ॥

জটীল ।—মধুসূদন দাদা ! তুমি কি বলছ, আমি
বুঝতে পাচ্ছিনি ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—বুঝবি আর কি ! একে তোকে বিয়ে
কর্ত্তে হবে ।

জটীল ।—বিয়ে করে কি ক'রব ?

শ্রীকৃষ্ণ ।—নরে নিয়ে যাবি ।

জটীল ।—মা যে ব'কবে, মা আমাকেই খাওয়াতে
পারে না, তা আবার আমার বউকে
খাওয়াবে কেমন করে ?

[৩] নিঃ

শ্রীকৃষ্ণ ।—আচ্ছা, সে তার আমার, আমি তোর
মাকে বলে আসব' ।

জটীল ।—তা মধুসূদন দাদা, তুমি যদি মাকে
দেখা দিয়ে বলে এস, তাহলে আমি
নিশ্চিন্তি হোয়ে বিয়ে করি ।

রাধা ।—ওলো বাঁশরি ! এই তোর বর, এর
সঙ্গে তোর বিয়ে হবে ।

বাঁশরী ।—তার পর কি হবে ?

রাধা ।—তার পর ওর সঙ্গে তোকে থাকতে
হবে, যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানে
তোকে যেতে হবে, ও কাঁদলে কাঁদতে
হবে, হাসলে হাসতে হবে ; ও যা বলবে,
তাই শুনতে হবে ।

বাঁশরী ।—দেখ গা, সত্যি বলতে কি, ও বর
আমার পছন্দ হোয়েছে । আমি ওকে
বিয়ে কর্কে । কিন্তু তুমি যা বলেছ,
আমার বাপের চোক ভাল ক'রে দিতে
হবে, আর আমার দাদাকে খুঁজে এনে
দেবে, বাবা কত কাঁদছে ।

রাধা ।—হাঁরে হ্যাঁ, কালই আমি তোর
বাপের চোক ভাল ক'রে দেবো,
আর তোর দাদাকে খুঁজে এনে দেবো,
তোরা যখন বর কনে সঙ্গে বাবাকে
প্রণাম কত্তে যাবি, তখন গিয়ে দেখবি,
তোর বাবার চোক হোয়েছে, আর তোর
দাদাও সেইখানে র'য়েছে ।

বাঁশরী ।—কেমন ক'রে বিয়ে কর্ত্তে হয় তাত
আমি জানি নি ।

রাধা ।—আমি দেখিয়ে দিচ্ছি । জটীল ! আয়
ত, তোর হাত দে । এই হাত এক
কোরে দিলুম, আর কি, এরি নাম বিয়ে ।

বাঁশরী।—ওমা! এ কি রকম গো! একেই
বন্দ বিয়ে?

জটীল।—হ্যাঁ মধুসূদন দাদা! ছহাত এক
কোরে দিলেই বিয়ে হয়?

শ্রীকৃষ্ণ।—যে বুঝতে পারে, সেইত বোঝে,
কি যে হাতে হাত।

কোথায় প্রাণের বাঁধন পড়ে
কোথায় প্রতিঘাত ॥

তুমি আমি এক হোয়ে যাই,
ভিন্ন কারা থাকে।

মন দিয়ে সে আমার দেখে,
আমি দেখি তাকে ॥

এমন বাঁধন যে জন ছিঁড়ে,
কি যে হবে তার।

বলতে কথা ফুরায় কথা,

(তোর) মুখে পড়ুক খার ॥

জটীল।—হ্যাঁ মধুসূদন দাদা! তাহলে বৌ
নিরে আমি এখন কি কর্‌কো?

বাঁশরী।—হ্যাঁ দিদি! তাহলে বর নিয়ে আমি
এখন কি কর্‌কো?

শ্রীকৃষ্ণ।—জটীল! তুই আমার জালালি,
বৌয়ের গালটা ধরে প্রাণের কথা ক',
আর কি কর্‌কি।

রাধা।—হ্যালো বাঁশরি! তুই ঞ্চাকা মেয়ে
নাকি? নূতন বর হলো, বরের সঙ্গে
সোহাগ কর, বরকে ছোটো ভাল কথা বল,
এইবেলা থেকে ঘর দোর ঠিক করে নে।

বাঁশরী।—ওমা! সে কেমন গো! তা আমি
পারবো না।

জটীল।—হ্যাঁ মধুসূদন দাদা! প্রাণের কথা
কেমন করে কইতে হয় আমার শিথিয়ে
দাত।

শ্রীকৃষ্ণ।—তাও তোকে শিথিয়ে দিতে হবে?

আচ্ছা যা বলি শোন; হাতটি দিয়ে ওর
গলাটা ধর।

জটীল।—এই তো ধরলুম, তার পর।

শ্রীকৃষ্ণ।—তুই কখন পাখি পুষিছিলি?

জটীল।—হ্যাঁ মধুসূদন দাদা, আমাদের একটা

পোষা শালিক পাখি ছিল, আমি যখন

থেতে বসতুম, রোজ আমার পাতটির

কাছে এসে বসতো, যেন সে আমার

কত কেনা, কত আপনার ছিল। এক

দিন সকাল বেলা উঠে দেখি, পাখিটি

আমার দাওয়ার উপর ম'রে প'ড়ে রয়েছে।

আমি কত কাঁদলুম, সে আর উঠল না।

শ্রীকৃষ্ণ।—তুই সেটাকে যত্ন করতিস্? তার
সঙ্গে ভালবেসে কথা কইতিস্?

জটীল।—হ্যাঁ মধুসূদন দাদা! তাকে আমি খুব

যত্ন করতুম, আমার মায়ের চেয়ে বেশী

যত্ন করতুম, সে আমার বড় আপনার

ছিল। তাকে নাম ধরে ডাকতুম; তার

সঙ্গে কত কথা কইতুম। আমার মনে

হ'ত, সে আমার কথা বুঝতে পারতো।

শ্রীকৃষ্ণ।—তবে আর কি; তোর বৌয়ের সঙ্গে

তেমনি কোরে কথা ক', যেমন তার

নাম ধরে ডাকতিস্, যেমন তার সঙ্গে

ভালবাসার কথা কইতিস্ ঠিক তেমনি;

এ আর শিথিয়ে দেবো কি।

জটীল।—কওনা কথা প্রাণের পাখী,

অঁখি ছুটি তোল।

মনের ভিতর মন রেখনা,

মনের বাঁধন খোল ॥

তোমায় আমার এক হ'য়েছি,

নই ত এখন পর।

তোমার প্রাণে আমার প্রাণে,
তোমার ঘরে ঘর ॥
খেলিছি অনেক খেলা,
নূতন খেলা এই ।
যে মজতে জানে সাধের খেলা,
বুঝতে পারে সেই ॥
বাঁশরী ।—বুঝিছি বুঝতে বাকী,
নেই ত আমার আর ।
আমি তোমার পায়ে দাসী,
তুমি গলার হার ॥
আদর করে কওনা কথা,
আপন হারা হই ।
গলা ধরে এমনি কোরে,
মুখটি চেয়ে রই ॥

(জটীলের গীত)

সোণামুখী পাখী আমার, ওরে তুই করে ।
যত্নে তোলা মল্লিকা ফুল, খোঁপায় দিতে দেবে ॥
অচনার চিনে নিঃস্ব, চুপি চুপি প্রাণটি দিবে,
পরে প্রাণে সম্বতনে, আপন হাতে নেবে ॥

(বাঁশরীর গীত)

বাঁশী ভুলে নাও, চাও ফিরে চাও,
আছি ব'সে আশার আশে ।
এ যে নতুন ছবি, ফুটলো রবি,
আঁধার ছুটে আলো হাসে ॥
প্রাণের কথা কত ছলে,
বুঝতে নারি প্রাণ কি বলে,
চকোরী চাঁদ তুমি তার, এস ব'স হৃদাকাশে ॥

(ছদ্মবেশী সহচরীগণের গীত)

বঁধু কোথায় ছিল, আপনি এল,
মিশিয়ে গেল প্রাণে প্রাণে ।
আঁখি ঠেরে কয়লো কথা, ছলা কলা কত জানে ॥
হাসি নয় বিষের ছুরী, ধীরে ক'রে মনটি চুরি,
বোলবো কি বল, সব ভুলে যাই,
চাইলে বঁধুর মুখের পানে ॥
প্রাণ কি থাকে আপনি ছোটে,
মনের বঁধন ওমনি টোটে,
হৃদয় হ'য়ে পড়ে কেটে, বঁধুর বিষম নয়নবাণে ॥



তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

মাঠ ।

(কৃষক-কন্যাগণের প্রবেশ ও গীত)

লুকিয়ে আগার ওই ডেয়ে যায়,

কালো কালো মেঘের কোলে ।

আঁপার ঢেকে আপন বুকে গাছের পাতা হাওয়ায় দোলে ॥

পাখী সব যে য'র ঘরে, পালক নাড়ে চুপচুপ ক'রে,

মিটি মিটি তারা দুটি, চুপি চুপি আঁখি খোলে ।

আসে দিন, যায় সে মিশে, দিনে দিনে হার'ই দিশে,

মানুষ মরে কিসের বিষে, জেনে শুনে আপন ভোলে ॥

[প্রস্থান ।

(নিমটাদের ২ বেশ ।)

নিম ।—পিরীতের মাচকোফের আছে বটে

বাবা, যতটা তুচ্ছ ক'রে উড়িয়েছিলুম তা

ত নয়, এই ত প্রাণ কাঁদে, এইত তাকে

দেখতে ইচ্ছে হয় ; কাল সাপের ছোবল

থেয়ে বিষের জ্বালায় সরে পড়েচি,

অনেক কষ্টে ঝেড়ে পুড়ে উঠেছি । দেখ

বাবা প্রাণের রকম ফের দেখ, আবার

সেই বিষ হাতে তুলে খাবার জন্তে প্রাণ

ছুটেতে চাইচে । বেটী কালিন্দী ত

কালিন্দী ! কিন্তু বাবা আমার চোকে

চাঁদের আলো ঝক্ মেরে যায় । এই যে

দিকি চাঁদ উঠেচে, ফিন্‌কি দিয়ে কিরণ

ফুটেচে, আছে বৈ কি বাবা ! চাঁদে মধু-

রস আছে বৈ কি, এ আলো গায়ে

পড়লেই প্রাণ যেন নেচে উঠে । দেখ

বাবা, পিরীত কি জিনিষ—দেখ ; গরি-

বের ছেলে দু'মুঠ' পেটের ভাত যোগাতে

পারিনি, চাঁদ দেখে প্রাণে কবিত্বের

সঞ্চার হচ্ছে, একবার যাব নাকি ? উঁকি

ঘেরে একবার দেখে আসব নাকি ? বেটী

আমার তাকে তাকে ঘুরচে । কি কচ্চি,

কাকে নিয়ে আছি, এই সব খোঁজ

নিচ্ছে । ও বেটীও যে নেহাত মন

থেকে আমাকে মুছে ফেলতে পেরেছে

তা ত বোধ হয় না । যাক্, আপাতত

চাঁদের পানে চেয়ে একটু ভাবা যাক্ ।

(জনৈক গ্রাম্যস্ত্রীলোককে লইয়া

চৌকিদারদ্বয়ের প্রবেশ ।)

গ্রাম্য স্ত্রী ।—দোহাই বাবা ! দোহাই বাবা !

আমার কোন বদ মংলব নেই, চুরিও

কত্তে যাই নি, ডাকাতিও কত্তে যাই নি,

আবার কারুর ঘরে সিঁদও দিতে যাই

নি । নিজের কিছু পিত্তেদ ছিল, তারই

চেঁটায় বেরিয়েছিলাম ।

১ম চৌ ।—বেটী কুটনৌ, আমাদের সঙ্গে ঝাকাম

জুড়েচ, আমরা এই কাজের কাজি,

আমরা কিছু বুঝতে পারিনি, বল, কি

মংলবে বেরিয়েছিলি ?

২য় চৌ।—তাকা বেটী, মাঠের মাঝখানে ধুনী
জালাতে জালাতে আসছিলেন, আমা-
দের চোকে ধুলো দেবেন, আমরা পেত্নী
ব'লে ভয়ে কাছে ঘেঁসব না।

গ্রাম্য স্ত্রী।—দোহাই বাবা! মনের কথা
তোমাদের খুলে বলছি শোন। নিজের
রূপ যৌবনের মাথা ত খেয়েইচি, ছবেলা
ছমুঠো পেটে ভাত জোটাতে পারি নি,
বাঁচতে হবে ত বাবা! কাজেই এখন
কুটনিগিরি ব্যবসা ধ'রেচি, গাঁয়ের জমি-
দারের মেজ ছেলের জন্তে একটা মেয়ে-
মানুষ জোগাড় ক'রে পৌছে দিয়ে এলুম,
তার পর গা ঢাকা হতেই ধুনী জালিয়ে
মাঠ পার হয়ে আসছিলুম, এমন সময়
তোমরা আমায় ধ'রলে।

১ম চৌ।—না রে না বেটী সাদা কথা কইচে।
আচ্ছা মাগী, একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা
করি, নিজের ত যা সর্বনাশ করবার তো
করেচিস, শেষও ত দেখ'চিস, ভিক্ষে
জোটে না; আবার এর তার বৌ নিকে
মজিয়ে বেড়াচ্চিস কেন?

গ্রাম্য স্ত্রী।—বলুম ত বাবা, পোড়া পেট ত বুঝে
না, একবার জলে উঠলে তখন আর
কাকুর নয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝে কি করব
বল? এক একবার যখন বড় কষ্ট
হয়, মনে করি গলায় দড়ি দিই, কি
জলে ডুবে মরি। কিন্তু বাবা, তখনই
প্রাণের ভেতর কেমন করে উঠে, আর
এগুতে পারি না। কি জানি, যদি মরেও
নিশ্চিন্ত না হতে পারি; মরলেই ত
ফুরল না, তার পরের জালা যদি এ
জালায় চেয়ে বেশী হয়, তখন কি করব?

২য় চৌ।—হাঃ হাঃ! তুই মাগি আচ্ছা লোক,
আজ কত রোজগার করেচিস বউ?

গ্রাম্য স্ত্রী।—বেশী নয় বাবা! এই দেখ, পেট-
কোঁচড়ে বাঁধা আছে, নগদ পাঁচ-
সিকে।

১ম চৌ।—এতে ক'দিন চলবে?

গ্রাম্য স্ত্রী।—চলা চলি বুঝিনি বাবা! পেটের
আগুন জলে উঠলে কোন রকমে একটু
জল দিয়ে ঠাণ্ডা করা। আর পারিনি
বাবা, এ রকম করে রোজগার পাতি করা
আর চলে না। কাকুর বাড়ীতে আমায়
একটা দাসী বাঁদি ক'রে দিতে পার?
ছবেলা ছমুটো খেতে পাই, কোন্ দিন
না খেতে পেয়ে দাঁত ছিরকুটে ম'রে
থাকব।

২য় চৌ।—আচ্ছা, সে পরের কথা পরে হবে।
দেখ মাগি! তুই সাদা প্রাণে সব কথা
খুলে বললি, তোকে একবারে নিরাশ
ক'র্ব না! এই পাঁচসিকের ভেতর
আমাদের আট আনা আট আনা এক-
টাকা বখরা, আর তোর এই নগদ
সিকি, যা ধরে যা।

গ্রাম্য স্ত্রী।—ও বাবা! সে কি কথা গো;
এর ভেতর তোমরা বখরা বসালে
আমার কি ক'রে চলবে? আবার আর
একটা নূতন না নিয়ে তুলতে পারলে ত
আর কিছু দিবে না, তাওত জোগাড়
ক'রতে দু তিন দিন লাগবে বটে, এ
ক'দিন চালাব কি করে?

১ম চৌ।—আরে মাগি, কলিকাল কি না,
সিকিটা শুদ্ধ বাজে আশ্রয় করতে পারলেই
ঠিক হ'ত, না? বেশী চালাকি করিস ত

এখনি চোর ব'লে ফাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে
তুলব।

২য় চৌ।—যা যা মাগি, ঘরে যা। চল ভাই,
আমরা যাই চল।

[চৌকিদারের প্রশ্নান।]

গ্রাম্য স্ত্রী।—হা ভগবান! এমনি ক'রে আমাকে
জালাতে পোড়াতে হয়, অনেক দিনের
পর নগদ পাঁচ সিকে পেয়ে প্রাণটা
আহ্লাদে ফুলে উঠেছিল, তা তোমার
প্রাণে সহিবে কেন? হ্যাঁ ঠাকুর! পাপ
কি আমি একলাই করি? আর কি কেও
করে না? তারা ত বেশ সুখে আছে।
হা ভগবান! তোমারও এক চোখো
বিচার!

নিম।—তাইত বাবা, ছনিয়ার উপর সব রকমেই
যে ঘেরা জন্মে যাচ্ছে! এও আবার এক
নুতন ছবি বাবা, বলি ওগো বাছা! শোন
শোন।

গ্রাম্য স্ত্রী।—কে গা তুমি?

নিম।—আমি তোমারই মতন গরিবের ঘরের
ছেলে। পেটে ভাত নাই, কিন্তু পিরীত
ক'রে কবি হয়েছি, তাই চাঁদের পানে
চেয়ে ভালবাসার মুখখানি মনে ক'রছি।
তা তুমিও ত দেখছি ভারি ছুখী, এস
এস, তোমার সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা
কওয়া যাক এস?

গ্রাম্য স্ত্রী।—প্রাণের কথা আর মাথামুণ্ডু কি
কুইব বল? প্রাণ কি আছে? কাঠ ফাটা
রৌদ্রে শুকিয়ে শুকিয়ে চৌচির হয়ে
গেছে।

নিম।—বুঝলুম, তুমি আমার চেয়েও ছুখী, বলি
কাকো কখন ভাল বেসেছিলে?

গ্রাম্য স্ত্রী।—বেসেছিলুম বৈ কি, তা না হলে
এমন হয়?

নিম।—তবেত তুমি ভুজুভুগী দেখছি, আচ্ছা
বল দেখি, ভালবাসা কি মন্দ?

গ্রাম্য স্ত্রী।—ভালবাসা ভাল, তবে এক মুন্সিল
হয় কি জ্ঞান, নিজের কাজ তুলে যেতে
হয়, কাজেই বয়েস হারালেই কুটনিপনা
ধরতে হয়।

নিম।—যা বলেচ। ভালবাসায় ঐ এক বিষম
গলদ, নিজের কাজ হারাতে হয়। বাপ
একখানি চাল ডালের দোকান ক'রে
দিয়েছিল, বেশ ছপয়সা মাসে রোজগার
করছিলুম, সুখ ছুখে একরকম দিন
কাটছিল ভাল। তার পরে এক মাগির
পাল্লায় পড়ে গেলুম, রাত দিন মুখে মুখে
বুকে বুকে, দোকানের চাল ডাল টান
পড়ল; অল্পদিন পরেই হরি হরি ব'লে
দোকান পাঠ তুলে দিলুম। তার পর
হাড়ির হাল, মুড়ি আর ছাতু যতদূর
হয়।

গ্রাম্য স্ত্রী।—আবার শুন্বে, আমরা ভগবান
ভগবান ক'রে মরি, কিন্তু তিনি বড়
সোজা লোক নন, ভারি একচোকো—
ভারি একচোকো। যতদিন রূপঘোবন
থাকে, তাঁরও নজর থাকে, এক রকমে
দিন কাটিয়ে দেয়। তার পর যখন
জোয়ারের জল ভাঁটায় গিয়ে মেশে,
তখন শেয়াল কুকুরেও লাথি মারে, আর
ভগবানও জাম্বুবান হয়ে যান। এই
দেখ না, কুটনিপনা করে পাঁচসিকে
রোজগার করলুম, কোথা থেকে চৌকিদার
দুবেটা এসে একটা টাকা বখরা নিয়ে

গেল। আজ তিন দিন আধ পেটা ক'রে
খাচ্ছি, এখনও মুখে কিছু দিই নি।

নিম।—তা আর কি করবে বল, ভগবানের
উপর তো আর কলম চালাতে পারবে
না। তুমিও উপোসি, আমিও উপোসি,
এস, দুটি মুড়ি আছে, দুজনে ভাগ ক'রে
খাওয়া যাক।

গ্রাম্য স্ত্রী।—দাও, পোড়ার মুখে যা যায়।

(উভয়ের মুড়িভক্ষণ ।)

(কালিন্দীর প্রবেশ)

কালি।—তবেরে সর্ব্বনেশের ব্যাটা—এই তো
হাতে নাতে ধ'রেছি। নতুন পিরীত সুরু
করেছ! এখন ত আর ভাতের পয়সা
নেই, মুড়ি খাইয়ে পিরীত হচ্ছে। আমার
একুল ওকুল খেয়ে এখন হুকুল জুড়ে
বসেচ, আমারত সর্ব্বনাশ হয়েছে। তুই
পিরীত ক'রে সুখী হবি? তোরোও
মারব—নিজেও ম'রব। মুখপোড়া সর্ব্ব-
নেশে হতচ্ছাড়া মরণ চাচ্চ, মরণ হবে
না? এই মর। (নিমচাদের বক্ষে ছুরিকা
আঘাত)

নিম।—ওঃ প্রাণ যায়, কেরে—পিশাচি!

স্ত্রী।—ওরে বাপরে খুন করলে রে! (পলায়ন)

কা।—পিশাচি নয়—পিশাচি নয়, আমি—আমি
—কালিন্দী—কালিন্দী। চিন্তে পার-
চিস্- চিন্তে পারচিস্, যা এইবার যমের
বাড়ি গিয়ে পিরীত করুগে যা'।

নিম।—মেরেচিস্ বেশ করেচিস—খুব করেচিস,
তোর প্রাণের জ্বালাত জুড়ুল বটে, যা
পালিয়ে যা, এখানে থাকিস নি, পালিয়ে

যা। চৌকিদার আসবে—চৌকিদার
আসবে, এখনি ধ'রবে—এখনি ধ'রবে।

কা।—চৌকিদার ধ'রবে? ধরুক না—ধরুক না
আমিও ত' তাই চাই! নিজের হাতে
কেন ম'রব! নিজের বুকে কেন ছুরী
মারব! ফাঁসী কাঠে ঝুলব! ফাঁসি
কাঠে ঝুলব! সব জ্বালা জুড়ুবে—সব
জ্বালা ঠাণ্ডা হ'বে। চৌকিদার! চৌকি-
দার! এস, এস, আমার ধ'রবে এস, আমি
খুন ক'রেচি, আমি খুন ক'রেচি।

নিম।—ওরে মাগি, কথা শুন্চিস নি, এখনও
তোর ওপর মায়া রয়েছে, এখনও তোকে
ভালবাসি; যা পালা, আমার কথা শোন্!
চৌকিদার এলেই তোকে ধ'রবে, নিজের
প্রাণের মায়া করচিস নি?

কা।—মায়া—কিসের মায়া? বাপ মার মুখ
পুড়িয়েচি, ভালবাসার মুখে ছাই দিয়েচি,
প্রাণের আগুন সাধ ক'রে জ্বেলেচি,
ওজনে কোন্টী বেশী? এ সব বেশী, না
নিজের প্রাণের মায়া বেশী? আর নয়
আর নয়—অনেক জ্বলেচি—অনেক
জ্বলেচি, এইবার জুড়ুব—এইবার জুড়ুব,
চৌকিদার—চৌকিদার, আমি খুন
ক'রেচি—আমি খুন ক'রেচি, এস—এস
আমায় ধ'রবে এস!

(চৌকিদারদ্বয়ের প্রবেশ ।)

১ম-চৌ।—কিরে—কিরে এখানে হল্লা কিসের
রে?

২য়-চৌ।—ওরে বাবারে এ যে খুন!!! কে খুন
করলে?

কা।—আমি ক'রেচি? দেখ্চ না, হাতে ছুরি,

ছুরিতে রক্ত লাগা। আমার কাপড়ময়
রক্ত লাগা। আমার ধ'রবে? ধর, আমার
ফাঁসি দেবে? দাও!

১ম-চৌ।—ওরে বাঁধ, বাঁধ, বেটীকে বাঁধ, বেটা
দুনে।

নিম।—না—না ওকে বেঁধনা—ওকে বেঁধনা।

ও আমার মারেনি; আমি আপ্নি
ম'রেচি।

কা।—ওরে মুখ পোড়া, তুই এখনও
আমায় ভাল বাসিস্! এখনও আমার
জন্তে টানচিস্? এখনও আমার দড়ি
ছিঁড়তে পারিনি? তা মরলি মরলি,
এইবার তুই স্থিতি হ'বি। আমি ফাঁসি
কাঠে বুলব বটে, কিন্তু তবু জালাও
জুড়তে পারব না। নরকের জালা
বিষম জালা! আগুনে ফেলবে, নাড়ি
ভুঁড়ি বা'র করবে, যমদূত গুলো ছ'পা
দিয়ে থেঁৎলাবে, বা—বা! সে বেশ—
সে বেশ, যেমন কাজ ক'রেচি, তার শেষে
ফলও তেমনি হবে। নাও আমার
বাঁধ। ভয় পা'চ্চো—কিসের ভয়?
এই ছুরী আমি ছুঁড়ে ফেলে দিলুম—এই-
বার বাঁধ।

(চৌকিদারদ্বয়ের কালিন্দীকে বন্ধন)

২য়-চৌ।—ওরে তুই উঠতে পারবি?

নিম।—না বাবা! আমার ধ'রে নিয়ে চল, ও
মাগি মিছে কথা বল্চে। ও আমার
ম'রনি, আমি আপ্নি খুন হয়েচি।
আমি হাকিমকে গিয়ে বল্ব, মাগির
কোন দোষ নাই।

২য়-চৌ।—আরে বেটা! পিরীতের ভূত এখনও

তোকে ছাড়েনি? পেত্রী বেটীকে এখনও
বাঁচাতে চেষ্টা কর্চিস্?

১ম-চৌ।—চল, আমাদের আর কথায় কাজ
নাই—আমরা ফাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে
পৌছে দিই, তার পর যা হ'বার হবে।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুরুষিণী তীর।

(শ্রীকৃষ্ণ ও কিশোরের প্রবেশ)

কিশোর।—তুমি কে, তোমায় ত আমি চিনিনি,
তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে ফির্চ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ।—তুমি আমার চেন না বটে, কিন্তু
আমি তোমায়, খুব চিনি। তুমি আমার
বড় আপনার—তুমি আমার, ধর
যদি আমিও তোমার। তোমার সঙ্গে
সঙ্গে ফির্চি কেন জান? তুমি মুখটি
শুকিয়ে থাক, কারুর সঙ্গে কথা কওনা,
একলা বসে বসে ভাব কেন বল দেখি?
ভাবনা কিসের? কার জন্তে ভাবনা?
ভাবতে গেলে, ঢের ভাবতে হবে।
ছি! ভেবনা, কাজ ক'রনা, সংসারে কাজ
করবার কত আছে তা জান? কাজ
কর্ম কর—আর হেসে খেলে বেড়াও।

কিশোর।—তুমি যা বল্চ তা সম্পূর্ণ সত্য,
সংসার কার্যক্ষেত্র বটে, হাতেও অনেক
কাজ ছিল; কিন্তু বিসের একটা ভুল
ধরে, কুল হারিয়ে, কাজের মাথায় বাজ
ফেলে, অকূলে ছুটে গিয়েছিলুম।
আমি অকৃতজ্ঞ, আমার মুখ দেখাবার

কি যো আছে ? আমার মত ছুখী এ পৃথিবীতে আর আছে কি ? বৃদ্ধ চির-অন্ধ-পিতা, আমিই তাঁর নয়ন ছিলাম । ফুল-কুসুম-হাস্তময়ী-প্রতিমা বাঁশরী, আমিই তার খেলার সাথি ছিলাম, কে জানে আজ তারা কি দশায় আছে ? আছে কি নেই, তাই বা কি ক'রে বলব ? এক এক বার মনে হয়, যাই দেখে আসি, যেই ছ' পা অগ্রসর হই, অমনি কৃতরতার পর্ত্ত, যা মাথার ওপর হেলে রয়েছে, মনে হয় যেন মাথার ওপর পড়তে আসতে । ভয়, বিষম ভয়—পেছিয়ে যাই । যখন অসীম অনন্ত অন্ধকার এ বিশ্ব সংসারকে গ্রাস ক'রে ফেলে, সেই সময় টুকু আমার বেশ লাগে, মনে হয়—এই কাল-অন্ধকারে আমার কাল-মুখ লুকাবার উপযুক্ত স্থান । বড় যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা, জালায় ছটফট কর্চি, ফুটে বলবার যো নাই ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—আমি সব জানি গো, সব জানি । যে মাগির ভালবাসায় পাগল হয়ে বাপকে ভুলেছিলে, বোনকে ভুলেছিলে, সে মাগিকে আমি খুব চিনি । তা দেখ, ভালবাসা ভালবাসা ক'রে ঘুরে মর, ভালবাসা কি পৃথিবীতে আছে ? ও সব কিছুই নয়, তবে লোকে বোঝে না, মিছে জিনিষের জন্তে হাঁকু পাকু ক'রে মরে । তোমায় একটা খবর দিই, তোমার বাপ বেঁচে আছে, বাঁশরীও ভাল আছে, তবে তুমি ক'দিন কাছ ছাড়া হ'য়েচ ব'লে, তারা কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেল ।

কিশোর ।—বাবা বেঁচে আছেন ? বাঁশরী ভাল

আছে ? আমার সেখানে ছুটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে । কিন্তু কি ক'রে যাই, আমার কি আর মুখ দেখাবার উপায় আছে ?

শ্রীকৃষ্ণ ।—আচ্ছা আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব এখন, চক্ষুগজ্জা কাটিয়ে দেব । তার পর কি ক'র্বে ? একটা কাজ ত চাই ।

কিশোর ।—আমার আর কি কাজ আছে বল, আমার কাজ ত সবই ফুরিয়েচে ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—অমন কথা ব'লো না, নতুন কাজ ঢের আছে । একটা কথা সত্যি বল দেখি, পৃথিবীর সাধ আর কিছু তোমার আছে ? তা যদি থাকে, তাহ'লে আমি যে কাজ দেব তা তুমি করতে পারবে না ।

কিশোর ।—বথার্থ বল্চি, তুমি আমায় যেমন ক'রে পরীক্ষা করতে চাও কর, আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই ; তবে যদি বাঁচতে হয়, তবে একটা কাজ চাই বটে ।

শ্রীকৃষ্ণ ।—কে জানে বাবু, আমার মনে কিন্তু কেমন ঠেকে । তোমার এমন কি হয়েছে, যাতে তুমি সব সাধ বিসর্জন দিয়েচ বল্চ ? তুমি যাকে ভালবাসতে, সে বেশ্যা, তা তুমি আগে জানতে না, তার পর যখন শুন্লে, মনে মনে বুঝলে, বেশ্যায় ভালবাসা জানে না—বেশ্যার প্রাণ নাই, এই ত ? এতে একবারে পৃথিবীর উপর অভক্তি জন্মাল' কি ক'রে ?

কিশোর ।—তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, ঈশ্বর সাক্ষী, আমার আর কোন সাধ

নাই। যদি কিছু মনের মতন নূতন কাজ পাই ক'রব, তা নইলে যে পথ বেছে নেব—তা ঠিক ক'রে বেথেচি।

শ্রীকৃষ্ণ।—হায় হায়! তোমার এতেই এত, যদি ভালবেসে দাগা পেতে, তাহ'লে যে কি কত্তে বলতে পারিনি। সে যা বিষম যা ভূমি যে সামুলাতে পারতে, আমার ত বোধ হয় না। তোমার মন ফুলের চেয়ে নরম দেখ'চি। পাখাণ প্রাণ সে যা খেয়ে চৌচির হ'য়ে যায়। তুমি হয়ত একে-বারে ভেঙ্গে পড়তে, তা সে কথা যাক্, এখন যা বলচি শোন, একটা নূতন কাজ তোমায় দিতে পারি। কিন্তু সে কাজ তুমি হাতে নিলে আত্মহারা হতে হবে, আপনার পর ভাসিয়ে দিতে হবে, সোজাপথে চলতে হবে, পেছন ফিরে চাইতে পাবে না, কেমন এতে রাজি আছ?

কিশোর।—কাজটা বল, যদি মনের মতন বুঝি, তবে সব করতে পা'রব। তুমি কি কাজ দিতে চাচ্চ?

শ্রীকৃষ্ণ।—চিরজন্ম হরিনাম ক'রে বেড়াবে, পারবে?

কিশোর।—তাতে কি হবে?

শ্রীকৃষ্ণ।—কি না হবে? পৃথিবীতে এসে লোকে কি চায়? নিৰ্ব'ন্থট হবে, প্রাণের সুখে থাকবে, প্রাণকে হাওয়ার মতন হাল্কা ক'রে নিয়ে বেড়াবে, কোন মশা, কোন তার মনের উপর জড়িয়ে থাকতে পারবে না! এইত? তুমি আমায় দেখাতে পার পৃথিবীর একটা লোক সুখী? আমরা যাকে সুখী বলে

মনে করি, মনে ক'রোনা যে তারা যথার্থই সচ্ছন্দে আছে, যে ধনপতি অতুল ঐশ্বর্যের উপর গুয়ে আছে, তার মনে সদাই ভয়—কখন কে এসে ঐশ্বর্য লুটে নিয়ে যায়। সংসারে যিনি মহামানী ব'লে দস্ত করেন, যার মানের ওজনে এত বড় বিশ্ব সংসারটা শোলার মত হাল্কা, তার মনের ভাব কি জান? দিন কাছে আস'চে, দিন এগিয়ে আস'চে, ভোগত হোলনা। তার পর ভালবাসা, ধর যে ভালবেসে ভালবাসা পেয়েছে, সে ভালবেসেও ঠকে নি, যে ভালবাসার দাগা পায় নি, সেই কি বড় শান্তিতে আছে? তার ভয় কি জান? যদি তার ভালবাসার জিনিস আর কারুর হাতে গিয়ে পড়ে, যদি অত সাধের ভালবাসায় সে নিরাশ হয়। কামিনী কান্ধন নিয়ে ত সংসার, তাতো তোমায় বুঝিয়ে দিলুম। কান্ধনেও সুখ নাই। তবে এ কাজে যুরে মরা কেন? তাই বল'চি যদি যথার্থ সুখ চাও, যথার্থ শান্তি চাও, যথার্থ আনন্দ চাও, তবে সব ভাসিয়ে দিয়ে হরিনাম কর। হরিনাম বড় মধুর, বড় মিষ্ট, হরিনামে প্রাণ মাতিয়ে দেয়, মন গলিয়ে দেয়, সব ভুলিয়ে দেয়। কারুর ভাবনা ভাবতে হবে না, কারুর মুখ চাইতে হবে না, কারুর কাছে যেতে হবে না। মাটিতেই হোক, আর সিংহাসনেই হোক, তুমি রাজা হ'য়ে বোসবে, হরিনামটাকে রাজ-দণ্ড ক'রে হাতে নেবে, আর কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য এই ছটা শত্রুকে শাসন কর'ত

ধাক্বে। আমার কথা শোন আর এ
দিক ওদিক ক'রো না। তুমি সুখী
হবে, সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছ, এত সুখী হবে
যে আর সুখ চাইবে না।

কিশোর।—তুমি কে? জানি না তুমি কে?

তুমি যেই হও, তুমি আমার বড় আপনাত,
বড় ভার—বড়—ভার, মন আমার বড়
ভার পেয়ে ভারি হ'য়ে বসেছিল, আজ তুমি
নূতনভাবে ভারিয়ে দিলে। আমি প্রেম-
হীন, পৃথিবীর প্রেম সর্বস্বসার ভেবে-
ছিলুম। আছে, আর একটা জিনিষ
আছে, সকলের উপর, সকলের উচ্ছে,
সকলের কেন্দ্র স্থলে পার্ব কি? সাধের
হরিনাম নিয়ে আত্মহারা হ'তে পার্ব
কি?

শ্রীকৃষ্ণ।—মনে ক'রলেই পারবে। যখন মার
কোলে শুয়ে ছুধ খেতে তখন কি জানতে
যে নির্মলা বলে এক জনকে ভালবাসবে,
তার জন্তে বড় বাপ ত্যাগ ক'রবে, শিশু
ভগিনী ত্যাগ করবে, আবার তার
প্রেমে নিরাশ হ'য়ে অন্ধকারের কোলে
মুখ লুকিয়ে থাকতে চাইবে? হবে, যা
হবার তা হবে, মন জিনিষ চাইলে যদি
পাওয়া যায়, ভাল জিনিষ চাইলে পাওয়া
যাবে না?

কিশোর।—পাই—না পাই একবার দেখ।

পারি—না পারি একবার হরিনাম
কোব্ব। এদিন মিছে কাজে ঘুরে
বেড়ালুম, দেখি না কেন যদি কিছু
কাজের মতন কাজ করতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ।—কি প্রমাণ চাও, সাম্নে এক খানা
পাষণ রেখে হরিনাম কর—পাষণ গলে

যাবে—পশু পক্ষী নিশ্চল হ'য়ে শুন্বে—
বিশ্ব সংসার স্তব্ধ নিস্তব্ধ হ'য়ে তোমার
সুরে সুর মিলিয়ে দেবে। আহা! হরি-
নাম বড় মধুর নাম!!

শ্রীকৃষ্ণের গীত।

বলবো কি আর, স্বধার আধার, মধুর হরিনাম।
সাধের লহর আপ্নি ছোট, ওঠে সুখ অবিরাম।
হীরে মতি কোথায় লাগে, নামটি বার প্রাণে জাগে,
সব ফেলে দেয়, চায় না বে সে, ধর্ম অর্থ কাম।
নাম নিয়ে সে হয় বিভোর, আপনি ছেঁড়ে মোহের ডোর,
বদন ভারি হরি হরি নামের নাই বিরাম।

শ্রীকৃষ্ণ।—তবে আমি এখন আসি, আবার
দেখা ক'রব।

কিশোর।—না না, দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও,
আর ছ'ট কথা ক'রে যাও—প্রাণে বড়
ঢেউ উঠেছে; এ তরঙ্গ বুঝি আর ধরে
রাখা যাবে না—আর ছটো হরিনাম
শুনিয়ে তুমি এ ঢেউ ভেঙ্গে দিয়ে যাও,
আমি সোজা হ'য়ে দাঁড়াই।

শ্রীকৃষ্ণ।—না, এখন আর আমার দাঁড়াবার ষো
নাই, দেখনা তোমার সেই নির্মলা
আসছে, আমি চলুম।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।]

কিশোর।—নির্মলা, আবার নির্মলা; নির্মল
প্রাণে কালি দিতে আবার নির্মলা।

(নির্মলার প্রবেশ)

নির্মলা।—আরও চ'লব—আরও চ'লব, পৃথি-
বীতে এতটা পথ পড়ে আছে—তাত
জানতুম না। যে দিকে যাই সেই
দিকেই পথ। পথ চ'লে গেছে—খুব
চ'লে গেছে, দূরে—দূরে, কাছে—কাছে,

ওপরে, নিচে, আশে পাশে যে দিকে চাই
সেই দিকেই পথ । এতটা পথ চ'লব
কি করে ? কে জানে কি একটা হ'য়ে
গেল, কি যেন ছিল আর নেই ; চলে
গেল, আমি পড়ে রইলুম । আগুন জে
জলে পুড়ে মরবার জন্তে, আমি পড়ে
রইলুম । বড় জ্বালা, বড় জ্বালা, একটু
জল, একটু জল, বুক বাজ ধ'রে, হা
হা ক'রে চাতক পাখির মতন এক
ফোঁটা জল, এক ফোঁটা জল ক'রে
বেড়াচ্ছি ; কেউ ত দিলে না, কেউ ত
কথা শুন্লে না, কেউ ত ফিরে চাইলে
না । এত মায়া, এক ফোঁটা জলের
জন্যে এত মায়া ! উঃ ! আগুন আগুন,
কি ছিলুম কি হলুম । জুড়ুতে হবে—
জুড়ুতে হবে, বুক ফেটে মরার চেয়ে
জুড়িয়ে মরা ভাল । জুড়ুব, জুড়ুব,
কিন্তু জল, জল, বেশি নয় এক ফোঁটা
জল ।

কিশোর :—একি মূর্তি ! ভয়ঙ্করী-উন্মাদিনী-
ভৈরবী মূর্তি ! কথা ক'ইব, কথা কইতে
দোষ কি ? এক ফোঁটা জল খুঁজে
বেড়াচ্ছে, যদি আমার একটা কথা এক
ফোঁটা জলের কাজ করে, তাতে ক্ষতি
কি ? নিশ্চল—নিশ্চল ! তুমি এমন ক'রে
বেড়াচ্ছ ? তোমার এমন দশা কেন
হ'লো ?

নিশ্চল :—কে তুমি ? কিশোর ! কিশোর !
তুমি, তুমি, বেশ হয়েছে, আমার একটা
কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে, তা হলেই
আমি নিশ্চিন্ত হই । তুমি সুখে থাক,
তুমি ভাল থাক, আমার একটা কথা

উত্তর দাও ; আর তোমার কাছে আস-
বোনা, আর তোমার মুখ দেখাব না,
আর নিশ্চলকে খুঁজে পাবে না । দেখ,
ভগবানের উপর আমার বড় রাগ
আছে । আমায় পাপিনী বলতে চাও
বল, পায়ানী বলতে চাও বল, সর্কনাশী
বলতে চাও বল, তবু ব'লব ভগবানের
উপর আমার বিষম রাগ ; সঙ্গে সঙ্গে
অভিমানও আছে । যদি সাথে একবার
পেতুম, তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা
ক'রতুম না, কাল-পাপিনী হ'য়ে দংশাতুম,
সিংহিনী হ'য়ে ঘাড়ের রক্ত খেতুম, তার
সৃষ্টি-সংসারের কত'র করা ঘুরিয়ে
দিতুম । কি রাগ জান ? ব'লব শুন্বে
আমি কুল-বধু ছিলুম, আমার স্বামী
গর্ভাবস্থায় আমার লাথি মারে । এমন
দিন ছেল না, যে মার খেয়ে আধমরা
হ'য়ে পড়ে না থাকতুম । কে আমার
মন ফিরিয়ে দিয়েছিল ? কে আমায়
আর এক পথের পথিক হ'তে বলেছিল ?
কে আমার প্রাণের চাবি আর একরকমে
ঘুরিয়ে দিয়েছিল ? আমি না তিনি ?
সেই দয়াময় ভগবান ! আমায় ভাল বরে
দিতে পারতেন, আমায় স্বামীসোভাগিনী
করাতে পারতেন, আমি সুন্দরী, আমার
মত আর একটা সুন্দর প্রাণ দিয়ে
আমার প্রাণটাকে মিশিয়ে দিতে পার-
তেন । তবে—তবে অপরাধ কার,
আমার না তাঁর ? তাই আমি বেশ্যা—
তাই আমি কলঙ্কিনী—তাই আমি
তোমার চক্ষে ঘৃণিতা বারবিলাসিনী—
তাই সংসারে আমার স্থান নাই—সমাজে

আমার স্থান নাই, তোমার হৃদয়ে
আমার স্থান নাই ।

কিশোরী।—নির্মলা—নির্মলা ! তুমি জীলোক
অতদূর যেওনা, অত উচ্চে উঠবার
চেষ্টা ক'রো না । দেখ যা হ'য়ে গেছে,
তাতো আর ফিরবে না ; এখন আমার
কথা শোন । সংসারের কাজ তোমা-
রও কুরিয়েচে—আমারও কুরিয়েচে ।
একটা নতুন কাজ পেয়েচি, একজন
আমায় শিখিয়ে দিয়ে গেছে, সে কাজের
মতন কাজ, যদি সে কাজ করতে
শেখ, এক ফোঁটা জলের জন্তে হা হা
ক'রে বেড়াচ্' সুধার সমুদ্রে ডুবে থাকবে ।
আর মিছে কাজে যু'রনা হরিনাম কর ?

নির্মলা ।—হাঃ হাঃ—হরিনাম করব ? সেই
ভগবানের নাম ক'রে বেড়াব ? সেই
মধুর নাম নিয়ে অতৃপ্ত-প্রাণ পরিতৃপ্ত
ক'রব ? কিশোরী ! তুমি কাজ পেয়ে
থাক—সব বুঝে থাক—হরিনাম
করগে । প্রতিহিংসা ! প্রতিহিংসা !
দারুণ প্রতিহিংসা কালকূটের মতন
সর্বান্ত্রে জরে রয়েছে, এ প্রতিহিংসা
মানুষের ওপর নয়, পৃথিবীর ওপর নয়,
সমাজের ওপর নয়—পশুপক্ষীর ওপর
নয়—ফল ফুলের ওপর নয়, গাছপালার
ওপর নয়, ভগবানের ওপর ! সেই
সৃষ্টিকর্তা ভগবানের ওপর । কেন আমার
এই দশা ? কি আমি করেছিলুম ? কেন
আমার এই সর্বনাশ হ'লো ? আমায়
পথ দেখিয়ে এই পথে নিয়ে এসে কল-
ঙ্কের বোঝা মাথার দিয়ে আমার চির-
ভঃখিনী ক'রে তিনি রাজা হ'য়ে সৃষ্টি

চালাতে লাগলেন, আর আমি অতি
হীন, অতি ক্ষুদ্র, অতি নীচ, কলঙ্কিনী-
চিরভঃখিনী-বিষাদিনী, কেবল প্রাণের
আগুন নিয়ে জলে জলে বেড়াতে লাগ-
লুম । ভগবান ! তুমি লোককে নিঃস্বার্থ
হতে শিক্ষা দাও না, তোমার মত
স্বার্থপর কে আছে ? বনের পশু, ক্ষুদ্র
কীট পতঙ্গ, তোমা অপেক্ষা সহস্রগুণে
শ্রেষ্ঠ । তোমার প্রতিকার্যো, প্রতিপদে,
প্রতি কথায়, প্রতি সন্ধিতে জটিল স্বার্থ
জড়িত । আর কেন ? তোমার দেখা
পাবনা ? তুমি একবার সামনে আসবে
না ? মনে ক'রোনা তোমার দেখা পেয়ে
উদ্ধার হয়ে যাব ব'লে তোমার দর্শন
তাকিঞ্চন কচ্চি ! তা নয়, তবে কি জান,
আমার প্রাণের বিষ তোমার প্রাণে
ঢেলে দিতে পার্লুম না, আমার প্রাণের
বৃষ্টিক দংশন তোমায় অনুভব করাতে
পার্লুম না, আমার প্রাণ-পোড়া পিপাসা
—এক ফোঁটা জলের জন্তে হা হা করা,
তোমায় বোঝাতে পার্লুম না । এ ভঃখ
বড় ভঃখ, এ খেদ মলেও যাবে না ।
কিশোরী ! আমি চল্লুম আমার কাজ
আছে—আমার কাজ আছে, যদি দিন
পাই দেখা হবে, নইলে এই শেষ ।

[প্রস্থান ।

কিশোরী ।—জগদীশ্বর ! রক্ষা কর, রক্ষা কর,
জলন্ত আগুন, জলন্ত আগুন পুড়ে
মলুম ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

সদানন্দের বাটীর সম্মুখ ।

(ষণ্ড ও কুশাণ্ডের প্রবেশ)

ষণ্ড ।—তবু যা হোক, ঠাকুরদার শ্রাদ্ধটা যে হাড়িয়ে গড়িয়ে হবে, তা ত আমার আঁচ ছিল না। যে রকম কারখানা দাঁড়িয়ে ছিল, যে রকম ঝুঁকির পর ঝুঁকি এসে পড়েছিল, আমি ত ঠাউরেছিলুম, শ্রাদ্ধ ফাদর দফা ছাই। আমার এখনও হাসি পায়, বুড় মিন্বে যেন কচি ছেলের মত ছুটছুটি করতে লাগল, ঘরে দোরেই আগুন লাগিয়ে দিলে। যে ক’রে, দার-গার হাত এড়ান গেছে, মনে হ’লে, এখনও আমার গা কাঁপে।

কু ।—কেমন দাদা! সকলের মূল মেয়ে মানুষ তা বুঝলে ত! ম’লায়েম জাত ম’লায়েম জাত ক’রে আমার সঙ্গে বুটপুটী ঝগড়া ক’রতে। এই যে ফাঁড়িদারের হাত এড়ান গেছে সেটুকু কেবল আমার পুণির জোরে। চিরটা কাল ও জাতকে গাল পেড়ে আস্চি, মুখ মনে পড়লেই মনে মনে মূটো ক’রে ধ’রে ছাই নিয়েছি, ছাওয়া মাড়ালে তিন বার গঙ্গামান ক’রেছি, তাই কোন রকমে গারদ ঘরের মায়া কাটাতে পেরেচি, তা নইলে সেই-খানে বাপবেটা সকলে মিলে তোফা বুগড়ি চাল, আর অরহর ডাল খেতুম, আর চন্দ্র সূর্য্যার মুখ দেখতে পেতুম না।

ষণ্ড ।—তাই ত, মেয়েমানুষ জাত এমন পেঁচ-ওয়া, তা ত আগে জানতুম না, কি ভুলই বুঝেছিলুম!

কু ।—দাদা! তোমার আমার ত ছোটখাট সংসার, আগুন লাগাতে বেশি দেরি হয় না, এই এক মেয়ে মানুষের জন্তে কত বড় বড় রাজার রাজত্ব ছারখার হ’য়ে গেল, কত বাপ বেটার খুনখুনি হ’য়ে গেল, ভায়ে ভায়ে দাঙ্গা হ’য়ে ছজনেই ফাঁসি কাঠে লটকাল। আর কত ব’ল্ব, ও জাতের গুণ যত ব’ল্ব, ততই পুঁথি বেড়ে যাবে। দিব্ব কর, আর মেয়ে মানুষের নামও মুখে আনবে না।

ষণ্ড ।—আবার এই নাক কান মল্চি। কিছু একটা বড় মুন্সিল দেখ্চি, কি নিয়ে থাকি, যা হোক একটা ধ্যান নিয়ে প্রাণটাকে ভার দিয়ে রেখেছিলুম, এখন ত ফাঁকা প্রাণ হ’লো, দিন কাটবে কি ক’রে?

কু ।—দাদা, তার জন্তে ভাবনা কি আবার, আর একটা কিছু নূতন রকম খোঁজা যাক এস, ও আমি দেখেচি, যেমনটা খোঁজা যায়, তেমনটা পাওয়া যায়—তবে তখুনি তখুনি হোক না হোক, কিছু দিন বাদে পাবেই পাবে। কথায় বলে “সাধলেই সিদ্ধি”।

ষণ্ড ।—বেশ বলেচিস্ ভাই, কথাটা মনের মতন বলি বটে, কি বলিস্ একটা নূতন জিনিষ খোঁজা যাক—কেমন? কিছু তোকে ব’ল্চি, আমি যেমন মেয়ে মানুষ ছাড়লুম, তোকে তেমনি গাঁজাও ছাড়তে হবে।

কু ।—তোমার দিব্বি ব’ল্চি, আর নেশা ভাঙ্গ আমি কচ্চিনি। নেশা করাত আমোদের জন্তে, টেনে বুনে আবরণ

দিয়ে আনন্দ আনা, তাতে যথার্থ সুখ
টুকু যে পাওয়া যায়, তা'ত আমার বোধ
হয় না। নেশা কাটলেই গা মাটি মাটি
করতে থাকে, কিছুই ভাল লাগে না,
যত ক্ষণ না আর এক ছিলিম চড়িয়ে
• ছটান টানা যায়, তত ক্ষণ যেন ধাত
ছাড়া অবস্থায় থাকতে হয়। এই শ্রাদ্দটা
চুকে যাক, তার পর তোমার আমার
বেকুব। আমার এক অবধূতের সঙ্গে
আলাপ আছে, তাকে গিয়ে বলবো
বাবা, গাঁজা আর মেসেমানুষ ছাড়া এমন
কিছু জিনিষ দিতে পার, যাতে সমান
সুখ পাওয়া যায়? সে লোকটা শুনেছি
ভারি সাধু, চাই কি নূতন জিনিষ দিলেও
দিতে পারে।

ষণ্ড।—আচ্ছা তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা
করি, মেয়ে মানুষের ওপরটা ত বেশ
চক্ চকে, দেখলেই প্রাণ টানে কিন্তু
মনের ভেতর এত গলদ কেন?

কু।—দাদা, মেয়ে মানুষের কথা নিয়ে এখনও
বোম্ ভেস্ তা খেলচো! তুমি নেহাত
ছেঁচড়া। বলি সাপের মাথায়ও ত মণি
আছে, তা বলে কি সাপের বিষে মানুষ
মরে না? যে মেঘের কোলে চাঁদ লুকো
চুরি খেলে, সেই মেঘই ত নিজের বুকে
বজ্র লুকিয়ে রাখে। যে জল না হোলে
আমরা বাঁচিনি, সেই জলই ত মানুষ
ডুবিয়ে মারে। আর ওকথা তুলনা, ও
বেটার জাতের কথা কইলেও পাপ আছে।

ষণ্ড।—আচ্ছা, ভগবানের একি বিচার? জেনে
শুনে এ সকল লোক জগতে সৃষ্টি করবার
কি দরকার ছিল?

কু।—তার কারণ আছে, তা নইলে সর্ব্বশেষে
লোক সব টিটু থাকে কই? এর ভেতর
মজা কি আছে জান, হয়ত কেউ মহা-
যোগী মহাত্মাগী ব'লে মাথা ঝাড়া দিয়ে
উঠলেন, কেউ ঈশ্বরজানিত লোক ব'লে
বিখ্যাত হ'লেন, কেউ ভগবানের অংশ
বলে লোকের কাছে পরিচিত হ'লেন।
ভগবান দেখে শুনে একটু মুচ্কে হোসে
এক এক মেয়েমানুষ ছেড়ে দিলেন,
বাস—ব্যাটারেদেব স্বপ্ন ঘুরে গেল। যোগ
যাগ, তপ ধ্যান, সব বাহু আচরণ হ'য়ে
দাঁড়াল। কামিনী এলেন ত, সঙ্গে সঙ্গে
কাঞ্চনও এলেন। কারণ, কাণ টানলেই
মাথা আসে। এই আর কি? সংসার চক্র
এইরকমেই ঘুরচে। যিনি বেশি চালাকি
করতে যান, সেই চক্রে প'ড়েই পেয়ণ খান।

ষণ্ড।—ঠিক বলেছিস, আমার বিষম এক ধৌক।
কেটে গেল। আর হুজনে গলার কাপড়
দিয়ে, পৃথিবীর সমস্ত মেয়ে মানুষকে মা
ব'লে ডাকি। যিনি কু নজরে চাইবেন,
তিনিই আমাদের মা, কেমন এতে রাজি
আছিস?

কু।—খুব রাজি—খুব রাজি, তোমার এ
সুমতি হলে আমি ত বাঁচি। তুমি মেয়ে
মানুষ ছাড়লে, আমি গাঁজা ছাড়্‌লুম।
হ'লো কি জান, ভগবানের উপর কার-
চুপি করা হ'লো, তাঁর দণ্ডের পাণ্টে
দেওয়া গেল।

ষণ্ড।—ঠিক বলেছিস, ঠিক বলেছিস; তুই
আমার আচ্ছা তৈয়ের ভাই!

কু।—তুমিও আমার খুব মাতব্বর দাদা।
জোড়া ঠিক আছে।

যশ ও কুশ্মাণ্ডের গীত ।

বুঝে নাহি কেন নারীর কণ্ঠে লোক পাগল হয় ।

বুঝে সাজে বোকা সেজে, বিষম পাঁচ জড়িয়ে রয় ॥

ঝকঝক কি যেমন তেমন,

প্রাণ দিয়ে কই পাও দেখি মন।

যতই বাঁধ কাঁকা বাঁধন, বাতাসের ভর সময় কি না সয় ॥

[সদানন্দের প্রবেশ]

সদা।—ওরে সর্কনাশ হ'ল—সর্কনাশ হ'ল,
ব্রাহ্মণ, লোক জন সব আস্তে আরন্ত
করেচে ; জটলে বেটা এখনও দৈ নিয়ে
এ'ল না, দাঁড়িয়ে অপমান হতে হ'ল—
মুখ দেখাব কি করে ?

যশ। তাই ত, কি সর্কনাশ ! তা হলে কি হবে ।

কু।—বাবাকে এত বলি যে, লোকের ঘাড়
মট্‌কান রোগ একটু কমাও ; তাত
শুনবে না,—কাঁহাতক্ লোকের ওপর
জুলুম চলে বল, এতে যে ভগবান পররাজি
হয় ; বাপের শ্রাদ্ধ ক'রতে গেলে কিছু
গেঁটের পয়সা খরচ ক'রতে হয় ।

সদা।—ব্যাটা আমার সভাপতি চালা চালা,
থাম্—থাম্, তোকে বুদ্ধি দিতে হবে
না। হ্যাঁরে যশ, এখন কি করা যায়
বল্ দেখি ? ব্যাটাকে একবার সাম্নে
পাই ত এই সানের উপর মুখ গুঁজড়ে
দিই ।

কু।—তাতে আর কি বিশেষ হবে বল ? মুখ
গুঁজড়ে ধ'রলে যদি দৈ বেরতো, তা
হলে আমরা না হয় দুজনে মুখ গুঁজড়ে
গুঁজড়ি ক'রতুম। জটিলের ঝোঁকটা
আমাদের দুজনের উপর দিয়েই কাটিয়ে
নিঁতুম ।

যশ।—আমি না হয় একবার এগিয়ে দেখি,
কি বল ?

সদা।—তাই দেখ বাবা—তাই দেখ, আমি
ভারি অস্থির হয়ে উঠলুম ; নিমন্ত্রিত
লোক জন সব ক্রম্ভে আরন্ত হ'য়েচে ।

যশ।—আর যেতে হবে না—আর যেতে হবে
না ; ঐ যে জটিল আসচে ।

(একটি ক্ষুদ্র ভাণ্ডে দধি লইয়া

জটিলের প্রবেশ)

সদা।—হ্যাঁরে, তুই ব্যাটা কি আমার চিরটা
কাল জালাবি ? তোকে নিয়ে কি আমি
একদিনও সুখী হ'তে পারবো না ? যে
কাজটার ভার দেব, ব্যাটা আমার সেই
কাজেই গোলযোগ ঘটাবে। কোথায়—
দৈয়ের ভার টার কৈ ? এসে পৌছাল—
না এখনও আসচে ?

জটিল।—এই যে গুরুমশায়, আমি দৈ সঙ্গে
ক'রে এনেছি ।

সদা।—বলিস্ কিরে ব্যাটা, এমনি ক'রে আমার
মাথাটা খেলি ? পাঁচশ' লোক নিমন্ত্রণ
করা গেছে, তুই ব্যাটা এক ছোট ভাঁড়ে
দৈ নিয়ে এসে হাজির কল্লি ! একি পুতুল
খেলার বামুন ভোজন নাকি রে ? হত-
ছাড়া—বেটা । যশ, ধব্ বেটাকে—
বেটার মুণ্ডু ঘুরিয়ে বসিয়ে দে ।

জটিল।—না গুরুমশায়, তুমি রাগ ক'র না—
আমায় মেরো না ; আমার সঙ্গে অমন
ক'রে কথা ক'ওনা। আমার মধুসূদন
দাদা বলে দিয়েচে, এই টুকু দৈয়েতে
তুমি যত লোককে খাওয়াতে চাও তা
পারবে। এই ভাঁড়ের দৈ যত ঢালবে

তত বাড়বে, ফুরবে না। আর এমন মিষ্টি দৈ কেউ কখন খায়নি।

সদা।—হারামজাদা ব্যাটা, ন্যাকাম পেয়েচ? কচি ছেলে ভোলাতে এসেচ? চলতো বেটা বাড়ীর ভেতর, দেখি কেমন তোর ভাঁড়ের দৈ ঢাললে ফুরয় না। তোর মধুসূদন দাদাকে একবার আমার মায়ে নিয়ে আসতে পারিস? সে পাঞ্জি ব্যাটা কোথাকার দাদা আমি একবার দেখি। এই টুকু দৈয়ে যত লোক ইচ্ছে খাওয়ান যেতে পারে, আমার ন্যাকা বোঝাতে এসেচ?

কু।—বলি ওহে ছোকরা! ছোকরা হ'লেত একটু সরল হয় জানতুম। তবে তুমি এমন বেয়াড়া কেন? এই বয়সেই চুরি জুচ্চুরি শিখেচ?

জটিল।—ওগো তোমরা আমার অমন ক'রে ব'কো না, আমি মিছে কথা কইচিনি, দেখনা আমার কথা সত্যি কি না।

সদা।—দেখব বৈকি, না দেখে কি তোমায় ছাড়বো? আজ তোরই একদিন, কি আমারই একদিন। আয় ত—আয় ত, সব বাড়ীর ভেতর যাই চলতো—চলতো।

যণ্ড।—বাবা দেখ, দেখ, সেই মাগি! সেই মাগিটা এই দিকে আস্চে। আমি জান্তুম মাগি আর নেই। আহা দেখ—দেখ, অমন চেহারা কি হ'য়ে গেছে! দেখ মুখখানায় যেন কালি মেড়ে দিয়েচে। পরনের কাপড় দেখলে হুঃখু হয় ও মাগি আবার এখানে আস্চে যে?

কু।—দাদা! বুঝি শ্রাদ্ধ গড়ায়। প্রতি পদে

যায় বল। ছর হোকগে ছাই, যা হবার হয় হোক, তুমি আমি কে বল?

সদা।—তাইত রে যণ্ডা, ও মাগি আবার কেন? বেটী মরেনি, বেটী এখনও বেঁচে আছে? মাগি বোধ হয় পাগল হ'য়ে গেছে। দেখ! তুই আমার কাছে থাক (যণ্ডের প্রতি) তুই জটিলে বেটাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর ভেতর যা। খপরদার বেটাকে ছাড়িস নি, ব্যাটা কত বড় ওস্তাদ আমি একবার দেখব।

যণ্ড।—এস বাবা জটিল বাড়ীর ভেতর এস, আজ তোমার পালা।

জ।—তুমি দেখবে চলনা! আমি তোমায় ঠিক বলছি, আমার মধুসূদন দাদা ব'লে দিয়েচে। মধুসূদন দাদার কথা কি মিছে? এ ভাঁড়ের দৈ যত ঢালবে তত বাড়বে, কিছুতেই ফুরবে না।

[যণ্ড ও জটিলের প্রস্থান।]

কু।—এই যে ঠাকরুন! এগিয়ে আস্চেন,—মতলব বোঝা দায়। পাগল সেজে পাগল ক'রতে আসচে না ত? কে জানে বাবা, ও জাতি তেফার সময় জল এগিয়ে দিলেও বিষ দিচ্ছে ব'লে মনে হয়।

সদা।—তাই ত ও মাগি আবার কেন?

(নির্মলার প্রবেশ।)

নির্মলা।—আগুন!—আগুন!—জলে মলুম—জলে মলুম! একটু জল, একটু জল—বেশি নয় এক ফোঁটা জল; এতটা পথ চলে এলুম, সারা সংসারটা খুঁজে বেড়ালুম, এত বড় পৃথিবীটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজি—

বেশি নয়—এক ফোঁটা জল কেউ দিলে না? আর জলতে পারিনি, আর পুড়তে পারিনি, একটা লোক পেলুম না, যে একটু মায়া করে—এমন একজন মিলে না, যে মুখের দরদ দেখায়—এমন একটা প্রাণী দেখলুম না, যে প্রাণ পোড়া পিপাসায় এক ফোঁটা জল দেয়। কেন এয়েছিলুম, কি করলুম—ছার-দেহটা কোন্ কাজে লাগালুম? জল-বিস্ব হয়ে ফুটে উঠেছিলুম, জলবিস্ব হয়ে মিশিয়ে গেলুম। কেউ দেখলে না, কেউ জানলে না, কেউ বুঝলে না। আমি আমিই রয়ে গেলুম। বেশির ভাগ কেবল পিপাসা, প্রাণপোড়া পিপাসা, জল—জল, বেশি নয়, এক ফোঁটা জল—এক ফোঁটা জল।

কু।—বাবা! যে কাজের যা; পাপের ফল আছেই! থাকিলে দাচ্ছিলে ভাল, এক রকম সুখে স্বচ্ছন্দে মন্দ ছিলে না। মনে করেছিলে, নূতন পিরীতে ভারি সুখ, তেড়ে ফুঁড়ে ত বেরিয়ে গেলে। এখন আবার ঘুরে ফিরে ঘুরা জলে পাক খেয়ে, যেখানকার ঢেউ সেইখানে ফুটে উঠলে। এই সময় গভাকত মেয়ে মাকুষকে একবার সায়ে পাই, কানে ধরে দেখিয়ে দিই, বলি বোকা' চাঁদ, কত খানে কত চাল।

সদা।—নির্মলা! নির্মলা! আবার কেন এসেচ? তুমি যে পথ বুকে নিয়েচ, সে পথ তোমার পক্ষে বেশ ছিল। আবার আমার কাছে এসেচ কেন?

নির্মলা।—এসেছি কি কর'ব বল, এসেছি আপ-

নার ইচ্ছেয় এসেছি। আপনার প্রাণের টানে এসেছি, আপনার মনের স্রোতে ভেসে এসেছি, মনে কোরোনা তোমার কাছে হুঃখ জানাতে এসেছি, আমার আর উপায় নাই ব'লে তোমায় • পায়ে ধরে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রতে এসেছি। আমি কাঙ্গালিনী হয়েছি বলে গরব বিসর্জন দিয়েছি। আগেও বলেছি, এখনও বলছি, গরব প্রেমের অলঙ্কার। মরতে বসেছি, মরণের খুব কাছে এসেছি, মরণের কোলে মাথা পেতে সব জালা জুড়ান মনে করেছি, তবু বলছি,—গরব প্রেমের অলঙ্কার! তবে তোমার কাছে এসেছি কেন জান? একটা খেদ—বিষম খেদ—ভারি খেদ—আমার মনে মনে জড়িয়ে রয়েছে, কিছুতে ফেলতে পারছিনি, কিছুতে ভুলতে পারছিনি। দেখ, আমার দিন কাছে এসেছে, আমি যেখানকার মাকুষ সেইখানে যাচ্ছি, মনের যেখানে যত টুকু হুঃখ আছে, যতটুকু ব্যথা আছে, যতটুকু আত্মগ্লানি আছে, সব ঘুচিয়ে যেতে হবে, তবে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরতে পারবো। নইলে মলেও জালা ফুকবে না, মরণের পরও যন্ত্রণার হাত এড়াতে পারবো না। আমার তুমি মার্জনা কর, আমার দোষ তুমি ভুলে যাও—আমি যা করেছি, আর মনে রেখ না, আমি মলে আমার যেন শেষাঙ্গ কুকুরে না টেনে নিয়ে যায়—আমার চোখ ছুট যেন শকুনিতে না উপড়ে যায়। আমার বুকের রক্ত যেন না কাকে ঠুকরে নেয়। বল তুমি যুখে বল,

একবার বল, আমি সুখে মরি—আর
পারিনি, বড় জালা—বড় জালা, আমায়
জুড়ুতে দাও।

সদা।—নির্মলা, নির্মলা—তুমি নিশ্চিত হও ;
আমি তোমার প্রাণ থেকে মার্জনা
ক'রেচি। তোমার কাছ থেকে অনেক
শিখেচি, তোমার রূপায় আর এক
পথের পথিক হয়েচি, এখন আমার মুক্ত
পথে আমি মুক্ত-বন্ধন। তুমি যদি সুখী
হ'তে পার, মরেই হোক—আর বেঁচেই
হোক, তাতে আমার কোন বাধা
নাই।

কু।—তুমি এখন এখান থেকে যতটা শিগগির
সরে পড়, তাতে আমার কোন বাধা নাই;
কেন বাবা, বড় বাপ বেটাকে আবার
পাকে চক্রে ফেল'ার চেষ্টা ক'রছ।
ঠাকুরদাদার শ্রান্তিটা আগে হোতে দাও,
তার পর দেখা কোরো, যা হয় করা
যাব। নেহাত ছরবস্থা হ'য়ে থাকে কিছু
মাসিক বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া যাবে।

নির্মলা।—সত্যি বল্চ, মিছে কথা কইচ না ?
আমার সঙ্গে চল কর্চ না ? আমায় তুমি
প্রাণ থেকে মার্জনা করলে ? আমি যা'
ক'রেচি তা তুমি ভুলে গেলে ? আর
আমি তোমার কাছে অপরাধিনী নই ?
তা হ'লে আমি নিশ্চিন্তি হ'য়ে মরতে
পারি। আঃ বাঁচলুম ; বুকের আগুন
তবু কতকটা নিবল ; প্রাণের জ্বালা তবু
কতকটা জুড়ুল। তবে আমি যাই,
কিন্তু একটা কথা, যার ওপর প্রতিহিংসা
নেব বলে মনে করেছিলুম, যার প্রাণে
নিজের প্রাণের বিষ ঢেলে দেব মনে

করেছিলুম, যার কঠিন বিচারের ফ
আমি নিজে হাতে দেব বলে মনে করে
ছিলুম, তাকে পেলুম না। অনেক খুঁজে
অনেক চেষ্টা করে, অনেক কষ্টেও তা
দেখা পেলুম না। মনে করেছিলুম আর
দিন কতক বাঁচবো। যত দিন না
প্রাণের প্রতিহিংসা মেটে, তত দিন
ম'রব না ; যত দিন না উপযুক্ত প্রতি-
শোধ দিতে পারি, তত দিন দেখব,—
একটু অপেক্ষা ক'রে দেখব, কিন্তু আর
না—আর সময় নাই, আর দিন নাই,
আর পালনুম কৈ ? আর দিন পেলুম
কৈ ? জুড়ুই—তবে জুড়ুই, মরি—তবে
মরি, নিশ্চিন্তি হই—তবে নিশ্চিন্তি হই।
মনে ক'র একজন ছিল, সে বুঝতে
পারেনি বলে একটা কাজ করেছিল, সে
অজ্ঞান অনোধ বলে একটা পথ বেছে
নিয়েছিল। সে কারো কাছে কিছু
শেখিনি বলে একটা ভুল বুঝেছিল। তবে
আমি যাই, তবে আমি আসি, চল্লুম।
তোমার পথের কাঁটা আজ বিদেয় হ'লো।
তোমার চখের বাসি আজ চল্লো, তোমার
বুকের শূল আজ নাবলো। আঃ জুড়ুল
রে—প্রাণ জুড়ুল।

(বন্ধে ছুরিকাঘাত)

সদা।—সর্বনাশ, কি সর্বনাশ। এ আবার কি
হল। তাইত মাড়া নেই যে, বুক দিয়ে
রক্ত বেরচ্ছে, সমস্ত শরীরটা নিখর।

কু।—বাবা ! যত দিন যাচ্ছে, চোকু যেন আরও
খুলছে। আরও কত দেখতে হবে কে
জানে। এত হেজামের ছনিয়াতে লোক
কেন আসে ? কি সুখ পাশ ? কেবল

ঝগাট—কেবল ঝগাট ; একটু জুড়ুবার
ত ঘো নাই ।

সদা—ওরে ওরে চ বাড়ীর ভেতর ধরাধরি
করে নিয়ে যাই চ' । তার পর কোতো-
য়ালিতে খবর দেওয়া যাক । নইলে
আমাদের হাতে দড়ি পড়বে ।

কু—তাই চল । যদি কোন রকমে এবারকার
শ্রাদ্ধটা কেটে যায়, তা হলে জানবো আমা-
দের বাপ বেটার অক্ষয় পরমায়ু । হিরণ্য-
কশিপু মৃত, জলে, স্থলে, মরুৎ ব্যোমে
কিছুতেই আমাদের বাপ বেটার মরণ
নাই । (নিশ্ফলার কাছে গিয়া । ইন্স ।
তাই-ত এ যে একবারে নিঃসাড় । হায় !
হায় ! আর জ্ঞান হবে না, ফুরোল—সব
ফুরোল ; এই রকম ক'রেই ফুরোয়, তবু
লোকে কি জানি কেন কি বুঝে হাঁকু
পাকু ক'রে মরে ।

সদা—চল চল শিগ্গির চল, আর সময় নাই,
বাড়ীর ভেতর তুলে নিয়ে চল ।

[নিশ্ফলাকে লইয়া সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

বন মধ্যে পথ ।

(শ্রীরাধা, পরমানন্দ ও বাঁশরীর প্রবেশ ।)

বাঁশরী ।—হ্যাঁগা মেয়ে, তুমি কেমন লোক গা ?
তোমায় দিদি বলি, তুমি বল আমার
ভালবাসি, তোমার কথায় বাবার
হিলুম—এখন আর এক জনের হ'য়েছি ।
তুমি যেমন যেমন বলেছ, আমি তাই
করেছি ; কিন্তু তোমার একটা কথার ত

ঠিক দেখছিনি । তুমি ব'লে, বাবার
চোখ ক'রে দেবে, বাবা চাঁদও দেখতে
পায় না, সূর্য্যও দেখতে পায় না, বনের
অন্ধকারও দেখতে পায় না । দাদাকে
খুঁজে এনে দেবে ব'লে, দাদার জন্তে
বাবা কত কঁাদে, আমিও কঁাদি, তা কই
দাদাতো এলো না ? দাদাকে ত তুমি
এনে দিলে না ?

শ্রীরাধা—বাঁশরী ! আমার কথাও যা—কানও
তা' । তবে সব জিনিষের সময় আছে ।
ভোর না হ'লে কি সূর্য্য ওঠে ? পুণিমা
না হ'লে কি চাঁদের আলো ফোটে ?
কুঁড়ি ফুল, যার সব মাত্র মুকুল ধ'রেচে,
তাকে হাত দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারিস্ ?
তাই বলছি, সব জিনিষের সময় আছে,
দিন না এলে কি দিন হয় ?

পরমা—দেখ, আমার আর অন্য কোন আকি-
ঞ্চন নেই, আমার কিশোরকে একবার এনে
দেখাও, তাকে একবার আমার সামনে
এনে দাও, অনেক দিন দেখিনি, অনেক
দিন তার কথা শুনিনি, একবার তাকে
মনের চোখে দেখি । একবার মনের
ক'ন তার মধুর কথা শুনি, তার পর,
তার দুটি হাতে ধ'রে ব'লবো—বাঁশরীকে
দেখো, বাঁশরী তোমার—বাঁশরীর ভার
তোমার, আমার দিন কাছে এসেচে—
আমি চলুম ।

শ্রীরাধা—বল কি, তোমার আর কোন সাধ
নেই ? তুমি আর কিছু চাও না ? তোমার
বাসনার সীমা ওইটুকু পর্য্যন্ত ? তুমি
চির অন্ধ, সংসারে এসে এত বড় পৃথি-
বীর শোভা একদিনের জন্তে দেখলে

না। অন্ধকারে জ'মে, অন্ধকারে ফুটে উঠে, আবার অন্ধকারের কোলেই মিলিয়ে যাবে? তুমি চক্ষু পাও, এসাধ তোমার হয় না?

পরমা।—দেখ তোমার কাছে মিছে কথা বলব না, জীবনে কখন মিছে কথা বলিনি। চির অন্ধ যদি চক্ষু পায়, তা অপেক্ষা তার আর আনন্দ কি বল? সাধ হয় বই কি, এমন শশা-শায়লা পৃথিবী—প্রভাতে সূর্যের বঙ্গমূর্তি, সীমা হীন, অন্ত হীন, চন্দ-তারকা খচিত সুনীল-নৈশাকানের অপূর্ণ দৃশ্য, সরল মানব প্রকৃতি, কুটিল লোক-জগত কিছুই দেখতে পেলেম না—কিছুই বুঝতে পারলুম না—কিছুই অনুভব করা হ'লো না, আমি যে অন্ধকারে—সেই অন্ধকারে। খেদ হয় বই কি, হয় না? কি ক'রবো ইচ্ছাময় তিনি—তার ইচ্ছার কে প্রতি-রোধ ক'রবে?

শ্রীরাধা।—দেখ আমি যখন তোমার সঙ্গে নিয়েছি, লাধ ক'রে তোমার সাথে সাথে আছি, যখন তোমায় মথফুটে বলিচি, তখন কি আর তোমার চোখ না ক'রে দেবো। দেখনা আজ কি করি। আর কিশোরের কথা বলছো, সে এলো বলে। আর বাঁশরী? বাঁশরীকে তো তুমি আমার দিয়েছ আমার ভায়ের সঙ্গে বে দিয়েছি—বাঁশরী এখন তার।

বাঁশরী। আমি কারুর নই, আমি কারুর হবো না, কারুর কাছে যাবো না, যতক্ষণ না তুমি আমার বাবার চোখ ক'রে দাও, আমার দাদাকে খুঁজে এনে দাও। তুমি

বড় মজার লোক, আমাদের যা ক'রবার তা তো ক'রলে। ছিলুম এক, হোয়ে গেলুম আর। হেসে খেলে বেড়াইতুম, বাবাকে হরিনাম শোনাতুম—কোন বাঁধন ছিল না। এখন কি ক'রলে বল নিকি? আমার সব দিক খোয়ালে, আমার একুল ও উকুল হকুল গেল।

শ্রীরাধা।—হ্যাঁলা বাঁশরি, তুই কচি মেয়েটা ছিলি, মুখ দিয়ে কথা বেরুতো না, আজ যে মুখে কথার বাজার বসিয়ে দিয়েছিস, এত কথা শেখালে কে?

বাঁশরী।—কি করি বল, অনেক জালায়—মনের ছংখে—তোমার আঁকল দেখে।

শ্রীরাধা।—আচ্ছা তোর জালা ঘুটিয়ে দিচ্ছি। (পরমামন্দের প্রতি) দেখিগা তোমার চোখ দেখি, এই আমি হাত বুলিয়ে দিলুম, এইবার দেখদিকি চাইতে পার কি না?

পরমা।—(চক্ষু চাহিয়া) আহা—হা! কি সুন্দর, কি সুন্দর পৃথিবী! এত মনোরম, পৃথিবীর শোভা এত মর্মস্পর্শী! পৃথিবীতে এত দেখবার জিনিস আছে তাত জানুতেন না। আহা! নয়ন জুড়ালো—নয়ন জুড়ালো! আজ নূতন জীবন পেলেম। সংসার, তুমি যতই কুটিল হও—যতই ছলনাময় হও—যতই ভীষণ হও—তবু তুমি সুন্দর, তবু তুমি মধুর, তবু তুমি তৃপ্তিকর। (শ্রীরাধার প্রতি) তুমি কে? আর আমার সঙ্গে চল ক'রোন—আর আমার অন্ধকারে রেখো না—আর আমায় ভুল বুঝিও না। দাও—আমায় পদে আশ্রয় দাও।

শ্রীরাধা ।— ছিঁ চি, আমার পায়ে হাত দিতে
নেই । তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়,
ওকি ক'রছো ?

বাঁশরী ।— বাবা, বড় অ'হ্লাদে কান্না পায়
তাতো জানতুম না, এই দেখো না
আমার কান্না পাচ্ছে (শ্রীরাধার প্রতি)
দিদি, দিদি, তোমার বুকটা একবার
পেতে দাও, আমি তোমার বুকে মাথা
রেখে একটু কাঁদি ।

শ্রীরাধা ।— থাম্ ছুড়ি থাম্ জাবামো করিস্নি ।
দেখলি আমার একটা কথা ঠিক হ'লো
তো ? এইবার তোর দাদা আপনি এসে
প'ড়বে আমার কথা শোন, একটা হরি
নাম কর—আগিও তোর সঙ্গে গাইচি ।

পরমা ।— গাও মা গাও ।

শ্রীরাধা ও বাঁশরীর গীত ।

সাধ ক'রে কি গ্রামের নামে, ম'জল কমলিনী রাই ।
কালরূপে মিশে শেষে, কুল মানে দিলে ছাই ॥
রূপে তার ভুবন ভরে, সবাই ভুলে যায় ।
চাঁদ মুখে চাঁদ হার মেনেছে, লুটিয়ে আছে পায় ॥
বাঁশী ধ'রে বসে গিয়ে, কদম্বেরই তলে ।
সোণাখুঁচী রাধা আমার, ভাসে আঁখি জলে ॥
মন টেনেছে আর কি থাকে, লজ্জা গুণা ভয় ।
কলকিনী নামটি নিয়ে, ভুললে সমুদয় ॥

পরমা ।— হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ।
বল'মা একবার হরিবোল বল (সকলে)
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ।

শ্রীরাধা ।— বাঁশরি ! ওই দেখ্ তোর দাদা
লহু অ'সছে ?

(কিশোরের প্রবেশ)

বাঁশরী ।— দাদা, দাদা ।

পরমা ।— বাবা কিশোর ! দেখ, আর আমি ।

অক্ল নই, এস বাবা আমার বুকে এস,
এতদিন কোথায় ছিলে ?

কিশোর ।— বাবা, আমি এক নতুন জিনিষ
পেয়েছি, আমার একজন দিয়েছে ।
আমার হাতে এখন নতুন কাজ পড়েছে ।
আর আমি বাঁধা থাকবো না, আমার
যেতে হবে—অনেক দূর যেতে হবে ; সে
জিনিষ খুঁজে নিতে হবে । তোমাদের
একবার দেখতে এসেছি, তোমার কাছে
ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে এসেছি, বাঁশরীর
মুখে একবার শেষ দাদা বলা শুন্তে
এসেছি ।

বাঁশরী ।— কোথায় যাবে দাদা ?

পরমা ।— কি জিনিষ পেয়েছ বাবা, কি নতুন
কাজ তোমার হাতে প'ড়েছে ?

কিশোর ।— বাবা ! সংসারের সার জিনিষ—
সকল কাজের উপর কাজ—হরি নাম বড়
মধুর, বড় সুন্দর, প্রাণ গলিয়ে দেয়, মন
ভুলিয়ে দেয়, আপনার পর সব চোখের
উপর ধ'রে দেয় । আহা ! দেখ দেখ,
পাখি হরি নাম গাইছে—আকাশ হরি নাম
ব'লছে—গাছের পাতা হরি নামে কাঁপছে—
বিশ্বসংসার হরি প্রেমে ভাসছে, এমন
প্রাণ মাতান, মন গলান, কাজ ভোলান
জিনিষ ছেড়ে, কেন লোক মিছে ছুটো-
ছুটি ক'রে মরে ! এমন সর্বস্ব-সার—
এমন পরম পবিত্র, এমন মন বিমোহন
নাম ছেড়ে, কেন লোক অসার কলনার
আলিঙ্গন করে ? আর কি চাই ? আর
কিসের সাধ ? আর কিসের আকিঞ্চন ?
বাবা আমি যাই, আর সময় নেই—
আমি যাই ।

শ্রীরাধা।—শোন শোন, অত ছড়'ছড়ি ক'রছো কেন ? কথাটা ত এই, একজন তোমায় হরিনাম সাধন ক'রতে শিখিয়ে দিয়েছে, তুমি বুঝছ' যদি কিছু সার কাজ থাকে ত এই, এখন কি ক'রতে যাচ্চো ? বুড়ো বাপ ছেড়ে, কচি বোনটী ছেড়ে, নিজের প্রাণের মমতা ভাসিয়ে দিয়ে, তুমি হরিনাম সাধন ক'রতে বেরিয়ে যাচ্চো ? তোমার বাপ কাঁদবে, বোন কাঁদবে—এতে কি হরি বড় সন্তুষ্ট হবে ? যার নিজের ঘরের উপর টান নেই, তার হরির উপর টান হ'বে কি ক'রে ! তুমি ব'লে নয়—অনেকেই মনে করে, বুঝি সংসার ছেড়ে বনে বনে হরিনাম ক'রে বেড়াইলেই হরি এসে দেখা দেয়, তা যদি হ'তো, তা হ'লে ত কাজ খুব সোজা ছিল। হরি নিজে সংসারী ছিলেন তা' জান ? আমার কথা শোন, যদি হরিকে চাও, বাপের কোলে শুয়ে, বোনকে মুখের খাবার খাইয়ে, একমনে হরিনাম কর, তা হ'লেই হরিকে পাবে। সংসার ছাড়'বো, বাপ ছাড়'বো, বোন ছাড়'বো, তবে হরিকে পাব', এ সব ছাই পাঁস মনে এনো না।

কিশোর।—এ আর এক নতুন শিক্ষা বটে—ভাল; এতে যদি আমার মনস্কামনা পূর্ণ না হয় ?

শ্রীরাধা।—না হয়, আমি তার দায়ী—আমার কথা মিছেই হয় না, দেখ'না, তোমার বাপের চোখ ছিল না, আমি চোখ ক'রে দেবো ব'লেছিলুম, ক'রে দিলুম।

কিশোর।—তুমি যেই হও, তোমার কথা আমি শুন'বো, পরিণাম আমার যাই হোক।

শ্রীরাধা।—তবে এসো সকলে মিলে আমার সঙ্গে এসো, আমি যেখানে নিয়ে যাবো, সেইখানে সকল চল', তোমাদের ভাল বই মন্দ হ'বে না।

পরমা।—চল' কিশোর চল' এ বালিকার কথা ঠেলতে নেই। তুমি কা'র সঙ্গে কথা কইচো, এখনও বুঝতে পারনি !

কিশোর।—ভাল আমি একটা কথাও কইব না, ছায়ার দেহ, ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে চলুক : আর বাঁশরি !

বাঁশরী।—চল দাদা যাই, (যাইতে যাইতে) দাদা একটা কথা তোমায় ব'লতে ভুলে গেছি, আমার বিয়ে হয়েছে, আমি এখন পরের।

[সকলের প্রস্থান।]

ভদ্রাবেশী সহচরীগণের প্রবেশ ও গীত।

যদি বুঝতে জান, মজ তবে, অবুঝ খেক না।
কি ছার'নিয়ে জড়িয়ে আছি, মিছার কামনা ॥
ঘুরে ফিরে এখন ত'ন, কিছু কি গেলে এমন
কেন তবে মাহের বাধন, টেনে ছিড়ে ফেল'না।
হরি হরি হরি বল, দিন পেয়েছি চ'লে চল,
কালের কোলে মিশিয়ে যাবে, একটুখানি ভাবনা।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সদানন্দের বাটী।

(সদানন্দ, ষণ্ড ও কুস্তাগের প্রবেশ।)

সদানন্দ।—এ্যা--বলিস্ কিরে ষণ্ডা, বলিস্ কি ?

ষণ্ড।—বাবা, চোখে দে'তবে বল'চি, জটিল দেবতা কি কি—তাতো কিছুই বুঝতে পারনি। রূপ ধ'রে বোধ হয় আমাদের

ছ'লতে এসেছে। ঘরে যত ভাঁড় যত তিজেল, যত হাঁড়ি ছিল, জটিলের সেই ছোট ভাঁড়ের দই যাতে ঢালি অম্নি পরিপূর্ণ হোয়ে যায়। যত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ সজ্জন সকলেই তারি পরিতৃপ্ত হোয়ে খেয়েছে। আর ব'ল্লে এমন মিষ্টি দই তারা জীবনে কখন খায় নি!

সদা।—আমি ত বাবা লজ্জার খাতিরে তারি জর বলে ঘরে লেশ মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলুম। তুইই বল্ দিকিনি, কি অবস্থায় পড়ে ছিলুম? পাঁচশো লোক নিমন্ত্রণ করা গেছে, ভরসার মধ্যে এত টুকু ভাঁড় শুদ্ধ একটু দই। তবে আমি এখন লোক জনের সামনে বেরুতে পারি?

কুশাণ্ড।—বেরুতে পার; যদি লোকজন না শুনে থাকে যে ঠাকুর দাদার শ্রাদ্ধটা পাঠশালের ছেলেদের ঘাড় মটকে হ'চ্ছে। বাবা! জোড় হাত ক'রে ব'লছি আমরা দুভায়ে গায়ের ময়লা ঝেড়ে ঝুড়ে এক রকম উঠেছি, এইবার তুমি একটু পরিকার হও, তাহলেই উপাধায় বংশটা উজ্জল হয়।

সদা।—হবেরে—বাটা—হবে। ধাপ্ ধাপ্ ক'রে ত উপরে উঠে, না একেবারে একতলায় একটা পা আর তেতলায় একটা পা দেয়? তা সে কথা যাক্, এ দইয়ের ব্যাপারটা কি বল দিকিনি? জটিলে ব্যাটা ব'লেছিল তার মধুসূদন দাদা ব'লে দিয়েছে এ দই যত ঢালবে ফুরবে না। আমি ত কথাটা উড়িয়েই দ্রিয়েছিলুম, এখন ত দেখছি সব ঠিক।

এ মধুসূদন দাদাটা কে? ব্যাপারটা কিছু গভীর দেখছি।

যণ্ড।—বাবা আমিও তারি ধোঁকায় পড়ে গেছি, আগে মেয়েমানুষের হৃদয় যেমন জটিল মনে মতুম, এ জটিলের ব্যাপার তার চেয়েও জটিল দেখছি।

কু।—দাদা! জটিল মনে ক'রে নিলেই জটিল, আর সোজা ব'লে ধরলেই সোজা। জটিলকে গিয়ে চেপে চুপে ধরা যাক্ চল, সব ব্যাপার বোঝা যাবে এখন।

সদা।—সেই ভাল কথা জটিল এখন কোথা?

যণ্ড।—হাঁড়া হাঁড়া দৈ নিয়ে ব'সে আছে। দু হাতে বিলুচে আর মুচকে মুচকে হাসছে।

সদা।—চল, চল, তাকে গিয়ে ধরা যাক্ চল।

[সকলের প্রস্থান।]

খাদ্য সামগ্রী হস্তে ব্রাহ্মণ বালকদ্বয়ের
প্রবেশ ও গীত।

খুব বেঁধেছি, খুব ধোয়েছি, আর ধরে না পেটে।
দাঁড়িয়ে চলা দায় হ'ল ভাই, মোড়া লুচি মেরে।
দেখতে বটে বাচ্‌কানী, লুচি খাই বিগলানি,
ফলার পেলে, তেড়ে ফুঁড়ে এগুই কোমর এঁটে।
ব'ল্বে যেথায় সেথায় যাব, যত দেবে ততই খাব,
সরা সরা হাঁড়ি হাঁড়ি—যাক্‌গে না পেট ফেটে।

[গীতান্তে সকলের প্রস্থান।]

পরমানন্দ, কিশোর ও বাঁশরীর
প্রবেশ।

পরমা।—আশ্চর্য্য! সে বালিকাটা কোথায় গেল? আমাদের এই বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে বলে, এর ভিতর যাও তোমাদের

কামনা দিক্ হবে, তার পর চোখের
পলক ফেলতে না ফেলতে কোথায়
মুণিয়ে গেল !

কিশোরী।—বাবা সংসার কার্য্য-ক্ষেত্র, কাজ
পেয়েছি, মনের মতন লোক মিলেছে,
এখন দেখা যাক্ কি হয় ।

বাঁশরী।—হ্যাঁ বাবা, পরের বাড়ীতে এলুম
পরে কিছু বলবে না তো ?

পরমা।—মা চঞ্চল হ'য়োনো—স্থির হও ।

(জটিলকে লইয়া সদানন্দ, যণ্ড ও
কুশ্মাণ্ডের পুনঃ প্রবেশ ।)

সদা।—বাবা জটিল ! আমি তোর গুরু, তোকে
আশীর্বাদ ক'রছি, তুই অমর হবি, তুই
মহা বিদ্বান হবি । বল বাবা, তোর মধু-
সুদন দাদা কে ?

যণ্ড।—জটিল তোমার ভাল হবে, তুমি রাজা
হবে, তোমার মধুসুদন দাদাকে আমা-
দের একবার দেখাবে ?

কু।—ওহে ছোকরা ! বলি শ্রদ্ধটা চুকে গেলে
একটা নতুন জিনিষ খুজে নেবো বোলে
হুভাসে বেরুবো মনে করে রেখেছি,
ততটা কষ্ট আর কেন দেবে ? তুমি মনে
ক'লেই এই খেনেই সে জিনিষ মিলিয়ে
দিতে পার । হাজার হোক তোমার গুরু
ত' বটে, আমরাও তোমার গুরু পুত্র ।

জটিল।—আমার মধুসুদন দাদা কে তা জানিনি,
কোথায় থাকে তাও জানিনি, কোথায়
বাড়ী তাও শুনিনি, কাদের ছেলে তাও
জিজ্ঞাসা করিনি, তবে রোজ আমার
সঙ্গে ক'রে পাঠশালে রেখে যেতো এই
টুকু জানি ।

সদা।—তাকে দেখতে কেমন ?

জটিল।—দেখতে আর এমন কি, তবে বেশির
মধ্যে চুড়ো মাথায় আর বাঁশি হাতে ।

সদা।—বাবা জটিল ! তোকে আর বেশি কি
ব'লবো, একবার তোর মধুসুদন দাদাকে
দেখা, চন্দ্র চক্ষু সার্থক করি ।

জটিল।—এখানে কারা বোসে গা ? তোমরা
কে গা ?

বাঁশরী।—ওমা ক্রি যে, আমার বর গো ; হ্যাঁগা
তুমি এখানে যে ?

জটিল।—বাঁশরি, তুই এখানে এসেছিস্, আর—
আর উঠে আর, আমার গুরুমশায়ের
বাড়ীর শ্রদ্ধ দেখতে এসেছিস্ ?

যণ্ড।—তোমরা কে গা ?

পরমা।—আমরা এই পাড়ায় থাকি, শুন্লুম খুব
জাঁকে শ্রদ্ধ হচ্ছে, তাই দেখতে এসেছি ।

যণ্ড।—তা এখানে ব'সে রয়েচ কেন ? এস এস,
বাড়ীর ভেতর এস ।

সদা।—বাবা জটিল ! এদের সঙ্গে পরে কথা
ক'ম্, আমার কথার উত্তর দে । আমার
প্রাণের ভিতর কেমন ক'রে উঠেছে,
আর বেগ থামাতে পাচ্চিনি । বল
তোর মধুসুদন দাদা কোথায় ?

জটিল।—মধুসুদন দাদা কোথায় তা আমি
জানিনি । তবে আমার বলে দিয়েছে
যখনই আমি ডাকবো আমার দেখা দেবে ।

সদা।—তাকে ডাক বাবা—একবার ডাক ।
তোর গুরুর কথা রাখ ।

জটিল।—মধুসুদন দাদা—মধুসুদন দাদা—দেখা
দাও—একবার দেখা দাও । আমার
কথা রাখ, একবার দেখা দাও ।

(পট পরিবর্তন ।)

মারী কুঞ্জ ।

শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও সহচরীগণ ।

সকলে—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

শ্রীকৃষ্ণ ।—জটিল ! জটিল ! আর আমার কোলে
আয় । দেখ, তুই যেমন ডেকেহিস্,
আমি অমনি দেখা দিয়েছি ।

জটিল ।—(শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়া) মধুসূদন
দাদা ! মধুসূদন দাদা ! এই যে আমি,
এই যে আমি ।

শ্রীরাধা ।—ওলো বাশরী ! তোর বর আমাদের
কাছে এল, আর তুই ওখানে হাঁ করে
দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ ?

বাশরী ।—দিদি ! দিদি ! তুমি ওখানে, তুমি
ওখানে, আমার ভোলনি, আমার কোলে
নাও !

সদা ।—বাবা জটিল, তুমি আমার বথার্থ শিষ্য !
আমার জীবন-সার্থক হ'ল । দয়াময় !
বন্ধন মুক্ত ক'রে দাও ! আর কেন ?
ভব যন্ত্রণা তো অনেক দিন ভুগলুম !

যশ ।—জটিল ! বাবা তোমার গুরু-পুত্র হয়ে-
ছিলুম বলে আজ আমরা এত সৌভাগ্য-
বান ।

কু ।—দাদা এইত' নূতন জিনিষ পেয়েছি, আর
সে অবধূতের কাছে যাবার দরকার নেই ।
পরমা ।—চক্ষু ! আজ তুই চেতন পেয়ে, পরম
চৈতন্যময় মূর্তি দেখলে । তুমি সার্থক,
আমি সার্থক, আমার মানব জন্ম সার্থক ।

কিশোর ।—আজ বুঝলুম, হরিনাম বনে হয়
না—হরিনাম মনে, হরিনাম সংসার
ত্যাগ করলে হয় না—হরিনাম ঘরে—
হরিনাম বাপ ভগ্নি ত্যাগ করলে হয়
না—হরিনাম বাপ ভগ্নি নিয়ে ।

সকলে—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

সহচরীগণের গীত ।

রূপময় দাঁড়িয়ে হেথায় রূপ যদি হে চাও ।

গুণে মন মজে যদি, গুণের আধার চিনে নাও ।

প্রাণের নিধি প্রাণের মাঝে, হেথা হেথা বেড়াও যুগে,
বলি য. তা মনে বুঝে, ম'জে দেখ কি সুখ পাও ।

কে জানে কি প্রবোধ দিয়ে, রেখেছে হে মন বুঝিয়ে,
চেনা জিনিষ চিনে নিয়ে, অচেনা প্রাণ চিনিয়া দাও ॥



দোললীলার গীতাবলী।

গীত ।

নয়ন গলিয়ে যায় স্নানীলিম গগনে,
হাসিতেছে চারিদিক দিনমণি কিরণে ॥
হাসিতেছে তরুণির, হাসিছে ফুল কুটির,
সাঁতারে সমীর ধীর, নীর নাচে পবনে ॥
কালিন্দীর কল কল, ঢেউগুলি ঢল ঢল,
চলে জল অবিরল, জলি জলি তপনে ॥

গীত ।

অই ! অই ! বাজে মধুর মুরলী,
ধরিতা মধুর তান ;—
বিমোহিত কাণ, বিমোহিত প্রাণ,
শুনিয়ে শ্রামের গান ।
তানের ভিতরে কি সুন্দর ছবি
রঞ্জিতেছে প্রাণসখী !
শতদল দল, রাগে ঢল ঢল,
রমিত আঁখি নিরখি ।

চল চল প্রাণের লজনি

কালার নিকটে বাই ।

চল চল চল কালা কলেবরে

মোহন লাল মাখাই ॥

গীত ।

আজি দোললীলা হোরি খেলা
আজি খেলিব হরি ।
আবির কুকুম সাজিয়েছি কত,
ল'য়েছি আঁচল ভরি ॥
ঘড় সাধ মনে সে কাল বরণ,
আবিরে হইবে লাল মোহন,
প্রেমময় ছবি প্রাণ বিমোহন,
মানস ক'রেছে চুরি ॥

গীত ।

বহিয়ে বহিয়ে যায়,
কেবল বহিয়ে যায়,
আকাশে মিশিয়ে যায়
যমুনা সলিল ;
বহিয়ে বহিয়ে যায়,
উল্লাসে বহিয়ে যায়,
সলিলে খেলায়ে যায়
চঞ্চল অনিল ;
বহিয়ে বহিয়ে যায়,
বন্ধিম বহিয়ে যায়,
সমীরে মিশিয়ে যায়
কোকিলের গান ;

বহিয়ে বহিয়ে যায়,
চৌদিকে বহিয়ে যায়,
আকাশে মিশিয়ে যায়
মধুর তুফান ॥

গীত ।

ঘুরে ফিরে এমনি ক'রে ছড়িয়ে
দেরে ফাগের রাশি ।
লালে লাল হব রে ভাই,
রাস্তা হবে মোহন বাঁশী ॥
রাস্তা হবে ফুলের দল,
রাস্তা হবে বনের ফল,
রাস্তা হবে যমুনা জল,
রাস্তায় রাস্তায় মেশামিশি ।
সোনার বরণ রাধা আমার,
সোনামুখী নামটি যে তার,
খুলবে কেমন ফাগের বাহার,
(যেন) উষার কোলে রাস্তা হাসি ॥

গীত ।

(তোর) কাল বরণ রাস্তা ক'রে
ফিরবো ঘরে রাখাল সবে ।
মোহন চুড়া পীত ধড়া
আবির ঢেলে রাস্তা হবে ॥
আঁহা কেমন সেজেছে,
ধ্যানের ছবি কবি এঁকেছে,
ফুলের মত মনের কলি ফুটে উঠেছে,—
আর কারে ভয়, জয় দয়াময়,
ঘুচলো ভব ভয়,—
ভক্তি-ডোরে ভগবান বেঁধেছি যবে ॥

গীত ।

কিশোরী খেলিতে হোরি
এসেছে কিশোরী ।
চাতুরি ক'রনা হরি,
ফিরায়োনা মনোচোর ।
কুসুম আবির কত,
এনেছি মনের মত,
নবীন নীরদ গায়,
শোভিবে কেমন হায়,—
ঠেল'না চরণে প্রেমাবিনী জনে
ছিঁড়োনা প্রেমডোর ।

গীত ।

শ্রীকৃষ্ণ । ঢাল ঢাল আবির, পরাণ অধীর,
অধীর পরাণ ধীর, কর প্রমোদিনী ।
মানস প্রতিমা মম, চাক্র চন্দ্রমা মম,
অদি সরোবরে ফুট প্রেম কমলিনী ॥
রাধা । (আবির মাখাইয়া)
শ্রাম কলেবর কুসুম সুন্দর,
মোহিত চিত কিবা লোহিত তর তর
শ্রীকৃষ্ণ ।

সোনার বরণ আজি কুসুম আবিরে সাজি,
হাসিবে সুষমা ধরি, মরি কিবা বিমোহিনী

গীত ।

ওহে রসরাজ, ছি ছি নাহি লাজ,
এ কেমন কাজ হরি ?
বসন হরিয়ে, জলেতে রাখিয়ে,
ডাকিছ আবার ছলনা করি ।
রমণী বসন, লজ্জা নিবারণ,

জাননা কি আশা বাঁশরীবদন ?

রাখ রাখ মান, রাখ রাখ প্রাণ,
গোপিনী জীবন মিনতি করি ॥

গীত ।

বলন গিয়েছে চুরি, ব্রজনরী মরি মরি ।
কাতরে করুণা চাও বল বল কিবা করি ।
যমুনারি কাল জলে, শোভিছে কমল দলে,
তুলে পর কুতূহলে, সরস পাশরি ॥

গীত ।

কমলের দলে কমলিনী-দলে
বিরাজে যমুনা জলে ।
মৃণালে জড়ান ক্ষীণ কটীদেশ,
তনু আবরিত বিকচ কমলে ॥
শৈবালের দল অঙ্গে সুকোমল,
পয়োধর হার ফুল শতদল ;
বেণীতে বিনান মোহিনী নলিনী,
চারিদিকে শতদল উজলে ॥

গীত ।

আমার প্রাণের নিধি
প্রাণে ছিল হরে নিলে কে ?
কাদালে অবলা বালা দেরে এনে দে ॥
প্রাণ বিমোহনে, পরম যতনে,
রেখেছি বুক অতি সঙ্গোপনে ;
খেলিতে খেলিতে, দাগা দিগে চিতে,
মনচোর মম লুকাল কে ॥

গীত ।

লাল তমাল তল, লাল কুমুম দল,
লাল যমুনা জল, লীলায় চলিয়ে যীর ।
লাল প্রমোদ বন, লাল পাগল মন,
লাল রে শ্রীমধম, কুজবনে শোভা পায় ॥
লাল ময়ূর নাচে, লাল কোকিল গাছে,
লাল ফুলে লাল অলি, লাল মধু খায় ;
লাল কুমুম লতা, লাল গাছের পাতা,
লাল ধূলা লয়ে রঙ্গে অনিল খেলায় ॥

গীত ।

গোপা ।
কেন রং দিলি ঢং ক'রে ।
সাদা কাপড় রাঙিয়ে দিলি
পিচকিরি মেরে ॥

গোপ ।
তোর কাল বরণ তাল বাসি,
যখন তখন তাইত' আসি,
আড়াল থেকে আড়ে দেখে,
তোর পায়ে পায়ে বেড়াই ঘুরে ।

গোপা ।
(তোর) খাবড়া মুখে জ্বলে ছুড়ো
ফাগের গুঁড়ো দিই,—
যেমন দিবি তেমনি পাবি
শোধ তুলে ত' নিই—
(ওরে) ক'রলি যে খুন, তরুণ, অরুণ,
মরি মরি ঝকমারি ॥

উভয়ে ।

এমন দিনে বুকের ধনে,
ফাগ মাথাতে হয়, ওরে না মাথালে নর—

অনেক দিনের আশার আশা
রেখেছিরে প্রাণ পুরে ॥

গীত ।

কালিন্দীর কোলে ঢেউ গুলি দোলে,
হুলাল যেমতি মায়ের গায় ;
লীলায় খেলায়, চলে চলে যায়,
শিশু ঢেউ গুলি টানিয়া চায় ।
ফুর ফুর ফুর ফুরিয়া সমীর
ফুটায় লতায় ললিতা ফুল ;
গুন গুন গুন মধুর গাইয়া
কুম্ভমে পরশে মধুপকুল ;
কুহ কুহ কুহ ছপের প্রবাহ
কোকিলের গলে বহে তরল ;

পেখম ধরিয়া নাচিছে ময়ূর,
সুখে বলে সারি শুক সকল ॥

গীত ।

মায়া গিরি ওই, মায়া বন ওই, "
মায়া ডালে ব'সে কোকিল ডাকে ;
মায়াব সমীর, মায়ায় নীর,
মায়ায় উরমি চলিছে ঝাঁকে ॥
মায়ায় গগন, মায়ায় কানন,
চারিদিকে মায়া, মোহিনী মায়া ;
মায়ায় রাই, মায়ায় মাধব
চারিদিকে হেরি মোহিনী ছায়া ।
মহামায়া মায়া, মায়ায় টুটিল
মায়া মোহিনী আর কি থাকে ।

সীতারামের গীতাবলী ।

১ নং গীত ।

তাকি হয় ও রসময় মন মজিয়ে যাবে চলে ।
গলা ধ'রে থাক'ব প'ড়ে লুটিয়ে মাথা চরণ তলে ॥
পাকা চুলে কলপ দিয়ে, রসকলির বাহার নিয়ে,
প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে, ডাকবো প্রাণের বঁধু বলে ॥
ছুটে যাব যেথায় থাক, চরণ ছাড়া হব' নাক',
অত আশা ভালবাসা ভাসিয়ে দেব গঙ্গার জলে ॥

২ নং গীত ।

মানিনি যামিনী ভেল অবসাদে ।
তুয়া পদ কমল বিমল বরদাতা,
কি দেখি না হয়ে পরসাদে ॥
জনমে জনমে হাম্ তুয়া আরাধন বিনু
আন নাহিক অভিলাষে ।
তুহ' মনে জানহ হাম্ তুয়া কিঙ্কর
তবহু তেজ সহবাসে ॥
রূপগুণ বিহি তুয়া নিরমাওল
আন কি কহব তুয়া আগে ।
নয়নক ওর খোর না হেরসি
এ মোহে কেমন অভাগে ॥

৩ নং গীত ।

নীল নবীন-নীরদ সেই বন্ধিম ঠামে মজেছি ।
করম ধরম, সরম ভরম,
যৌবন ধন প্রাণ মরম,
ভবের তরণী সেই রাজাপায়ে আপনারে বিকিয়েছি
আহা কিবা ওই মঞ্জীর বুনু,
নূপুর ধ্বনি কুণু কুণু কুণু,
আনার প্রাণের গায়ে নেচে নেচে চলে শ্রাম,
কর নাশাংক পান জরিনাম ॥

সংসার সুখ সম্পদে আর কাজ নাই,
অকূলে তাই ভেসে যাই, রাজরানী হ'তে নাহি চাই
সেই জগতের পতি, পতিতের গতি,
শ্রীপতির হৃদে ধ'রেছি ॥
বাসনার মুখে ছাই দিয়ে তাই,
ছাই হ'য়ে ছাই বুঝেছি ॥

৪ নং গীত ।

তোমারি বাসনা পাশে জড়িত সংসার ।
তোমারি বাসনা শ্রোত বহে ধর-ধার ॥
তুমি মা দিয়েছ নাথ, ফিরি তারি সাথে সাথ,
করণ কারণ তুমি আধের আধার ॥
তুমি পুণ্য তুমি পাপ, তুমি কর্ম অনুতাপ,
শ্রোতে তুণ ভেসে যাই কামনা-কি তার ॥

৫ নং গীত ।

কি জানি কি ঘোরে বিভোর হ'য়েছি,
কি জানি কি ভাবে মাতিয়া উঠেছি
কি বাসনা শ্রোতে ভাসিয়া চলেছি,
কি জানি কোথায় মিশিব ।
দূর স্মৃতি সম কত কথা উঠে,
দূর বাঁশীরব যেন আসে ছুটে,
যেন ধরি ধরি ধরিতে না পারি
ধরা হ'য়ে তবু ধরিব ।
গভীর পিপাসা থাক বুকে থাক
আশার কামনা পুড়ে হোক থাক
জীবনের সাধ জীবনে মিশাক
এই শ্রোতে শুধু ভাসিব ॥

৬ নং গীত ।

সদা ভজ ভোর ভাবে হরিনাম ।
বন্দে হৃদয় প্রাণ খুলি মাতি মাতি
কর নাশাংক পান জরিনাম ॥

অনাহদ নাদ সম্পূর্ণ স্রুতানে,
ভাব রাগ ভর বিভোর পরাণে,
বর্তমান হের অতিতে মিলায়ে,
ভজ সংসার জারীম ।

আহা পলে পলে যাও ভুলে মায়াবশে,
হরিনাম বিনা হরি চরণ বিনা,
কেবা প্রাপ্তিরে বীণা কান্টারে আশা,
জনমযোগ কবে কর কর রে,
কেবা সঙ্কট ভঞ্জন সংসারে,
ভবজন তারণে সে চিকণ শ্রাম,
পাপহারণ কারণ কৃপাধাম,
করদান দয়া, দয়া ধরম মায়া,
পাবে চরণ ছায়া, স্মরনে নীলকায়া,
ছাড় মায়া মোহ পাপ রক্ত কাম,
ভজ ভোর ভাবে হরিনাম ॥

৭ নং গীত ।

জয় শিব শঙ্কর ত্রিপুর নিধন কর
রণে ভয়ঙ্কর জয় জয়রে ।

চক্র গদাধর কৃষ্ণ পীতাম্বর

জয় জয় হরি হর জয় জয়রে !
নীলকণ্ঠধর শঙ্কু দিগম্বর
গঙ্গাধর হর জয় জয়রে !
গোপী হৃদয়হারী, জয় গিরিধারী
কুঞ্জকানন চারী জয় জয়রে !
কেশব মাধব, ভূতনাথ ভব,
জয় জয় হরি হর জয় জয়রে !

৮ নং গীত ।

ভগাদি দেব পুরুষ পুরাণ,
স্তুমস্ত্র বিশ্বস্ত্র পরং নিধানম্ ।
বেভাসি বেদাঞ্চ পরং চ ধাম,
ত্বয়া ততং বিশ্ব মন ও রূপ ॥
নমো নমস্তে স্তু সহস্র কৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নবস্তে,
নমঃ পুরস্তা দণ পৃষ্ঠ তস্তে,
নমোস্তুতে সর্কত এব সর্ক ॥

দেবী চৌধুরাণীর গীতাবলী ।

১ নং

আমি সদাই হেসে হেসে, বেড়াই ভেসে ভেসে,
এ ভব সাগরে ডরি না ।

যার তারুই আমি, তারই অনুগামী,
তারই কন্ম বই করি না ॥

যেচে এনেছে, এসেছি, রেখেছে রোয়েছি,
রূপদেছে রূপে রূপসী হোয়েছি ।

চল—চল—চল—যৌবন পেয়েছি,

তারই প্রাণ বই ধরি না ॥

(তার) রূপ দিছি তায় দেখুক শুনুক,
যৌবন দিয়েছি রাখুক ঢাকুক,
প্রাণ দিছি ভাল বাসতে হয় বাসুক,
অত শত ভেবে মরি না ॥

২ নং

ঝর ঝর দর দর নয়নে বারি,
কেন কেন কিশোরী ।

সতী-সোহাগে সাকার পতি শ্রীপতি তোরি ॥

ওলো—দে ভাল বাসা,

ওলো—দে ভাল বাসা,

প্রেম রতনে রমণে পূজি সোহাগ করি ।

বুকে তুলে নে তুলে নে ওলো শ্রীহরি অরি ॥

৩ নং

(ওলো) উধেলেছে এ ভক্তি ভরা প্রাণ,
এ ভাঙ্করে গাং ছকুল কাণে কাণ ।
তাতে ঝাঁড়া ঝাঁড়ির ভোর কোটালে

বাধন ভাঙতে চায় ঠেলে,
চেউয়ের পিছে পিছে চেউ

আছড়ে দেয় ফেলে ।

বিষম একটানা টান, টানের মুখে

কুটো দিলে খান খান ॥

৪ নং

আমার তপ্ত কাঁচাসোণা ।

এতে সোহাগার তো তরু সবে না ॥

আপুনি গোলে চল্ চলাবে,

টল্ টলাবে আর রবে না ॥

আমার তপ্ত কাঁচাসোণা,

ছাঁচে ফেলবার তো তরু সবে না,

আপুনি প'ড়ে গড়িয়ে গড়ন

গড়বে আপন আর রবে না ॥

৫ নং

আমি কিছু নই রে ।

ভবে এনেছে এসেছি,—রেখেছে রোয়েছি,
অজানা অচেনা আপনার সে ॥

ফিরি যে বাগে ফিরায়, করি যা করায়,
কন্মদল তার সঁপি তাঁরে ॥

তাঁর খেলাধরে খেলি,

যত আমি মেলি,

আমার আমার থাকে না রে ।

মহা আমি মহা গোহিনী মায়ায়,

মহাখেলা তার স্মৃথে সে খেলায়,

আমার বলিতে রাখে না রে ॥

৬ নং

ঘন ঘন ঘন আবৃত গগন,
 কিম্ব কিম্ব শশী সাজু রে ।
 ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্,
 দ্রিম দ্রিম বীণা বাজু রে ॥
 গভীরে গভীরে ধীরে ধীরে ধীরে,
 গরজি গরজি ফিরে ফিরে ফিরে,
 সাহানা মল্লারে কেদারে হাথিরে,
 দ্রিম দ্রিম বীণে বাজু রে ॥
 দর দর দরে ঝর ঝর ঝরে,
 কাঁদারে করুণে সরু সুরে স্বরে,
 আলোয়া ভৈরবী বেহাগ বাহারে,
 দ্রিম দ্রিম বীণে বাজু রে ॥

৭ নং

ওগো বীণা বাজে না কেন ?
 বীণা বাজিতে বাজিতে কেন থামিল হেন ?
 বীণা বাজালে বাজে না, বাজিতে চাহে না,
 আছে তাই পাশে সাজানো ।
 বীণা বাজালে বাজে না, বাজিতে চাহে না,
 না জানি কেমন বাজানো ॥
 (ওগো বীণা বাজে না কেন ?)
 বীণা বেসুরো বেতালো, বড় ঝালা ফালা,
 বুকে থেকে তাই নামানো ।
 বীণা সুরে তালে ঠিক, বাজিয়ে বেঠিক,
 প্রাণে আঁখি ঠেরে থামানো ॥
 (ওগো বীণা বাজে না কেন ?)
 বীণা পাগল আমার, থাকে থাকে আর,
 ছিঁড়ে ফেলে তার মানানো ।
 বীণা পাগল তো নয়, পাগল হৃদয়,
 আশা পথ পানে তাকানো ॥

৮ নং

ভাল চাও তো ভালয় ভালয় এগিয়ে এস তাই ।
 তুমি কাণা কড়ির কেনা গোলাম ডাকুছে তোমায়
 তাই ।

তুমি তার ডেকেছে তোমায় তাই ॥
 তুমি রাং কি সোণা বাচবার তরে,
 ক'সবে ধনী কষ্ট পাতরে,
 তুমি ভাল কি মাকাল মিষ্টি কি তেতো,
 চাকতে ধনী চাইছে সতত,
 তুমি সস্তা দরের বস্তা পচা ভিতরি ভরা ছাই ।
 কিম্বা আছ টাটকা গোটা দেখবে ধনী তাই ॥

৯ নং

মাথা খাও খাও মেনে ঠাট ছাড় হে রসিক রায় ।
 এই টাটকা রসে পাক করা রসবড়ায় রস গড়ায় ॥
 এ রস তারিয়ে তারিয়ে খাও,
 খাবা ভরা এই রস্করাটি আলতো তুলে খাও ।
 রসে চুমুক লাগাও চেটে পুটে যাও
 ফোঁটাটি না এড়ায় ॥

১০ নং

স্বধু আঁটা আঁটি সার হোলো মা
 সিঁদকেটেছে চোর ।
 বুকের ঘরে সাত রাজার ধন,
 মাণিক চুরি তোর ।
 হোলো মাণিক চুরি তোর ॥
 চোরা কল্লো চুরি, বইলি চেয়ে ধলি না,
 তুই আল্লা মেয়ে সামলে তো কই চলি না,
 তোর মনচোরা চোর এল গেল,
 তোর প্রাণের ক'রে খোর ॥

দেবী চৌধুরাণীর গীতাবলী ।

৩

১১ নং

ওমা তুই তো চলিলি গো !
তোরা যাতনা জুড়াল, সাধনা ফুরাল,
সিদ্ধ হইলি গো !
সাধে সিদ্ধ হইলি গো !
সতী সাধবী সধবা সাধে সিদ্ধ হইলি গো ॥
কুণ্ডলিনী তুই কুলে পেলি কুল,
কালশশী তোরা ভুলাইল ভুল,
পেলি মূলে স্থলে, কাণ্ডারী অকূলে,
বন্ধে লইলি গো—

কুললক্ষ্মী দেবতা পতি বন্ধে লইলি গো ॥
পতিরূপে তোরা শ্রীপতি সহায়,
মতি গতি রতি-মুক্তি পতি পায়,
সতী সধবায়, শিখাতে হেলায়,
মর্তে রহিলি গো,
ওমা মর্তে রহিলি গো,
পতিভক্তি শিখাতে সতী মর্তে রহিলি গো ॥

